NABA BARSIKI

FOR

1287 B. S.

(Containing much useful information of general importance and the short sketches of the Lives of Emenent Bengali men of the time.)

১২৮৭ সাল।

(বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও সাময়িক খ্যাতিমান ব্যক্তি-
দিগের সংক্ষেপ জীবনী সম্বলিত

নং ৩৫, বেনেটোলা লেন
ন্যায়যন্ত্রে
শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

---

১৪ নং কলেজ স্কোয়ার রায় প্রেস ডিপজিটরীতে
প্রকাশিত।

মূল্য ১৵০ মাসুল ৵০।

আত্ম নিবেদন।

নববার্ষিকী প্রকাশিত হইল। ইহা নববর্ষের প্রথমেই প্রকাশিত হয় ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। এই কালবিলম্বজনিত গ্রাহকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, এমত বোধ হয় না। ইহা পঞ্জিকা নহে যে, বৎসরান্তে আর কোন প্রয়োজনে আসিবে না। ইহাতে অপর প্রকারের নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করা গিয়াছে। তবে ইহাকে পাঠক সমাজে যেভাবে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা ছিল তাহা হইয়া উঠে নাই। অনুষ্ঠানপত্রে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছিল অনাবশ্যক বোধে তাহার কতক পরিত্যক্ত এবং আবশ্যক বোধে অনেক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে, আবার কোন কোন বিষয় নূতন সংযোজিত হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াও ইহার অভাব সকল বিমোচন করিতে পারা যায় নাই, ইহা এখনও নিতান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তবে যদি এরূপ গ্রন্থ বর্ষে বর্ষে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন বোধ হয় আশা করি ক্রমে ইহার অভাব সকল দূর হইতে পারিবে, এমন কি, আগামী বর্ষেই ইহার আর এক প্রকার নূতন গঠন প্রদান করিয়া সৌষ্ঠব বিধানের চেষ্টা করা যাইবে।

সাময়িক খ্যাতিমান ব্যক্তিদিগের জীবনী সংগ্রহ করিতে বিস্তর পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া[illegible] কিন্তু আকাঙ্ক্ষানুরূপ কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। যাঁহাদিগের [illegible]ত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগের জীবনী [illegible]রিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। যথা, মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা প্রমথনাথ রায়, রাজা কালীনারায়ণ রায়, মান্যবর রমেশচন্দ্র মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, বান্ধব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (কাশ্মীর) হিন্দু মেলা ও ব্যায়াম চর্চ্চার প্রবর্ত্তক নবগোপাল মিত্র, কুমারী তরু দত্ত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের আরও কয়েক জন গণনীয় ব্যক্তি। ইঁহাদিগের অনেকের নিকট পত্র লিখিয়া এবং কাহারও নিকট স্বয়ং যাইয়া জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তথাপি নানা কারণে এবার কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করা হইয়াছে,

এবং উপরে যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করা হইল, তদ্ভিন্ন আরও কোন কোন প্রধান ব্যক্তির নাম বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারি। কেহ অনুগ্রহ করিয়া ভ্রম দেখাইয়া দিলে আগামীতে তাঁহাদিগেরও জীবনী সংগ্রহের যত্ন করা যাইবে।

এই গ্রন্থ সঙ্কলন পক্ষে যে অনেক গ্রন্থ, গ্রন্থকার এবং অপর অনেক সাহায্যকারী আত্মীয় ও সদাশয় ব্যক্তির নিকট আমি বিশেষ ঋণী আছি তাহা বলা বাহুল্য। অনেক ব্যক্তি এবং গ্রন্থের নাম পুস্তক গর্ভে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে বোম্বাই হইতে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায়, ঢাকা হইতে শ্রীযুত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ভিক্টরিয়া যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিপীনবিহারী রায় মহাশয় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতার অনুরোধে পরিশেষে ইহাও স্বীকার করা আবশ্যক যে আমার কোন আত্মীয় মহিলা দর্শনীয় স্থানের অধিকাংশ বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি যে পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারিলে অধিকতর সুখের হইত। কিন্তু যে দেশে অনেক পুরুষ-লেখক স্ত্রীবেশে উপস্থিত হইয়া পাঠক সমাজকে প্রতারিত করেন, তথায় লেখিকা বলিয়া কোন কুলকন্যার পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

সংগ্রহকার।

সূচীপত্র।

সাময়িক খ্যাতিমান ব্যক্তিদিগের সংক্ষেপ জীবনী

পরিশিষ্ট।

ভ্রম সংশোধন।

৮ পৃষ্ঠা	৯ পং	মে স্থানে চৈত্র হইবে।
৬৭ "	১৬ "	কিসেনগঞ্জ স্থলে কৃষ্ণগঞ্জ।

পর্ব্বদিন ও তদুপলক্ষে আপিষ বন্ধ।

পর্ব্বদিন	বাঙ্গালা তারিখ	ইংরাজী তারিখ	বার	কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আপিষ	হাই কোর্ট	স্মলকজ কোর্ট	মফঃস্বল দেওয়ানী কোর্ট	ফৌজদারী কোর্ট
	পর্ব্ব আরম্ভ							
বাসন্তীপূজা	৬ বৈশাখ	১৭ এপ্রেল	শনি	০	০	০	০	০
অন্নপূর্ণা পূজা	৭ বৈশাখ	১৮ এপ্রেল	রবি	০	০	০	০	০
শ্রীরাম নবমী	৮ বৈশাখ	১৯ এপ্রেল	সোম	০	০	০	০	১
দশহরা	৪।৫ আষাঢ়	১৭।১৮ জুন	শুক্র	১	১	১	১	১
স্নান যাত্রা	৯ আষাঢ়	২২ জুন	শনি	০	০	০	০	০
রথ যাত্রা	২৬ আষাঢ়	৯ জুলাই	শুক্র	০	০	০	১	০
পুনর্যাত্রা	৩ শ্রাবণ	১৭ জুলাই	শনি	০	০	০	১	০
ঝুলনযাত্রা	১ ভাদ্র	১৬ আগষ্ট	সোম	০	০	০	০	০
রাখিপূর্ণিমা	৫ ভাদ্র	২০ আগষ্ট	শুক্র	০	০	০	০	০
জন্মাষ্টমী	১২ ভাদ্র	২৭ আগষ্ট	শুক্র	১	১	১	২	১
মহালয়া	১৮ আশ্বিন	৩ অক্টোবর	রবি	১	১	১	১	১
দুর্গোৎসব	২৫ আশ্বিন	১০ "	রবি	১২	৬৩	২৩	৩৩	১২
লক্ষ্মীপূজা	২ কার্ত্তিক	১৭ "	রবি	০				
শ্যামাপূজা	১৮ কার্ত্তিক	২ নবেম্বর	মঙ্গল	২		২		
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	২০ কার্ত্তিক	৪ নভেম্বর	বৃহস্পতি	০		০		
জগদ্ধাত্রীপূজা	২৬ কার্ত্তিক	১০ নভেম্বর	বুধ	২		২	২	২
কার্ত্তিকপূজা	৩০ কার্ত্তিক	১৪ নভেম্বর	রবি	২		২	২	২
রাসযাত্রা	২ অগ্রহায়ণ	১৬ নভেম্বর	মঙ্গল	০		০	১	০
শ্রীপঞ্চমী	২২ মাঘ	৩ ফেব্রুয়ারী	বৃহস্পতি	২	২	২	২	২
শিবরাত্রি	১৬ ফাল্গুন	২৬ "	শনি	০	০	০	২	২
দোলযাত্রা	৩ চৈত্র	১৪ মার্চ্চ	মঙ্গল	১	১	১	১	১
বারুণী	১৫ "	২৭ "	রবি	০	০	০	০	০
বাসন্তীপূজা	২৫ "	৬ এপ্রেল	বুধ	০	০	০	০	০
অন্নপূর্ণা পূজা	২৬ "	৭ এপ্রেল	বৃহস্পতি	০	০	০	০	০
শ্রীরাম নবমী	২৭ "	৮ এপ্রেল	শুক্র	০	০	০	১	০
সংক্রান্তি চড়কপূজা	৩০ চৈত্র	১১ এপ্রেল	সোম	১	১	১	১	১
গ্রহণ †				০	০	০	১	০
এম্প্রেস বর্থডে	১০ জ্যৈষ্ঠ	২২ মে	শনি	১	১	১	১	১
খ্রীষ্টমসডে	১১ পৌষ	২৫ ডিসেম্বর	শনি	৯	৯	৮	৩	৩
নিউইয়ার্সডে	১৮ পৌষ	১ জানুয়ারি	শনি	১	৩	১	৩	১
গুডফ্রাইডে বা ইষ্টর	২৭ চৈত্র	৮ এপ্রেল	শুক্র	২	৫	২	২	২
আখেরীচাহারশম্বা	১৮ চৈত্র	৩০ মার্চ্চ	বুধ	০	০	০	১	১
শবেবরাত	৯ শ্রাবণ	২৩ জুলাই	শুক্র	০	০	০	১	১
ইদলফেতর	২৩ ভাদ্র	৭ সেপ্টেম্বর	মঙ্গল	০	২	০	২	২
ইদুজ্জোহা	৩০ আশ্বিন	১৫ অক্টোবর	শুক্র	০	০	২	২	২
মহরম	২০ অগ্রহায়ণ	৪ ডিসেম্বর	শনি	০	৩	৯	৫	৫
ফতেহাদোয়াজদাহম	২ চৈত্র	১৪ মার্চ্চ	সোম	০	১	১	১	১

† গ্রহণ যতবার হয় মফঃস্বলের দেওয়ানী আদালত সকল কোন স্থানে ১ দিন ও কোন স্থানে

নববার্ষিকী

বঙ্গদেশ প্রচলিত সালের উৎপত্তি বিবরণ।

অধুনা বঙ্গদেশে প্রচলিত সালের উৎপত্তি বিবরণ অনেকেই অবগত হইতে উৎসুক আছেন, বাঙ্গালা সাল হিজিরা সালের রূপান্তর ভেদ মাত্র। ৬২২ খৃঃ অব্দের ১৬ই জুলাই মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন, সেই হইতেই হিজিরা সালের আরম্ভ হয়। মুসলমানেরা চান্দ্রমানানুসারে অর্থাৎ ৩৫৪ দিনে বৎসর গণনা করিয়া থাকেন, সুতরাং কিঞ্চিদধিক এই ১২৫৪ বৎসরে মুসলমানদিগের ৩৯ বৎসর বৃদ্ধি হইয়াছে, এক্ষণে হিজিরা ১২৯৪ সাল চলিতেছে। এই গণনানুসারে বাঙ্গালা সাল কিঞ্চিদধিক দশ বৎসর ন্যূন হইয়া থাকে। কি প্রকারে বাঙ্গালা সালের এইরূপ ন্যূনতা ঘটিল, ইতিহাসের পাঠকদিগের তাহা অবিদিত নাই। দীল্লিশ্বর আকবর সাহ তাঁহার শাসন কালে হিজিরা সালকে চান্দ্র বৎসর হইতে সৌর বৎসরে পরিবর্ত্তিত করেন। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে ৯৭২ হিজিরা সালে আকবর সাহের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে এই পরিবর্ত্তন সংঘটন হয়, সুতরাং ইহার পরবর্ত্তী ৩১১ বৎসর ৯৭২ বৎসরের সহিত যোগ করিলেই ১২৮৩ বৎসর হইয়া থাকে। মুসলমানেরা প্রতি ত্রিশ বৎসর অন্তে এক এক বৎসর ৩৬৫ দিনে গণনা করেন সুতরাং সৌর মাসানুসারে গণিত প্রতি চতুর্থ বর্ষে যে এক দিন বৃদ্ধি পায়, এতদ্দ্বারা তাহার এক প্রকার সমতা হইয়া থাকে।

পঞ্জিকা প্রকরণ।

এদেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের এককালে কতদূর উন্নতি হইয়াছিল পঞ্জিকা পাঠ করিলে, তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এক সময়ে অধ্যয়নোপযোগী গ্রন্থ প্রাপ্তির অভাব বশতঃ কত গুলি

প্রাচীন পঞ্জিকা পাঠ করিতে আরম্ভ করি, এবং তাহা হইতে কতগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। সম্প্রতি আরও অনেক গুলি প্রাচীন পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা ও পূর্ব্ব সংগৃহীত বিষয় গুলি পাঠকবর্গের গোচরার্থ এ স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

সচরাচর লোকমুখে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, কয়েক বৎসরের পঞ্জিকা একত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই নূতন পঞ্জিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অনেকেই এ কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু এ কথা যথার্থ কিনা এবং যথার্থ হইলেও কত দিনের পর এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, প্রায় কেহই তাহার অনুসন্ধান করেন না, নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকেন। ঈদৃশ অনুসন্ধিৎসার অভাব আমাদিগের জাতির প্রকৃতিগত দোষ, এবং এই দোষ বশতঃই আমরা ক্রমে অধঃপাতে যাইতেছি। প্রাচীনেরা যদি আমাদিগের ন্যায় অনমুসন্ধিৎসু ও অপর্য্যবেক্ষী হইতেন, তাহা হইলে এ দেশে কখনই জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি এবং এতদূর উন্নতি হইতে পারিত না। গ্রহ নক্ষত্রগণ যে নির্দ্দিষ্ট পথে,নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে,একবিধ ঘটনার সময়ে সময়ে পুনরাগমন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তাহা উপলব্ধি হইয়াছে এবং সেই পুনরাগমন কাল নির্দ্দেশ করিয়াই জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে। ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ১৯ বৎসরে এক এক চান্দ্র চক্র* ২৮ বৎসরে এক এক সৌরচক্র † পূর্ণ হইয়া থাকে অর্থাৎ যে বর্ষের যে মাসের যে তারিখে যে তিথি থাকে, তাহার ১৯ বৎসর পরে বিংশতি বর্ষে, সেই মাসের সেই তারিখে সেই তিথি চারি দণ্ডের অনধিক ব্যবধান কাল মধ্যে পুনরাগত হয়, অপর যে বর্ষের যে মাসের যে তারিখে যে বার থাকে, তাহার পরবর্ত্তী অষ্টাবিংশ বর্ষের সেই মাসের সেই তারিখে সেই বার পুনরাগমন করে এইরূপে এক এক বর্ষের সহিত ক্রমান্বয়ে তৎপরবর্ত্তী অষ্টাবিংশ বর্ষের তারিখ ও বারের সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়া থাকে। যদিও বাঙ্গালা পঞ্জিকাকারেরা তাঁহাদিগের পঞ্জিকায় এই বিষয়ের কোন উল্লেখই করেন নাই, তথাপি কত গুলি প্রাচীন পঞ্জিকা মিলাইয়া দেখা গিয়াছে, কোথাও এ নিয়মের অন্যথা হয় না। কেবল দুই একখানি পঞ্জিকার

---

* Lunar circle

† Solar circle.

দুই এক স্থলে তিথির উদয়কাল চারিদণ্ডের কিঞ্চিৎ অধিক ব্যবধান দৃষ্ট হইয়াছে; এই অল্প ব্যত্যয় বটতলার মুদ্রাকরদিগের দোষে, কিম্বা গণনার অপরিশুদ্ধতা বশতঃও হইয়া থাকিতে পারে। আমাদিগের দেশের প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ যে সৌর ও চান্দ্র চক্রের বিষয় অবগত ছিলেন, তাঁহাদিগের গণনা দৃষ্টে এমত বোধ হয়। সৌর ও চান্দ্র চক্রের নিয়মানুসারে গণনা করিলে ভাবী বর্ষের বার ও তিথি যে অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এরূপে গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কোন্ বৎসর কোন্ মাসে কত দিন তাহা জানা আবশ্যক নতুবা গণনা করা সাধ্যায়ত্ত হইবে না। কোন্ মাসে কতদিন ইংরেজি মাস সম্বন্ধে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, বাঙ্গালা মাস সম্বন্ধেও এইরূপ কোন নিয়ম প্রচলিত আছে কিনা, তাহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত ত্রিশ বৎসরের পঞ্জিকা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া গিয়াছে যে, প্রত্যেক বর্ষের মাসিক দিন সংখ্যা তাহার পঞ্চম বর্ষের মাসিক দিন সংখ্যার সহিত সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হইয়া থাকে। তবে যে সকল পঞ্জিকাকার ফলিত জ্যোতিষের নিয়মানুসারে পুণ্য ফল গণনা করিয়া সংক্রমণের পরদিবসে কোন কোন স্থলে সংক্রান্তি নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের পঞ্জিকার সহিত নিম্ন লিখিত তালিকার ঐরূপ স্থলে অনৈক্য লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক ফলিতজ্যোতিষের সহিত প্রকৃত জ্যোতিষের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। নিম্নে যে চারি বৎসরের তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহার দ্বারা ভাবী যে কোন বর্ষের মাসিক দিন সংখ্যা অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে। যে সালের মাসিক দিন সংখ্যা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক তাহাকে চারি দিয়া ভাগ করিয়া এক অবশিষ্ট থাকিলে একের, দুই থাকিলে দুয়ের, তিন থাকিলে তিনের এবং কিছুই অবশিষ্ট না থাকিলে শূন্যের ঘরের মাসিক দিন সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, বাঙ্গালা বৎসর সর্ব্বদাই ৩৬৫ দিনে গণনা করা হয়, ইংরেজি নিয়মে যেমন প্রত্যেক চতুর্থ বৎসর ৩৬৬ দিনে গণনা করা হয় বাঙ্গালায় তাহা প্রচলিত নাই। বস্তুতঃ এরূপ মনে করা গুরুতর ভ্রম। তাহা হইলে অনধিককাল মধ্যে এক ঋতু অন্য ঋতুতে পরিবর্ত্তিত হইত, এবং এই ১২৮৩ বৎসরে আমরা প্রায় এক বৎসর হারাইতাম। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরা এত অনভিজ্ঞ ছিলেন না, তাঁহারাও প্রত্যেক চতুর্থ বর্ষে এক দিন বৃদ্ধি গণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সালকে

চারি দিয়া ভাগ করিলে যে স্থলে এক অবশিষ্ট থাকে কিম্বা শকাব্দকে চারি দিয়া ভাগ করিলে যে স্থলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সেই বর্ষের চৈত্র মাসে একদিন (৩১দিন) বৃদ্ধি হয়।

চারি বৎসরের মাসিক দিন সংখ্যার তালিকা।

	১	২	৩	০
মাসের নাম	১২৬৯ সাল	১২৭০ সাল	১২৭১ সাল	১২৭২ সাল
বৈশাখ	৩১	৩১	৩১	৩১
জ্যৈষ্ঠ	৩২	৩১	৩১	৩১
আষাঢ়	৩১	৩২	৩২	৩২
শ্রাবণ	৩২	৩১	৩১	৩২
ভাদ্র	৩১	৩১	৩১	৩১
আশ্বিন	৩০	৩১	৩১	৩০
কার্ত্তিক	৩০	২৯	৩০	৩০
অগ্রহায়ণ	৩০	৩০	২৯	২৯
পৌষ	২৯	২৯	৩০	৩০
মাঘ	২৯	৩০	২৯	২৯
ফাল্গুন	৩০	৩০	৩০	৩০
চৈত্র	৩১	৩০	৩০	৩০
	১লা বৈশাখ শনিবার	১লা বৈশাখ সোমবার	১লা বৈশাখ মঙ্গলবার	১লা বৈশাখ বুধবার

যে বৎসর ১লা বৈশাখ যে বার থাকে তৎপরবর্ত্তী বর্ষের ১লা বৈশাখ উক্ত বারের পরবর্ত্তী বার হয় অর্থাৎ সোমের পর মঙ্গল মঙ্গলের পর বুধ বার এইরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু যে বৎসর এক দিন বৃদ্ধি হয়, তাহার পরবর্ত্তী বর্ষে একবার উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার পরস্থিত বার অর্থাৎ রবির পর মঙ্গল, সোমের পর বুধবার হইয়া থাকে। সুতরাং কোন এক বর্ষের ১লা বৈশাখ কি বার তাহা জানা থাকিলেই, অপর যে কোন বর্ষের, যে কোন মাসের যে কোন তারিখের বার অবগত হইতে পারা যায়। উপরিস্থিত তালিকা দৃষ্টে ভাবী কোন বর্ষের, মাসিক দিনসংখ্যা ও যে কোন তারিখের বার অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। তিথি গণনার ইংরেজি পঞ্জিকায় একটী সুন্দর সঙ্কেত আছে, তদ্দ্বারা কোন্ ইংরেজি মাসের

কোন্ তারিখে কি তিথি তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। ইংরেজি তারিখের সহিত বাঙ্গালা তারিখের সমন্বয় করিবার নিয়ম জানিলে এই সঙ্কেত দ্বারা বাঙ্গালা তারিখেরও তিথি অবগত হওয়া যায়। নিম্নলিখিত তালিকায় ইংরেজি ও বাঙ্গালা তারিখের সমন্বয় করিবার নিয়ম দৃষ্ট হইবে।

	১	২	৩	০
মাসের নাম	১২৬৯	১২৭০	১২৭১	১২০১
বৈশাখ	১২ই এপ্রেল হইতে ১২ই মে	১৩ই এপ্রেল হইতে ১৩ই মে	১২ই এপ্রেল হইতে ১২ই মে	১২ই এপ্রেল হইতে ১২ই মে
জ্যৈষ্ঠ	১৩ই মে হইতে ১৩ই জুন	১৪ই মে হইতে ১৩ই জুন	১৩ই মে হইতে ১২ই জুন	১৩ই মে হইতে ১২ই জুন
আষাঢ়	১৪ই জুন হইতে ১৪ই জুলাই	১৪ই জুন হইতে ১৫ই জুলাই	১৩ই জুন হইতে ১৪ই জুলাই	১৩ই জুন হইতে ১৪ই জুলাই
শ্রাবণ	১৫ই জুলাই হইতে ১৫ই আগস্ট	১৬ই জুলাই হইতে ১৫ই আগস্ট	১৫ই জুলাই হইতে ১৪ই আগস্ট	১৫ই জুলাই হইতে ১৫ই আগস্ট
ভাদ্র	১৬ই আগস্ট হইতে ১৫ইসেপ্টেম্বর	১৬ই আগস্ট হইতে ১৫ইসেপ্টেম্বর	১৫ই আগস্ট হইতে ১৪ইসেপ্টেম্বর	১৬ই আগস্ট হইতে ১৫ইসেপ্টেম্বর
আশ্বিন	১৬ইসেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই অক্টোবর	১৬ইসেপ্টেম্বর হইতে ১৬ই অক্টোবর	১৫ইসেপ্টেম্বর হইতে ১৫ইঅক্টোবর	১৬ইসেপ্টেম্বর হইতে ১৫ইঅক্টোবর
কার্ত্তিক	১৬ই অক্টোবর হইতে ১৪ই নবেম্বর	১৭ই অক্টোবর হইতে ১৪ই নবেম্বর	১৬ইঅক্টোবর হইতে ১৪ই নবেম্বর	১৬ই অক্টোবর হইতে ১৪ই নবেম্বর

মাসের নাম	১	২	৩	.
/	১২৬৯	১২৭০	১২৭১	১২০৯
অগ্রহায়ণ	১৫ই নবেম্বর হইতে ১৪ইডিসেম্বর	১৫ই নবেম্বর হইতে ১৪ইডিসেম্বর	১৫ই নবেম্বর হইতে ১৩ই ডিসেম্বর	১৫ই নবেম্বর হইতে ১৩ইডিসেম্বর
পৌষ	১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১২ইজানুয়ারি	১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১২ইজানুয়ারি	১৪ই ডিসেম্বর হইতে ১২ইজানুয়ারি	১৪ই ডিসেম্বর হইতে ১২ইজানুয়ারি
মাঘ	১৩ইজানুয়ারি হইতে ১০ইফেব্রুয়ারি	১৩ইজানুয়ারি হইতে ১১ই ফেব্রুয়ারি	১৩ইজানুয়ারি হইতে ১০ইফেব্রুয়ারি	১৩ইজানুয়ারি হইতে ১০ইফেব্রুয়ারি
ফাল্গুণ	১১ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১২ইমার্চ্চ	১২ইফেব্রুয়ারি হইতে ১২ইমার্চ্চ	১১ইফেব্রুয়ারি হইতে ১২মার্চ্চ	১১ইফেব্রুয়ারি হইতে ১২ মার্চ্চ
চৈত্র	১৩ই মার্চ্চ হইতে ১২ই এপ্রেল	১৩ই মাচর্চ হইতে ১১ই এপ্রেল	১৩ই মাচর্চ হইতে ১১ই এপ্রেল	১৩মাচর্চ হইতে ১১ই এপ্রেল

নিম্ন লিখিত তালিকা দৃষ্টে তিথি পরিজ্ঞান হইবে। যদিও ইহাতে কেবল ১৯ বৎসরের, এক চান্দ্র চক্রের, তিথি গণনার নিয়ম আছে, তথাপি এই নিয়মে একশত বৎসরেরও তিথি গণনা হইতে পারে। কেবল ১৮৭১ অব্দের স্থানে ১৮৯০ অব্দ এবং ১৮৭২ স্থানে ১৮৯১ অব্দ ইত্যাদিরূপে সন পরিবর্ত্তন করিলেই হইল; প্রতিমাসের স্তম্ভের অঙ্ক পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। যে অঙ্কে যে তিথি বুঝাইবে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ প্রতিপদ। ২ দ্বিতীয়া। ৩ তৃতীয়া। ৪ চতুর্থী। ৫ পঞ্চমী। ৬ ষষ্ঠী। ৭ সপ্তমী। ৮ অষ্টমী। ৯ নবমী। ১০ দশমী। ১১ একাদশী। ১২ দ্বাদশী ১৩ ত্রয়োদশী। ১৪ চতুর্দ্দশী। ১৫ পুর্ণিমা।

১৬ প্রতিপদ। ১৭ দ্বিতীয়া। ১৮ তৃতীয়া। ১৯ চতুর্থী। ২০ পঞ্চমী। ২১ ষষ্ঠী। ২২ সপ্তমী। ২৩ অষ্টমী। ২৪ নবমী। ২৫ দশমী। ২৬ একাদশী। ২৭ দ্বাদশী। ২৮ ত্রয়োদশী। ২৯ চতুর্দ্দশী। ৩০ অমাবস্যা।

সন	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রেল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর
১৮৭১	৯	১১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৭	১৭	১৯	১৯
—৭২	২০	২২	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৮	২৮	০	০
—৭৩	১	৩	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	৯	১১	১১
—৭৪	১২	১৪	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	২০	২০	২২	২২
—৭৫	২৩	২৫	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	১	১	৩	৩
—৭৬	৪	৬	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১২	১২	১৪	১৪
—৭৭	১৫	১৭	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২৩	২৩	২৫	২৫
—৭৮	২৬	২৮	২৭	২৮	২৯	০	১	২	৪	৪	৬	৬
—৭৯	৭	৯	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫	১৫	১৭	১৭
—৮০	১৮	২০	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৬	২৬	২৮	২৮
—৮১	০	২	১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৮	১০	১০
—৮২	১১	১৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৯	১৯	২১	২১
—৮৩	২২	২৪	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	০	০	২	২
—৮৪	৩	৫	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১১	১১	১৩	১৩
—৮৫	১৪	১৬	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২২	২২	২৪	২৪
—৮৬	২৫	২৭	২৬	২৭	২৮	২৯	০	১	৩	৩	৫	৫
—৮৭	৬	৮	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৪	১৬	১৬
—৮৮	১৭	১৯	১৮	১৯	০	২১	২২	২৩	২৫	২৫	২৭	২৭
—৮৯	২৮	০	২৯	০	১	২	৩	৪	৬	৬	৮	৮

তিথি পরিজ্ঞানের বিধি। যে সনের যে মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে, তাহার সহিত তারিখের অঙ্ক যোগ করিলে যদি যোগ সমষ্টি ত্রিশ বা তাহার ন্যূন হয়, তবে সেই অঙ্ক স্থানীয় তিথি উক্ত মাসের উক্ত তারিখের তিথি হইবে। আর যদি যোগ সমষ্টির অঙ্ক ত্রিশের অধিক হয়, তবে তাহা হইতে ত্রিশ বাদ দিয়া যে অঙ্ক থাকিবে, সেই অঙ্ক স্থানীয় তিথি হইবে।

আমাদিগের দেশের পঞ্জিকাকারেরা এক্ষণ যে সময় হইতে নূতন বৎসরের গণনা আরম্ভ করিয়াছেন, এবং যে নিয়মে মাসিক দিন সংখ্যা ও

ভাগ করিতেছেন, তাহাতে গুরুতর ভ্রম লক্ষিত হয়। এই ভ্রম আশু সংশোধন না করিলে আমাদিগের পঞ্জিকা ক্রমেই অধিকতর অশুদ্ধ হইতে থাকিবে, এবং তিন চারি সহস্র বৎসর পরে এক ঋতুতে অন্য ঋতুর গণনা আরম্ভ হইবে। সর্ব্ব সাধারণের সম্মতি ভিন্ন যদিও এই ভ্রম সংশোধন করা আমাদিগের ক্ষমতাধীন নহে, তথাপিও এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। প্রায় সকলেই অবগত আছেন, সূর্য্য যে দুই দিন বিষুব রেখায় থাকেন সেই দুই দিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিবা রাত্রি মান সমান হয়। পূর্ব্বে ত্রিশে চৈত্র ও ত্রিশে আশ্বিন অর্থাৎ মহাবিষুব এবং জলবিষুব সংক্রান্তির দিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিবা রাত্রি মান সমান হইত; এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে ১০ই চৈত্র, ও ১০ই আশ্বিন দিবা রাত্রি মান সমান হইয়া থাকে। কেন এইরূপ হইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তাহার ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। পঞ্জিকাকারেরা বলেন, বিষুব রেখা ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক এক অংশ সরে, তৎ প্রযুক্ত দিবা রাত্রি মানের ব্যত্যয় হইতেছে। আর ঐ রেখা পূর্ব্ব দিকে যত অংশ সরে মেষ সংক্রান্তির তত দিন পূর্ব্বে দিবা রাত্রি মান সমান হয়। পঞ্জিকাকারদিগের এ কথা সঙ্গত নহে। আদৌ ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক এক অংশ সরে না, ৭১ ৩/৫ বৎসরে এক অংশ (এক ডিগ্রি) সরিয়া থাকে, ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিদেরা পরিশুদ্ধ রূপে গণনা করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপর এই কারণে দিবা রাত্রি মানের ব্যত্যয় ঘটে না। বিষুব রেখা এক এক অংশ সরিয়া যাওয়াই যদি এই ব্যত্যয়ের কারণ হইত, তবে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহা পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু অন্যত্র তাহা দৃষ্ট হইতেছে না: ইউরোপে এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে ২১ শে মার্চ্চ ও ২১ সেপ্টেম্বর দিবা রাত্রিমান সমান হইত, এখনও সেইরূপ হইতেছে সূর্য্য নক্ষত্র লোকে যে পথে পরিভ্রমণ করে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে পূর্ব্ব পশ্চিমাভিমুখ বা বিষুব রেখার সমন্তরাল নয় বলিয়াই প্রতিদিন সূর্য্যের উদয়াস্তকালের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে। খগোল বিবরণ লেখক* বলেন, বাঙ্গালা পঞ্জিকায় প্রতি চতুর্থ বর্ষে অতিরিক্ত একদিন ধরিয়া বৎসর গণনার নিয়ম নাই বলিয়াই এইরূপ ঘটিতেছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালা পঞ্জিকায় প্রতি চতুর্থ বর্ষে অতিরিক্ত

* শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র দত্ত।

একদিন ধরা হইয়া থাকে। লেখক পাঁচ বৎসরের পঞ্জিকা একত্র করিয়া দেখিলেই এই ভ্রম হইতে রক্ষা পাইতে পারিতেন। কারণ চারি বৎসর পূর্ব্বের পঞ্জিকায় ১০ই চৈত্রে দিবা রাত্রিমান সমান বলিয়া লিখিত আছে, এখনও তাহাই লিখিত হইতেছে। আর এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর হইল এক খানি সাময়িক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, এক্ষণে সংক্রান্তির আট দিবস পূর্ব্বে নূতন বৎসর গণনা হইতেছে। তিনি কিরূপে ইহা অবধারণ করিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। প্রতি চারি বৎসরে অতিরিক্ত এক দিন গণিবার সময় যে কিঞ্চিদধিক প্রায় ১১ মিনিট বেশি ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা যোগ করিলে বঙ্গাব্দার ১২৮৩ বৎসরে কিঞ্চিদধিক আট দিন হইয়া থাকে। উক্ত প্রস্তাব লেখক এই আট দিবসের গণনা সম্ভবতঃ এই রূপেই করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার স্মরণ করা উচিত ছিল ২১ শে মার্চ্চ ১০ই চৈত্র, দিবা রাত্রিমান সমান। ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা এই সময় হইতেই জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী ব বতীয় বৎসর গণনা করেন; এ দেশীয় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরাও যে এই দিনকেই মহাবিষুব সংক্রান্তি বলিতেন, বর্ত্তমান পঞ্জিকাকারেরাও তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন, সুতরাং পূর্ব্বের এবং এক্ষণকার মহাবিষুব সংক্রান্তির মধ্যে বিংশতি দিবস ব্যবধান দৃষ্ট হয়; এক্ষণে নূতন বৎসর বিংশতি দিবস পরে আরম্ভ হইতেছে। কেন এইরূপ হইতেছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। আমাদিগের পঞ্জিকাকারেরা সৌর মানের পরিবর্ত্তে নাক্ষত্র মানে বৎসর (Sideral year) গণনা করিতেছেন। এই বৎসর গণনার নিয়মানুসারে প্রতি চারি বৎসরে অতিরিক্ত একদিন ধরিলে, প্রায় ৪১ মিনিট বেশি ধরা হয় না অধিকন্তু এই চারি বৎসরে প্রায় ৫০ মিনিট অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সুতরাং অনধিক ২৫০০ বৎসরে এই বিংশতি দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভ্রম আশু সংশোধন না করিলে এক শত পঁচিশ বৎসরের অনধিক কালে এক এক দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে যদি আগামী ১১ই চৈত্র হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ করিয়া নাক্ষত্র মানের পরিবর্ত্তে সৌরমানে বৎসর গণনা করা হয়, এবং প্রতি চতুর্থ শতাব্দি ভিন্ন অন্য কোন শতাব্দিতে অতিরিক্ত এক দিন ধরিয়া লওয়া না হয়, তবেই বর্ত্তমান প্রচলিত ভ্রম অনায়াসে দূর হইতে পারে। আমাদিগের পঞ্জিকাকারেরা মাসিক দিন সংখ্যা ভাগ করিবার সময়েও আর একটী ভ্রম করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ২১ শে মার্চ্চ ও ২১ শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিবা রাত্রি মান সমান

হইয়া থাকে। ২২ শে মার্চ্চ হইতে ২১ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দিন সংখ্যা ১৮৪, এবং ২২ শে সেপ্টেম্বর হইতে ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত দিন সংখ্যা ১৮১। কিন্তু বাঙ্গালা পঞ্জিকায় ১১ই চৈত্র হইতে ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত দিন সংখ্যা ১৮৭, এবং ১১ই আশ্বিন হইতে ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত দিন সংখ্যা ১৭৮। আর ২২ শে জুন হইতে ২১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দিন সংখ্যা ১৮৩, এবং ২২ শে ডিসেম্বর হইতে ২১ জুন পর্য্যন্ত মাসিক দিন সংখ্যা ১৮২; কিন্তু ১১ই আষাঢ় হইতে ১০ই পৌষ পর্য্যন্ত দিন সংখ্যা অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তরায়নে স্থিতিকাল ১৮৪ এবং ১১ই পৌষ হইতে ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত দিন সংখ্যা অর্থাৎ দক্ষিণায়নে স্থিতিকাল ১৮১। সুতরাং আমাদিগের পঞ্জিকাকারেরা উত্তরায়নে সূর্য্যের স্থিতিকাল ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের অপেক্ষা এক দিন অধিক এবং দক্ষিণায়নে স্থিতিকাল এক দিন কম গণনা করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে সূর্য্য দক্ষিণায়ন অপেক্ষা উত্তরায়নে এক দিন অধিক থাকেন, কিন্তু আমাদিগের পঞ্জিকাকারদিগের গণনানুসারে তিন দিন অধিক থাকেন। অপর ২২ শে মার্চ্চ হইতে ২১ জুন (যে দিন দিবামানের পূর্ণ বৃদ্ধি হয়) পর্য্যন্ত ৯২ দিন এবং ২২ শে জুন হইতে ২১ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দিবামানের ক্রমে হ্রাস হইয়া রাত্রিমানের সহিত সমতা প্রাপ্ত হইতেও ৯২ দিন লাগে, কিন্তু বাঙ্গালা পঞ্জিকায় তাহা দৃষ্ট হয় না। ১১ই চৈত্র হইতে ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত কখন ৯২ দিন কখনও ৯৩ দিন হইয়া থাকে, আর ১১ই আষাঢ় হইতে ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত কখনও ৯৫ দিন, কখনও ৯৪ দিন গণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে পূর্ব্বের মহাবিষুব সংক্রান্তির (vernal equinox) হইতে পূর্ব্বের জল বিষুব সংক্রান্তি (autumnal equinox) পর্য্যন্ত যে সময় লাগে তাহা ইংরেজি গণনা অপেক্ষা তিন দিন অধিক এবং জলবিষুব সংক্রান্তি হইতে মহাবিষুব সংক্রান্তি পর্য্যন্ত যে সময় লাগে তাহা তিন দিন কম। ইংরেজি গণনা মতে যে স্থলে তিন দিনের ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালা পঞ্জিকায় সে স্থলে ৯ দিন দেখা যাইতেছে। অপর ইংরেজি গণনানুসারে দিবামানের প্রথম বৃদ্ধির দিন হইতে পূর্ণ বৃদ্ধির দিন পর্য্যন্ত যত দিন, প্রথম হ্রাস হইবার দিন হইতে রাত্রিমানের সহিত সমতা প্রাপ্তির দিন পর্য্যন্তও তত দিন। কিন্তু বাঙ্গালা গণনায় কখনও তিন দিন কখনও এক দিন ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হয়। রাত্রিমানের হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধেও এইরূপ অনৈক্য

দেখা যায়। অতএব এইরূপ গণনা কখনই পরিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজি গণনানুসারে বাঙ্গালা মাসের দিন সংখ্যা ভাগ করিতে হইলে, বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ়, এই তিন মাসের মধ্যে ৯২ দিন; শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, মাসের মধ্যে ৯২ দিন; কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাসের মধ্যে ৯১ দিন, এবং মাঘ ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের মধ্যে ৯০ দিন, কিন্তু প্রতি চতুর্থ বর্ষে ৯১ দিন ভাগ করিয়া মাসিক দিন সংখ্যা নির্ণয় করিতে হয়।

পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় সূর্য্যমণ্ডলকে একবার প্রদক্ষিণ করে, এই ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র একবার দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। যেখানে প্রথম দ্বাদশ ঘণ্টা দিবা ছিল সেখানে শেষ দ্বাদশ ঘণ্টা রাত্রি, এবং যেখানে প্রথম দ্বাদশ ঘণ্টা রাত্রি সেখানে শেষ দ্বাদশ ঘণ্টা দিবা হইয়া থাকে। অতএব সূর্য্যকে চলৎ পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলে, সূর্য্য ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর ৩৬০ অংশ একবার পরিভ্রমণ করে বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রতি ঘণ্টায় ১৫ অংশ এবং চারি মিনিটে এক এক অংশ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মানচিত্রে এই অংশগুলি চিহ্নিত আছে, ইহাদিগকে দ্রাঘিমাংশ কহে। সুতরাং মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কোন্ স্থানে কত সময় তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। ইংরাজেরা গ্রিন্‌উইচ্ নামক স্থান হইতে এই দ্রাঘিমাংশ গণনা করেন, গ্রিন্‌উইচের পূর্ব্বে যে সকল স্থান তাহা পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশ এবং তাহার পশ্চিমে যে সকল স্থান তাহা পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ বলিয়া উল্লিখিত হয়।

১। কলিকাতায় দ্বাদশ ঘটিকার সময় বোম্বাইয়ে কত সময় তাহা বাহির করিবার নিয়ম যথা।

কলিকাতার দ্রাঘিমাংশ		৮৮° ২৭′ পূর্ব্ব
বোম্বাইয়ের	"	৭৪ ২০′ "
বিয়োগ ফল		১৪ ৭′

এক অংশে চারি মিনিট হইলে ১৪ অংশ ৭ সেকেণ্ডে ৫৬ মিনিট ২৮ সেকেণ্ড হইবে। বোম্বাই কলিকাতার পশ্চিমে, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হয়, সুতরাং ৫৬ মিনিট ২৮ সেকেণ্ড পরে বোম্বাইয়ে সূর্য্যোদয় হওয়াতে কলিকাতায় দিবা ১২ ঘটিকার সময়, বোম্বাইয়ে ১১ ঘটিকা ৩ মিনিট ৩২ সেকেণ্ড সময় হইবে।

যখন উভয় স্থানই পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে থাকে তখন একের দ্রাঘিমাংশ হইতে অপরের দ্রাঘিমাংশ বিয়োগ করিতে হয়। আর যখন এক স্থান পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশে ও অপর স্থান পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে থাকে তখন তাহাদিগের দ্রাঘিমাংশ যোগ করিতে হয়। তৎপর প্রতি অংশে ৪ মিনিট এবং প্রতি সেকেণ্ডে চারি সেকেণ্ড ধরিয়া লইলে সময় নিরূপণ হইবে।

তারিখ	ইং, তারিখ এপ্রেল ও মে	বার	তিথি, দণ্ড, পল,
১	১২	সোমবার	তৃতীয়া ৪৭।২৪
২	১৩	মঙ্গল	চতুর্থী ৫২।২৯
৩	১৪	বুধ	পঞ্চমী ৫৭।৪২
৪	১৫	বৃহস্পতি	ষষ্ঠী ৬০।
৫	১৬	শুক্র	ষষ্ঠী ২।৩৩
৬	১৭	শনি	সপ্তমী ৬.৪২
৭	১৮	রবি	অষ্টমী ৯।৫১
৮	১৯	সোম	নবমী ১১।৫৩
৯	২০	মঙ্গল	দশমী ১২।'১
১০	২১	বুধ	একাদশী ১২।২
১১	২২	বৃহস্পতি	দ্বাদশী ১০।১৫
১২	২৩	শুক্র	ত্রয়োদশী ৭।২২
১৩	২৪	শনি	চতুর্দ্দশী৩।৩০ পূর্ণিমা ৫৫।১৮
১৪	২৫	রবি	প্রতিপদ ৫৩।৩০
১৫	২৬	সোম	দ্বিতীয়া ৪৭।৪২
১৬	২৭	মঙ্গল	তৃতীযা ৪১।৩৮
১৭	২৮	বুধ	চতুর্থী ৩৫।৩২
১৮	২৯	বৃহস্পতি	পঞ্চমী ২৯ ৩৫
১৯	৩০	শুক্র	ষষ্ঠী ২৩।৫৯
২০	১ মে	শনি	সপ্তমী ১৮।৫৬
২১	২	রবি	অষ্টমী ১৪।২৪
২২	৩	সোম	নবমী ১১।৮
২৩	৪	মঙ্গল	দশমী ৮।৪৩
২৪	৫	বুধ	একাদশী ৭।৩১
২৫	৬	বৃহস্পতি	দ্বাদশী ৭।৩৪
২৬	৭	শুক্র	ত্রয়োদশী ৮।৫১
২৭	৮	শনি	চতুর্দ্দশী ১১।২৬
২৮	৯	রবি	অমাবস্যা ১৫ ৪
২৯	১০	সোম	প্রতিপদ ১৯।৫৫
৩০	১১	মঙ্গল	দ্বিতীয়া ২৪।৩৬
৩১	১২	বুধ	তৃতীয়া ২৯।৪৪

তারিখ	ইং, তারিখ মে ও জুন,	বার	তিথি, দণ্ড, পল।
১	১৩	বৃহস্পতি	চতুর্থী ৬৫।০২
২	১৪	শুক্র	পঞ্চমী ৩৮।২৮
৩	১৫	শনি	ষষ্ঠী ৪১।৫৪
৪	১৬	রবি	সপ্তমী ৪৩।৪২
৫	১৭	সোম	অষ্টমী ৪৪।২৩
৬	১৮	মঙ্গল	নবমী ৪৩।৪৮
৭	১৯	বুধ	দশমী ৪২।৫৯
৮	২০	বৃহস্পতি	একাদশী ৩৯।৪
৯	২১	শুক্র	দ্বাদশী ৩০।৮
১০	২২	শনি	ত্রয়োদশী ১১।২৪
১১	২৩	রবি	চতুর্দ্দশী ২৬।১
১২	২৪	সোম	পূর্ণিমা ১৯।১৩
১৩	২৫	মঙ্গল	প্রতিপদ ১৩।৪
১৪	২৬	বুধ	দ্বিতীয়া ৩।৫৯
১৫	২৭	বৃহস্পতি	তৃতীয়া ০।০৬ চতুর্থী৫৫।২৪
১৬	২৮	শুক্র	পঞ্চমী ৫০।৫
১৭	২৯	শনি	ষষ্ঠী ৪১।৩৬
১৮	৩০	রবি	সপ্তমী ৪২।২
১৯	৩১	সোম	অষ্টমী ৩৯।৩১
২০	১ জুন	মঙ্গল	ন মী ৩৮।৯
২১	২	বুধ	দশমী ৩৮।০
২২	৩	বৃহস্পতি	একাদশী ৩৪।৩১
২৩	৪	শুক্র	দ্বাদশী ৪১।৪০
২৪	৫	শনি	ত্রয়োদশী ৪৫।১০
২৫	৬	রবি	চতুর্দ্দশী ৪৯।৩৪
২৬	৭	সোম	অমাবস্যা ৫৪।২৪
২৭	৮	মঙ্গল	প্রতিপদ ৫৯।৩০
২৮	৯	বুধ	দ্বিতীয়া ৬০।০
২৯	১০	বৃহস্পতি	দ্বিতীয়া ৪।১৬
৩০	১১	শুক্র	তৃতীয়া ৮।২৩
৩১	১২	শনি	চতুর্থী ১১।৩০
৩২	১৩	রবি	পঞ্চমী ১৩।৩১

তারিখ	ইং, তারিখ জুন ও জুলাই	বার	তিথি দণ্ড,পল।
১	১৪	সোম	ষষ্ঠী ১৪।১৩
২	১৫	মঙ্গল	সপ্তমী ১৩।৩৮
৩	১৬	বুধ	অষ্টমী ১১।৫১
৪	১৭	বৃহস্পতি	নবমী ৮।৫৫
৫	১৮	শুক্র	দশমী ৫।০
৬	১৯	শনি	একাদশী০।১৫ দ্বাদশী৫৪।৫২
৭	২০	রবি	ত্রয়োদশী ৪৯।২
৮	২১	সোম	চতুর্দ্দশী ৪২।৫৭
*৯	২২	মঙ্গল	পূর্ণিমা ৩৬।৪৫
১০	২৩	বুধ	প্রতিপদ ৩০।৪০
১১	২৪	বৃহস্পতি	দ্বিতীয়া ২৪।৪৫
১২	২৫	শুক্র	তৃতীয়া ১৯।৪১
১৩	২৬	শনি	চতুর্থী ১৫,৭
১৪	২৭	রবি	পঞ্চমী ১১।২৭
১৫	২৮	সোম	ষষ্ঠী ৮।৫০
১৬	২৯	মঙ্গল	সপ্তমী ৭।২২
১৭	৩০	বুধ	অষ্টমী ৭।৮
১৮	১ জুলাই	বৃহস্পতি	নবমী ৮।১১
১৯	২	শুক্র	দশমী ১০।৩১
২০	৩	শনি	একাদশী ১৩।৫৪
২১	৪	রবি	দ্বাদশী ১৮।৮
২২	৫	সোম	ত্রয়োদশী ২৩।০
২৩	৬	মঙ্গল	চতুর্দ্দশী ২৮।৪
২৪	৭	বুধ	অমাবস্যা ৩২।৫১
২৫	৮	বৃহস্পতি	প্রতিপদ ৩৬।৫৫
২৬	৯	শুক্র	দ্বিতীয়া ৪০।৫
২৭	১০	শনি	তৃতীয়া ৪২।৮
২৮	১১	রবি	চতুর্থী ৪২।৫৫
২৯	১২	সোম	পঞ্চমী ৪২।২৫
৩০	১৩	মঙ্গল	ষষ্ঠী ৪০।৪২
৩১	১৪	বুধ	সপ্তমী ৩৭।৫০

* ৯ই আষাঢ় দিবা ৩১।৩৫ পল গতে চন্দ্র গ্রহণ আরম্ভ, ৮।২২ স্থিতি, পূর্ণ গ্রাস।

তারিখ	ইং, তারিখ জুলাই আগষ্ট	বার	তিথি, দণ্ড, পল,
১	১৫	বৃহস্পতি	অষ্টমী ৩৩।৫৮
২	১৬	শুক্র	নবমী ২৯।১৮
৩	১৭	শনি	দশমী ২৩।৫৭
৪	১৮	রবি	একাদশী ১৮।৭
৫	১৯	সোম	দ্বাদশী ১১।৫৮
৬	২০	মঙ্গল	ত্রয়োদশী ৫।৪ , চতুর্দ্দশী ৫৩।৫৩
৭	২১	বুধ	পূর্ণিমা ৫৩।৫৬
৮	২২	বৃহস্পতি	প্রতিপদ ৪৮।৩৬
৯	২৩	শুক্র	দ্বিতীয়া ৪৩।৫৭
১০	২৪	শনি	তৃতীয়া ৪০।১৫
১১	২৫	রবি	চতুর্থী ৩৭।৩২
১২	২৬	সোম	পঞ্চমী ৩৫।৫৯
১৩	২৭	মঙ্গল	ষষ্ঠী ৩৫।৪০
১৪	২৮	বুধ	সপ্তমী ৩৬।৩৯
১৫	২৯	বৃহস্পতি	অষ্টমী ৩৮।৫১
১৬	৩০	শুক্র	নবমী ৪২।১০
১৭	৩১	শনি	দশমী ৪৬।২৫
১৮	১ আগষ্ট	রবি	একাদশী ৫১।১৭
১৯	২	সোম	দ্বাদশী ৫৬।২১
২০	৩	মঙ্গল	ত্রয়োদশী ৬০।০
২১	৪	বুধ	ঐ ১।১০
২২	৫	বৃহস্পতি	চতুর্দ্দশী ৫।২৩
২৩	৬	শুক্র	অমাবস্যা ৮।৩৪
২৪	৭	শনি	প্রতিপদ ১০।৪৩
২৫	৮	রবি	দ্বিতীয়া ১১।৩৭
২৬	৯	সোম	তৃতীয়া ১১।১৫
২৭	১০	মঙ্গল	চতুর্থী ৯।৩৮
২৮	১১	বুধ	পঞ্চমী ৬।৫৩
২৯	১২	বৃহস্পতি	ষষ্ঠী ৩।৬, সপ্তমী ৫৫।৩২
৩০	১৩	শুক্র	অষ্টমী ৫৩।১৫
৩১	১৪	শনি	নবমী ৪৭।২৯
৩২	১৫	রবি	দশমী ৪১।২৩

তারিখ	ইং, তারিখ আগষ্ট সেপ্টেম্বর	বার	তিথি, দণ্ড, পল,
১	১৬	সোম	একাদশী ৩৫।১২
২	১৭	মঙ্গল	দ্বাদশী ২৯।৬
৩	১৮	বুধ	ত্রয়োদশী ২৩।২০
৪	১৯	বৃহস্পতি	চতুর্দ্দশী ১৮।৩
৫	২০	শুক্র	পূর্ণিমা ১৩।২৬
৬	২১	শনি	প্রতিপদ ৯।৪৩
৭	২২	রবি	দ্বিতীয়া ৭।১
৮	২৩	সোম	তৃতীয়া ৫।২৭
৯	২৪	মঙ্গল	চতুর্থী ৫।৭
১০	২৫	বুধ	পঞ্চমী ৬।৭
১১	২৬	বৃহস্পতি	ষষ্ঠি ৮।১৮
১২	২৭	শুক্র	সপ্তমী ১১।৩৭
১৩	২৮	শনি	অষ্টমী ১৫।৫৪
১৪	২৯	রবি	নবমী ২০।৪৭
১৫	৩০	সোম	দশমী ২৫।৫২
১৬	৩১	মঙ্গল	একাদশী ৩০।৪৯
১৭	১ সেপ্টেম্বর	বুধ	দ্বাদশী ৩৫।৮
১৮	২	বৃহস্পতি	ত্রয়োদশী ৩৮।২৯
১৯	৩	শুক্র	চতুর্দ্দশী ৪০।৪৭
২০	৪	শনি	অমাবস্যা ৪১।৫৬
২১	৫	রবি	প্রতিপদ ৪১।২৪
২২	৬	সোম	দ্বিতীয়া ৩৯।৫৪
২৩	৭	মঙ্গল	তৃতীয়া ৩৭।২৪
২৪	৮	বুধ	চতুর্থী ৩৩।৩৭
২৫	৯	বৃহস্পতি	পঞ্চমী ২৯।৫
২৬	১০	শুক্র	ষষ্ঠী ২৩।৫৩
২৭	১১	শনি	সপ্তমী ১৮।১২
২৮	১২	রবি	অষ্টমী ১২।১০
২৯	১৩	সোম	নবমী ৬।৩
৩০	১৪	মঙ্গল	দশমী ০।১ একাদশী ৫৪।১৮
৩১	১৫	বুধ	দ্বাদশী ৪৯।৪

তারিখ	ইং, তারিখ সেপ্টেম্বর অক্টোবর	বার	তিথি, দণ্ড, পল,
১	১৬	বৃহস্পতি	ত্রয়োদশী ৪৩।২৯
২	১৭	শুক্র	চতুর্দ্দশী ৪০।৪৫
৩	১৮	শনি	পূর্ণিমা ৩৮।৩
৪	১৯	রবি	প্রতিপদ ৩৬।২৯
৫	২০	সোম	দ্বিতীয়া ৩৬।১১
৬	২১	মঙ্গল	তৃতীয়া ৩৭।১১
৭	২২	বুধ	চতুর্থী ৩৯।২৮
৮	২৩	বৃহস্পতি	পঞ্চমী ৪১।৫১
৯	২৪	শুক্র	ষষ্ঠী ৪৭।১২
১০	২৫	শনি	সপ্তমী ৫১।৮
১১	২৬	রবি	অষ্টমী ৫৭।২০
১২	২৭	সোম	নবমী ৬০।০
১৩	২৮	মঙ্গল	ঐ ২।২০
১৪	২৯	বুধ	দশমী ৬।৫৩
১৫	৩০	বৃহস্পতি	একাদশী ১০।৯
১৬	১ অক্টোবর	শুক্র	দ্বাদশী ১২।৪২
১৭	২	শনি	ত্রয়োদশী ১৩।৪০
১৮	৩	রবি	চতুর্দ্দশী ১৩।২৫
১৯	৪	সোম	অমাবস্যা ১১।৫৮
২০	৫	মঙ্গল	প্রতিপদ ৯।২৭
২১	৬	বুধ	দ্বিতীয়া ৫।৫৩
২২	৭	বৃহস্পতি	তৃতীয়া ১।২৬ চতুর্থী ৫৫।৫৭
২৩	৮	শুক্র	পঞ্চমী ৫০।৪৪
২৪	৯	শনি	ষষ্ঠী ৪৪।৪৭
২৫	১০	রবি	সপ্তমী ৩৮।৪০
২৬	১১	সোম	অষ্টমী ৩২।৫৩
২৭	১২	মঙ্গল	নবমী ২৭।৯
২৮	১৩	বুধ	দশমী ২১।৫৮
২৯	১৪	বৃহস্পতি	একাদশী ১৭।২৯
৩০	১৫	শুক্র	দ্বাদশী ১৩।৫১

কার্ত্তিক ১২৮৭।

তারিখ	ইং, তারিখ অক্টোবর, নবেম্বর	বার	তিথি, দণ্ড, পল,
১	১৬	শনি	ত্রয়োদশী ১১।২৬
২	১৭	রবি	চতুর্দ্দশী ৯।৪৮
৩	১৮	সোম	পূর্ণিমা ৯।৩২
৪	১৯	মঙ্গল	প্রতিপদ ১০।৩৮
৫	২০	বুধ	দ্বিতীয়া ১৩।২
৬	২১	বৃহস্পতি	তৃতীয়া ১৬।৩১
৭	২২	শুক্র	চতুর্থী ২০।৫২
৮	২৩	শনি	পঞ্চমী ২৬।০
৯	২৪	রবি	ষষ্ঠী ৩১।২৩
১০	২৫	সোম	সপ্তমী ৩৭।২৭
১১	২৬	মঙ্গল	অষ্টমী ৪০।৩৪
১২	২৭	বুধ	নবমী ৪৪।২৫
১৩	২৮	বৃহস্পতি	দশমী ৪৬।৪৯
১৪	২৯	শুক্র	একাদশী ৪৭।৫৭
১৫	৩০	শনি	দ্বাদশী ৪৭।৩৭
১৬	৩১	রবি	ত্রয়োদশী ৪৬।২৩
১৭	১	সোম	চতুর্দ্দশী ৪৩।৫০
১৮	২	মঙ্গল	অমাবস্যা ৪০।১৬
১৯	৩	বুধ	প্রতিপদ ৩৫।৫৯
২০	৪	বৃহস্পতি	দ্বিতীয়া ৩০।৪৪
২১	৫	শুক্র	তৃতীয়া ২৫।১১
২২	৬	শনি	চতুর্থী ১৯।১৯
২৩	৭	রবি	পঞ্চমী ১৩।২৩
২৪	৮	সোম	ষষ্ঠী ৭।৩১
২৫	৯	মঙ্গল	সপ্তমী ১।৫৬ অষ্টমী ৫৬।৫৭
২৬	১০	বুধ	নবমী ৫২।১৫
২৭	১১	বৃহস্পতি	দশমী ৪৯।৩
২৮	১২	শুক্র	একাদশী ৪৬।৩৪
২৯	১৩	শনি	দ্বাদশী ৪৫।১৫
৩০	১৪	রবি	ত্রয়োদশী ৪৫।১২

তারিখ	ইং, তারিখ নবে. ডিসে,	বার	তিথি দণ্ড,পল
১	১৫	সোম	চতুর্দ্দশী ৪৬।২৪
২	১৬	মঙ্গল	পূর্ণিমা ৪৮।৫৫
৩	১৭	বুধ	প্রতিপদ ৫২।২৮
৪	১৮	বৃহস্পতি	দ্বিতীয়া ৫৭।৭
৫	১৯	শুক্র	তৃতীয়া ৬০।০
৬	২০	শনি	ঐ ২।১৬
৭	২১	রবি	চতুর্থী ৭।১৯
৮	২২	সোম	পঞ্চমী ১২।৪৫
৯	২৩	মঙ্গল	ষষ্ঠী ১৭।১৫
১০	২৪	বুধ	সপ্তমী ২০।৪৬
১১	২৫	বৃহস্পতি	অষ্টমী ২৩।২৬
১২	২৬	শুক্র	নবমী ২৪।২৩
১৩	২৭	শনি	দশমী ২৪।১২
১৪	২৮	রবি	একাদশী ২২।৪৮
১৫	২৯	সোম	দ্বাদশী ২০।২৬
১৬	৩০	মঙ্গল	ত্রয়োদশী ১৬।৪৩
১৭	১ ডিসেম্বর	বুধ	চতুর্দ্দশী ১২।১৪
১৮	২	বৃহস্পতি	অমাবস্যা ৭।১১
১৯	৩	শুক্র	প্রতিপদ১।৪০ দ্বিতীয়া৫৫।৫১
২০	৪	শনি	তৃতীয়া ৪৯।৫৮
২১	৫	রবি	চতুর্থী ৪৪।১২
২২	৬	সোম	পঞ্চমী ৩৮।৪৫
২৩	৭	মঙ্গল	ষষ্ঠী ৩৩।৪৬
২৪	৮	বুধ	সপ্তমী ২৯।৩১
২৫	৯	বৃহস্পতি	অষ্টমী ২৬।১৯
২৬	১০	শুক্র	নবমী ২৩।৫৩
২৭	১১	শনি	দশমী ২২।৩৯
২৮	১২	রবি	একাদশী ২২।৪৫
২৯	১৩	সোম	দ্বাদশী ২৪।৮
৩০	১৪	মঙ্গল	ত্রয়োদশী ২৬।৪৮

তারিখ	ইং, তারিখ ডিসে, জানু,	বার	তিথি, দণ্ড,পল।
১	১৫	বুধ	চতুর্দ্দশী ৩০।৩১
*২	১৬	বৃহস্পতি	পূর্ণিমা ৩৫।১১
৩	১৭	শুক্র	প্রতিপদ ৪০।৩১
৪	১৮	শনি	দ্বিতীয়া ৪৫।৫৬
৫	১৯	রবি	তৃতীয়া ৫°।৩
৬	২০	সোম	চতুর্থী ৫৫।৩১
৭	২১	মঙ্গল	পঞ্চমী ৫৯।১
৮	২২	বুধ	ষষ্ঠী ৬ ।০
৯	২৩	বৃহস্পতি	ষষ্ঠী ১।২৮
১০	২৪	শুক্র	সপ্তমী ২।৩১
১১	২৫	শনি	অষ্টমী ২।১৭
১২	২৬	রবি	নবমী ০।৫১, দশমী ৫৮।১৫
১৩	২৭	সোম	একাদশী ৫৪।৩৭
১৪	২৮	মঙ্গল	দ্বাদশী ৫০।১১
১৫	২৯	বুধ	ত্রয়োদশী ৪৫।৮
১৬	৩০	বৃহস্পতি	চতুর্দ্দশী ৩৯।৩৭
১৭	৩১	শুক্র	অমাবস্যা ৩৩।৪৭
১৮	১ জানুয়ারি	শনি	প্রতিপদ ২৭।৫৬
১৯	২	রবি	দ্বিতীয়া ২২।৬
২০**	৩	সোম	তৃতীয়া ১৬।৪৫
২১	৪	মঙ্গল	চতুর্থী ১১।৫৩
২২	৫	বুধ	পঞ্চমী ৭।৪৪
২৩	৬	বৃহস্পতি	ষষ্ঠী ৪।২৮
২৪	৭	শুক্র	সপ্তমী ২।১৪
২৫	৮	শনি	অষ্টমী ১।১৩
২৬	৯	রবি	নবমী ১।২৮
২৭	১০	সোম	দশমী ২।৫৮
২৮	১১	মঙ্গল	একাদশী ৫।৪৬
২৯	১২	বুধ	দ্বাদশী ৯।৪২

* ২রা পৌষ চন্দ্রগ্রহণ ১হণ আরম্ভ রাত্রি ৪।২৫ পল গতে, স্থিতি ৮।০২ পল, সর্ব্বগ্রাস।

তারিখ	ইং, তারিখ জানু, ফেব্রু,	বার	তিথি, দণ্ড, পল,
১	১৩	বৃহস্পতি	ত্রয়োদশী ১৪।২৬
২	১৪	শুক্র	চতুর্দ্দশী ১২।৪৬
৩	১৫	শনি	পূর্ণিমা ২৫।৮
৪	১৬	রবি	প্রতিপদ ১০।১৬
৫	১৭	সোম	দ্বিতীয়া ৩৪।৪০
৬	১৮	মঙ্গল	তৃতীয়া ৮।৭
৭	১৯	বুধ	চতুর্থী [illegible]
৮	২০	বৃহস্পতি	পঞ্চমী [illegible]
৯	২১	শুক্র	ষষ্ঠী [illegible]
১০	২২	শনি	[illegible]
১১	২৩	রবি	[illegible]
১২	২৪	সোম	নবমী ৩৩।৪
১৩	২৫	মঙ্গল	দশমী ২৮।৩৭
১৪	২৬	বুধ	একাদশী ২৩।২৯
১৫	২৭	বৃহস্পতি	দ্বাদশী ১১।৫৬
১৬	২৮	শুক্র	ত্রয়োদশী ১২।৬
১৭	২৯	শনি	চতুর্দ্দশী ৬।১০
১৮	৩০	রবি	অমাবস্যা ০।২৮ প্রতিপদ ৫৫।৮
১৯	৩১	সোম	দ্বিতীয়া ৫০।২৯
২০	১ ফেব্রুয়ারি	মঙ্গল	তৃতীয়া ৪৬।১২
২১	২	বুধ	চতুর্থী ৪৩।০
২২	৩	বৃহস্পতি	পঞ্চমী ৪০।৫০
২৩	৪	শুক্র	ষষ্ঠী ৩৭।৫৪
২৪	৫	শনি	সপ্তমী [illegible]
২৫	৬	রবি	অষ্টমী ৪২।৫০
২৬	৭	সোম	নবমী ৪৪।৪২
২৭	৮	মঙ্গল	দশমী ৪৮।৩৭
২৮	৯	বুধ	একাদশী ৫৩।১১
২৯	১০	বৃহস্পতি	দ্বাদশী ৫৮।৪৫

ফাল্গুন ১২৮৭ সাল।

তারিখ	ইং, তারিখ ফেব্রু, মার্চ	বার	তিথি, দণ্ড, পল,
১	১১	শুক্র	ত্রয়োদশী ৬০।০
২	১২	শনি	ত্রয়োদশী ৪।৮
৩	১৩	রবি	চতুর্দ্দশী ৯।৯
৪	১৪	সোম	পূর্ণিমা ১৩।২৭
৫	১৫	মঙ্গল	প্রতিপদ ১৬।৪৫
৬	১৬	বুধ	দ্বিতীয়া ১৮।৫২
৭	১৭	বৃহস্পতি	তৃতীয়া ১৯।৪৩
৮	১৮	শুক্র	চতুর্থী ১৯।১৪
৯	১৯	শনি	পঞ্চমী ১৭।৩২
১০	২০	রবি	ষষ্ঠি ১৪।৪৩
১১	২১	সোম	সপ্তমী ১০।৫৭
১২	২২	মঙ্গল	অষ্টমী ৬।২২
১৩	২৩	বুধ	নবমী ১।১১ দশমী ৫৫।৩৪
১৪	২৪	বৃহস্পতি	একাদশী ৪৯।৪১
১৫	২৫	শুক্র	দ্বাদশী ৪৩।৪২
১৬	২৬	শনি	ত্রয়োদশী ৩৭।৫৯
১৭	২৭	রবি	চতুর্দ্দশী ৩২।৩১
১৮	২৮	সোম	অমাবস্যা ৩৭।৪০
১৯	১ মার্চ	মঙ্গল	প্রতিপদ ২৩।৪৩
২০	২	বুধ	দ্বিতীয়া ২০।৩১
২১	৩	বৃহস্পতি	তৃতীয়া ১৮।২১
২২	৪	শুক্র	চতুর্থী ১৭।২৫
২৩	৫	শনি	পঞ্চমী ১৭।৪৫
২৪	৬	রবি	ষষ্ঠী ১৯।২৯
২৫	৭	সোম	সপ্তমী ২২।১২
২৬	৮	মঙ্গল	অষ্টমী ২৬।১১
২৭	৯	বুধ	নবমী ৩০।৫৫
২৮	১০	বৃহস্পতি	দশমী ৩৬।১০
২৯	১১	শুক্র	একাদশী ৪১।২৭
৩০	১২	শনি	দ্বাদশী ৪৬।২২

তারিখ	ইং, তারিখ মার্চ ও এপ্রিল	বার	তিথি দণ্ড,পল।
১	১৩	রবি	ত্রয়োদশী ৫০।৩৫
২	১৪	সোম	চতুর্দ্দশী ৫৩।০৭
৩	১৫	মঙ্গল	পূর্ণিমা ৫৫।৫৮
৪	১৬	বুধ	প্রতিপদ ৫৬।৩১
৫	১৭	বৃহস্পতি	দ্বিতীয়া ৫৫।৫৪
৬	১৮	শুক্র	তৃতীয়া ৫৪।৫
৭	১৯	শনি	চতুর্থী ৫১ ১০
৮	২০	রবি	পঞ্চমী ৪৭।১৭
৯	২১	সোম	ষষ্ঠী ৪২।৩৬
১০	২২	মঙ্গল	সপ্তমী ৩৭।১৮
১১	২৩	বুধ	অষ্টমী ৩১।৩৬
১২	২৪	বৃহস্পতি	নবমী ২৫।৩৮
১৩	২৫	শুক্র	দশমী ১৯।৩৯
১৪	২৬	শনি	একাদশী ১৩।৫১
১৫	২৭	রবি	দ্বাদশী ৮।২৬
১৬	২৮	সোম	ত্রয়োদশী ৩।৩০ চতুর্দ্দশী ৫৫ ৫১
১৭	২৯	মঙ্গল	অমাবস্যা ৫৬।৯
১৮	৩০	বুধ	প্রতিপদ ৫৪।০
১৯	৩১	বৃহস্পতি	দ্বিতীয়া ৫৩।২
২০	১ এপ্রিল	শুক্র	তৃতীয়া ৫৩ ১৪
২১	২	শনি	চতুর্থী ৫৪।৫২
২২	৩	রবি	পঞ্চমী ৫৭।৪২
২৩	৪	সোম	ষষ্ঠী ৬০।০
২৪	৫	মঙ্গল	ষষ্ঠী ১।২৯
২৫	৬	বুধ	সপ্তমী ৬।১১
২৬	৭	বৃহস্পতি	অষ্টমী ১১।২১
২৭	৮	শুক্র	নবমী ১৬।৩৫
২৮	৯	শনি	দশমী ২১।২৪
২৯	১০	রবি	একাদশী ২৫।৩০
৩০	১১	সোম	দ্বাদশী ২৮।৩৬

ভারতবর্ষ।

আমাদের দেশের সংস্কৃত নাম "ভারতবর্ষ"। প্রাচীন হিন্দুদিগের মতে পৃথিবী কতিপয় ভাগে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক ভাগকে বর্ষ কহিত। ভরত রাজা এদেশে রাজত্ব করিতেন, এই জন্য এদেশ ভারতবর্ষ নামে খ্যাত। মুসলমানেরা আমাদের দেশকে "হিন্দুস্থান" বলে। প্রাচীন পারস্যদেশীয়েরা সিন্ধুনদের পূর্ব্বাঞ্চলীয় অধিবাসীদিগকে হিন্দু বলিত; হিন্দ শব্দ সিন্ধুর অপভ্রংশ মাত্র। গ্রীকেরা হিন্দ হইতে ইণ্ডু করিয়া লয়, তাহা হইতে "ইণ্ডিয়া" হইয়াছে, এখন ইংরাজীদিগের মধ্যে ভারতবর্ষের এই নামই প্রচলিত।

ভারতবর্ষের উত্তরসীমা হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বসীমা বঙ্গসাগর ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ সীমা ভারত-মহাসাগর, বা ভারত সমুদ্র, পশ্চিম সীমা সলেমান গিরি, বেলুচিস্থান ও আরব সাগর। ভারতবর্ষ, দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত দীর্ঘে প্রায় ৯০০ শত ক্রোশ এবং পশ্চিমে করাচি হইতে পূর্ব্বে আসামের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তারেও প্রায় ৯০০ ক্রোশ। ভারতবর্ষের পরিমাণ ফল প্রায় ৪০৮৬১৩ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২৪ কোটির উপর।

রাজ্যবিভাগ ও শাসনতন্ত্র।

সমস্ত ভারতবর্ষ একজন অধিপতির শাসনাধীন নহে। শাসনকর্তৃত্ব ভেদে ইহা এক্ষণে চারি ভাগে বিভক্ত:—

	পরিমাণ ফল	অধিবাসী সংখ্যা
১। ইংরেজ রাজ্য	৯১০০০০ বর্গ মাইল	১৯ কোটি
২। ইংরেজাশ্রিত উপরাজগণের রাজ্য	৫০৮৭৯০ বর্গমাইল	৪ কোটি ৮০ লক্ষ
৩। স্বাধীন দেশীয় রাজার অধিকার	৭৮৭০০ বর্গ মাইল	৩১ লক্ষ
৪। স্বাধীন বিদেশীয়দের অধিকার	১২৫৪ বর্গ মাইল	৫ লক্ষ

ইংরেজরাজ্য—ইংরেজরাজ্য একাদশভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে বাঙ্গালা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এই পাঁচটীকে লোকাল্ গবর্ণমেণ্ট বলে। অযোধ্যা মধ্যদেশ বিরার, কুর্গ, আসাম ও বৃটিসবর্ম্মা

এই ছয়টী বেবন্দোবস্তী প্রদেশ বলিয়া গণ্য। কিন্তু বৃটিসবর্ম্মা প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের অন্তর্গত নহে। কেবল রাজকার্য্য শাসনের সুবিধার নিমিত্তই ইহাকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয়।

ইংরেজ শাসনাধীন একাদশ বিভাগের তালিকা।

বিভাগ।	শাসনকর্ত্তার উপাধি	পরিমাণফল বর্গমাইল	লোক সংখ্যা
বাঙ্গালা	লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর	২১২০০০	৬ কোটী ৪৬ লক্ষ
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	ঐ	৮৪০০০	৩ ,, ১৫ ,,
পঞ্জাব	ঐ	১০০০০০	১ ,, ৯০ ,,
বোম্বাই	গবর্ণর ও কৌন্সিল	১৩০০০	১ ,, ৪০ ,,
মান্দ্রাজ	ঐ	১৪০০০০	৩ ,, ১০ ,,
অযোধ্যা	প্রধান কমিসনর	২৪০০০	১ ,, ২০ ,,
মধ্যদেশ	ঐ	১১০০০০	০ ,, ৯২ ,,
আসাম	ঐ	৪৩০০০	০ ,, ২৪ ,,
দুই বিরার	একজনকমিসনর	১৭০০০	০ ,, ২২ ,,
মহীসূর ও কুর্গ	কমিসনর	২০০০	০ ,, ১ ,,
বৃটিস্ বর্ম্মা	প্রধান কমিসনর	৯৭০০০	০ ,, ২৫ ,,

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর সীমা নিজামরাজ্য, বিরার, ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি; দক্ষিণ সীমা ভারতমহাসাগর, পূর্ব্ব সীমা বঙ্গসাগর; পশ্চিম সীমা আরবসাগর। পরিমাণফল প্রায় ৩২০৬৮ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটী ১২ লক্ষের উপর।

প্রদেশ বিভাগ।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি চারিটী বিভাগেবিভক্ত। যথা—উত্তর বিভাগ, মধ্য বিভাগ, দক্ষিণ বিভাগ ও পশ্চিম বিভাগ। এই চারি বিভাগে ২২টী জেলা আছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির জেলা, পরিমাণফল ও লোকসংখ্যা।

১। উত্তর বিভাগে—

জেলা	পরিমাণফল	লোকসংখ্যা
গঞ্জাম	১৬০০	৯৫৮৪৭৬

ভিজিগাপট্টন	২৪৮২	১৪৩৪২৪৩
জয়পুর	২৫০০	৮০০০০০
গোদাবরী	১৮৮৩	১২৭৬২০০
	২। মধ্য বিভাগে—	
কৃষ্ণা	২০৩৩	১০২২৫২৪
নেল্লুর	২১১০	৯৩১৬৯০
কুড়প	২২৪২	১৪৫১৯২১
বল্লারী	২৮৯৩	১২২৯৫৯৯
কর্ণুল	১৯৬৭	৭৬৩১৩৭
উত্তর আর্কাড়	১৮৬৭	১৫৮৮১০৪
মান্দ্রাজ (জেলা)	৭৭৫	১০৩২৯৯২
মান্দ্রাজ (নগর)	৬	৩০০০০০
	৩। দক্ষিণ বিভাগে—	
দক্ষিণ আর্কাড়	১১৯১	১১০৫৯৬১
তঞ্জোর	৯৩৪	১৬৭০০৮৬
ত্রিচিনপল্লী	৭৭৪	৮০৫৯৮০
মদুরা	২১৯০	১৭৯২৭৩৭
ত্রিন্নিবল্লী	১১৮৬	১৩৩৯৩৭৪
	৪। পশ্চিম বিভাগে—	
শেলম্	১৯০২	১২৬১৩৭৭
কোইম্বাটুর	২১৭০	১১৯৩৮৬২
নীলগিরি	......	....
উত্তর মলবার, দক্ষিণ মলবার	১৫৬১	১৫৮২১১
দক্ষিণ কানাড়া	১০৩৪	৭৪৮১১২

শিক্ষা-সংক্রান্ত।

	সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
কলেজ	১৩	৪৮০
নর্ম্মাল বিদ্যালয়	১৭	১৯২৯
উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়	৫৩	১১৯৯০

মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়	৫০৩	২৮২৬২
পাঠশালা	৬১৯০	১৪৯০৮১
বালিকা বিদ্যালয়	১৮৬	৯২৯২

এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজে একটী মেডিকেল কলেজ, একটী সিবিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং একটী শিল্প-বিদ্যালয় আছে। ভারতবর্ষে যত শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মান্দ্রাজের বিদ্যালয়ই সর্ব্বাগ্রে (১৮৫০ অব্দে) স্থাপিত হয়। সম্প্রতি মান্দ্রাজের সিদাপথ নামক স্থানে যে কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম কৃষিবিদ্যালয়। মান্দ্রাজের শিক্ষা কার্য্যে প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

মহীসূর ও কুর্গ।

মহীসূর তিনটী কমিসনরি বিভাগে বিভক্ত এবং এই তিন বিভাগে আটটি জেলা আছে।

১। অষ্টগ্রাম বিভাগ।

মহীসূর　　　　হাসন।

২। নাগর বিভাগ।

চিতলদুর্গ,　　　　কাডুর,　　　　সিমগা।

৩ নন্দিদুর্গ বিভাগ।

বাঙ্গলোর,　　　　কোলার,　　　　তুমকুর।

কুর্গে স্বতন্ত্র বিভাগ বা জেলা নাই।

মহীসূর।

শিক্ষাসংক্রান্ত।

		সংখ্যা।	ছাত্র সংখ্যা।
গবর্ণমেন্ট ইংরেজি বিদ্যালয় (উচ্চ শ্রেণীর)		৭	১৫২৪
,, সাহায্যকৃত ,,	ঐ	৫	৮৩২
নর্ম্মাল বিদ্যালয়	ঐ	৮	,,
গবর্ণমেন্ট মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়		৬	২৩৭
সাহায্যকৃত ঐ	ঐ	৯	৬২৯

পাঠশালা	৬২৮	১৫২২৭
গবর্ণমেন্ট বালিকা বিদ্যালয়	৮	২৪২
সাহায্যকৃত বা অন্যবিধ ঐ	৩১	১৩০৪

মহীসূরের যাবতীয় বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্টের প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

কূর্গ।

শিক্ষা সংক্রান্ত।

	সংখ্যা।	ছাত্র সংখ্যা।
নর্ম্মাল বিদ্যালয়	১	”
গবর্ণমেন্ট ইং বিদ্যালয় উচ্চ শ্রেণীর	১	২৯৩
” ” মধ্য শ্রেণীর	৪	”
পাঠশালা	২৯	১৩৭৬

এখানে স্বতন্ত্র বালিকাবিদ্যালয় নাই; কিন্তু ১৫০ অধিক বালিকা বালকদের বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকে।

কূর্গের যাবতীয় বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্টের প্রায় ৫০ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি।

দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমস্থ প্রায় সমুদায় প্রদেশ, সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ ও গুজরাটের কিয়দংশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ইহার উত্তর সীমা গুইকবাড় ও হুল্কার রাজ্য, পূর্ব্বসীমা সেন্ধিয়ার ও নিজাম রাজ্য, এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি; দক্ষিণ সীমা মান্দ্রাজের অন্তর্গত দক্ষিণ কানাড়া ও মহীসূর, পশ্চিম সীমা আরব সাগর ও গুজরাট। পরিমাণফল প্রায় ৩১২০৬ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ হইবেক।

লোকসংখ্যা।*

দাক্ষিণাত্য বিভাগ।

জিলার নাম।	ভূমি পরিমাণ বর্গ মাইল।	সমগ্র লোকসংখ্যা।	প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা।
খান্দেশ	১০,১৬২	১০,২৮,৬৪২	১০১,২২

* ১৮৭২ খৃঃ অব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারি নির্ণীত।

নাসিক	৮,১৪০	৭,৩৪.৩৮৬	৯০,২২
অহম্মদ নগর	৬,৬৪৭	৭,৭৩৯৩৮	১১৬.৪৩
পুনা	৫,০৯৯	৯০৭২৩৫	১৭৭.৯২
সেতারা	৫৩৭৮	১১১৬০৫০	২০,৭৫২
সোলাপুর	৩৯২৫	৬৬২৯৮৬	১৬৮,৯১
বেলগম	৪৫৯২	৯৩৮৭৫০	২০৪,৪৪
ধারওয়ার	৪২৬৫	৯৮৮০৩৭	২১৬,৪৪
কলদঘী	৫৬৯৬	৮১৬০৩৭	১৪৩,২৭

কঙ্কান বিভাগ।

কানারা	৪২৩৫	৩৯৮৪০৬	৯৭,০৭
রত্নগিরি	৩৭৮৯	১০১৯১৩৬	২৬৮,৯৭
কুলাবা	১৪৮২	৩৫০৪০৫	২৩৬.৪৪
বোম্বাই সহর	১৮২	৬৪৪৪০৫	৩৪২৭১,০১
ঠানা	৪০৪৫	৮৪৭৩২৪	২০৯,১৪

গুজরাট বিভাগ।

সুরাট	১,৭৫৮	৬০৭০৮৭	৩৮২,৩০
বরোচ	১৩৫৮	৩৫০৩২২	২৫৭৯২
কেইরা	১৫৬১	৭৮২৭৩৩	৫০১,৪৩
পাঞ্চ মহাল	১৭৩১	২৪০৭৪৩	১৩৯,০৮
অহম্মদাবাদ	৩৮৪৪	৮২৯৬৩৭	২১৫,৮২

সিন্ধু বিভাগ।

করাচী	১৪০৯১	৪২৩৪৯৫	৩০,০৫
হাইদরাবাদ	৯০৫৩	৭২১১৪৭	৭৯৭৫
থার ও পারকার	১২৭২৯	১৮০৭৬১	১৪২০
শিকারপুর	৮৮১৩	৭৭৬২২৭	৮৮,০৮
উত্তর সিন্ধু প্রান্ত	১৯১৩	৮৯৯৮৫	৪৭০৭

শিক্ষা সংক্রান্ত।

১৮৭৫-৭৬ সালের শেষে সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে নিম্নলিখিত বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থী ছিল।

বিদ্যালয়ের শ্রেণী	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
	(বালকদের জন্য।)	
নিম্ন শ্রেণীর	৪০০৫	২১১,২৩৬
মধ্যম শ্রেণীর—ইংরাজী ও দেশীয় ভাষা	১৬০	১৬,৯৬১
উচ্চ শ্রেণীর—ইংরেজী	৪৫	৭,৭৩৭
	(বালিকাদিগের জন্য।)	
দেশীয়দের জন্য	২১৭	১০,৭৮০
ইউরোপীয়েন ও অন্যান্যের জন্য	১১	৯৩৮
মিশ্রিত বালক ও বালিকার জন্য	১৮	১১৬৪
	নর্ম্মাল বিদ্যালয়।	
পুরুষদের জন্য	৭	৫৬২
স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয়	৩	৪৬
শিল্প বিদ্যালয়	১	১২২
ব্যবসায়িক বিদ্যালয়	৪	২৩৯
দেশীয় ভাষায় চিকিৎসা বিদ্যালয়		১১২
ঐ এন্‌জিনিয়ারিং		৯১
সাধারণ শিক্ষার কলেজ	৪	৩৬৬
ব্যবহার শাস্ত্রের ঐ	১	১৩৯
চিকিৎসা শাস্ত্র ঐ	১	১৭৭
এন্‌জিনিয়ারিং	১	৭২

স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের একটী পুনা একটী অহমদাবাদ ও একটী সিন্ধু হাইদরাবাদে অবস্থিত।

দেশীয় বালিকা ও যুবতীদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য একমাত্র য়্যালেকজাণ্ড্রা স্কুল আছে।

লোক সংখ্যার সহিত বিদ্যালয়স্থ ছাত্রসংখ্যার তুলনা করিলে সমগ্র প্রেসিডেন্সিতে গড়ে শতকরা ১.১ জন ছাত্র পাওয়া যায়। বোম্বাই সদর জিলায় ২.২ সুরাটে ২.৫৭, বারোচে ২.৫৩, বড়োদা শিবির ২.৪৩ পক্ষান্তরে জাঠ রাজ্যে .১৩, রত্নগিরিতে .৮৯ সাঙ্গলী রাজ্যের মঙ্গলবেষ্কতালুকে .৮৪, জহার রাজ্যে .৮২, পাইন্ট রাজ্যে .৬৯, উত্তর সিন্ধু প্রান্তে .২৭.

করাচীতে .৯৩, শিকার পুরে .৮১, কলাদগীতে .৭৬, বেলগমে .৮৯, কোলাপুরে .৮১ শতকরা ছাত্রসংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই প্রেসিডেন্সিতে স্থানীয় উন্নতির জন্য ভূমির জমার প্রতি টাকায় এক আনা করিয়া অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করা হয়। এই এক আনার দুই তৃতীয়াংশ রাস্তাঘাট ও এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। ১৮৭৫-৭৬ অব্দে এই শিক্ষা সেসের উপস্বত্ব ৭১৮৩৩৪ টাকা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীন বিদ্যালয়সমূহের ব্যয় ২৩৯৬১৪০ টাকার মধ্যে ১১৩৬৩২০ টাকা রাজকোষ হইতে ৭১৮৩৩৪ টাকা সেস হইতে এবং অবশিষ্ট অন্যান্য আয় হইতে দেওয়া হয়। এই টাকার শতকরা ৩৮½ নিম্ন শ্রেণীর ৮½ মধ্যম শ্রেণীর এবং ১০¾ উচ্চশ্রেণীর শিক্ষায় ব্যয়িত হয়। স্ত্রীশিক্ষার জন্য শতকরা ২¾ টাকামাত্র ব্যয় হয়।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সংসৃষ্ট ২৮ টী দাতব্য বৃত্তি ও পুরস্কার আছে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বদান্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব ও উপকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তদ্দাতৃগণকে বিদ্যার্থীদিগের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র করিয়াছে——

১। মঙ্গলদাস নাথু ভাইয়ের বিদেশ পর্য্যটনার্থ বৃত্তি (১৮৬২) ২০০০০ টাকার কোম্পানির কাগজের সুদ হইতে

২। ভগবানদাস পুরুষোত্তম দাসের সংস্কৃত বৃত্তি, (১৮৬৩) ১০০০০ টাকার সুদ হইতে

৩। মানকজী লীমজীর স্বর্ণপদক (Medal) ১৮৬৩ বিশ্ববিদ্যালয়স্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লেখককে দেওয়া হয় ৫০০০ টাকার সুদ হইতে

৪। হোমজী করসেটজী পুরস্কার ৫০০০, টাকার সুদ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজী পদ্য লেখককে দেওয়া হয়।

৫। জগন্নাথ শঙ্কর শেট সংস্কৃত বৃত্তি ১৮৬৫ একটী মাসিক ২৫ টাকার ও একটী মাসিক ২০ টাকার প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল দ্বারা দেওয়া হয়। প্রত্যেক তিন বৎসরের জন্য প্রাপ্য।

৬। জামশ্রীবিভাজী বৃত্তি (১৮৬৬) ৪৫০০ টাকার সুদ হইতে কাথিওয়ার প্রদেশস্থ কোন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসার্থ দুই বৎসরের জন্য দেওয়া হয়।

৭। কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরের লাটিন বৃত্তি (১৮৬৮) ৪৫০০০

টাকার সুদ হইতে প্রবেশিকাপরীক্ষার লাটিন ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছাত্রকে দেওয়া হয়।

৮। কিনলক ফরবসের স্বর্ণপদক (১৮৬৮) ৫০০০ সুদ হইতে সাধারণ ব্যবহার শাস্ত্র Jurisprudence ও রোমীয় দেওয়ানী আইনে Civil Law বিশেষ ব্যু পন্ন ছাত্রকে।

৯। ডেভিড স্যাসুনের হিব্রু বৃত্তি—(১৮৬৯)৫০০০ টাকার সুদ হইতে।

১০। জেমস্ বার্কলীর স্বর্ণপদক—(১৮৬৯)৮০০০ টাকার সুদ হইতে ২৫০ টাকার স্বর্ণপদক ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক সিবিল এন্জিনিয়ারিং বিদ্যার উত্তেজনার্থ।

১১। ইলিস্ পুরস্কার (১৮৬৯) কোন প্রাচ্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে ১৫০০ টাকার সুদ হইতে ৬০ টাকা মূল্যের পুস্তক প্রতি বৎসর দেওয়া হয়।

১২। হারবার্ট ও লাটুচ বৃত্তি-১৮৬৯ উক্ত কাপ্তেনদ্বয় যাঁহারা ১৮৬৭ অব্দে দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে তোয়ার পাহাড়ে হত হন, তাঁহাদের স্মরণার্থ জুনাযর এবং নোয়ানগরের সরদারেরা একটি মাসিক বৃত্তি সংস্থাপন জন্য ৫০০০ টাকা দেন।

১৩। উইলসন সাহেবের সম্মানার্থ ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে বক্তৃতা—১৮৭০। উইলসন টেষ্টিমনিয়ল ফণ্ড হইতে ২৩৫০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ নিম্নলিখিত ভাষা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রদত্ত হয়——

১ সংস্কৃত ও তৎসম্ভূত প্রাকৃত ভাষাসমূহ

· হিব্রু ও অন্যান্য সেমিটিক ভাষা

৩ লাটিন ও গ্রীক

৪ এঙ্গলো সাক্সন ও অন্যান্য মূল ভাষার সহিত তুলনা যুক্ত ইংরেজী।

১৮৭৫ অব্দে ডাক্তার উইলসনের মৃত্যু হয়। তৎপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকেরা এই নিয়ম করেন যে, প্রতিবর্ষে অন্যূন ৬টী বক্তৃতা শীতকালের প্রারম্ভে দেওয়া হইবে এবং উপযুক্ত বক্তা নির্ব্বাচন করিবার ভার সিণ্ডিকেটের হস্তে থাকিবে।

১৪। ইলিসবৃত্তি -১৮৭০। ইলিস টেষ্টিমোনিয়েল কমিটি উক্ত মহোদয়ের স্মরণার্থ বি এ, পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছাত্রকে মাসিক ২৫) বৃত্তি দেওয়ার জন্য ৭২০৬ টাকা প্রদান করেন।

১৫। চ্যানসেলরের পদক—১৮৬৯। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গবর্নর সর সেমর ফিট্‌সজিরল্‌ড কর্ত্তৃক স্থাপিত বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি প্রার্থীদের উত্তেজনার্থ।

১৬। আরনৌল্‌ড বৃত্তি—১৮৭১। হাইকোর্টের জজ আরনৌল্‌ড সাহেবের স্মরণার্থ কমিটি বি, এল, পরীক্ষার হিন্দু ও মুসলমান ব্যবহার শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়ার জন্য ৬০০০ টাকা দেন।

১৭। ডিউক অব এডিনবরার বৃত্তি—১৮৭১। উক্ত রাজ কুমারের এদেশাগমনের স্মরণার্থ দাক্ষিণাত্যের সরদারেরা এক বৎসর বি এল পরীক্ষায় সর্ব্বোত্তম ছাত্রকে এম. এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ায় একবারে দুই বৎসরের নিমিত্ত একটী বৃত্তি দেওয়ার জন্য ১০,০০০ টাকা দেন।

১৮। মানকবাই বাইরামজী জিজিভাই পুরস্কার—১৮৭১। ২০০০ টাকার সুদ হইতে।

১৯। রাও সর্ প্রেগমলজী বৃত্তিনিচয়—১৮৭২। ডিউক অব এডিনবরার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কচের রাও বাহাদুর বোম্বাই আসেন, উক্ত ঘটনার স্মরণার্থ তিনি ৪৫,০০০ টাকা দান করেন। তন্মধ্যে ৩০,০০০ টাকা কচ প্রদেশস্থ কিম্বা তদভাবে অন্য এদেশীয় ছাত্রের বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে স্থাপন করেন।

২০। সর্ যশোবন্ত সিংজী বৃত্তিনিচয়—১৮৭৩। ভাউ নগরের ঠাকুর মহোদয় ডিউক অব এডিনবরার ভারতাগমনের স্মরণার্থ ২৫,০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করেন। ইহার উপস্বত্ব হইতে ১৫ ও ১২ দুইটী বৃত্তি তিন বৎসরের জন্য ভাউনগরের আলফ্রেড হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ দুই জন ছাত্রকে প্রতি বৎসর দেওয়া হইবে।

২১। করসনদাস মুলজী পুরস্কার ১৮৭৩। উক্ত করসনদাস মুলজীর স্মরণার্থ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন উপাধিধারী অথবা উপাধিহীন বিদ্যার্থী সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কোন নীতি বিষয়ক অথবা সামাজিক প্রস্তাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বক্তৃতা লিখিতে পারিবেন তাহাকে পুরস্কার দানার্থে ৩০০০ টাকা দেন। প্রতি বৎসর ১০০ টাকার পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হয়।

২২। দোসাভাই হরমসজী কামা পুরস্কার—১৮৭৪। প্রতি বৎসর চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বক্তৃতা লেখক বোম্বে

বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র অথবা গ্র্যাণ্ট মেডিকেল কলেজের উপাধিধারী ব্যক্তিকে ২০০ টাকার পুস্তক পুরস্কার দেওয়ার জন্য ৫০০০ প্রদত্ত হয়।

২৩। হগলিংগস্ পুরস্কার—১৮৭৫। ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে ১০০ টাকার বই পুরস্কার দেওয়ার জন্য প্রফেসর হগলিংগসের স্মরণার্থ কমিটির সম্পাদক ২৫০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন।

২৪। জেমস টেলর পুরস্কার—১৮৭৫। বিএ. পরীক্ষোত্তীর্ণ যে ছাত্র অর্থব্যবহার শাস্ত্র এবং ইতিহাস অথবা তর্কশাস্ত্র এবং নীতি বিজ্ঞানে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় এবং যে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলে পরীক্ষকদিগকে সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রদান করে তাহাকে ১০০ পুস্তক পুরস্কার দেওয়ার জন টেলর টেষ্টিমনিএল ফণ্ড হইতে ২৫০০ টাকা দেওয়া হয়।

২৫। ভাউদাজী পুরস্কার—১৮৭৬। মৃত ভাউদাজীর স্মরণার্থ বিএ পরীক্ষোত্তীর্ণ, সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রকে ২০০ টাকা মূল্যের পুস্তক পুরস্কার দেওয়ার জন্য উক্ত বিখ্যাত ব্যক্তির স্মরণার্থ কমিটী ৫০০০ টাকা দান করেন। পরীক্ষকদিগের মতে পুরস্কার প্রার্থী সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী না হইলে পুরস্কার দেওয়া হইবে না।

২৬। বিনায়ক রাও জগন্নাথজী শঙ্করশেঠ পুরস্কার ১৮৭৬। উক্ত মহাত্মার স্মরণার্থ কমিটি ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষার সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রকে ১৮০ মূল্যের পুস্তক পুরস্কার প্রদানার্থ ৪৫০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন।

২৭। মেহেরবানজী ফ্রামজী পাণ্ডে বৃত্তি—১৮৭৬। এল্ সি ই পরীক্ষায় যন্ত্র বিদ্যায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রকে মাসিক ২০ টাকার বৃত্তি প্রদানার্থ ৬০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করা হয়।

২৮। কাহানদাস মঞ্চারাম বৃত্তি—১৮৭৬। উক্ত ব্যক্তির স্মরণার্থ তাঁহার বিধবা পত্নী ৬০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন। ইহার উপস্বত্ব হইতে গুজরাতী যে কোন হিন্দু ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সিবিল এনজিনিয়ারিং বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রস্তুত হইবে তাহাকে মাসিক ২০ করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে।

মধ্য প্রদেশ।

১৮৬২ খৃঃ অব্দে নাগপুর এবং সাগর ও নর্ম্মদা প্রভৃতি প্রদেশ একত্রিত হইয়া মধ্য প্রদেশ নামে খ্যাত হইয়াছে। একজন চিফ্ কমিসনর এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।

মধ্য প্রদেশের উত্তরে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত তেহরি ও পান্না নামক রাজ্য; পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত ললতপুর, ভূপাল, সিন্ধিয়ার রাজ্য, বিরার ও নিজামরাজ্য; দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে নিজামরাজ্য মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির গোদাবরী জেলা; পূর্ব্বে জয়পুর, উড়িষ্যার করদমহল ও রেওয়া। পরিমাণফল ২০৭১৫ বর্গ ক্রোশ। লোক সংখ্যা ৯২ লক্ষর উপর।

মধ্য প্রদেশ ৪টী বিভাগে বিভক্ত।

১। নাগপুর বিভাগে—

জেলা—নাগপুর, ভন্দাড়া, চন্দা, ওয়ার্দ্ধা, বালাঘাট।

২। ঝব্বলপুর বিভাগে—

" ঝব্বলপুর, সাগর, ডুমো, সিওনী, মণ্ডলা।

৩। নর্ম্মদা বিভাগে—

" হোসঙ্গাবাদ, নরসিংহপুর, বৈতুল, চন্দওয়াড়া, নিমার।

৪। ছত্রিশগড় বিভাগে—

" রাইপুর, বেলাসপুর, সম্বলপুর, উত্তরগোদাবী।

শিক্ষা সংক্রান্ত।

	সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
নর্ম্মাল বিদ্যালয়	৭	২০৫
উচ্চ শ্রেণীর গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়	১	২৯
" সাহায্যকৃত ঐ	৪	৮২
মধ্যশ্রেণীর গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়	৪৮	১৮৭৮
" সাহায্যকৃত ঐ	১৬	১৪৮৬
পাঠশালা	১৪০১	৭৪২০৭
বালিকা বিদ্যালয়	১১৮	৪১৮৫

বিরার প্রদেশ।

এই নামে দুইটি প্রদেশ আছে। ইহার শাসনভার একজন কমিসনরের হস্তে আছে। হায়দরাবাদের নিজাম এই প্রদেশদ্বয় ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে নিজ রাজ্য রক্ষিত ইংরেজ সৈনিকদিগের ব্যয়ের নিমিত্ত প্রদান করেন।

সীমা—উত্তরে, সাতপুর পর্ব্বত; পশ্চিমে খান্দেশ; দক্ষিণে নিজাম-রাজ্য; পূর্ব্বে মধ্যদেশ। পরিমাণ ফল ২৮০০০ বর্গ মাইল।

প্রদেশ বিভাগ।

এই প্রদেশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত।

১। পূর্ব্ব বিভাগের জেলা।

অমরাবতী, ইলিচ্‌পুর, ঊন।

২। পশ্চিম বিভাগে—

অকোলা, বুল্‌দানা, বাসীম।

শিক্ষা সংক্রান্ত।

	সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
নর্ম্মাল বিদ্যালয়	১	২৯
উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়	২	১২২
মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়	৫০	৩২৬৮
পাঠশালা	৩২৬	৭২৩৩
বালিকা বিদ্যালয়	২৫	৪৫৭

পঞ্জাব প্রদেশ।

পঞ্জাব ও অপর কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্য পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের অধিকৃত। ইহার উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, পশ্চিম সীমা সলিমান গিরিশ্রেণী ও কাবুল, দক্ষিণ সীমা সিন্ধু প্রদেশের মরুভূমি; ও পূর্ব্ব সীমা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। পরিমাণ ফল প্রায় ২৫৫০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা ১ কোটি ৭½ লক্ষের উপর।

পঞ্জাবগবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ জেলা।

জেলা	পরিমাণফল	লোকসংখ্যা।
১। পেশোর বিভাগে—		
পেশোর	৪৮২	৫২৩১৫২
কোহাট	৯৫৮	১৪৫৪১৯
হজারা	৭৫০	৩৬৭২১৮
২। দেরাজাত বিভাগে—		
বন্নু	৭৮৭	২৪৭৫৪৭
দেরাস্মাইল্ খাঁ	১৭৭৪	৩৯৪৮৬৪
দেরাগাজি খাঁ	৫৭৫	৩০৮৮৪০
৩। রাউলপিণ্ডী বিভাগে—		
রাউলপিণ্ডী	১৫৫৩	৭১১২৫৬
ঝিলম	৯৭৭	৫০০৯৮৮
গুজরাট	৪৮৬	৬১৬৩৮১
শাহপুর	১১৭৪	৩৬৮৭৯৬
৪। লাহোর বিভাগে—		
লাহোর	৯১১	৭৮৯৬৬২
গুজরাম্বালা	৬৪১	৫৫০৫৭৬
ফিরোজপুর	৬৭২	৫৪৯২৫৩
৫। মুলতান বিভাগে—		
মুলতান	১৪৮০	৪৭১৫৬০
ঝঙ্গ	১৪২৬	৩৪৮০২৭
মজঃফরগড়	৭৫৫	২৯৫৫৪৭
৬। জলন্দর বিভাগে—		
জলন্দর	৩৩৩	৭৮০১৬৫
হুশিয়ারপুর	৫২১	৯৩৯৯৭২
কাঙ্গাড়া	২২৪৭	৭৪৩৮৮৩
৭। অমৃতসহর বিভাগে—		
অমৃতসহর	৫০৯	১০৮৩৫১৪

শ্যালকোট	৪৮৮	১০০৫০০৪
গুরুদাসপুর	৩৩৫	৬৫৫৩৬২

৮। অম্বালা বিভাগে—

অম্বালা	৬৫৭	১০৩৫৪৮৮
লুধিয়ানা	৩৩৯	৫৮৩২৪৫
শিম্লা	৪½	৩৩৯৯৫

৯। দিল্লী বিভাগে—

দিল্লী	৩১৮	৬২১৬৭৫
গুড়গাবান্	৪৮২	৬৯০২৯৬
কর্ণাল	৫৮৮	৬০৮৯৪২

১০। হিসার বিভাগে

হিসার	৮৮৫	৪৮৪৬৮১
রোহতক	৪৫৩	৫৩১২২৭
সিরসা বা ভাটী	৩২৭	২১০৭৯৫

শিক্ষা সংক্রান্ত।

	সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
কলেজ	১	৫২
নর্ম্মাল বিদ্যালয়	৭৯*	,,
গবর্ণমেন্ট ইং বিদ্যালয় (উচ্চ শ্রেণীর)	৬	৩০৭
সাহায্যকৃত ঐ ঐ	১০	,,
গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়	১২৩	১২১০৫
পাঠশালা	১২৩৪†	৭২০৭৬
গবর্ণমেন্ট বালিকা বিদ্যালয়	৯১	,,
সাহায্যকৃত	২৫৪	,,

---

* তিনটী গবর্ণমেন্টের, অবশিষ্ট গুলি সাহায্যকৃত।

† ইহার মধ্যে ১৮৮ মাত্র সাহায্যকৃত।

অযোধ্যা।

একজন চীফ কমিসনরের কর্ত্তৃত্বাধীন *

সীমা।-উত্তরে, নেপাল; পশ্চিমে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত সাজাঁহাপুর, ফরেক্কাবাদ, কাণপুর, ফতেপুর ও এলাহাবাদ জেলা; দক্ষিণে, জৌনপুর ও আজিমগড় জেলা এবং পূর্ব্বে গোরখপুর ও নেপাল।

পরিমাণফল।—২৪০০০ বর্গ মাইল; সুতরাং অযোধ্যা প্রদেশ উত্তর পশ্চিম প্রদেশের তিন ভাগের এক ভাগের কিছু উপর।

লোকসংখ্যা এক কোটী বিশ লক্ষ।

প্রদেশ বিভাগ।

এ প্রদেশ চারিটী কমিসনরী বিভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক বিভাগে কয়েকটী করিয়া জেলা।

১। লক্ষ্ণৌ বিভাগে-

লক্ষ্ণৌ, উনাও, বড়বাঁকী।

২। সীতাপুর বিভাগে-

সীতাপুর, হুর্দ্দুই, ক্ষেরী।

৩। ফয়জাবাদবিভাগে—

ফয়জাবাদ, বরাইচ, গণ্ডা।

৪। রায়বরেলী বিভাগে—

রায়বরেলী, সুলতানপুর, প্রতাপগড়।

শিক্ষা সংক্রান্ত।

	সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
কলেজ	১	৬৭
উচ্চ শ্রেণীর ইং বিদ্যালয়	১১	৩০৯৬
মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়	২১৭	,,
পাঠশালা	৭৫৮	৫৪৬০
বালিকা বিদ্যালয়	৮১	২০২০

* সম্প্রতি ইহা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সহিত একত্রীভূত হইয়াছে। এক্ষণ হইতে একজন লেপ্টেনান্ট গবর্ণর এই উভয় প্রদেশ শাসন করিবেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ।

এ প্রদেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, অযোধ্যা ও নেপাল, পূর্ব্বে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ শারণ, সাহাবাদ, গয়া, ও লোহার্ডাগা জেলা; দক্ষিণে রেওয়া, বুন্দেলখণ্ড, মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত সাগর জেলা, গোয়ালিয়র, ধোলপুর, ও ভারতপুর; পশ্চিমে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ। পরিমাণ ফল (অজমীর সমেত) প্রায় ২০৬৬৬ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় তিন কোটী দুই লক্ষ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জেলা।

১। বেনারস বিভাগে—

জেলা	পরিমাণফল	লোকসংখ্যা
গোরখপুর	১১৪৬	১৯৮৩৮১৬
বস্তী	৬৯৯	১৪৭৫৭১৫
আজিমগড়	৬৩৯	১৫৮৮৬২
গাজিপুর	৫৫৭	১৩৪২৪৫৫
বানারস	২৪৯	৭৯৩২২৭৭
মির্জাপুর	১৩০০	১০১৫৪১৩
এলহাবাদ বিভাগে—		
জৌনপুর	৩৮৯	১০১৫৪২৮
এলাহাবাদ	৬৯২	১৩৯১১৮৩
ফতেপুর	৩৯৫	৬৮০৭৮৬
বান্দা	৭৫৭	১৩৯১৩৮৩
কাণপুর	৫৮৮	১৩৮৮৬২
মিরপুর	৫৭২	৫২০৯৪১
আগরা বিভাগে—		
ইটোয়া	৪০৮	৬২৬৪৪৪
ফরেক্কাবাদ	৪২১	৯১৫৯৪৩
ইটা	৩১০	৬১৪৩৫১
মৈনপুরী	৪১৬	৭০০২২০

আগরা	৪৭১	১০২৯৭৬০
মথুরা	৪০২০	৮০৬৩২১
	মিরাট বিভাগে—	
আলিগড়	৪৬৪	৯২৫৫৩৮
বুলন্দসহর	৪৭৭	৮০০৪৮১
মিরট	৫৯২	১১৯৯৫৯৩
মজঃফরনগর	৪১২	৬৮২১৮৯
সহরণপুর	৫৫৭	৮৬৬৪৮৩
দেহরাদুন	২৪৩৩	১০২৮৩১
	রোহিলখণ্ড বিভাগে—	
বিজনৌর	৪৭১	৬৯০৯৭৫
মুরদাবাদ	৬১২	১০৯৫৩০৬
বদাউন	৪৯৩	৮৮৯৮১০
বারেলী ও পিলিভিৎ	৭৫৬	১৪৬৮১৯৯
শাজিহানপুর	৪২৮	৯১৮৮৫০
তেরাই	১৩৪	৯১৮০২
	কমাউন বিভাগে	
কমাউন	১৫০০	৩৮৫৭৯০
গড়োয়াল	১৩৭৫	২৪৮৭৪২
ঝালোন	৩৮৬	৪০৫২৭৩
ঝান্সি	৪০২	৩৫৭৭৭৪
ললতপুর	৪৮৭	২৪৮১৪৬

শিক্ষা সংক্রান্ত।

	সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
* কলেজ গবর্ণমেণ্ট	৪	১২৭
ঐ সাহায্যকৃত	৪	১০

---

* উত্তর পশ্চিম প্রদেশে করকি টমাসন কলেজ ও আগ্রা মেডিকেল কলেজ নামে আর দুইটী কলেজ আছে, কিন্তু তাহা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংস্সৃষ্ট নহে। একটীতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও অপরটীতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

নর্ম্মাল বিদ্যালয়*	১২	৪৬২
উচ্চ শ্রেণীর গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়	২৫	৩৮১৩
,, সাহায্যকৃত ঐ	+	
মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়	২২৬	১৩৫১৫
পাঠশালা	৩৬৩০	১৩০৯৮১
বালিকা বিদ্যালয়	৪২০	৮১৩০

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি।

বাঙ্গালার লেপ্টনান্ট গবর্ণরের শাসনাধীন বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুর এই চারিটী প্রদেশ।

সীমা—উত্তরে, নেপাল, সিকিম ও আসাম। পূর্ব্বে, আসাম এবং বৃটিসবর্ম্মা। দক্ষিণে, আরাকাণ, বঙ্গসাগর এবং মান্দ্রাজ প্রদেশ। পশ্চিমে, মধ্যদেশ, রেওয়া এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

পরিমাণফল।—২১১৯০০ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা ৬৪৬৪৯৪০৬।

প্রদেশ বিভাগ।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য উক্ত চারি প্রদেশ নয় কমিসনরী বিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বেহারে—পাটনা ও ভাগলপুর এই দুই বিভাগ; বাঙ্গালায় বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী-কুজবেহার, ঢাকা ও চাটিগাঁ এই পাঁচ বিভাগ; উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর এই দুই প্রদেশ দুই বিভাগ।

প্রত্যেক কমিসনরী বিভাগে কয়েকটা করিয়া জেলা আছে এবং প্রত্যেক জেলায় ২।৪টা করিয়া মহকুমা। দশ বিভাগে সর্ব্ব সমেত ৪৩টী জেলা ৮৯টা মহকুমা আছে।

---

* এই সঙ্গে স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় ধরা হইয়াছে, তাহার ছাত্রী সংখ্যা ৪১ জন।

+ মিসনরিদিগের অনেক গুলি বিদ্যালয় আছে কিন্তু তাহার সংখ্যা প্রদত্ত হয় নাই।

বাঙ্গালা দেশের জেলা।

বৰ্দ্ধমান।

মহকুমা	থানা	পরিমাণফল	লোকসংখ্যা।
সদর মহকুমা	বৰ্দ্ধমান	১৮৫	৫৪৪১৯
	খণ্ডঘোষ	১১৫	৬৭৬৬৫
	ইণ্ডস্	১২৪	৭৭০৮৪
	সেলিমাবাদ	১১২	৮৪৭০২
	গাঙ্গুরিয়া	১৮১	১৩১২০০
	সাহেবগঞ্জ	১২৪	৪১৪৯৬
কালনা	কালনা	১৪৪	১২১৪৮০
	ভাটুরিয়া	১১৮	৮১৬৭৭
	মতিসহর	১৬৯	৮[illegible]১৮১
কাটোয়া	কাটোয়া	১৪২	৮৩০৯৯
	কাটুগ্রাম	১৪৫	৪২০৬৪
	মোগলকোট	১২০	৭৭৬৫৫
বুদবুদ	বুদবুদ	১৬১	৯১৩০১
	আস্গ্রাম	১৭৪	১১৫৩৯৩
	সোণামুখী	১৯৭	৭৯৪৩৭
রাণীগঞ্জ	রাণীগঞ্জ	২১৮	১৩২২৮২
	খোকসা	১৮১	৪১২৮২
	নিভামপুর	২৭২	৭১৪৫৩
জাহানাবাদ	জাহানাবাদ	১৪৩	১২৮৯৬৯
	গোঘাট	১৪৩	১৩৬২৪৬
	কোটলপুর	১৬১	১১০২৫৫
	রায়না	১৯৪	১০২০০৫

ডাকঘর।

আন্দাল, আড়রা, আনন্দপুর, আসগ্রাম, আসেন্সোল, ইন্দেস, একড়া, কাইতি, কাটোয়া, কালনা, কালিকাপুর, কৈচার, কৈয়র, কোতলপুর, খণ্ডঘোষ, গড্ডা, অন্নদা, গলসি, গুসকারা, গোপালপুর, গ্রামকালনা, চকদীঘি,চাঁচুলি, চৌঘরিয়া, চোটখণ্ড, জামালপুর, জাহানগর, জাহানা-

বাদ, জিয়ারা, তিলোরি, দাঁইহাট, দিগনগর, দিগলগ্রাম, দুর্গাপুর, দেবীপুর নসিগ্রাম, নাদন ঘাট, শূতনগঞ্জ, পাটুলি, পাণাগড়, পূর্ব্বস্থলী, বর্দ্ধমান, বনৌবিবাদ, বলগনা, বাগনাপাড়া, বাহরপুর, বুদবুদ, বৈদ্যপুর, বোহার, ভাঙ্গামোড়া, মঙ্গলকোট, মন্ত্রেশ্বর, মসাগ্রাম, মহাটা মাজিদা, মানকর মানগ্রাম, মায়াপুর, মেজিয়া, মৌগ্রাম, রঘুবাটী, রসুলপুর, রাজপুরনন্দী, রাণীগঞ্জ, রায়না, রাওনা, লাকুডিড, শামদি, শ্রীখণ্ড, শ্রীবাটী, শক্তিগড়, সাহেবগঞ্জ, সাতগাছিয়া, সাসঙ্গা, সিয়ারশোল, সীতারাম পুর, সোণামুখী, হিজুলনা।

বাঁকুড়া জেলা।

	থানা	পরিমাণফল	লোকসংখ্যা।
সদর মহকুমা	বাঁকুড়া	৫৫	৩৯০৮০
	উণ্ডা	৩০৮	১২১৩৬২
	বিষ্ণুপুর	২৫৫	১৪৭২৫২
	চাটনা	২২৮	৬৪০১৫
	গঙ্গাজলঘাট	৫০০	১৫৫০৬৪

ডাকঘর।

অযোধ্যা, ওন্দা, কুচিয়াকোল, গোপালনগর, জিবতা, টানাদীঘি, পলাসডাঙ্গা, পাত্রেশ্বর, বদনগঞ্জ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বৈলিয়াতর, রাধানগর, রামসাগর, লাগো।

বীরভুম জেলা।

	থানা	পরিমাণফল	লোকসংখ্যা।
সদর মহকুমা	সুরী	৩৮৭	১০৪১০৭
	রাজনগর	১৪১	৩০৯৮৫
	দুবরাজপুর	৪৩৩	১৩৭২৫৫
	কসবা	৩৮৬	১২১৩৯৩
	সাকুলিপুর	১৭৭	৬১৮৪২
	লাভপুর	২৬৯	৭১৯৪৫
	বারোয়ান	২২৮	৬৪১৭৩
	ময়ূরেশ্বর	৪৫০	১০৪২২১

ডাকঘর।

আমেদপুর, ইলামবাজার, কসবা, কির্ণহার, কুণ্ডুলা, কেন্দরা, খয়রা-গোল, গোণাটিয়া, দুবরাজপুর, পঞ্চতোপী, বরোঁয়া, বীরভূম, ভোলপুর, ভেদিয়া, মল্লারপুর, মহম্মদবাজার, রাইপুর, লাভপুর, শাপুর, সাঁইথিয়া, সাকুলীপুর, সুরুল।

মেদিনীপুর জেলা।

	থানা	পরিমাণফল	লোকসংখ্যা
সদর মহকুমা	মেদিনীপুর	৩৬১	১৭২৬৭২
	নারানঘর	৩০০	১২৯৫৫৩
	দাঁতন	২১৭	১১২৩৭২
	গোপীবল্লভপুর	৫১৬	১২০৩১০
	ঝাড়গোয়ান	১৬৯	৪৫৫৬০
	ভীমপুর	৪৬৭	৭৪২৭১
	শালবাণী	২০৭	৫০৮৬০
	কেসপুর	২২৯	১০৮৯২৯
	দাসপুর	১০৪	১৩৬০৫৯
	ডেবরা	১০৯	১১০৭৪৭
	সারং	২৪৩	২১৪৭৫৫
তমলুক	তমলুক	৭৭	৭৭৩৪১
	পাঁস্কুড়া	১৬৪	১৬৩৯১৫
	মছলন্দপুর	১১১	৬৪১৮৮
	সুতাহাটা	১১১	৫৩৫৪৬
	নন্দীগ্রাম	১৫৪	১০৮৮২৭
কাঁতি	কাঁতি	২২৬	১২২৮৫৭
	রঘুনাথপুর	১২৬	৫৪৫৭৯
	ইগ্রা	১২২	৫৭৮৯৮
	কেতগিরি	৭৫	৩৬০০৩
	পটাসপুর	১১৭	৮১১২৩
	ভগবানপুর	১৮৪	৮৯৮১২

গড়বেতা	গড়বেতা	৪৩৭	১৪৫২৬৪
	চন্দ্রকোনা	১২১	১০৬৪৮০
	ঘাটাল	৯১	১০২৭৪৩

ডাকঘর।

কাঁতি, কোলাঘাট, খাজরি, খোরার, গড়বেতা, গোপীগঞ্জ, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, জনার্দ্দনপুর, ডেবরা, তমলুক, দাসপুর, নগোয়ান, নাড়াজোল, পাঁচকুড়া, মহিষাদল, মেদিনীপুর, রামজীবনপুর।

হুগলী ও হাওড়া জেলা।

সদর মহকুমা	হুগলী	৬২	৬৭৫৩৮
	বাঁশবেড়ে	৪৭	৪১৩০৯
	বলাগড়	৯১	৬০৯৫৫
	পাণ্ডুয়া	১১৫	৭৭৩৩২
	ধনিয়াখালি	১২১	১১১৫০১
শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর	৬	৩৮৪৬৩
	বদ্দিবাটী	৬৩	৮০২৯১
	হরিপাল	১৩৮	১১১৬৮৯
	কৃষ্টনগর	৭১	৬৯২৮০
	চণ্ডিতলা	৭১	৯৪১৪১

হুগলী ডাকঘর।

ইলছোবা, কামারগাছা, খানাকুল, গুপ্তিপাড়া, চন্দননগর, চম্পা, চুঁচুড়া, জনাই, জিরাট, তারকেশ্বর, তারাগুণি, ত্রিবেণী, দশঘরা, দিগড়া, দ্বারহাটা, ধনিয়াখালি, নয়াসরাই, পাণ্ডুয়া, বঁইচি, বাঁশবেড়িয়া, বদিপুর, বরা, বলাগড়, বৈদ্যবাটী, বোরো, ভদ্রেশ্বর, ভাসতাড়া, মগরা, মহানাদ, রাজহাট, শিবপুর, শ্রীরামপুর, সিঙ্গুর, সিলেট, সুলতানগাছা, সোমড়া, হরিপাল, হুগলী।

হাবড়া	হাবড়া	১২	৯৭৭৮৪
	ডুমজুড়	৮৪	১১৯০৩৭
	জগদ্বল্লভপুর	৭৫	৮০২৪৩

মহিষরাখা	খানাকুল	১৪৪	১৩৫১৯২
	আমতা	১০১	১১০৩৭৪
	উলুবেড়ে	১৩৬	৬৯৯০৪
	বাগনন		৫৮০৯৮
	শ্যামপুর	৮৭	৬০৪২৩

হাওড়া ডাকঘর।

আন্দুল, আমতা, উত্তরপাড়া, উলুবেড়িয়া, কোন্নগর, জগতবল্লভপুর, বাতর, বালুভরা, মহিষরাখা, মাকড়দহ, শিবপুর, হাওড়া।

চব্বিশ পরগণা।

সদর	সুবার্ব	২৩	২৫৮৯১০
	টালিগঞ্জ	১১৪	১১৭৪৭৪
	সোনাপুর		৩৫৫৫১
	এঁড়েদ		২৭৬০৯
	উড়েপাড়া	১১৯	৫৭৮৩১
	বিষ্ণুপুর	৪৬	৭৪২২৯
	আচ্‌পুর	৫৩	৫৯১৩২
দমদমা	দমদমা	২৪	৩৪২৯১
বারাসত	বারাসত	১৫৬	৭৭৭১৯
	দে গঙ্গা		৩১৫০৮
	টেবরিয়া	১৩২	৮১৯৯৮
	নৈহাটী	১০১	৮৬০৭৮
বারাকপুর	নবাবগঞ্জ	৪২	৬৮৬২৯
ডায়মণ্ড-হার্বার	ডায়মণ্ড-হার্বার	৬৮	৪৮৮৭২
	দেবীপুর	৫১	৪৩১৫৭
	বাঁকিপুর	১১৭	৯৮৫০২
	সুলতানপুর	১৮১	৭৫১৫৪
	মথরাপর		৪৩৪৮৩

বারিপুর	বারিপুর	১৪৭	৬২৬৩৮
	প্রতাপনগর		২৯৬৬৩
	জয়নগর	৭৩	৬৮৩৪৪
	মাতলা	২২৯	৩৫৭৬৫
বসুর হাট	কালীগঞ্জ	১৬৯	১১৩৬২৯
	বসুরহাট	১০০	৭২১৬৭
	হাড়োয়া	৫৫	৪২৮৭২
	হোসেনাবাদ	২৮	৩৯৪৭৮
সাতক্ষিয়া	কলারা	৮৮	৭৯০৯৩
	সাতক্ষিরা	৪৮৮	৯৩৪৫৭
	মাগুরা		৪৮৪৭৪
	কালীগঞ্জ		১৩২০৬০
	আশাসুনি	১৩৭	৭০২৭৬

ডাকঘর।

আকড়া, আগড়পাড়া, আশাসুনি, ইতিন্দা, কদমগাছী, কলিকাতা, কালীগঞ্জ, কুকুড়াহাটা. কেনিংটাউন, গার্ডনরীচ, গোবরডাঙ্গা গোবিন্দপুর, ঘাটেশ্বর, চান্দুড়িয়া. জয়নগর; টাকি; টালিগঞ্জ, ডায়মণ্ডহার্বর, দত্তপুকুর, দমদমা, ধান্দিয়া, নৈহাটি, নবাবগঞ্জ, নলতা, নারায়ণপুর, নিমতা, ফোর্ট গ্লষ্টর, বরাহনগর, বসিরহাট, বাদুড়ে, বারাকপুর, বারাসত, বারিপুর, বেলিয়াঘাটা, বেহালা, মগরাহাট, মহেশতলা, রাজারহাট, রাজীবপুর, শ্রীপুর, সাঞীপুর, সাতক্ষিরা, সোণাপুর, সোদপুর।

নদিয়া।

	থানা	পরিমাণফল	লোকসংখ্যা।
সদর মহকুমা কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর	১৬৩	১০২৭০০
	হাঁসখালি	১০৪	৪০০৩৪
	কৃষ্ণগঞ্জ	৫৭	২৯৭১০
	চুপরা	১৩০	৫৫০৯৭
	নাকাশিপাড়া	১৩৫	৫৫৯০২
	কালিগঞ্জ	১০৯	৫০৬৩৩

মেহের	তেহাটা	১৯৩	৯৪২৭৫
	মেহেরপুর	৪৯	১৯৯০২
	করিমপুর	১৮৬	৯৭১৪০
	গাংনি	১৯৯	৯৫৭৬৭
কুষ্ঠে	দৌলতপুর	১৭০	২৭৬৭৯
	নপাড়া	১৩৭	৪৫০৫৫
	কুষ্ঠে	২৬	২৩১০৭
	কুমারখালি	১১০	৮৬২৫৪
	ভাল্কো	৫১	৩৭০৮৮
	ভাদুলে	৯৩	৫৮৪৯১
চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	১১২	৮৭৩৩৫
	চুয়াডাঙ্গা	৩৮	২০৬৭৪
	দামুরহুদা	১০৯	৫৮৯৩৮
	কালুপোল	৮৪	৩৪৮৭৩
	জীবননগর	৭৭	৩৫৬০৩
বনগাঁ	মহেশপুর	২০১	১০০৩৩০
	গৌরীপোতা	১১১	৫৩৭৫৬
	বনগাঁ	২৪	১১১৮৫
	সারসা	১৩০	৬৬১৬৩
	গাইঘাটা	৯৪	৪১০৬৭
	গোপাল নগর	৮৯	৪০০৬৯
রাণাঘাট	শান্তিপুর	৭৪	৪০৪১৫
	রাণাঘাট	১৬১	৭৯৭৬২
	চাকদহ	১১৪	৫৮৩২৫
	জাগুলি	৭২	৩৮৪৪৬

ডাকঘর।

আড়ংঘাটা, আহলিয়া, আমলাসুদরপুর, আলমডাঙ্গা, আঁসমালি, উলা, করিমপুর, কার্চিকাটা, কাঁচড়াপাড়া, কাষ্ঠদহ, কালুপোল, কুড়লগাছি, কুমারখালি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, গবাপাটা, গাঙ্গসারা, গোপাল-নগর, গোয়াড়ি, গোঁসাই দুর্গাপুর, চাপড়া, চাকদহ, চুয়াডাঙ্গা, চৌবাড়িয়া, জমিরাসা, জয়রামপুর, জগুতি, জালিপুর, দেবগ্রাম, দৌলতগঞ্জ, নদিয়া,

নয়াপাড়া, নাটুদহ, নিশ্চিন্তপুর, নূতনবাজার, বগুলা, বনগ্রাম, বেলপুকরিয়া, ভাজনঘাট, মদনপুর, মহেশপুর, মহিষবাথান, মালিপোতা, মুড়াগাছা, মেহেরপুর, রাণাঘাট, শান্তিপুর, শালিদহ, শিকারপুর, সাধুহাটি, সামন্ত, সুখপুকরিয়া, সুবলপুর, স্বরূপগঞ্জ, হালীসহর, হৃদয়পুর।

যশোহর।

সদরমহকুমা	যশোহর	২৩৪	১৫৪০৫৮
	গদখালি	৯৩	৬১৫২৫
	মণিরামপুর	২১৯	১৪২৯২১
	কালিগনজ	১৪৬	৮৮২১৪
	কেশবপুর	১০২	৮৪৮৬০
	বাঘার পাড়া	১০৫	৫৮৭০৫
ঝিনেদ	ঝিনেদ	১৬১	৮৫৫৯৪
	কোটচাঁদপুর	৬৪	৩৯২৪০
	হরিণাকুণ্ড	৫৭	৩৭৪৬৪
	সৈলকুপা	১৯০	১২৪১৬৩
মাগুরা	মাগুরা	২২২	১৪৮৫০৩
	মহম্মদপুর	১১৩	৮১৮৮৭
	সালখিয়া	৯০	৪৫৩৩০
নড়াইল	নড়াইল	২৩২	১৩২৫২৮
	কেলে		৬৭৪৮৬
	লগড়া	২৫১	৯৯০২৯
খুলনিয়া	খুলনিয়া	১৮১	১১০৪৪৩
	বটেঘাটা	৯৭	৩৩২৫৩
	ডুমুরে	২২৮	১০৫৯৫৪
	দেলুটী	১৮৯	৭৪৩৫১
বাগেরহাট	বাগেরহাট	২২৯	১৩৮৫৬০
	মল্লাহাট	১১১	৪৮৪৯৭
	রামপাল	৩৪০	৪৫১৬০
	মোরেলগঞ্জ		৬৭২৯৬

যশোহরের ডাকঘর।

আলাইপুর, কালিয়া, কেশবপুর, খুলনা, গৌরনগর, চান্দ্রা, চাঁদপুর, চৌগাছা, ঝানপা, ঝিনেদা, ডুমুরিয়া, তালা, নলডাঙ্গা, নড়াল, পিঙ্গজঙ্গ, ফকিরহাট, বাগেরহাট, বসুন্দিয়া, বিদ্যানন্দকাটী, বিনোদপুর, মোরেলগঞ্জ, মহম্মদপুর, মাগুরা, যশোহর, রায়গ্রাম, রাড়ুলিকাটিপাড়া, লোহাগড়া, শৈলকুপা, শ্রীধরপুর, ছত্রজিতপুর, সিঙ্গিয়া, সেনহাটি, হরিশঙ্করপুর।

মুর্শিদাবাদ।

	থানা	পরিমাণফল	লোক সংখ্যা
সদর মহকুমা	সুজাগঞ্জ	২২	২৪৩৮৬
	গোরাবাজার	২৪	১৫১৯৪
	বারোয়া	১১২	৭৫৯৬৩
	নয়াদা	৮৮	৪২৪৬৪
	হরিহরপুর	৯৯	৫৭৭০৪
	জলঙ্গী	১৯৮	১০৮৮২৬
	গোয়াস	১২৬	৮২৫৮৭
	দৌলতবাজার	৬৮	৪৫৭৭৯
	ভগবানগোলা	১১৭	৬১১৭৫
	দেওয়ান সরাই	১০১	৪৯১২২
	বদরীহাট	৮৯	২৫৯৫৪
	কল্যাণগঞ্জ	১২১	৪২১৬৩
লালবাগ বা মুর্শিদাবাদ সহর	আশানপুর	২২	১৮৩৮০
	মান্নুল্লাবাজার	১৪	১৭৭৫৮
	সা নগর	২০	৩১২৪৫
	নলহাটী	১৪৩	৫৪৯৮১
	রামপুর হাট	১৫৮	৯১২৩১
কাঁদি	গোকর্ণ	১০৭	৪৭১১৭
	খারগ্রাম	১৪৫	৬২৮৯২

	ভরতপুর	১৯৮	১২৫২১৮
জঙ্গীপুর।	রঘুনাথ গঞ্জ	৭০	৭৬৩৩৯
	মির্জাপুর	১০৮	৩৬২৮৮
	পালসা	১২৪	৫২৫৯৫
	সুতি	১৪৪	৪৯৬৪২
	সামসের গঞ্জ	১৪০	৫৮৬২৩

ডাকঘর।

আকরিগঞ্জ, আরঙ্গাবাদ, আজিমগঞ্জ, আসকা, কান্দি, কাশিমবাজার, খড়গ্রাম, খামরা, গোয়াস, জঙ্গিপুর, জলঙ্গি, জিয়াগন্জ, চুলিয়ান, তালিবপুর, দমকল, দাদপুর, তুনগ্রাম, নলহাটি, নারায়ণপুর, পাটকাবাড়ী, বসোয়া, বহরমপুর, বেলিয়া, ভগবানগোলা, ভরতপুর, মুরারই, রঘুনাথগঞ্জ, রামপুরহাট, লালগোলা, শক্তিপুর, হরিহরপাড়া।

দিনাজপুর।

সদর মহকুমা	দিনাজপুর	৬	১৫৬৪৭
	রাজারামপুর	৩৯২	১৯৭১০৬
	বীরগঞ্জ	৩০৩	১৫০০৯৭
	কালিয়াগন্জ	২৯৭	৯৪৭২৮
	হেমতাবাদ	২৪৪	৮৭০৮৯
	বংশীহারী	২৫৫	৭৮২৮৮
	গঙ্গারাম পুর	২৩৩	৭৫১৯৬
	পতিরাম	২৯৩	৬৬৮৬৬
	পাটনিটোলা	৪৫৭	১২২৭০০
	পরসা	২১৩	৪৮৮০৩
	চিন্তামন	১৬৫	৫০৯৬২
	হাবরা	১৭২	৬২৯০৭
	নবাবগন্জ	১৭৮	৪৬৭৫৩
	গোরাঘাট বা রাণীগঞ্জ	৫৭	১৬৯২৫
	পীরগনজ	২৩৮	৮৯২৯৬

	রাণীশঙ্কেল	১৮	৭৮৬৯৬
	ঠাকুর গাঁ	৪৩৭	২১৯৮৬৫

ডাকঘর ।

ঘোড়াঘাট, জিয়াগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ, দিনাজপুর, নীতপুর, পত্তিরাম, পত্নী-টোলা, পার্ব্বতীপুর, পুশা, বীরগন্‌জ, রাইগন্‌জ, রাজারামপুর, লাহিড়ী, সিহোইল ।

মালদহ ।

সদর মহকুমা	ইংরেজবাজার	১২৬	৮৫৭০২
	মালদহ	২২৬	৫০৫৬৩
	গড়গড়িয়া	২২১	৬৫৫৪৮
	ক্ষুরবা	২৮১	৯২০১১
	গাজলি	২৬১	৫৫৩১৬
	কালিয়াচক	২২৩	১১৯৩৭৫
	গোমস্তাপুর	১৬০	৪৮৯৯৯
	শিবগন্‌জ	১৬৩	১০৫৭১৭
	নবাব গন্‌জ	১৫২	৫৩১৯৫

ডাকঘর ।

কালিয়াচক, কাশিমপুর, কান্‌সাট, গড়গড়িয়া, চম্পাই, চাঁচল, তর্ত্তীপুর, নবাবগন্‌জ, নিমাসরাই, মহারাজপুর, মালদহ, মুচিয়া, রোহণপুর ।

রাজসাহী ।

সদর মহকুমা	বোয়ালিয়া	১১৪	১১০৩০৭
	গোদাগাড়ি	১৬৩	৩৪৬৮৩
	টানরি	১৭৬	৯১০৩২
	মণ্ডা	২৬২	৯২৩২৮
	বাঁধাইকরা	১৩৮	৭৭১১৫
	বাঘ মারা	১৫০	১২৮৬৮৭
	পুঁটিয়া	১৪০	১৪৩০৮৭

	চার ঘাট	৭৬	৭০৮২৪
	লালপুর	১৮৩	১৩৫৯৪২
নাটোর	নাটোর	১৯৪	১৩৯৬৫২
	বোরাইগ্রাম	১৮৯	১২৭৯৪১
	সিঙ্গড়া	৪৪৯	১৫৯১৩১

ডাকঘর।

করচমাড়িয়া, দিঘাপতিয়া, নয়াগঞ্জ, নাটোর, পুটিয়া, বলিহার, বোয়ালিয়া, লক্ষণহাটী, লালপুর, সর্দ্দা, সিঙ্গড়া।

রংপুর।

সদর মহকুমা	মাহিগনজ	১৭৪	১২৩০২২
	নিসবৎগনজ	১৮৩	১৪৬৪৫৮
	দারোয়ানি	২০৪	১১৯৭২৪
	জলঢাকা	২৪৭	১৬৮২৭৩
	ডিমলা	১৮৮	১৩৮৬৭৪
	পুরনবাড়ী	২৪৮	১৬৫৩৬১
	বড়বাড়ী	২০৪	১৪৩২৫৯
	নাগেশ্বরী	৩২১	১৮২৯২০
	উলিপুর	৪৩০	২৪২৯৯৩
	কোঁয়রগনজ	১৭৮	৯৯৬৪৩
	মলন্গা	১৫০	১১২২৬৬
	পীরগনজ	১৫৯	৭৫৮৩২
ভবানীগনজ	ভবানীগনজ	৯৩	৬২৩৮৭
	চিলমারি "	১৪৯	৬২৪৯১
	সাদুল্লাপুর	১৯০	১২০৫৯২
	গোবিন্দগনজ	৩৫৭	১৮১২৭৪

ডাকঘর।

কাকিনিয়া, কিশোরগনজ, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, গোপালপুর, ঘোড়ামারা, তুষভাণ্ডার, দিনহাটা, দেবীগনজ, নলডাঙ্গা, নাগেশ্বরী, পীরগাছি,

বগুরা, বড়বাড়ী, বাগদগড়া, বেল্‌কানবাবগন্‌জ, বৈদ্যখালি, ভুতমারি, মাহিগন্‌জ, যাত্রাপুর, রঙ্গপুর।

বগুড়া।

সদর	বগুড়া	৩৬০	২১৯৪৯১
	সেরকাঁদি	২৫৬	১১৫৮৭২
	শিবগন্‌জ	১১৯	৫৬৬৮৫
	পাঁচবিবি	২০৬	৬৪৪৫৭
	ক্ষেতলাল	১১৮	৩৮৬৩২
	বুদলগাছি	৮৫	৩৬৭৪৩
	আদমদিঘী	১৯১	৮৩৫৫৭
	সেরপুর	১৬৬	৭৪০৩০

ডাকঘর।

আদমদিঘী, গোবিন্দগন্‌জ, চন্দ্রকোণা, চাম্পাপুর, দুরচাঁচিয়া, নওখিলা, পাঁচবিবি, শিবগন্‌জ, সেরপুর।

পাবনা।

সদর	পাবনা	৩১৮	১৮০০৩৮
	দুলাই	২৭২	১৫৩৯৩৬
	মথুরা	১২১	৯৪৪১৭
	চাটমোহর	২২৪	১২৬৬২৮
সেরাজ গন্‌জ	সাহাজাদপুর	২৭৪	২০১২৫৩
	উলাপাড়া	২১৪	১৬১৮৫৫
	সিরাজগঞ্জ	৩২২	২১১০৪৩
	রাইগন্‌জ	২২১	৮২৪২৪

ডাকঘর।

উলাপাড়া, চাটমোহর, তাঁতিবন্দ, দুলাই, দোগাছী, পাকোড়িয়া, পোতা

জিয়া, পাবনা, বাগবাটী, মথুরা, রাইগন্জ, সাহাজাদপুর, সাঁইথিয়া, সেরাজ-গন্জ, হরিয়াল, ক্ষেতুপাড়া।

দারজিলিং।

সদর	পার্ব্বতীয়অঞ্চল	৯৬০	৪৬৭২৭
টেরাই	টেরাই	২৭৪	৪৭৯৮৫

ডাকঘর।

করসিয়ং, তেতুলিয়া, দারজিলিং, পাঙ্খাবাড়ী, ফাঁসিদহ, হোপটাউন।

জলপাইগুড়ি।

শিলিগুড়ি	২৭৭	৬৪৫৬২
ফকির গন্জ }	১৭০	৫৪৪৬৬
ময়নাগুড়ি }		৯৪৩১
বোদা	৪৭৫	১৪১৫০৭
পাটগ্রাম	১০৪	৫৮০১৯
পশ্চিমদোয়ার	১৮৮০	৯০৬৮০

ডাকঘর।

কুচবেহার, জলপাইগুড়ি, তেঁতুলিয়া, পাটগ্রাম, ফালাকাটা, বলরাম-পুর, বোদা।

কুচবেহার।

সদর	মেকলিগন্জ	১৬৮	৮৫৮৮৪
	মাথা ভাঙ্গা	২২৭	৮২৩০৩
	লালবার	১৭৬	৭৩৩৮১
	দিনহাটা	২০৬	১১৮০৩২
	কুচবিহার	৩০৯	১২৫০৬০
	তুফানগন্জ	১৮৯	৪০৮৬৮
	রংপুর ও জলপাই-গুড়ির ছিটা অংশ	৩২	৭০৩৭

ঢাকা।

	থানা	পরিমাণফল	লোকসংখ্যা
সদরমহকুমা	লালবাগ	৩১৯	২১০৮০৬
	সাবার	৩৮৮	১৬৭৭০৯
	কাপাসিয়া	৪১১	১০৬২৩৫
	রায়পুরা	৩০১	১৫৫১১০
	রূপগঞ্জ	২৪২	১২০৭৭০
	নারায়ণ গঞ্জ	১১৭	১০৯৫৩৩
	নবাবগঞ্জ	১৪৮	১৩৬৯১০
মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ	২৩০	২১১৯৫০
	শ্রীনগর	২১৬	২৩৮৪২৪
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	২৩০	১৫৫১৭২
	জাফেরগনজ	২০৩	১৫৪১৭৩
	হরিরামপুর	৯২	৭৭৭২১

ডাকঘর।

আমিনপুর, কাঁচাদিগা, কালীগঞ্জ, কোরহাটি, কোলা, ঘিয়র, চকবাজার, জয়দেবপুর, জগন্নাথপুর, জাফরগঞ্জ, ঝেনসার, ঢাকা, ধানকোড়া, ধামরাই, নবাবগনজ, নরসিংহদি, নারায়ণগনজ, পশ্চিমাদি, বজ্রযোগিনী, বয়রা, বহর, বেণেজুড়ি, বালিয়াটি, ভাগ্যকুল, মানিকগনজ, মিরকাদিম, মুন্সিগনজ, মৈনট, রাজাবাড়ী, রোসাইল, লেছরাগনজ, লোহগনজ, শিবালয়, শ্রীনগর, সাভার, সোনারদি, স্বর্ণগ্রাম।

ফরিদ পুর।

	থানা	পরিমাণফল	লোকসংখ্যা।
সদরমহকুমা	ফরিদপুর	১৪২	৭৯২৫১
	ভুসনা	১১৬	১১৫১৩২
	আওয়ানপুর	১৫৮	১০২১৪৬
	সদরপুর	৯৭	৬২৬৫৬
	ডিওরা	১২৩	১১৬৫০১

	মুকস্থদপুর	২২২	১৩৬০৬৯
	গোপাল গন্জ	১৮৯	৯৭৬৬৬
গোয়ালন্দ	গোয়ালন্দ	১১৭	৮৯৭২৫
	বেলগাছি	১৩৬	৮৭৩৩৭
	পাংসা	১৭৬	১২৬০৭৬

ডাকঘর।

কানাইপুর, কার্ত্তিকপুর, কোটালিপাড়া, খরকদি, খান্দারপাড়া, গোপালপুর, গোয়ালন্দ, চাঁচাতালমা, ধোবাঘাটা, নিলখি, পাংশা, পাচ্চর, পালং, ফরিদপুর,বংশিয়ার্দ্দি, বুড়িরহাট, বাটকিয়া, বালিয়াকান্দি, বানিয়াবহু, বেলগাছি, বোলমারি, ভাঙ্গা, মুকস্থদপুর, মাদারিপুর, মুলকৎগন্জ, রতন্দা, রাজবাড়ী, রাজৈর, শিবচর।

বাখর গঞ্জ।

	থানা	পরিমাণফল	লোকসংখ্যা।
বরিশাল	বরিশাল	২৬০	১১৮৩৬৫
	নলছিটি	৯০	৮৬২৫৬
	ঝালকাটি	১২৯	১৪৫১৯৭
	মেন্দিগন্জ	২৮৪	১৩৮৮০৯
	গৌরনদি	২০১	১৬৮২৬০
	বাকরগন্জ	২০১	১৪৬৮৮১
দক্ষিণসাহারাজপুর	দৌলত খাঁ	৪৬১	১২১২৮১০
	বরহানদ্দি	৩৫৭	৯৯২২৭
পটুয়া খালি	বাউকাল	১৯৪	১১৯১৯০
	গলাচিপা	৮০১	৭৮১৯৩
	মৃজাগন্জ	৩২৯	১৪৭৯৩৮
	গুলিশাখালি	১৩৩	৯৭৮৭৮
পিরিজ পুর	পিরিজ পুর	১৩১	১৯৯০৬৩
	মটবাড়িয়া	২৮২	৯৫০৮০
	স্বরূপকাটি	২১৩	১৩২৫৬৪

বাখর গঞ্জের ডাকঘর।

উজীরপুর, কলসকাটী, কাউখালি, কীর্ত্তিকাস, গৈলা, গৌরনদী, দৌলতখাঁ, ধনিয়ামনিয়া, নলছিটি, পটুয়াখালি, পিরিজপুর, পোলবালিয়া বানরিপাড়া, বরিশাল, বাটাজোড়, বাউফল, ভোলা, মহারাজগঞ্জ, মেন্দিগঞ্জ, রহমতপুর, শিবপুর, সাহেবগঞ্জ।

মৈমনসিংহ।

সদর মহকুমা	মৈমনসিং	৬৬৮	২২০৯৩৩
	মুদারগনজ	৩২৬	১৬৯৮২৯
	জাফরগনজ	৪৬২	৮৩৬৪২
	নেত্রকোনা	১০০২	৩৫১৩৮০
	দুর্গাপুর	৩৭৩	১১২৯০০
	ফুলপুর	৩৮২	৯৬৯৬৩
জামালপুর	জামালপুর	৩৭১	১৭৫০২২
	সেরপুর	৫১৬	১৫৪২২৫
	দেওয়ানগনজ	৪০১	৮৫২২২
আটিয়া	পিঙ্গলা	১২০	৯৯৩৯১
	মধুপুর	৩৫০	১২৬৯২২
	আটিয়া	৫৭১	৩০৯৮৮৮
কিশোরগনজ	কিশোরগনজ	১৪৮	১০৯৭৭৪
	নিকলি	১৬৩	৯৭০৩৫
	বাজিতপুর	৪৪৩	১৫৬৭৯১

ডাকঘর।

এলাঙ্গা, কিশোরগঞ্জ, ঘোষগ্রাম, জামালপুর, জামুরকি, টাঙ্গাইল, দুর্গাপুর, দেওযানগঞ্জ, নাগরপুর, নেত্রকোণা, বেগুণবাড়ী, মৈমনসিংহ, মুক্তাগাছা, রামগোপালপুর, শম্ভুগঞ্জ, সেরপুর, সাক্রাইল, সুবর্ণখালি, হোসেনপুর।

চট্টগ্রাম।

সদর মহকুমা	চট্টগ্রাম	৭৫৯৪১
	কুমারিয়া	২৬২১৮
	হাতাজারি	৮২৮২১
	মিরকাসরাই	১২০৯৮০
	ফটিকচারি	১০১৩৮৬
	রাওজন	১৪৫৪২৪
	পটিয়া	২৩২৫১৬
	সাতকানি	২০০৯২৮
	মহকুমার পরিমাণফল ১৬২১	
কক্সবাজার	মাসকাল	১৭৪৪৮
	চুকুরিয়া	৪৫১১২
	কক্সবাজার	৩২০৮৬
	রামু	২৭৭১২
	উখিয়া	১৮৮৩০
	মহকুমার পরিমাণফল ৮৭৭	

ডাকঘর।

কক্সবাজার, কুমিয়া, চট্টগ্রাম, পটিয়া, ফটিকচারি, কতেহাবাদ, ফেনুয়া, ভাতিয়ারি, মহাজনঘাট, মহেশখালি, মিরসরাই, রাওজান, রাঙ্গামাটি, রাঙ্গুনিয়া, রামু, সীতাকুণ্ড।

নয়াখালি।

সদর মহকুমা	রামগন্জ	৬৪৪৭৯
	লক্ষীপুর	১০৫০১৭
	সুধারাম	৯৬৪৬৫
	বেগমগন্জ	১৩৯৪৮৮
	আমিরগণ	১৩৩৩৪৩
	বামনি	৩৩৯৭৯

	সন্দীপ	৮৭০১৬
	হাতিয়া	৫৪১৪৭
	মহকুমার পরিমাণফল ১৫৫৮	

ডাকঘর।

দেওয়ানগনজ, নোয়াখালি, পাট্টাহাট, বামনিয়া, বেগমগনজ, রামগনজ, লক্ষীপুর, সন্দীপ, হাতিয়া।

ত্রিপুরা।

সদর মহকুমা	কুমিল্লা	১২২২৬২
	বরকমটা	১০৩৬০৮
	থরলা	২১১৫৫০
	দাউদকাঁদি	১৬৭০০১
	নরসিংপুর	১২৯২৯৫
	হাজিগনজ	৬৭৫৮৪
	লক্ষাম	৯৬৪৪৫
	জগন্নাথদিঘী	৭২২০২
	চাগলনিয়া	১১৪৭০২
ব্রাহ্মণবেড়ে	কসবা	১৩০১০৫
	গৌরীপুর	১০৬১১৬
	ব্রাহ্মণবেড়ে	২১১০৬১

ডাকঘর।

কসবা, চাঁদপুর, চৌদ্দগ্রাম, জাফরগনজ, ত্রিপুরা, দাউদকান্দি, নরসিংহপুর, নসিরনগর, মাতলাবগনজ, মোরাদনগর, রামচন্দ্রপুর, লাক্ষাম, সরাইল।

পাটনা।

সদর মহকুমা	পাটনা মিউনিসিপাল	৯	১১৮৯০০
	পাটনা	৪০	২৪৮৭৬
	বাঁকিপুর	৯২	৭২৭৪৬

	নবতপুর	১২৫	৮৩২৯০
	মসৌরি	১৯৫	১০৩৭৪১
	পালিগন্জ	১৫৯	৭৯০৭৪
দানাপুর	দানাপুর	২১	৬১৩০০
	মনির	১১১	৮০০৩৭
বাড়	ফতুয়া	৯৭	৭৭৫৬৯
	বক্তিয়ারপুর	১০৯	৫৮৯৫৬
	বাড়	১৮১	১০৯৩৩৭
	মোকামা	১৭০	৭৮৯২৪
বেহার	বেহার	৩২০	২৬৬১৯৮
	হিল্‌সা	২৩৭	১৫৮৯২২
	উত্তরসরাই	২৩৫	১৪৫৭৭৫

ডাকঘর।

কুরজি, খাগোল, গুলজারবাগ, ডুমরি, তালেমপুর, দানাপুর, দিঘা, নহবতপুর, পাটনা, ফতুয়া, ফুলবাড়ী, বক্তিয়ারপুর, বাগজাফর খাঁ, বিক্রম, বেহার, বৈকুণ্ঠপুর, ভিটা, মনিয়ার, মসৌরি, মিঠাপুর, সেরপুর, সরমেহরা, সিলাও, হিলসা।

গয়া।

সদর মহকুমা	গয়া	৪৬৩	২৭৬৬৩২
	সারগতি	৫৮২	১৫২৯৬২
	বড়চটী	৩৫২	৮৬১৮৩
	উত্তরী	১৭২	৭৫৮৫২
	টিকারী	২৮৪	১৬৭৬৪১
জাহানাবাদ	জাহানাবাদ	৩৭৬	২৫৪৫৫৩
	উকল	২২৩	৯৯৬৬৭
আরঙ্গাবাদ	দাউদনগর	২৪২	৮৪৬৪৭
	আরঙ্গাবাদ	৬৬৭	২১৫৬৮৭
	নবীনগর	৩০৭	৯০৯৩০

নয়াড়ি	নয়াড়ি	৬৭৫	৩৫৭৩৬০
	রাজলি	৩৪৫	৮৭৬৩৬

ডাকঘর।

অরওয়াল, আকবরপুর, আতরাই, ইমামগঞ্জ, উজিরগঞ্জ, উস্রিগঞ্জ, ওবরা, করথা, কাকো, খোদাসরাই, গয়া, গরণা, গো, গোবিন্দপুর, জাহানাবাদ, টিকারি, টিটা, দেও, নওয়াদা, নওরঙ্গাবাদ, নবীনগর, পাকরিবারওয়ান, ফতেপুর, বারা, বারুণ, বালিদেওয়ানগঞ্জ, বুদ্ধগয়া, মদনপুর, মানপুর, মালাগঞ্জ, রিগৌলি, রূপিগন্জ, সহরঘাটি, হুলসাগন্জ, হুসুয়া।

সাহাবাদ।

আরা	আরা	৬৫৬	২৯১৪৩৮
	বিলোটি		১৭০৯২৮
	পিরু	৩০৯	১৫২৬১৪
বক্সাস	বক্সার	৪২৫	১১৫০৯০
	ডোমরাওন		১৭০৩২৯
	চৌসা	২০১	৮৫২০০

ডাকঘর।

আরা, কইলওয়ার, কায়েমনগর, গফরি, গরহানি, চৌগা, জগদীশপুর, ডিহরি, ডুমরাওন, ডুর্গৌতি, ধামার, নয়ানগর, পাওয়ার, পিরু, বক্সার, বহরা, বিক্রমগন্জ, বিহিয়া, বেনোলিয়া, বেলাগন্জ, রঘুনাথপুর, সাপুরপটী, সাসিরাম, সিমরি।

সাসারাম	ধনগেওন	৩৯২	১৫১৪৬৯
	নখা	৯২২	১১৬০৬৫
	সাসারাম	১০৪৩	১৭৬১৬৯
ভুবুয়া	ভুবুয়া	৭৮৮	২০০৩৫৪
	রামগড়	২৪৯	৯৩৮৯১

ডাকঘর!

কাতরাত, চয়নপুর, চুনারি, জাহানাবাদ, টিলাঘু, দিনারা, ধনগাঁ, নাসরিগন্জ, লোক্ষা, ভবুয়া, মোহানিয়া, রোটাসগড়।

ত্রিহুত।

সদর মহকুমা	মজঃফরপুর	৪৪৮	৩৪৭৪৬৩
	বদরাজ সিমর	২০২	১২৪৪৩৩
	বেলসন্দ	১৩৭	১০৩৬৩৯
	কুতরি	৩০৭	২১৮২১০
	পারগাস	২১৭	১৩৩১৮৩
হাজিপুর	লালগন্জ	১৭১	১৩৫৫৫৯
	মাউয়ে	২২২	২০৪৯৯৭
	হাজিপুর	১৬১	১৪৩০৬৩
	মনার	৮৮	৬০২৩৩
তাজপুর	তাজপুর	৪৭৪	৩৯৫৫৯১
	দলসিংসরাই	২৭৩	২৪৩০৮৩
দরভাঙ্গা	রাউসরাই	৫০২	৩০৪৫০৪
	বাহিরা	৪৪৭	২৫৫৭২৭
	দরভাঙ্গা	৩৯৬	৩০৭৬৭৮
সীতামারি	সেওয়ার	২০৩	১৫৯৩৭৭
	সীতামারি	২৯০	১৬৬৬৮৭
	বেলামকুপাকাউনি	১৩৪	৯৩৬৭৯
	জেলি	৩৬৯	২৯৭৮৬৬
মধুবাণী	বিনিপটীখাজলি	১৭৪	১০০৪৯১
	ভাউরে	২৭৬	১৬৫২২৩
	মন্দিপুর	২৫১	১৩৭২৫১
	খাজলি	২৪৩	১৩৯৩৪৬
	হরলাকি	১৩২	৬৩২২০
	লাউকাহা	২০৬	৮৪২১০

ডাকঘর।

কোটরা, পাক, বকরা, বাজিতপুর, মজঃফরপুর, মতিপুর, মহাওয়া, লালগঞ্জ, সার্সাদ, সীতামারি, সেওহর, হাজিপুর।

সারণ ছাপরা।

ছাপরা	ছাপরা	৩০৯	২৬৬৯৮৬
	ডিগরা	১১৬	১০৭৩৩৮
	পারসা	২৬৫	২২২৩৬০
	মাঞ্ঝি	১৫১	১৩৬০৬৩
	বসন্তপুর	২৪৬	১৯৭১১১
	মস্‌রক	২৭৪	২৬৯৫৯৩
মিউয়ান	মিউয়ান	৩৪০	২৮২১৮৫
	ডাউরলি	২৮১	২০১৮৩৬
	বাড়াগন	৪২২	২৫৫৪৫৭
	বীরলি	২৫০	১৫৪৯৩১

ডাকঘর।

আফৌর, সুলতানগঞ্জ, চয়নপুর, ছাপরা, দারৌলি, দিগওয়ারা, পর্সা, বাজারবন্দী, বারুণী, মসরক, মহারাজগন্‌জ, মাঞ্ঝি, রিবিলগন্‌জ, সেওয়ান, হটুয়া, হোসেনগঞ্জ।

চম্পারণ মতিহারি।

সদর মহকুমা	মতিহারি	৪৫৫	১৪২৮৮৭
	আদাপুর		১১৪৫৬১
	ঢাকা রামচন্দ্র	৩৩৬	২৩০৪৮৪
	কিসরাই	৩৯৭	১৫০৮৬৩
	মধুবন		৮৪৮৭৩
	গোবিন্দগঞ্জ	২৮২	১৪১৯৮৬
বেথিয়া	বেথিয়া	৬২৫	২৮৯৫২২
	লাউরিয়া	৫১৩	১৭০৭৬০
	বঘা	৯২৩	১১৪৮৭৬

ডাকঘর।

কর্ণাল, কিশোরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, পাকড়ি, বগোহা, বরহরওয়া, বেট্টিয়া, মতিহারি, লোরিয়া, সাহেবগন্‌জ, সিগৌলি।

মুঙ্গের ।

সদর মুহকুমা	মুঙ্গের	১৭০	১৪১১৮৮
	সূর্য্যঘরা	৩১০	১৫৪০০৪
	করকপুর	৩৬১	১৪০১৩৯
	গোগ্রি	৭১৯	৩১৫৬৫৩
বেগুসরাই	টেগরা	২৯৩	১৯৬৬৬৩
	বলিহা	৪৭৬	৩৪১০৬২
জমুই	সায়েকপুর,	৩৪৪	১৯৮৭৭৯
	সিকন্দ্রা	২৩৩	১০৯৭৫৯
	জমুই	৫৩১	১৩৭১১৭
	চকাই	৪৭৪	৭৮৬২২

ডাকঘর ।

কজরা, খরকপুর, খাগুরিয়া, গোগরি, জেলালাবাদ, বক্তিয়ারপুর, বরহিয়া, বলিয়া, বেগুসরাই, মালেপুর, মুঙ্গের, সূর্য্যগড়, সেকন্দ্রা ।

ভাগলপুর ।

সদর মহকুমা	ভাগলপুর	১৬৭	১৫১৬৮৬
	সুলতানগঞ্জ	১৮০	৮০৫০০
	কলগঙ্গ	২৯৩	১১৬১২২
	পরমেশ্বরপুর	৩৪৬	১৩৯৪০৩
বাঁকা	অমরপুর	২৯৪	১৫৯২৩৪
	বাঁকা	২৪৬	১২৭৪৯২
	কাটুরিয়া	৬৫৪	৯৫০১৫
মদ্দিপুর	বুধাওনা	৩৬৯	১৩৯৪০৩
	মদ্দিপুর	৫০৩	২৫১৬৮৩
সুপুল	সুপুল	৫৪৭	২৭৯১০২
	বনগাঁ	২৬৩	১৪৫০৪৪
	নাথপুর	৪৩৮	১৪১৫৫৭

ডাকঘর ।

আমিরপুর, কাহলগাঁ, কৃষ্ণগঞ্জ, ঘোগা, চাম্পানগর, প্রতাপগঞ্জ,

পাকুড়, পীরপইতি, বড়াহাট, বনগাঁ মহিষী, বাঁকা, বালসৌরি, বানুয়াবাজার, বাহওয়া, ভাগলপুর, মনসুরগঞ্জ, মুরলীগঞ্জ, রাজগাওন, রাজমহল, সাহেবগঞ্জ, সুখপুর, সুপাল, সুলতানগন্জ।

পূর্ণিয়া।

সদর মহকুমা	পূর্ণিয়া	৪১৬	১৪৮৬১৯
	ধামদাহা	৫১৪	১০২৩৭৮
	গণ্ডোয়ারা	৪২১	১০৬১৫৮
	মণিহারী	২৪০	৫১৯২৯
	কড়্বাহা	৩৬৫	১৩৪১৫৮
	বলরামপুর	৩২৩	১১৫৯৬১
	আমর কসবা	২৮৫	১১৪১৪৭
আরেরিয়া	আরেরিয়া	৪৩১	১৮২৮৭১
	রাণীগন্জ	১৫৩	১০৫৪৬৬
	মতিয়ারি	১৯৬	৮৮৭১৮
কিসেনগন্জ	বাহাদুরগন্জ	২৯২	১৭৩৫১১
	কিসেনগন্জ	২৫২	১৩৪১৬৪
	কালিয়াগন্জ	৩২১	২৩৬৭৫৫

ডাকঘর।

আরারিয়া, কসবা, কলিয়াগন্জ, কৃষ্ণগন্জ, কেরাগোলা, দিংরাহাট, দুলালগন্জ, পূর্ণিয়া, বাহাদুরগন্জ, মনসাই, শিলিগুড়ি।

সাঁওতাল পরগণা।

রাজমহল		১২৫৪	১৯০৮৯০
পাকুড়		১০৪৮	১৪১৩০৪
গড়া		৯৩৭	২৯৩৪৪০
নয়াডুমকা		১৪৭৪	২৯৩২৬৩
ডিওঘর		১১৩৬	২৪৬৫৯৭
জামতারা	আশজামতারা	৫৯৮	৯৫৭৯৩

সাঁওতাল পরগণার ডাকঘর।

কার্ম্মাংভার, গড্ডা, জামতারা, দেওগড়, নলিহাট, নয়াদুমকা, মধুপুর, মরাকই, রোহিণী, শিমূলতলা।

কটক।

সদর মহকুমা	কটক	৩৮৯	১৭০৯২৮
	সালিপুর	২৮৬	২২০৩৩৬
কেন্দ্রাপাড়া	কেন্দ্রাপাড়া	২৯৪	১৫৯২৩৪
	পাটামণ্ডি	৩২৩	৮৬৮৫১
জাজপুর	জাজপুর	২৭৩	১৮৯৪৭৫
	ধর্ম্মশালা	৪৪৬	২২৩০৬৯
	উলাবার	৪৩৫	১০৮০০১
জগৎসিংপুর	জগৎসিংপুর	৩১৪	১৮০৮৮৬
	জগন্নাথপুর	৪১৮	১৫৬০০৪

ডাকঘর।

আস্থল, কটক, কেন্দরাপাড়া, চাঁদনিচক, জগৎসিংহপুর, জগন্নাথপুর, জাজপুর, তারাকোট, তালডাণ্ডা, ধর্ম্মশালা, ডেনকানাল, পাটামুণ্ডি, ফল্‌সপইন্ট, বিন্‌জরপুর, রঘুনাথপুর।

পূরি।

সদর মহকুমা	পুরি	৩৯৮	১৭২২০৭
	গোপ	৩৩৭	৯৬০৯৬
	পিপ্‌লী	৩২৫	২০৪৩৭৫
	লারা	৪৭০	১৬০৭৩
ক্ষুরদা	ক্ষুরদা	৫৮৩	২০৪২৭২
	ট্যাঙ্গাই	১০৯	৩৩৪১৬
	ভানপুর	২৫১	৪৩২৩৫

ডাকঘর।

খুর্দ্দা, পূরী, বেগুনিয়া, ভুবনেশ্বর, সত্যবাদী।

বালেশ্বর।

সদর মহকুমা	বালেশ্বর	২২৮	৯০০৪৮
	বস্তা	১৮৯	৬০০৩৫
	জলেশ্বর	১৪০	৪৫৭২৩
	বেলিযাপাল	২০৪	৬৯৪১৬
	সহং	৩৯৬	১৫৭৪৪৪
ভদ্রক	ভদ্রক	২৮৭	১৪৬৬৭৯
	বাসুদেবপুর	১৯৪	৫২০৩৮
	ধামনগর	২৩৪	১১৪২৯৯
	মথ	১৯৪	৩৪৫৫০

ডাকঘর।

অক্ষয়াবাদ, কোঘার, চাঁদবালী, জলেশ্বর, দলসাই, বালেশ্বর, ভদ্রক, মহম্মদনগর, রেমুনা, লক্ষমনাথ, শান্তিপুর, সোরো।

হাজারিবাগ।

সদর মহকুমা	হাজারিবাগ	৫৯৪	৮৯০৬৫
	গুমিয়া	৬৮৪	৪২০৭৪
	কাসমার	১৪৯	২২২৩৬
	রামঘর	৭০৮	৬৪৩৮৫
	তগুা	৪৬৮	৭০০৯১
	ছত্রা	৭১২	৭২৮৬৪
	হন্টারগনজ	৬০৩	৩৮২৪২
	বর্হি	৪৫৮	৫৭১৯৫
	মড়ার্মা	৩৭১	৪৮৬৩৯
	বাগধব	৪৫০	৪২৯৮৪
পচাম্বা	পচাম্বা	৫৬২	৬৪৭৮৯
	খুরকদিহা	৯১৮	১২৬৫০৬
	গোয়ান	৩৪৪	৩২৮০৪

হাজারিবাগের ডাকঘর।

ইচ্ছক, খরকদিয়া, গিরিধি, গুমিয়া, চত্রা, ধনওয়ার, বর্হি, রামগড়, হাজারিবাগ।

লোহারডাগা।

সদর মহকুমা — বালুমাট বারওয়ে বাসিয়া বীরু
কোরিয়া কোরাম্বি লধমা লোহারডাগা
পালকোট রাঁচি শিলি টামার টরপা

মহকুমা পরিমাণফল ৭৭৮৪ লোকসংখ্যা ৮৭০৬০৪

পালামৌ	বারীশ্বর	৩০৮	১২৩৩৪
	ছত্রপুর	৪৩০	২৭১৯৬
	ডাল্টনগন্জ	৪২৪	৫৩৯৭৬
	গারোয়া	৬৬৩	৫৯২১২
	মানথা	৫৬৩	৩৩২২২
	মাঝিওয়াল	৬৫৪	৭৮৩৩৬
	পাটন	৪৯০	৫৯৯৬১
	রামকাঁজা	৭২৮	৪২২৮২

ডাকঘর।

গরওয়া, জারিয়া, তামার, পালকোট, পালান্দু, পালামৌ, রাঁচি, লোহার্ডাগা, সিল্লি, হরিহরগন্জ।

ছোটনাগপুর।

চ্যাংভুকর	৯০৬	৮৯১৯
কোরিয়া	১৬৩১	২১১২৭
সরগুজা	৬১০৩	১৮২৮৩১
উদয় পুর	১০৫১	২৭৭০৮
ঝাসপুর	১৯৮৭	৬৬৯২৬
গাঙ্গপুর	২৪৮৪	৭৩৬৩৭
বোনাই	১২৯৭	২৩৮৪২

সিংহভূম।

সদর মহকুমা	কলহান	১৯০৫	৭৫০৯০৪
	পোড়াহাট	৭৯১	৫৪৩৭৪
	খারসোয়ান	১৪৯	২৬২৮০
	সিরাইকেলা	৪৫৭	৬৬৪৩৭
	বাহারসাগর	১২০১	১১৭১১৮

ডাকঘর।

চৈবাচা।

মানভুম।

সদর মহকুমা	বড়ভুম	১৪০১	২১২৩৪০
	চাস	৬৩৩	১৪৫০০০
	গৌরংডিহি	১৭৩	৩৬০৯৫
	পুরুলিয়া	৮১১	১৮০২৮৭
	রায়পুর	৫০৩	১৯২২৪৪
	রঘুনাথপুর	৩১৯	৯২০৫৭
	সুপুর	২৯২	৬২৭০৫
গোবিন্দপুর	গোবিন্দপুর	৩৭৯	৭৬২০০
	নির্শা	১৯৮	৩৯৭২৫
	টপকাপ্তি	২০৫	৩৮৮১৭

ডাকঘর।

কাশিপুর, গোবিন্দপুর, চেলিরামা, ঝারিয়া, ঝালদা, নর্সাচটি, পোদ্দারদীঘি, বরাকর, মানবাজার, মানভুম, মুরাদি, রঘুনাথপুর, রাইপুর, রাজগনজ, লুটমারা।

গোয়ালপাড়া।

সদর মহকুমা	গোয়ালপাড়া	৮৮৭৩৯
	ফকির গণ	৪১২৮১

	শালমারা		৯০১০৫
	মহকুমা পরিমাণফল	৮৪৯	
ধুবড়ী	ধুপড়ী		৭০৩১৭
	আগমনী		৩৯১৫১
	পুঁটীমারি		৪৮০৬
	সিংমারী		৫৪৬১০
	কড়াইবাড়ী		১৮৭০৫
	মহকুমা পরিমাণ	৪৮১	
	পূর্ব্বদোয়ার		৬৮৮৮

ডাকঘর।

আগিয়া, আগমনি, গোয়ালপাড়া, গৌরীপুর, তুরা, ধুব্‌ড়ি, পাটোয়ামারি, বড়পেটা, বৌমারি, লক্ষ্মীপুর, সিংমারি।

কামরূপ।

সদরমহকুমা	চয়গাং		৭১৫৯৯
	গৌহাটী		৭১২৩০
	কামালপুর		৪৩৮৭৮
	খালিয়া		১৮২২১
	নলবাড়ী		১০৯৩০১
	রঙ্গিয়া		৫৮৩৩৬
	ভামালপুর		১২৮৯৮
	মহকুমা পরিমাণফল	১৩১৫	
বড়পেটা	বাজালী		৬৪২৪০
	বড়পেটা		৬৩০৬৩
	রাহা		১৮৯১৫
	মহকুমা পরিমাণফল	৩৩৪	

ডাকঘর।

গৌহাটি, চিরাপুন্‌জি, ছাইগাঁ, জোয়াই, নংপো, নলবাড়ী, মঙ্গলদাই, শিলং, সোনাপুর।

তুরঙ্গ।

সদর মহকুমা	তেজপুর	[illegible]
	সুতিয়া	১৮৬১৯
	গুহপুর	২৬৬৮
মঙ্গলদিহি	বরিপড়া	২৫৩৬৯
	চাটগড়ি	৩১২৯৭
	মঙ্গলডিহি	১০৯৫১৪

সমগ্র পরিমাণফল ১১২০

ডাকঘর।

তেজপুর বিশ্বনাথ।

নওগাঁ।

সদর মহকুমা	ডুবকা	৫২৩১৬
	জাগো	৫৩৫০৬
	কলিযাবার	১১৯২৪
	রোহা	২৪৬১৮
	নওগাঁ	১০৯৯৬৬

সমগ্র বিভাগ পরিমাণফল ৩৬৪৮

ডাকঘর।

কামারগঞ্জ ছত্রপুর, নওগাঁ, পান্ন, পুরালিগুদাম, বোকাঘাট, রোহা।

লক্ষ্মীপুর।

সদর মহকুমা	দেবকগড	৫৯৬১৮
	দমদমা	৮১১০
	হসপুর	৮৩৫৭
	সদিগা	৬০২১

মহকুমা পরিমাণফল ২০৩৮

লক্ষ্মীপুর	ধকওযাখানা	২৫৮৯
	লক্ষ্মীপুর	৫৪৭১

মহকুমা পরিমাণফল ১১০৭

ডাকঘর।

জয়পুর, দমদম, দেরুগড়, রাঙ্গাগোড়া।

শ্রীহট্ট, সিলেট।

সদরমহকুমা	ধর্ম্মপাশা	৯৫২৪০
	সোনামগঞ্জ	৬০৫১৯
	ছাতক	২০৫০৫৩
	পারকুল	১৪৭৫৭০
	তাজপুর	৯৯৪৩০
	নবিগঞ্জ	১১০০০৬
	অলিদাবাদ	৮৮৫৬৬
	শঙ্করপাশা	৭৮৭৬৪
	লস্কাবপুর	১১৭৫৬৭
	নোযাখালি	৭৪৩৩৮
	রাজনগর	১০৯৯৪৩
	হিঙ্গাজি	৯৮৮৯৩
	লাটু	২৬৮৪৩৩
	মুলাগুল	৪৭৪৭৭
	জৈয়িন্তীপুর	২৫১০৬
	গৈনঘাট	৩২৫২৮

মহকুম পরিমাণফল ৫২৮৩

ডাকঘর।

অযোধ্যাগড়, গৈনঘাট, ছাতক, ভাটিয়া, তাজপুর, ধর্ম্মপাশা, নবিগঞ্জ, পাণ্ডুয়া, কেওয়ুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, রাজনগর, রাটাবাড়ী, লাটু, শঙ্করপাশা, শ্রীহট্ট, সোনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, হেঙ্গাজিয়া।

কাছাড়।

সদরমহকুমা	কাটিগড়া	১৪১	৪৮২২৪
	সিলচার	৪৩০	৭১৯০১
	লক্ষীপুর	৩৭০	১৯২৩১
হালাকাঁদি	হালাকাঁদি	৩৪৪	৬৫৬৭১

ডাকঘর।

কাছাড়, বারকালা, বন্দরপুর, লক্ষ্মীপুর, লালামুগ, সোনাইমুখী, হালিয়াকান্দ।

শিবসাগর।

সদর মহকুমা	শিবসাগর	৯৮১	১০৩১৪৭
জোর হাট	জোর হাট	৯১৭	৯১৬৮৫৬
গোলাঘাট	গোলাঘাট	৯৪৭	৭৬৪৮৬

ডাকঘর।

শিবসাগর, নাজিরা, সোনারি, রাজমাই, জোড়াবাজার, জোড়হাট, নকছারি, মরিয়াটী, মাতলীপার, সারিগ্রাম, গোলাঘাট, নিগ্রিটিং।

বাঙ্গালার লোকসংখ্যা।

বাঙ্গালার জনসংখ্যা যে বিবর্লি সাহেবের বিজ্ঞাপনী হইতে গৃহীত হইল, তাহা বলা বাহুল্য। বিবর্লি সাহেব উক্ত বিজ্ঞাপনীতে আরও অনেক গুলি জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার সবিস্তার উল্লেখ করিতে হইলে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া উঠে। সুতরাং আমরা তাহা করিতে অক্ষম। এস্থলে কেবল কতিপয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়েরই উল্লেখ করা যাইতেছে। বিবর্লি সাহেব প্রত্যেক জেলা ও প্রত্যেক থানার স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রদত্ত তালিকায় তাহা প্রদান করা হয় নাই। বাঙ্গালায় পুরুষের মোট সংখ্যা প্রায় তিন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ, স্ত্রীলোকের মোট সংখ্যা তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ। কিন্তু এই সংখ্যার মধ্যে কতিপয় পার্ব্বত্য জাতি ধরা হয় নাই; যেহেতু তাহাদিগের স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা স্বতন্ত্র করিয়া গণনা হয় না। কতিপয় পার্ব্বত্য জাতি ভিন্ন অপর অধিবাসীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা এক লক্ষের উপর। আবার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প। কিন্তু প্রত্যেক জেলায়ই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যায় অল্পতা দৃষ্ট হয় না। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভুম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাবড়া, নদিয়া, মুরসিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, সারণ, মুঙ্গের, কটক ও বালেশ্বরে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা

অধিক। ত্রিহুত এবং সাঁওতাল পরগণায় স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা সমান; অবশিষ্ট কয় জেলায় পুরুষের সংখ্যা বেশি।

"কেবল বাঙ্গালায়ই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম এমত নহে, ভারতবর্ষের অন্যত্রও ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং অন্য দেশের কথা যাহাই হউক, ভারতবর্ষে পুরুষের বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। বঙ্গদেশের সমুদয় স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়া গেলেও এক লক্ষ পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হয়। ইহার পর যদি এক জন পুরুষ দুই তিনটী বা ততোধিক স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করেন, তবে যিনি যত অতিরিক্ত বিবাহ করিবেন, তিনি ততজন পুরুষকে বিবাহে বঞ্চিত করিবেন। অপর, এদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে যতদিন বিধবা বিবাহ বাহুল্য রূপে প্রচলিত না হইতেছে, ততদিন মৃত পত্নীক ব্যতীত পুনঃ পরিণয়ে বিরত থাকা অথবা বিধবা বিবাহ করা কর্ত্তব্য, অন্যথা তিনি বিবাহ করিয়া অপর এক জন পুরুষের বিঘ্ন জন্মাইবেন। মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প হইলেও তাহারা অন্য জাতীয়া স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করিয়া এই বৈষম্য দূর করিতে পারে। কিন্তু হিন্দু সন্তান যত দিন জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলিবেন, তত দিন ইহা হইবার উপায় নাই। সুতরাং বহু বিবাহ নিবারণ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন না করিলে অনেক পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হইবে, কাজেই ব্যভিচার প্রভৃতি দোষ সমাজে ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকিবে, এবং হিন্দু বংশ ক্রমে নির্মূল হইবে।

জন সংখ্যার তালিকায় আর একটী বিষয় দৃষ্ট হইতেছে, হিন্দু সন্তান-দিগের মধ্যে উচ্চ বর্ণ অপেক্ষা নীচ বর্ণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালায় কৈবর্ত্তদাসের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপর চণ্ডাল। চণ্ডালেরা প্রতিলোম বিবাহের সন্ততি বলিয়া হিন্দু সমাজে চিরদিন তাহা-দিগকে সমাজের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা পঞ্চ বৃত্তিধারী পর্য্যন্ত বিবর্জ্জিত। অদ্যাপি হিন্দুর ধোপা নাপিতে তাহাদিগের কোন কায করিতে পারে না। এইরূপ সমাজ-শাসন ও নিপীড়ন সত্ত্বেও তাহাদিগের বংশ এতদূর বৃদ্ধি পাইতেছে যে তাহারা জনসংখ্যায় সমুদয় উচ্চ বর্ণকে পরাস্ত করিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় স্থানীয় হইয়াছে। যাহারা সংখ্যায় এত বাড়িয়াছে, তাহারা ক্রমে ক্ষমতায়ও প্রধান হইতে পারে। ইহা বড় বিচিত্র নহে, এই নীচ বর্ণই এক সময়ে সমাজের প্রধান পুরুষ

হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় যে কত ন্যূন, তাহা নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে—কৈবর্ত্তদাস ২৬৬৪০৯৪, চণ্ডাল ১৬২০৫৪৫, কায়স্থ ১১৬০৪৭৮, ব্রাহ্মণ ১১০০১০৫। আর সকল বর্ণের লোক দশ লক্ষের কম। ব্রাহ্মণদিগের একবার চিন্তা করা উচিত, তাহারা প্রতিলোম বিবাহ জনিত নীচ সংজ্ঞা প্রাপ্ত দৌহিত্র বংশের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিফল প্রাপ্তির সময় আসিয়াছে। তাহারা এখনও যদি নীচবর্ণের প্রতি অসঙ্গত ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া সস্নেহ ও সদয় ব্যবহার না করেন, ক্রমে অধঃপাতে যাইবার পথ প্রশস্ত করিবেন। চণ্ডালেরা সংখ্যায় ও বলবীর্য্যে তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, যদি বাঙ্গালীদিগকে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তবে তাহারাই অগ্রে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইবে, এখনও তাহাদিগের অনেকেই লাঠিয়ালি কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। ইতর লোকদিগের শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সুচারু শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যাগত প্রাধান্যও লোপ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের অগ্রেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

আর একটী আশঙ্কার বিষয় এই, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে হিন্দুদিগের সমান হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু ১৮১০০৪৭৮, মুসলমান ১৭৬০৯১৩৫। হিন্দু সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা পাঁচ লক্ষমাত্র অধিক। নানা কারণে মুসলমানদিগের বংশ হিন্দুর অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। কে বলিতে পারে যে, ভারতবর্ষ কালে কেবল মুসলমানের দেশ হইবে না?

স্বাধীন রাজ্য।

সম্যাংশে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলেও যে কয়টী প্রদেশকে স্বাধীন বলা যায়, তাহার সকল গুলিই বাঙ্গালার উত্তর প্রান্তবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত। এক্ষণে তিনটীর অধিক স্বাধীন প্রদেশ নাই। নেপাল, সিকিম, ভোট, এই তিনটীই পার্ব্বত্য প্রদেশ। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তে কতকগুলি পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও তাহাদিগের এক এক দলের এক এক জন অধিনায়ক আছে তাহাদিগকেও এক প্রকার স্বাধীন বলা যাইতে পারে। ভুয়াওভুটিয়া, নাগা, লুসাই, কুকি, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদিগের কোন প্রকার সংক্ষেপ বিবরণ প্রদান করাও সহজ নহে।

নেপালে এক প্রকার সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত। প্রত্যেক গ্রাম স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। একশত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইল, গুরখারা পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আত্ম অধিকার বিস্তার করে, সেই অবধি ইহারাই শাসন করিয়া আসিতেছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের সহিত নেপালের প্রথম সন্ধি হয়। এই সন্ধির নিয়মানুসারে কাটমুণ্ডুতে এক জন ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি থাকা অবধারিত হয়, কাপ্তেন নক্স প্রথম প্রতিনিধি নিযুক্ত হন, কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই নেপালিরা এইরূপ মৈত্রীবন্ধনের প্রতি অতিশয় ঘৃণা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল; ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন নক্স তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর নেপালিরা ইংরেজাধিকারের মধ্যে বিলক্ষণ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। তন্নিবারণ উদ্দেশে ১৮১৪ অব্দে যুদ্ধ ঘোষণা হয়, এই যুদ্ধে গুরখারা বিশেষ পরাক্রম দেখাইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ইংরাজেরাই জয়লাভ করেন। ১৮১৫ অব্দের ২রা ডিসেম্বর নেপালিরা এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করে এবং ১৮১৬ অব্দে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তাহা দৃঢ়ীকৃত হয়। গড়োয়ালের পশ্চিমে নেপালিদিগের যে অধিকার ছিল, ইঙ্গরেজদিগকে তাহা সমর্পিত হয়, তাহারা সিকিমাভিমুখে আর রাজ্য বিস্তার করিতে পারিবে না ইহা অবধারিত হয়, এবং কাটমুণ্ডে এক জন ইঙ্গরেজ প্রতিনিধি থাকিবেন ও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সম্মতি ব্যতীত নেপাল গবর্ণমেন্ট নিজ কার্য্যে কোন বৃটিশ প্রজাকে নিযুক্ত করিবেন না, ইহাও স্বীকৃত হয়। ইহার পর নেপাল গবর্ণমেন্ট নানা প্রকার গৃহবিবাদে অনেক দিন নিতান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলিয়াছিল, পরে ৩১ জন অধিনায়কের হত্যার পর, ১৮৪৬ অব্দে জঙ্গবাহাদুর প্রাধান্য লাভ করেন, তদবধি তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী ও কার্য্যতঃ শাসনকর্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে কে,সি,বি,জি, সি, এস্, আই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ১৮৫৫ অব্দে আর এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, নেপালে যে সকল গুরুতর অপরাধী আশ্রয় গ্রহণ করিত এই সন্ধিতে তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার নিয়ম অবধারিত হয়।

বিদ্রোহের সময় নেপাল গবর্ণমেন্ট ইঙ্গরেজ গবর্ণমেন্টকে যে সাহায্য দান করেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ অযোধ্যার টেরাই তাহাদিগকে সমর্পণ করা হয়। নেপালের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিবার উপায় নাই। চীনের সহিত নেপালের কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাও অবগত হওয়া সহজ

নহে। নেপাল গবর্ণমেন্ট পাঁচ বৎসর অন্তর এক একবার চীনের সম্রাটের নিকট উপঢৌকন পাঠাইয়া থাকেন, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। নেপালের পরিমাণফল প্রায় ৫৪ হাজার বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ ও রাজস্ব ৪৩ লক্ষ হইবে।

সিকিম—পরিমাণফল প্রায় ১৫৫০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৭০০০ অধিক নহে। এই সকল লোক লেপ্‌চা, ভুটিয়া, লিম্বা প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিতে বিভক্ত। ১৮৩৫ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরেজগবর্ণমেন্ট অত্রত্য রাজাকে বার্ষিক ৩০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া দার্জ্জিলিং প্রদেশ গ্রহণ করেন। ১৮৪৬ অব্দে এই ক্ষতিপূরণের টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক ছয় হাজার টাকা দেওয়ার নিয়ম হয়। কিন্তু ১৮৪৯ অব্দে রাজা ইংরেজ গবর্ণমেন্টর দুই জন কর্ম্মচারীকে কারাবদ্ধ করায় তাঁহার রাজ্যের কতক অংশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত ও তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করা হয়। ১৮৬০ অব্দে মনুষ্যাপহরণ অপরাধে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট পুর্ব্ব সন্ধিপত্রের নিয়ম সকল রহিত করিয়া আর এক নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন, তাহাতে এই সকল কথা অবধারিত হয় যে রাজা ইঙ্গরেজ গবর্ণমেন্টকে ৭০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করিবেন, তাঁহার প্রজাদিগকে ইঙ্গরেজ রাজ্যে মনুষ্যাপহরণ বা অন্য কোন রূপ অত্যাচার করিতে অনুমতি দিবেন না, একচেটিয়া বাণিজ্য উঠাইয়া দিবেন, এবং অন্য কোন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারিবে না; ব্যবসায়ী ও ভ্রমণকারীদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন, তাহার রাজ্য জরিপ করিতে বা তন্মধ্য দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে কোন বাধা উপস্থিত করিতে পারিবেন না, এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধের সময় ইঙ্গরেজ গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিবেন। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে যে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন, তাহা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে বার্ষিক ১২০০০ টাকা প্রদান করা হয়, তিনি ১৮৭১ অব্দে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এই করারে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন যে, তিনি তিব্বতের সহিত বাণিজ্য করিবার যাবতীয় সুবিধা করিয়া দিবেন এবং কোন প্রকারে বিঘ্ন উপস্থিত করিবেন না।

ভোট—সিকিমের পূর্ব্বে এবং কুচবেহার ও আসামের উত্তরে স্থিত। পরিমাণফল ১৯০০ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা বিশ সহস্র হইবে। ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা, শাসন প্রণালী প্রভৃতি জানিবার কোন উপায় নাই।

তিব্বতের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এখানকার রাজাকে দেব-রাজ এবং ধর্ম্মবিষয়ক কর্ত্তাকে ধর্ম্মরাজ বলে। ১৭৭২ অব্দে ভুটিযারা কুচবেহার আক্রমণ করে, ইঙ্গরেজ গবর্ণমেন্ট কুচবেহারেব রাজার পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। কুচবেহারের যে সকল স্থান তাহারা অধিকার করিয়া লইযাছিল, ১৭৭৪ অব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংশ তাহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া, তাহা কুচবেহারের রাজাকে ফিরাইযা দেওয়াইয়াছিলেন।

আসাম দেশ ইঙ্গরেজ রাজ্যভুক্ত হওযার পর হইতে ইঙ্গরেজ গবর্ণমেন্টকে ভুটিয়াদিগের সংস্রবে অধিক পরিমাণে থাকিতে হইযাছে। কিন্তু ভুটিয়ারা যেরূপ অশান্ত প্রকৃতি তাহাতে সংস্রব সুখকর না হইয়া অধিকতর উৎপাতের কারণ হইয়া উঠে। ভোটে প্রবেশ করিবার এবং তথা হইতে অবতরণ করিবার কতকগুলি গুহাপথ আছে, তাহাদিগকে দ্বার বা দুয়ার কহে। ভুটিযারা এই সকল পথ দিযা বাঙ্গালার প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশে আসিযা অতিশয় উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব ভুটিয়াদিগকে ইহা হইতে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত ১৮৬ অব্দে গবর্ণমেণ্টের দূত হইয়া ভোটে গমন করেন, ভুটিযারা তাঁহাকে অপমান করিয়া বলপূর্ব্বক এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লয়। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত ইঙ্গরেজগবর্ণমেন্ট তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যুদ্ধে তাহারা পরাস্ত হয়, গবর্ণমেন্ট সমগ্র দুয়ার অধিকার করেন। দুযারের মধ্য দিযা যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহার উপর কর গ্রহণ করিয়াই ভোটের রাজস্বের প্রধান ভাগ আদায় হইত। সুতরাং দুয়ার ইঙ্গরেজ রাজ্যভুক্ত হইলে তাহাদিগের রাজস্বের অতিশয় ক্ষতি হয়, ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বার্ষিক ৫০ হাজার টকা দিতেছেন। যত দিন কোন অত্যাচার না করিবে ততদিন তাহারা এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

করদ ও মিত্ররাজ্য।

কুচবেহার—একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইং ১৭৭২ অব্দে ইঙ্গরেজেরা ভুটিযাদিগকে পরাজয় করার পর ১৭৭৩ অব্দের সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে তাহারা কর দান ও বশ্যতা স্বীকার করে। বর্ত্তমান রাজা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া রাজ্য এক্ষণ ইংরেজ কর্ম্মচারী দ্বারা শাসিত হইতেছে, এবং রাজ্য

শাসন সম্বন্ধে অনেক উন্নতিও হইয়াছে। কুচবেহারের পরিমাণফল ১২৯২ বর্গমাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ৫৩২৫৬৫ এবং রাজস্ব প্রায় ৯২০৬৬০ টাকা তন্মধ্যে ইঙ্গরেজেরা কর স্বরূপ ৬৭৭০০ টাকা প্রাপ্ত হন।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা—এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী লুসাইদিগের বাসভূমি এবং ত্রিপুরা জেলার মধ্যে স্থাপিত। ইহা অনেক দিন সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে এক প্রকার করদ রাজ্য বলিয়া পরি-গণিত হইয়াছে। সিংহাসনারোহণ সময়ে রাজাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে নজর স্বরূপ প্রদান করিতে হয়। গবর্ণ-মেণ্টের এক জন এজেণ্ট রাজকার্য্য পরিদর্শনার্থ নিযুক্ত আছেন।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীন ৩২টী পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে, তাহাদিগকে হিমালয় প্রদেশ কহে। ইহার মধ্যে কাশ্মীরই সর্ব্ব প্রধান। গোলাপ সিংহ নামে এক জন রজপুত এই রাজ্য সংস্থাপন করেন। গোলাপসিংহ পূর্ব্বে এক জন সামান্য অশ্বারোহী মাত্র ছিলেন, ক্রমে রণজিৎ সিংহের প্রিয়পাত্র হইয়া এক বিশ্বস্ত সৈনিক কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। পরে রণজিৎ সিংহই তাঁহাকে জাম্মু রাজ্য প্রদান করিয়া যান। ক্রমে গোলাপ সিংহ কাশ্মীর ও লাডক অধিকার করেন। তিনি ১৮৪৬ অব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া আপনার ক্ষমতার দৃঢ়তা সাধন করেন। এই সন্ধিপত্রে এইরূপ নির্দ্ধারিত হয় যে তিনি ইংরেজ গবর্ণ-মেণ্টের প্রভুশক্তি স্বীকার করিবেন এবং কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহারও মীমাংসার ভার তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ১৮৫৭ অব্দে গোলাপ সিংহের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান মহারাজা রণবীর সিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়া ১৮৬২ অব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এক সনন্দ প্রদান করিয়াছেন। ১৮৭২ অব্দে কাশ্মীরের রাজ্য শাসন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনী প্রথম প্রকাশিত হয়। কাশ্মীরের জন সংখ্যা প্রায় ষোল লক্ষ এবং রাজস্ব ৮৫ লক্ষ টাকা। সৈন্য সংখ্যা প্রায় ২৭ হাজার। ২২০ টী গ্রাম্য বিদ্যালয় এবং ১২ টী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে।

যে কয়েকটী শিক রাজ্য আছে, তন্মধ্যে পাতিয়ালাই সর্ব্ব প্রধান, তৎপর নাভা ও ঝিন্দ। এই তিন রাজ্যের অধিপতিগণই এক বংশ সম্ভূত।

প্রায় দুই শত বৎসর গত হইল চৌধুরীফুল নামক এক জন ঝাট নিজ ক্ষমতায় এই রাজ্য সংস্থাপন করেন, তদবধি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁরা ঝাট বংশীয় রাজা বলিয়া খ্যাত। পাতিয়ালাধিপতি নেপালের যুদ্ধে এবং বিদ্রোহের সময় ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রথমটীর পুরস্কার স্বরূপ বাঘহাট ও কুস্থল পার্ব্বত্য প্রদেশের কিয়দংশ তাঁহাকে প্রদান করা হয়। বিদ্রোহের পর ১৮৬০ অব্দে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে এক নূতন সনন্দ প্রদান করেন, তাহাতে এই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাঁহাকে কখনও কর দান করিতে হইবে না, পুত্রাভাবে তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণ এবং অপরাধী ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন। ১৮৬২ অব্দে মহারাজা মহেন্দ্র সিংহ রাজ্যাধিপতি হন, তিনি সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, সুপদ্ধতিক্রমে রাজ্য শাসন করায় তাঁহার সময়ে রাজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। কিছু দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শিশু পুত্র সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন। পাতিয়ালার পরিমাণফল ৫৪১২ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ১৬৫০০০০ এবং রাজস্ব প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা।

মধ্য ভারতবর্ষ।

মধ্য ভারতবর্ষের মধ্যে সিন্ধিয়া রাজ্য সর্ব্ব প্রধান। সিন্ধিয়ার পূর্ব্ব পুরুষ পেসোয়ার সামান্য ভৃত্য ছিলেন, ক্রমে ক্রমে সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহারই পুত্র মল্লজি সিন্ধিয়া রাজ্যাধিপতি হইলেন। এই বংশীয়েরা অদ্যাপি রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। ১৮২৪ অব্দে গোয়ালিয়র রাজ্যের রাজস্ব প্রায় দেড় কোটি টাকা আদায় হইত; কিন্তু এক্ষণে ৮৫ লক্ষ টাকা মাত্র আদায় হয়। গোয়ালিয়ারের লোক সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ এবং সৈন্য সংখ্যা প্রায় ২৩ সহস্র। সিন্ধিয়া সিপাই বিদ্রোহের সময় ইংরেজ গবর্ণমেন্টের পক্ষে ছিলেন, তাহারই পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে কয়েকটী পরগণা প্রদান করা হইয়াছে। ১৮৫৯ অব্দে তাঁহাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয় এবং তিনি একটী বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৭২ অব্দে মহারাজা গবর্ণমেন্টের সম্মতিক্রমে উক্ত দত্তক পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হোলকার রাজ্য—মল্লাররাও হোলকার কর্ত্তৃক হোলকারের রাজ্য সংস্থাপিত হয়। তিনি এক জন মেষপালকের পুত্র, ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ট্রীয়

সৈন্যের অধিপতি হইয়া নিজ রাজ্য সংস্থাপন করেন। ১৮৪৪ অব্দে বর্ত্তমান মহারাজা তুকাজি হোলকার সিংহাসনারোহণ করেন।• ১৮৬২ অব্দে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হোলকার রাজ্যের পরিমাণফল ৮৩১৮ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ, সৈন্য সংখ্যা ২৮ সহস্রের কিঞ্চিদধিক, রাজস্ব ত্রিশ লক্ষ টাকা।

ভূপাল রাজ্য—ভূপালের বর্ত্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ ওয়াজির মহম্মদ। ইহাঁরই পৌত্রী সেকন্দর বেগম ১৮৬৩ অব্দ পর্য্যন্ত ভূপাল রাজ্য বিশেষ দক্ষতা ও পরাক্রমের সহিত শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারই শাসন কালে ভূপাল একটী আদর্শ রাজ্য বলিয়া গণ্য হয়। ১৮৬৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার একমাত্র কন্যা বর্ত্তমান বেগম সাজাহান সিংহাসনারোহণ করেন। ইনিও রাজ্য শাসন বিষয়ে সুপারগ। ভূপালের পরিমাণফল ৬৭৬৪ বর্গমাইল অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ, সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার; রাজস্ব প্রায় তের লক্ষ টাকা।

রেওয়া—রেওয়ার মহারাজ সিপাই বিদ্রোহের সময় ইংরেজদিগের সপক্ষ ছিলেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে অমরকন্টক প্রদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৮৬২ অব্দে তিনি দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রেওয়ার পরিমাণফল ১২৭২৩ বর্গমাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ১২ লক্ষের অধিক, রাজস্ব ২৬ লক্ষ টাকা, কিন্তু ইহার ষোল লক্ষ টাকা জাইগির ও ব্রহ্মোত্তর, সুতরাং রাজ্যের প্রকৃত আয় দশ লক্ষের অধিক নহে। মহারাজা ঋণগ্রস্ত।

রাজপুতনা।

মিবার—মিবারাধিপতিকে উদয়পুরের রাণা কহে। রাজপুতনাস্থ যাবতীয় হিন্দু রাজার মধ্যে উদয়পুরের রাণা কুলমর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাজা রামচন্দ্রের পুত্র লব রাণাদিগের আদিপুরুষ। বর্ত্তমান মহারাণা ধীরাজ শম্ভু সিংহ ১৮৬১ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। মিবারের পরিমাণ ফল ১১৬১৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় বার লক্ষ; রাজস্ব ৪০ লক্ষ টাকা। কিন্তু তন্মধ্যে বার লক্ষ টাকা সামন্তবর্গে ভোগ করিয়া থাকেন।

জয়পুর—জয়পুরের মহারাজারা, রাজা রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। ১৮১৮ অব্দে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে মহারাজা বার্ষিক আট লক্ষ টাকা কর দিতে সম্মত হন,

কিন্তু আয় ৪০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে সমগ্র আয়ের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করিতে হইবে। অনেক দিনের টাকা বাকি পড়িয়া যাওয়াতে ১৮৪২ অব্দে ইংরেজগবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ৪৬ লক্ষ টাকা ছাড়িয়া দেন। এক্ষণে মহারাজাকে বার্ষিক ৩॥০ লক্ষ টাকা কর দিতে হয়। জয়পুরের রাজস্ব প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা, এতদ্ভিন্ন সম্বরহ্রদের উৎপন্ন লবণের কর স্বরূপও বার্ষিক প্রায় ৪ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন। জয়পুরের পরিমাণ ফল ১৫ হাজার বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ১৯ লক্ষ, সৈন্য সংখ্যা দশ সহস্রের কিঞ্চিদধিক।

যোধপুর · যোধপুরের মহারাজাকে মারওয়ারাধিপতি কহে, তাঁহারা রাঠোর বংশীয়। ইংরেজ সৈন্যের বেতন স্বরূপ যোধপুরাধিপতিকে বার্ষিক ১১॥০ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হয়। যোধপুরের পরিমাণফল ৩৫৬৭২ বর্গমাইল লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ; রাজস্ব ১৭॥০ লক্ষ টাকা।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি।

বরোদা বা গুইকবাড়ের রাজ্য—গুজরাটের অধিকাংশ এবং খান্দেশ ও কাটিবারের কিয়দংশ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত। ইহার পরিমাণফল অনিশ্চিত, লোকসংখ্যা ২৬ লক্ষ; রাজস্ব ১৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু নানা প্রকারে গুইকবারের আয় প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। খণ্ডরাও গুইকবারের মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতা মল্লাররাও গুইকবার রাজ্যাধিকারী হন. কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গুরুতর অপরাধী স্থির করিয়া ১৮৭৫ অব্দে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছেন, এবং খণ্ডরাওয়ের পত্নী মহারাণী যমুনাবাইকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহারই দত্তক পুত্রকে রাজ্যাধিকারী করিয়াছেন। সার ত্রিম্বক মাধবরাও সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কচ্ছ - কচ্ছের অধিপতি রাও ঝারিজাবংশীয়। কচ্ছের বর্ত্তমান অধিপতি রাও প্রাগমূল দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে ৩২ টী বিদ্যালয় এবং প্রায় ২৫০০ ছাত্র আছে। তাঁহার রাজ্যের আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। কচ্ছের পরিমাণফল ৬॥০ হাজার বর্গমাইল লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ।

কোলাপুর—কোলাপুর মহারাষ্ট্র রাজ্যের এক মাত্র ধ্বংশাবশেষ। শিবজির বংশীয়েরা জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত

ছিলেন। জ্যেষ্ঠেরা সেতারায় এবং কনিষ্ঠেরা কোলাপুরে রাজত্ব করিতেন। সেতারা ১৮৪৮ অব্দে ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ১৮৪২ হইতে ১৮৬২ অব্দ পর্য্যন্ত কোলাপুর ইংরেজগবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন ছিল। ইহার পর, মহারাজা স্বয়ং রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে অপরাধী প্রজার প্রাণদণ্ডের অধিকার ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করিতে যাইয়া ১৮৭২ অব্দে ফ্লরেন্স নগরে পরলোক গমন করেন। বর্ত্তমান মহারাজ বালক বলিয়া শাসনভার এজেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। কোলাপুরের রাজস্ব প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা

সাবন্তবাড়ী গোয়া সন্নিহিত বাড়ী নামক স্থানে সাবন্ত উপাধিবিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তি প্রথম আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন; সেই সাবন্তের রাজ্য এখন সাবন্তবাড়ী নামে চলিতেছে। সাবন্তেরা ভুঁস্লাবংশীয় মার্হাট্টা। শাসনের বিশৃঙ্খলাবশতঃ এই রাজ্য আপাততঃ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন আছে। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ, রাজস্ব প্রায় তিন লক্ষ টাকা। ইহাঁর পাঁচ শত সৈন্য আছে।

নিজামরাজ্য-হায়দরাবাদ—ভারতবর্ষস্থ ইংরেজাশ্রিত রাজ্যের মধ্যে এই রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা নিজাম উপাধিবিশিষ্ট এক জন মুসলমান অধিপতির অধীন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে দক্ষিণাপথের সুবাদার আসফ্‌জা এই রাজ্য স্থাপন করেন। "নিজাম উল্‌মূলক" তাঁহার উপাধি ছিল; সেই হইতে এদেশের অধিপতিদিগের নিজাম উপাধি হইয়াছে। আপনার রাজ্যের মধ্যে নিজামের সমস্ত ক্ষমতা আছে। হায়দরাবাদের পরিমাণফল প্রায় ৯৫৩৩৭ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা এক কোটি পাঁচ লক্ষ। নিজামকে কতক ইংরেজ সৈন্য পালন করিতে হয়, তাহার ব্যয় স্বরূপে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নিজামের নিকট হইতে কৌশল পূর্ব্বক বিরার প্রদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিজামের বার্ষিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। বর্ত্তমান নিজাম বালক, রাজ্যশাসন ভার সারসলারজঙ্গ ও আর এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত আছে। সলারজঙ্গ ১৮৫৩ অব্দে নিযুক্ত হইয়া তদবধি অতিশয় দক্ষতার সহিত শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। নিজামের সৈন্য সংখ্যা প্রায় ত্রিশ সহস্র, তন্মধ্যে দশ সহস্র ভিন্ন দেশীয় সেনা, এক আরব সৈন্যের সংখ্যাই ছয় সহস্র হইবে।

মহীসুরে মহারাজা অপ্রাপ্ত ব্যবহার বলিয়া ইহা অনেক দিন হইতে

ইংরেজ গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীন আছে। ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।"

কোচ্চি—কোচ্চি ত্রিবাঙ্কোড় অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও এখানকার রাজারা বংশমর্য্যাদায় প্রধান। কোচ্চিরাজ ছত্রীয় বংশোদ্ভব; ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজা শূদ্র জাতীয়। কোচ্চির পরিমাণফল ১১৩১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা চারি লক্ষ; রাজস্ব প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা, বর্ত্তমান রাজা ১৮৫৩ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন বর্ত্তমান রাজার সময়ে কোচ্চি বিলক্ষণ সুশাসিত হইতেছে। এখানে রাজার মরণান্তে তাঁহার পুত্রেরা সিংহাসনাধিকারী হয় না; রাজার সহোদর, সহোদর অভাবে ভগিনীর পুত্র বা দৌহিত্র রাজা হয়।

ত্রিবাঙ্কোড়—ত্রিবাঙ্কোড়ের উত্তরাধিকারের নিয়ম অবিকল কোচ্চির সদৃশ। বর্ত্তমান রাজা বিলক্ষণ বিজ্ঞ ও অমায়িক স্বভাব। সার ত্রিম্বক মাধবরাও পূর্ব্বে এখানকার মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন, ১৮৭২ অব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এক্ষণে শিশিয়া শাস্ত্রী মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছেন। ত্রিবাঙ্কোড়ের পরিমাণফল ৬৬৫৩ বর্গমাইল, লোক-সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ, রাজস্ব প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা, সর্ব্ব প্রকার আয়ে প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা হইয়া থাকে, ব্যয়ও প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা হয়। এখানে একটী উৎকৃষ্ট কলেজ, ১৬ টী ইংরেজি বিদ্যালয় এবং ২৯ টী দেশীয় ভাষার বিদ্যালয় ১৩৮ টী পাঠশালা আছে, এখানে পূর্ত্ত কার্য্যের একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে এবং অনেক রাজপথ প্রভৃতি প্রস্তুত হই-য়াছে। ত্রিবাঙ্কোড় আদর্শ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত।

সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের সহিত সংসৃষ্ট।

রাজ্যের নাম	কোন্ জাতীয় রাজা	রাজ্যের পরিমাণ	রাজ্যের লোক সংখ্যা	কত রাজস্ব আদায় হয়।	ইংরেজ গবর্ণ-মেন্টের সহিত সম্বন্ধ।
১। হায়দরাবাদ	মুসলমান	৯৫০০০	১০০০০০০০	১৷৷০ কোটি	সৈন্য পালন ভার
২। মহীশূর	হিন্দু	২৭০০০	৩৮০০০০০	১ কোটি	ইংরেজ শাসনাধী
৩। রাজপুতনার					

মধ্যে উদয়পুর	রাজপুত	১১০০০	১১০০০০০	২৫ লক্ষ	করদ
জয়পুর	,,	১৫০০০	১৯০০০০০	৪৩ ,,	,,
যোধপুর	,,	৩৫০০০	১৭০০০০০	১৭ ,,	,,
কোটা	,,	৫০০০	৪০০০০০	১৯ ,,	,,
শিরোহী	,,	৩০০০	৫৫০০০	২ ,,	,,
ঝালোয়ার	,,	২৫০০	২০০০০০	১২ ,,	,,
বুঁদী	,,	২০০০	২০০০০০	৫ ,,	,,
বাঁসোয়ারা	,,	১৫০০	১৫০০০০	৩ ,,	,,
প্রতাপগড়	,,	১৪০০	১৫০০০০	২॥০ ,,	,,
ডুঙ্গরপুর	,,	১০০০	১০০০০০	৪ ,,	,,
বিকানীর	,,	১৭০০০	৫০০০০০	১০ ,,	আশ্রিত মাত্র
যশল্মীর	,,	১২০০০	৭৩০০০	৫ ,,	,,
আলোয়ার	,,	৩০০০	১০০০০০০	২৯ ,,	,,
কেরৌলি	,,	১৯০০	২০০০০০	৪ ,,	,,
কৃষ্ণগড়	,,	৭০০	৭০০০০	৩ ,,	,,
ভরতপুর	জাঠ	২০ ০	৬০০০০০	৩১ ,,	,,
ধৌলপুর	,,	১৬০০	৫০০০০০	৬ ,,	,,
টঙ্ক	মুসলমান	১৮০০	২০০০০০	১১ ,,	,,
৪। মধ্য ভারত-বর্ষে গোয়ালিয়র	মার্হাট্টা	৩৩০০০	২৫০০০০০	৯৩ ,,	সৈন্যের ব্যয় দিতে হয়
ইন্দৌর	,,	৮০০০	৫৫০০০০	৩০ ,,	,,
ধার	,,	২০০০	১০০০০০	৪ ,,	,,
ভুপাল	মুসলমান	৬০০০	৬৫০০০০	১৩ ,,	,,
জোরা	,,	৮০০০	৮৫০০০	৬ ,,	,,
রেওয়া	রাজপুত	১০০০০	১২০০০০০	২০ ,,	,,
পান্না ইত্যাদি	,,	৭৭০০	৫৬০০০০	৪৩ ,,	আশ্রিত মাত্র
৫। মণিপুর	হিন্দু	৭৫০০	৭৫০০০		,,

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত।

১। কুচবেহার	হিন্দু	১৩০০	১৫০০০০০		করদ
২। কটক মহল					
ময়ুরভঞ্জ					
কেঞ্জোড়					
ইত্যাদি ১৬টা	হিন্দু	১৬০০০	৮০০০০০		করদ
৩। ছোটনাগপুর মহল					
সর্গুজা					
গাঙপুর					
যশপুর					
ইত্যাদি ৭টা	হিন্দু	১৫০০০	৩৮০০০০০		করদ
৪। স্বাধীন ত্রিপুরা	,,	৭৫০০			আশ্রিত মাত্র

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে।

১। রামপুর	মুসলমান	৯০০	৪৮০০০০	১০ লক্ষ	আশ্রিত মাত্র
২। স্বাধীন গড়ওয়ালের মধ্যে তেবী,	রাজপুত	৪০০০	২০০০০০০	৮০ হাজার	,,

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত।

১। শতদ্রুর পূর্ব্ব, উত্তরে					
বুসহির	রাজপুত	৩০০০	৪৫০০০	৭০ হাজার	করদ
বিলাসপুর	,,	১৫০	৬৬০০০	৭০ ,,	আশ্রিত মাত্র
সর্ম্মুর	,,	১০০০	৭৫০০০	১ লক্ষ	,,
ইত্যাদি ১৯টা	,,				
২। শতদ্রুর পশ্চিমে					
কাশ্মীর	শিখ	২৫০০০	৩০০০০০০		করদ
চম্বা	,,	৩২০০	১২০০০০	১ লক্ষ	,,
কর্পুরতলা	,,	৬০০	২০০০০০	৬ ,,	,,
ইত্যাদি ৫টা	,,				

৩। শতদ্রুর পূর্ব্ব, দক্ষিণে

পাতিয়ালা	শিখ	৫৪০০	১৬০০০০০	৩০ লক্ষ	করদ
ঝিন্দ	,,	১২০০	৩০০০০০	৪ ,,	,,
পতৌড়ী	মুসলমান	৮৫০	২৭০০০০	৪ ,,	আশ্রিত মাত্র
ইত্যাদি ৭টী	,,				
৪। মহাবলপুর	মুসলমান	২২০০০	৬০০০০০	১৫ লক্ষ	,,

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত।

১। খয়েরপুর	মুসলমান	৫০০০			
২। কচ্ছ	হিন্দু	৬৫০০	৪০০০০০	১৫ লক্ষ	করদ
৩। কাটিবারে					
জুনাগড়					
নওয়া নগর					
ভৌনগর					
রাজকোট					
ইত্যাদি ১৩টী	হিন্দু, মুসলমান	৪১০০০	১৪০০০০০	৮৬ লক্ষ	করদ
৪। গুইকবাড় রাজ্য	মার্হাট্টা	১৯০০০	৩০০০০০০	৬০ ,,	আশ্রিত মাত্র
৫। কোলাপুর	,,	৩০০০	৫০০০০০	১০ ,,	,,
৬। সাবন্তবাড়ী	,,	৯০০	১৫০০০০	২ ,,	,,

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত।

১। ত্রিবঙ্কোড়	হিন্দু	৬৬০০	১২০০০০০	৪৩ লক্ষ	করদ
২। কোঞ্চী	,,	১০০০	৪০০০০০	১০ ,,	,,
৩। পদুকোটা	,,	১০০০	২৬০০০০	৩ ,,	আশ্রিত মাত্র

ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়ের আদর্শে ১৭৮০ অব্দে এদেশে প্রথমতঃ মান্দ্রাসা কলেজ সংস্থাপিত হয়। আরব্য ভাষায় শিক্ষা দান করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ সাহেব নিজ ব্যয়ে এই বিদ্যালয়ের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন এবং ইহার নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২৯ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের এক জাইগির সমর্পণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে, সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নার্থ গবর্ণমেণ্ট বারানসীতে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। জনাথন ডনকান সাহেবের পরামর্শে এই বিদ্যালয়

সংস্থাপিত হয়। এই কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রেরা হিন্দুদিগের ব্যবস্থা শাস্ত্রের মর্ম্ম ইংরেজ বিচারপতিদিগকে পরিস্কার রূপে বুঝাইয়া দিয়া বিচার কার্য্যের সাহায্য করিতে পারিবেন এই অভিপ্রায়েই উক্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮১১ অব্দে নবদ্বীপ ও মিথিলায় (বর্ত্তমান ত্রিহুত প্রদেশে) আর দুইটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হয়। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই, গবর্ণমেন্ট নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা দেখিয়া বিরত হইলেন। রাজধানীতে এইরূপ একটী কলেজ সংস্থাপন করিলে তাহার কার্য্য অধিকতর শৃঙ্খলার সহিত চলিবার সম্ভাবনা, এই সময়ে গবর্ণমেন্টের এই বিশ্বাস জন্মিল এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সূচনা হইল। কিন্তু নানা কারণে এই কলেজ স্থাপনে কাল বিলম্ব হইতে লাগিল।

এদিগে ১৮১৪ অব্দের জুলাই মাসে চুচুড়ায় প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব নামক এক জন খৃষ্টধর্ম্মযাজক এই বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। প্রথমতঃ তিনি নিজ গৃহেই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়া বালকদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। প্রথম দিন ষোল জন ছাত্র পড়িতে আরম্ভ করে; ক্রমে ক্রমে ছাত্র সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যে এক মাস পরেই তাঁহাকে একটী স্বতন্ত্র বাড়ী গ্রহণ করিতে হইল। তথাকার কমিশনর সাহেব ওলন্দাজদিগের পুরাতন দুর্গে তাঁহার বিদ্যালয়ের স্থান সমাবেশ করিয়া দিলেন। ১৮১৫ অব্দের জানুয়ারী মাসে মে সাহেবের নগরের অনতি ব্যবহিত একটী গ্রামে আর একটী স্কুল খুলিলেন এবং এক বৎসর অতীত না হইতেই ক্রমে আরও কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে নয় শতের অধিক ছাত্র পড়িতে লাগিল। যে সকল ছাত্র কতক শিখিয়াছিল, তাহারা নিম্ন শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিল। এইরূপে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া মে সাহেব বিশেষ কৃতকার্য্য হইলেন। কমিসনর সাহেব লিখিয়া গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক ছয় শত টাকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ প্রদান করিলেন। মে সাহেবের সাধু দৃষ্টান্ত এদেশীয় প্রধান লোকেরা ক্রমে অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার নিজ পাঠশালায় ইংরেজি পাঠনার রীতি প্রবর্ত্তিত করিলেন। অব্যবহিত পরে আর এক জন জমিদারও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ইংরেজি শিক্ষার

প্রতিকূলে লোকের কুসংস্কার ক্রমশঃ দূর হইতে লাগিল। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা কোন নীচ বর্ণের সহিত এক আসনে বসিতে সম্মত হয় নাই; কিন্তু অনতিকাল পরেই তাহাদিগের এই আপত্তি দূর হইয়া গেল। যে সাহেবের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলির উন্নতি দর্শন করিয়া গবর্ণমেন্ট মাসিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৮৫০ টাকা করিলেন। কিন্তু পরে কোন কারণ বশতঃ এই সাহায্য বন্ধ করা হয়।

শরবারণ সাহেব কলিকাতায় প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁহার ভ্রাতা মহারাজা রমানাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। শরবারণ সাহেবের পর আরাটুন পিটার্গ আর একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। ইহারা উভয়েই ফিরিঙ্গি; সুতরাং ফিরিঙ্গি সাহেবদিগের দ্বারাই কলিকাতায় ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়। বাঙ্গালীরাও এই সময়ে ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবুদত্ত প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি এক একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়ের অতিশয় দূরবস্থা ছিল। উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক পাওয়া যাইত না। হেয়ার সাহেব এই সকল বিদ্যালয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া সুপদ্ধতি ক্রমে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে চেষ্টিত হন। এই সময়ে রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। পৌত্তলিক উপাসনা রহিত করিবার নিমিত্ত একটী সভা সংস্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এক দিবস তিনি স্বদেশীয় লোকদিগকে আহ্বান করেন। হেয়ার সাহেব নিমন্ত্রিত না হইয়াও এই সভায় উপস্থিত হইলেন এবং সমাগত ভদ্র লোকদিগকে পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিলেন, বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া সুশিক্ষা বিস্তার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায়। সকলেই হেয়ার সাহেবর কথায় সায় দিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কেহই কিছু করিলেন না। কিছু হইল না দেখিয়া হেয়ার সাহেব এক দিবস সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নিজ উদ্দেশ্যের কথা খুলিয়া বলিলেন। সার হাইড ইষ্ট সমুদয় শুনিয়া, এবিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তৎকালে সাহেবদিগের নিকট সর্ব্বদা গতায়াত করিতেন। তিনি সার হাইড ইষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, বিদ্যালয়

স্থাপনের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। এবিষয়ে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মতামত জানিবার ভার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রহণ করিলেন। তিনি অনেকের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদিগের মতামত অবগত হইলেন, এবং অবিলম্বে সার হাইড ইস্টকে এই শুভ সংবাদ দিলেন যে, হিন্দু সমাজ তাঁহার সাধু প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন। ইহার পর সার হাইড ইস্টের গৃহে অনেকবার সভা হইয়া এই অবধারিত হইল, এদেশীয় যুবকদিগের শিক্ষার্থ একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী বিঘ্ন উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল। হিন্দুরা আপত্তি করিলেন, রামমোহন রায়ের কোন সংস্রব থাকিলে তাঁহারা ইহাতে যোগ দিবেন না। হেয়ার সাহেব ইহা শুনিতে পাইয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন প্ররোচনবাক্যই প্রয়োগ করিতে হইল না। মহামনা রামমোহন রায় গোলযোগের কারণ শুনিয়া বলিলেন, "আমি থাকিলে যদি বিদ্যালয়ের স্থাপন ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমি ইহার সংস্রবে আসিব না।" এই গোলযোগ নিঃশেষ হইলে পর ১৮১৬ অব্দের ১৪ই মে একটী সাধারণ সভা আহুত হইল। অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু, এমন কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই বিদ্যালয় স্থাপনের সপক্ষে বক্তৃতা পর্য্যন্ত করিলেন। সার হাইড ইস্ট একটী বক্তৃতা করিয়া বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিলেন। সভাস্থলেই অনেক টাকা স্বাক্ষরিত হইল। সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদিগের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহাদিগেরও অনেকে চাঁদা স্বাক্ষর করিতে চাহিলেন। ২১ শে মে আর একটী সভা হইয়া হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব অবধারিত হইল। আট জন ইউরোপীয় এবং বিশ জন এদেশীয় লোক লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা হইল; সার হাইড ইস্ট সভাপতি, লেপ্টেনান্ট আরভিন এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হইলেন। হেয়ার সাহেব এই কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলেন না, কিন্তু তথাপি তিনি প্রত্যেক অধিবেশনে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিয়া অনেক বিষয়ে পরামর্শ দান করিতেন। ১৮১৬ অব্দের ২৭ শে আগস্টের অধিবেশনে কলেজ স্থাপনার নিয়মপত্র অবধারিত হয়। ১৮১৭ অব্দের ২০ শে জানুয়ারি গরাণহাটার গোরাচাঁদ বশাকের বাটীতে হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হইল। ইহার পর চিৎপুরে এবং

তথা হইতে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাটীতে কলেজ স্থানান্তরিত হয়। ১৮১৯ অব্দে কলেজের আয় অল্প হইয়া পড়ে। হেয়ার সাহেবের প্রস্তাবক্রমে দুই জন বেতনভুক সম্পাদকের পদ উঠাইয়া দেওয়ায় অর্থের অসচ্ছলতা অনেক পরিমাণে দূর হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটী সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা সংস্থাপন করিবার পুনরায় উদ্যোগ হইল। রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া এই কলেজ স্থাপনের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার পত্রের প্রশংসা করা হইল; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কথা শুনিলেন না। ডাক্তার উইলসন সাহেবের যত্নে সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের একটী বাটী নির্ম্মাণ করা অবধারিত হইল। গবর্ণমেণ্ট ১২৪০০০ টাকা দান করিলেন। পটোলডাঙ্গায় হেয়ার সাহেবের কতকটা ভূমি ছিল, তিনি তাহা হইতে বিদ্যালয়ের আবশ্যক পরিমাণ ভূমি দান করিলেন। ১৮২৪ অব্দের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজ বাটীর মূল পত্তন হইল। ১৮২৫ অব্দের জানুয়ারি মাসে বাটী নির্ম্মাণ হইল। এই অট্টালিকার মধ্যদেশে নূতন স্থাপিত সংস্কৃত কলেজ এবং দুই বাহুতে হিন্দু কলেজ সন্নিবেশিত হইল। কিন্তু এই সময়ে হিন্দু কলেজের আর একটী নূতন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, যে কোম্পানির নিকট কলেজের মূলধন গচ্ছিত ছিল, সেই কোম্পানি দেউলিয়া হইলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অনন্যোপায় হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে অপ্রস্তুত হইলেন না, কিন্তু শিক্ষা সভার * হস্তে বিদ্যালয়ের ভার সমর্পণ করিতে চাহিলেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ইহাতে মত হইল না। অবশেষে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল, সমসংখ্যক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লইয়া একটী স্বতন্ত্র কার্য্য নির্ব্বাহক সভা হইবে; যে কার্য্যে সমুদয় বাঙ্গালী সভ্যদিগের অমত হইবে, তাহা সম্পন্ন হইতে পারিবে না। কিন্তু শিক্ষা সভা আর কোন অধিকার গ্রহণ করিতে চাহিলেন না; তাঁহারা কেবল এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে যে টাকা দেওয়া হইবে, তাহার সদ্ব্যয় হইতেছে কি না তাহা দেখিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে এক জন পরিদর্শক থাকিবেন। তদনুসারে ডাক্তার উইলসন সাহেব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার

---

* Committee of Public Instruction.

সভ্য ও সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে হেয়ার সাহেবও কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য হন। তিনি প্রতিদিন কলেজ পরিদর্শন করিতে যাইতেন। ইহারই অব্যবহিত পরে রাজা বৈদ্যনাথ, পঞ্চাশ হাজার টাকা, রাজা হরিনাথ রায় বিশ হাজার টাকা, কালীশঙ্কর ঘোষাল বিশ হাজার টাকা দান করেন, তাহার সুদ হইতে ছাত্রবৃত্তি সংস্থাপন করা হয়। ১৮৫৩ অব্দে লর্ড ডেলহাউসি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে একটী সাম্প্রদায়িক কলেজ রাখিতে অসম্মত হন। ১৮৫৪ অব্দের অনুজ্ঞাপত্রের মর্ম্মানুসারে উক্ত বৎসরই হিন্দু কলেজের প্রথম দুই শ্রেণী লইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ সংস্থাপিত হয়।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের অসদ্ভাব দেখিয়া তাহা দূরীকরণ মানসে ১৮১৭ অব্দে স্কুলবুক সোসাইটী সংস্থাপিত হয়। ইংরেজি ও প্রাচ্য ভাষা সমূহে গ্রন্থ প্রচার ও আনয়ন করিয়া বিতরণ করা উক্ত সভার উদ্দেশ্য। এই সোসাইটীর দ্বারা পূর্ব্বে শিক্ষা কার্য্যের বিস্তর সহায়তা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের সময় শিক্ষা কার্য্যের যেরূপ দুরবস্থা ছিল তাহাতে একটী মাত্র বিদ্যালয় দ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা ছিল না। শিক্ষার সুপদ্ধতি সংস্থাপন ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে ১৮১৮ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী সংস্থাপিত হয়। ১৬ জন ইংরেজ এবং আট জন বাঙ্গালী লইয়া প্রথম কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংঘটিত হয়; হেয়ার সাহেব এবং রাজা রাধাকান্ত দেব সম্পাদক নিযুক্ত হন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তিন ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ কতগুলি বিদ্যালয় সংস্থাপন ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ, অপর ভাগ পাঠশালা পরিদর্শন ও তাহার উন্নতি সাধন, এবং তৃতীয় ভাগ কতকগুলি ছাত্রকে ইংরেজি ও উচ্চাঙ্গের শিক্ষা দান ভার গ্রহণ করিলেন। প্রথম বৎসরে দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। এই টাকার দ্বারা সোসাইটী দুইটী আদর্শ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন, একটী চাঁপাতলায় এবং অপরটী ঠনঠনিয়ায় সংস্থাপিত হইল। এই দুই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিকট বেতন গ্রহণ করা হইত না। ঠনঠনিয়ার বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইংরেজি ও বাঙ্গালা শ্রেণী ছিল। কিন্তু চাঁপাতলার বিদ্যালয়ে সকলেই ইংরেজি শিক্ষা করিত। ১৮৩৪ অব্দে এই উভয় বিদ্যালয় একত্রিত করিয়া হেয়ারস্কুল সংস্থাপিত হয়।

উক্ত বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা সোসাইটীর ব্যয়ে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদিগের অনেকেই কলেজে খ্যাতিলাভ এবং সংসারে প্রবেশ করিয়া দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সোসাইটীর যে সকল সভ্য পাঠশালা পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিয়মিত রূপে ১৬৬টী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতেন। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বৎসরে অন্ততঃ তিনবার পরীক্ষা করা হইত। যাহারা যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিত, তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের শিক্ষা গুরুদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইত। স্কুল বুক সোসাইটী যে সকল পুস্তক প্রচার করিতেন, পরিদর্শকদিগের হস্তে তাহা দেওয়া হইত, তাঁহারা সমুদয় পাঠশালায় তাহা বিতরণ করিতেন। উৎসাহদানের এই সকল উপায় অবলম্বন করাতে পাঠশালা সমূহের বিস্তর উপকার হইয়াছিল। অর্থাভাবে স্কুল সোসাইটীর কার্য্য দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় নাই।

১৮২৩ অব্দের ১৭ই জুলাই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিক্ষা সভা সংস্থাপিত হয়। জনসাধারণের শিক্ষা কার্য্যের ও বিদ্যালয় সকলের অবস্থা পরিজ্ঞান এবং তাহার উন্নতি বিধান, প্রয়োজনীয় শাস্ত্র সকলের শিক্ষা দান ও ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতিসাধন করা শিক্ষা সভা সংস্থাপনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। ১৮২৪ অব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারির অনুজ্ঞা পত্রে ডিরেক্টরদিগের সভা এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন, "প্রাচ্য ভাষার গ্রন্থ সমূহে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের যেরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার্থে লোক নিয়োগ করিয়া কেবল সময়ের অপব্যবহার করা হয় না, তদপেক্ষাও অধিক দোষ করা হয়। হিন্দু শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।" শিক্ষা সভা এই উপলক্ষে তাঁহাদিগের বিজ্ঞাপনীতে হিন্দু কলেজের বিশেষ সুখ্যাতি লিখিলেন। তাঁহাদিগের মতে "হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে যেরূপ অধিকার লাভ করিয়াছেন, ইউরোপের কোন বিদ্যালয়েই সেরূপ উন্নতি প্রায় দেখা যায় না।"

১৮৩৫ অব্দের ৭ই মার্চ্চ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক এই আদেশ প্রচার করেন যে, শিক্ষা কার্য্যে ব্যয়ার্থ যে টাকা আছে, তাহা এদেশীয় লোকদিগকে কেবল ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দানার্থই ব্যয় হইবে; গবর্ণমেণ্টের দত্ত অর্থ দ্বারা প্রাচ্য ভাষার কোন পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতে

পারিবে না। এই আদেশ প্রচারিত হইলে শিক্ষা সভার সদস্যদিগের অনেকে বিরক্ত হইলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ঐ বৎসরই কলিকাতা মেডিকেল কলেজ এবং ঢাকা স্কুল সংস্থাপন করেন। ১৮৪১ অব্দে ঢাকা স্কুল কলেজে পরিণত হয়।

উইলিয়ম বেণ্টিকের আদেশ পত্রে শিক্ষা কমিটীর যাহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিরক্তি দূর করিবার নিমিত্ত ১৮৩৯ অব্দের ২৯ শে নবেম্বর লর্ড অকলাণ্ড এই অভিপ্রায় ঘোষণা করেন যে, "যতদিন দেশীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণীত না হইবে, ততদিন কেবল ইঙ্গরেজিতে ও তৎপরে উভয় ভাষায়ই শিক্ষা প্রদান করা হইবে"। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে তিনি নিজ ব্যয়ে বারাকপুরে একটী ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে মফস্বলে ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপন হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৮৫৫ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত তিনি একশত একটী আদর্শ বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন।

১৮৪৮ অব্দে লর্ড ডালহৌসি এদেশের শাসন কর্ত্তা হইয়া আইসেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন, সুতরাং তিনি শিক্ষা বিষয়ে অবিচলিত যত্ন ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারই শাসন সময়ে যে প্রেসিডেন্সি কলেজ সংস্থাপিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ১৮৫৩ অব্দে তিনি বহরমপুর কলেজ সংস্থাপন করেন। তিনি এই রূপে যখন এদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ নানা প্রকার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৮৫৪ অব্দের ১৮ই জুলাই তারিখের শিক্ষা বিষয়ক প্রসিদ্ধ অনুজ্ঞাপত্র আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত অনুজ্ঞাপত্র দ্বারা ইংরেজি ও দেশীয় ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধীয় আন্দোলনের পরিষ্কার মীমাংসা হইয়া যায়। ঐ পত্রে এই কথা লিখিত থাকে যে, "ইউরোপীয় শাস্ত্রের জ্ঞান সর্ব্ব শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে প্রচার করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। উচ্চাঙ্গের শিক্ষা ইংরেজি ভাষায় এবং জনসাধারণের আবশ্যকীয় শিক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় প্রদান করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে।"

১৮৫৪ অব্দের অনুজ্ঞাপত্র এদেশের শিক্ষা কার্য্য সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এই অনুজ্ঞাপত্রের নির্দ্দেশানুসারেই দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থ সার্কেল পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হয়; বিদ্যালয়ে সাহায্য দান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় এবং বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বতন শিক্ষা

সভা উঠিয়া যায়, বিদ্যালয়ের কার্য্যাদি পরিদর্শনার্থ ডিরেক্টর, ইনেস্পেক্টর, প্রভৃতি নিযুক্ত হন।

১৮৫৭ অব্দে লর্ড ক্যানিং বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনার্থ দুই আইন প্রচার করেন। ঐ আইনের বিধানানুসারে উক্ত অব্দে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য সংখ্যা ত্রিশ জনের ন্যূন হইতে পারে না। তদতিরিক্ত এক জন সভাপতি ও এক জন সহকারী সভাপতি থাকেন, সভাপতিকে চান্সেলার এবং সহকারী সভাপতিকে বাইস চান্সেলার বলে। যখন যিনি গবর্ণর জেনারল থাকিবেন তিনি চান্সেলার হইবেন। গবর্ণর জেনারল সভ্যদিগের মধ্য হইতে দুই বৎসরের নিমিত্ত এক জন বাইসচান্সেলার নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সভ্য-(ফেলো Fellows) দিগকেও গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত নিযুক্ত হন না কিন্তু গবর্ণর জেনারল ইচ্ছা করিলে কোন সভ্যকে অবসৃত করিতে পারেন। চান্সেলার বাইসচান্সেলার এবং ফেলোদিগকে সমবেতভাবে, সিনেট কহে। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সিনেট সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। সাধারণতঃ সিনেটর-দিগের সভা বৎসরে একবার এপ্রিল মাসের তৃতীয় শনিবাসরে হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন বাইসচান্সেলার যখন সভা আহ্বান করেন তখনই হয়। ছয় জন সভ্য বাইসচান্সেলারকে অনুরোধ করিলেই সভা আহুত হয়। ছয় জন সভ্য এবং বাইসচান্সেলারকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সংঘটিত হয়। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য সাধারণ সভ্যদিগের দ্বারা এক বৎসরের নিমিত্ত মনোনিত হইয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়েকটী উপাধি দান করিয়া থাকেন—বি, এ, এম, এ; বি, এল; ডি, এল; এম, বি এবং এম, ডি। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের বৃত্তি ভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট আর কোন বৃত্তি নাই। প্রেমচাঁদ, রায়চাঁদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই লক্ষ টাকা দান করেন, তাহার সুদ হইতে বার্ষিক ১৮০০ টাকার একটী বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এদেশীয় নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
,, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, সি, এস, আই।

শ্রীযুক্ত মৌলবি আবদুল লতিফ খাঁ, বাহাদুর।
,, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
,, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ
,, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর।
,, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।
,, প্যারীচাঁদ মিত্র।
,, চন্দ্রকুমার দে, এম, ডি।
,, ভূদেব মুখ্যোপাধ্যায়।
,, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।
,, বাপুদেব শাস্ত্রী।
,, রাজা শিবপ্রসাদ, সি, এস, আই।
,, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।
,, কানাইলাল দে, রায় বাহাদুর।
,, তামেজ খাঁ, বাহাদুর।
,, দুর্গাচরণ লাহা।
,, গৌরদাস বশাখ।
,, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, মৌলবি কবিরদ্দিন আহম্মদ।
,, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
,, উমেশচন্দ্র দত্ত।
,, শ্যামাচরণ সরকার।
,, মান্যবর রমেশচন্দ্র মিত্র, বি এল।
,, মহারাজা যতীন্দ্রমোহম ঠাকুর।
,, রাজা জয়কৃষ্ণ দাস, সি, এস, আই।
,, মুন্সি রামচন্দ্র।
,, ঠাকুর গিরিপ্রসাদ।
,, বাবা খিমসিংহ বেদী।
,, আনন্দমোহন বসু, এম, এ, ব্যারিষ্টার।
,, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল।

শ্রীযুক্ত বিচারপতি মার্কবি সাহেব বাইসচানসেলার এবং শ্রীযুক্ত টনি সাহেব রেজিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্ত্রী-শিক্ষা।

স্ত্রীশিক্ষা ১৮১৮ অব্দে স্কুল সোসাইটীর সংস্থাপনাবধিই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের যত্ন হইয়া আসিতেছে স্কুল সোসাইটী নিজ ব্যয়ে কয়েকটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। কিন্তু অর্থাভাবে ঐ সকল বিদ্যালয় কিছু দিন পরে উঠিয়া যায়। ১৮২৪ অব্দে কুমারি কুক নামক একজন সদাশয়া রমণী বিলাত হইতে আগমন করেন; তাঁহারই যত্নে আবার কয়েকটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। তিনি নিরাশ্রয়া বালিকাদিগের নিমিত্ত একটা আশ্রম ও বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন তাহা প্রথমতঃ হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পারে সংস্থাপিত হয়, তৎপর আগড়পাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। হেদুয়ার পূর্ব্ব পারে তৎপরিবর্ত্তে সেন্ট্রাল স্কুল সংস্থাপিত হয়। ঐ স্থলে এক্ষণ খৃষ্টানদিগের স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয় আছে। ১৮৪৯ অব্দে বেথুন সাহেব বেথুন বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন এবং এদেশে যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা বাহুল্য রূপে বিস্তৃত হয়, তাহার নিমিত্ত যত্নিক হন। তৎকালের গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসিও স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ছিলেন, বেথুন সাহেবের মৃত্যু না হইলে এই সময়ে স্ত্রীশিক্ষার পথ অনেক পরিমাণে প্রশস্ত হইতে পারিত সন্দেহ নাই। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর অনেক দিন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কোন যত্নই হয় নাই। ১৮৬৭ অব্দে কুমারী কার্পেন্টার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বালিকা বিদ্যালয় সকলের দুরবস্থা দর্শন করিয়া শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন, এবং কলিকাতায় একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপনের নিমিত্ত অনেক চেষ্টার পর গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক এক সহস্র টাকা ব্যয় মঞ্জুর করান। কিন্তু ১৮৭১ অব্দের পূর্ব্বে উক্ত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে পারে নাই। আক্ষেপ এই এক বৎসর কাল উক্ত বিদ্যালয় স্থায়ী থাকিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগের অমনোযোগিতায় উঠিয়া যায়। ইহারই কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। গবর্ণমেন্ট-শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে, গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য দান করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই সকল স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ঢাকায় একটী স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ে ভদ্র বংশীয়া কোন রমণী প্রবেশ না করায় গবর্ণমেন্ট উহা উঠাইয়া দেন। তৎপর বয়স্থা কুলকন্যাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত তথায় আর একটী বিদ্যা-

লয় সংস্থাপিত হইয়াছে। রাজসাহীতেও একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তথাকার ছাত্রীরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশীয় নহেন। খৃষ্টধর্ম্ম যাজকগণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া হেতুয়ায় একটী স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয় চালাইতেছেন। এতদ্ভিন্ন এদেশীয় খৃষ্টান ভদ্র কন্যাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বৈঠক খানায় আর একটী বিদ্যালয় আছে, তাহাকে কুমারী হেগ্লির বিদ্যালয় বলে।

১৮৭৩ অব্দে কুমারী আকৃরয়েড (এক্ষণ মিসেস বেবারিজ) কর্ত্তৃক হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। যে প্রণালীতে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহা অভিনব হইলেও এদেশের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন পক্ষে বিশেষ ফলোপধায়ক। কুমারী আকৃরয়েড কার্য্যভার পরিত্যাগ এবং ইহার সুযোগ্য সম্পাদিকা মিসেস ফিয়ার স্বদেশ যাত্রা করায় ১৮৭৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে উক্ত বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। তবে, সুখের বিষয় এই, দুই মাস পরে—১৮৭৬ অব্দের জুন মাসে উক্ত বিদ্যালয়ের আদর্শে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাস কর্ত্তৃক বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যাহাতে নিয়মিত রূপে বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দানার্থে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার উপযোগী শিক্ষা দান রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন কুমারী চন্দ্রমুখী বসুর দৃষ্টান্ত বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী দিগকে উত্তেজিত করিয়াছে। বস্তুতঃ একথা যথার্থ নহে। কুমারী চন্দ্রমুখীর পরীক্ষা দানের কথা শ্রুতি গোচর হইবার অনেক পূর্ব্বে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় সংস্থাপনের সূত্রপাত হইতেই তাহার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এই শুভ সঙ্কল্প করিয়াছেন; বিশ্ব বিদ্যালয় স্ত্রী লোকদিগকে পরীক্ষা দান করিবার অধিকার প্রদান করিয়া তাহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবার উপায় এবং স্ত্রীশিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। বয়স্থা কুলকন্যাদিগের নিমিত্ত যে কয়েকটী বিদ্যালয় আছে, তাহার সুচারু রূপে কার্য্য পরিচালনার উপর স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা দান প্রণালী কুমারী বৃটেন এদেশে প্রকৃত রূপে প্রচলন করেন। তৎপর আরও কয়েকটী খৃষ্টীয় সমাজ হইতে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা দানের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করাই এই সকল মিসনের মুখ্য উদ্দেশ্য, স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষা দান করিতে তাহাদিগের বড় যত্ন নাই। এইরূপ অন্তঃপর স্ত্রীশিক্ষা দান প্রণালীর আদর্শে ১৮৬৩

অব্দে বিক্রমপুরে একটী স্ত্রীশিক্ষা দান সভা সংস্থাপিত হয়। এই সভার তত্ত্বাবধানে এক কালে ১১০ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করিতে ছিলেন; কিন্তু অর্থাভাবে অচিরাৎ এই সভার কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। বামাবোধিনী সভা সংস্থাপিত হওয়ায় স্ত্রীশিক্ষার অনেক সাহায্য হইয়াছে। এই সভার যত্নে কয়েক খানি স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার এবং অন্তঃপুরিকাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। ঢাকা ও বরিশালের অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা এই রীতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার অনেক সাহায্য করিতেছেন।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রীবৃত্তি দানের রীতি প্রথম প্রচলন করেন। উক্ত সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে গবর্ণমেন্ট এই পরীক্ষা গ্রহণ ও বৃত্তি দান রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারণের এই এক শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে, কর্ম্মকর্ত্তাগণ বিশেষ যত্নপর হইলে আশু সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

সাধারণলোকদিগের শিক্ষা।

সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার সুবিধা বিধানার্থ সার জে, পি, গ্রান্ট সাহেব পাঠশালার সাহায্য দান রীতি প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা সফল হইতে পারে নাই। তৎপর সার উইলিয়ম গ্রে সাহেবও যত্নপর হন, কিন্তু তিনি কোন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই শাসন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবশেষে সার জর্জ কেম্বেল সাহেব ১৮৭২ অব্দে পাঠশালায় সাহায্য দান রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া সাধারণ লোকদিগের শিক্ষা লাভের সুবিধা করিয়াছেন। পাঠশালা সকল এখন গবর্ণমেন্টের পরিদর্শনাধীন হইয়াছে।

পাঠশালা।

	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা।
হুগলি ও হাবড়া	২৩৮	৭৭৬১
বর্দ্ধমান	৫০৪	২১১৩৭
মেদিনীপুর	২৩২১	৪৫০৭৯

বীরভূম	২৫৭	৭৭২৬
বাঁকুড়া	২২৫	৬৮৩৫
২৪ পরগণা	৭৮৪	২৭১৩৮
নদিয়া	৩২৯	১৯৮১১
যশোহর	৪৩৭	১৫০৬৯
মুরসিদাবাদ	৩৩৫	৮৬৫২
রাজসাহী	২৮১	৭৯৫৭
পাবনা, মালদহ, বগুড়া, রঙ্গপুর	৯৬০	২৩১৪৯
দিনাজপুর	২১২	৪২৯৬
জলপাইগুড়ি	১২২	২৩৫৭
ঢাকা	৩০৮	১০৯৭২
ফরিদপুর	২৭৭	৮২৯০
বাখরগঞ্জ	৪৩২	১২৮৮৩
ময়মনসিংহ	৩২১	৯০১৪
ত্রিপুরা	২৭৭	৮০৯৪
সাহায্য-কৃত — চট্টগ্রাম	২০৯	৬১০৮
সাহায্য-কৃত — পার্ব্বত্য প্রদেশ	৭	৭৪
সাহায্য-কৃত — নোয়াখালি	১৬৮	৫৪৭৭
সাহয্য-কৃত নহে — চট্টগ্রাম	১৪৮০	২৯৯৫৩
সাহয্য-কৃত নহে — নোয়াখালি	১১৯২	১৪৮৬৪
পাটনা	২৫৯	৭৯৫৩
গয়া	৩৬৩	৯২৫৩
সাহাবাদ	৩২২	৭৩৪৬
সারণ	৩৩৮	৭৫২৪
ছাপরা	১৯৭	৫২৮৩
মজঃফরপুর	২৮৩	৬৫৯০
দ্বারভাঙ্গা	২২৯	৪৯৬২

ভাগলপুর	২৮৯	৫৮২৭
মুঙ্গের	২৫১	৭৪৪১
পুর্ণিয়া	২২৪	৫৫৭১
সাওতাল পরগণা	১৮৪	৪১৮০
মানভূম	২৬১	৬৫৯৫
হাজারিবাগ	২৬৫	৪৯৬৭
লোহারডাগা	২৭০	৬৫৯২
সিংহভূম	৮৫	৩৭১৮
কটক	৪৩৪	১১১৯৭
পুরী	১৫৭	
বালেশ্বর	২০৩	৪৮৪২

বিভাগ	মধ্যশ্রেণীর বঙ্গবিদ্যালয়	ছাত্র সংখ্যা	মধ্যশ্রেণীর ইঙ্গরেজি বিদ্যালয়	ছাত্র সংখ্যা
বর্দ্ধমান	২৮৩	১২৪৯৬	১২৪	৬২৯৭
রাজসাহী	১৪২	৫৮৭১	৫১	২৪৫৮
ঢাকা	২৮১	১২৮৬২	১৩৪	৭৯৬৫
চট্টগ্রাম	৩৫	১৫১১	২৬	১৩৪৫
পাটনা	১০৩	৪৯৩৪	৫০	৩০১১
ভাগলপুর	২৭	১১৭৭	৩০	১১২০
ছোটনাগপুর	৩৩	১৯৭৬	২১	১২০৮
উড়িষ্যা	৪২	১৫৪১	১৭	১০০৭

	উচ্চশ্রেণীর ইঙ্গরেজি বিদ্যালয়	ছাত্র সংখ্যা।
বর্দ্ধমান	৪৬	৭২২৭
প্রেসিডেন্সি	৪৭	৬৭৭৮
রাজসাহী	১৪	১৮৪৮
ঢাকা	১৬	৩৮৭১

চট্টগ্রাম	৪	৬৭৮
পাটনা	৯	২১০১
ভাগলপুর	৭	১০৯০
ছোটনাগপুর	৪	৫৫০
উড়িষ্যা	৩	——

গবর্ণমেণ্ট-কলেজ।

কলেজ			ছাত্রসংখ্যা
প্রেসিডেন্সি কলেজ		...	৩১০
হুগলি	,,	...	১২৯
ঢাকা	,,	...	১২৯
পাটনা	,,	...	৯২
কৃষ্ণনগর	,,	...	৬৪
কটক	,,	...	১৭
সংস্কৃত	,,	...	২৪
বহরমপুর	,,	...	৩১
বোয়ালিয়া	,,	...	২৬
মেদিনীপুর	,,	...	১৬

সাহায্যকৃত কলেজ।

সাহায্যকৃত কলেজ ৬টী ছাত্রসংখ্যা ৪১১

সেন্টজেবিয়ার্স	...	৫৮
ফ্রিচর্চ্চ	...	১০০
জেনারল এসেম্বলিস	...	১১৮
কেথিড্রালমিসন	...	৮০
ডবটন	...	১১
লণ্ডনমিসন	...	৪৪

সাহায্যকৃত নয়।

লামার্টিনিয়ার কলেজ	...	,,

মেট্রপলিটন	...	১৪৬
বাপ্টিষ্টমিসন (শ্রীরামপুর)	...	৯

প্রেসিডেন্সি কলেজের বি এ উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে গুণানুসারে নিম্নলিখিত সাতটী বৃত্তি এক বৎসরের নিমিত্ত প্রদান করা হয়।

বৃত্তি	মাসিক।
বৰ্দ্ধমান ছাত্রবৃত্তি	৫০)
দ্বারকানাথ ঠাকুরের	৫০)
বার্ড	৪০)
রায়েণ	৪০)
হিন্দু কলেজের তিনটী-প্রত্যেকটী	৩০)

বি এ পরীক্ষায় যে ছাত্র প্রথম হয়, তাহাকে ঈশানচন্দ্র বসুর মাসিক ৫০) ছাত্রবৃত্তি এক বৎসরের নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়া থাকে। সকল কলেজের ছাত্রেরাই এই বৃত্তি পাইতে পারেন।

১৮৭৫—৭৬ অব্দে গবর্নমেন্ট নর্ম্মাল স্কুলের সংখ্যা ৪২ এবং ছাত্র সংখ্যা ১৩৮১ জন ছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্টের ১৩৫০৭৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সম্প্রতি গবর্নমেন্ট-নর্ম্মাল স্কুলের সংখ্যা কমিয়া যাইয়া ৩২টী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১১টী সাহায্যকৃত নর্ম্মাল স্কুল আছে, এই ১১টী বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৬৪৭ এবং গবর্নমেন্টের ব্যয় ৯৩২১ টাকা

১৮৭৫—৭৬ অব্দে ১৮৪২৫জন বালিকা, গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধীন বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৬১০১ জন বালিকা বালকদিগের পাঠশালায় পড়িয়াছে। যাহারা শেষোক্ত পাঠশালায় পড়িয়াছে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত গবর্নমেন্টের ৪৫৬৭০ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে।

গবর্ণমেন্টের সাহায্যকৃত পাঁচটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় আছে, তাহা ছাত্রী সংখ্যা ৭৮ এবং গবর্নমেন্টের ব্যয় ৫৪২৮ টাকা।

আক্ষেপ এই সমগ্র বাঙ্গালায় গবর্নমেন্টের একটীর অধিক বালিকা বিদ্যালয় নাই। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৮৬টী মাত্র।

মুসমানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কয়েকটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে যথা—

কলিকাতা মাদ্রাসা পূর্ব্বে ইহাকে মাদ্রাসা কলেজ বলা হইত। কিন্তু এখান হইতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা মাত্র দেওয়া হয়, সুতরাং ইহাকে

কলেজ বলা সঙ্গত নহে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৬৩৪। ইহার সংস্রষ্ট আর একটী বিদ্যালয় আছে, তাহাকে কলিঙ্গা ব্রাঞ্চ স্কুল বলে, তাহার ছাত্র সংখ্যা ৩৫৭। এই উভয় বিদ্যালয়ে ৩৫৪১৫ টাকা গবর্ণমেন্টের ব্যয় হইয়াছে।

কলিকাতা ভিন্ন, হুগলি, রাজসাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা এই কয় স্থলেও এক একটী মাদ্রাসা আছে। এই কয়টী বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৯০১। হুগলীতে ৩৬০০ টাকা, রাজসাহীতে ৭০০০ টাকা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে দশ দশ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক সাহায্য করিয়া থাকেন। হাজি মহম্মদ মসিনের প্রদত্ত মূলধনের সুদ হইতে এই ব্যয়ের অধিকাংশ প্রদত্ত হয়।

ব্যবস্থা শাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত প্রেসিডেন্সি, হুগলী, কৃষ্ণনগর, ঢাকা এবং পাটনা কলেজে স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে, ছাত্রসংখ্যা ২২৬ এবং গবর্ণমেন্টর ব্যয় ১৪৫৮ টাকা।

বাঙ্গালায় একটী মেডিকেল কলেজ এবং চারিটী মেডিকেল স্কুল আছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্রসংখ্যা ২২৫, গবর্ণমেন্টের ব্যয় ১২০৫৭৭ টাকা শিয়ালদহ, ঢাকা, পাটনা এবং কটক মেডিকেল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা এক সহস্র এবং গবর্ণমেন্টের ব্যয় ৫১২৫২ টাকা।

পূর্ত্তকার্য্যাদি শিক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গালায় একটী মাত্র বিদ্যালয় আছে। কিন্তু তাহাও স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নহে, প্রেসিডেন্সি কলেজের শাখা মাত্র। উহাকে সিবিল এঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট বলে। ছাত্রসংখ্যা ১৫৪, গবর্ণমেন্টের ব্যয় ২৭০৯৩ টাকা।

বাঙ্গালায় একটী মাত্র শিল্প বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত। ছাত্রসংখ্যা ১৩৪।

সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতির কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ঢাকা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সংস্রবে একটী বিদ্যালয় আছে, ছাত্রসংখ্যা ৩১৫ তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ১০, বৈদ্য ৪, কায়স্থ ১৩ জন, তদ্ভিন্ন ডেরিতেও আর একটী বিদ্যালয় আছে। সম্প্রতি রাঁচিতে আর একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। চাইবাচা মডেল স্কুলে সূত্রধরের কার্য্য শিখিবার বন্দোবস্ত আছে। রঙ্গপুরের একটী সাহায্যকৃত বিদ্যালয়েও সূত্রধরের এবং কর্ম্মকারের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

বাঁকিপুরে একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। তাহাতে

কৃষিও শিল্পবিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইবে। স্থানীয় লোকেরা দুইলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার ৫০ হাজার টাকা বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণার্থ ব্যয় হইবে। অবশিষ্ট দেড়লক্ষ টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করা হইবে, তাহার সুদ ৬০০০ টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ৬০০০ টাকা একুনে এই বার হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রসংখ্যা।

বিভাগ	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র।
বৰ্দ্ধমান	১০৩৩১৮	৬৫৭১
প্রেসিডেন্সি	৭২১০৭	২৩০৭২
কলিকাতা	৭৭০৬	১২১৫
রাজসাহী	২২১৫০	২২৪০০
ঢাকা	৪৩১৩৮	১৭৫৯২
চট্টগ্রাম	৬৮৩৭	৬০৪৩
পাটনা	৪৯৯৩২	৬৩৮৯
ভাগলপুর	২০৭৭১	৪৫১৭
উড়িষ্যা	১৭১৬৮	১৪২৬
ছোটনাগপুর	১৫৮২৮	১১৩০

গবর্ণমেণ্ট সাহায্য।

	বিদ্যালয়ের সংখ্যা।	সাহায্যের টাকা।
কলেজ	৫	২০৯৯৭
উচ্চশ্রেণীর ইং বিদ্যালয়	৮১	৫১৭২৮
মধ্যশ্রেণীর ঐ	৪৪৭	১৩৬৭৯৯
ঐ বঙ্গ বিদ্যালয়	৬২৮	৯৩৭৬৩
নিম্ন শ্রেণীর ঐ	৩১৭	১৮০০৯
বালিকা বিদ্যালয়	২৮৯	৬১৫৬৩
নৰ্ম্ম্যালবিদ্যালয়	১৬	১৬২৫৭

গবর্ণমেণ্টের ব্যয়।

গবর্ণমেণ্ট কলেজ	২০০০৭৫
সাহায্যকৃত কলেজ	২২৭৯৬
উচ্চশ্রেণীর ইং বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের	১১৭১০৪
ঐ সাহায্যকৃত	৫৪০৮৭
মধ্যশ্রেণীর ইং বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের	১০৩৪৫
ঐ সাহায্যকৃত	১৫৭৩৭২
ঐ বঙ্গবিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের	৪৯৩৬৯
ঐ সাহায্যকৃত	১১১২৫৯
নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালা বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের	৩৬২৮
সাহায্যকৃত	৩২১৭৬
পাঠশালা ঐ	৩৯৯৪০৩
বালিকাবিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের	৫৪৩১
সাহায্যকৃত	৬৫১৩৮

বৃত্তি।

কলেজের বৃত্তি	
সিনিয়ার	২৭২৬৩
জুনিয়র	৪০৩৪২
উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ের বৃত্তি	
মাইনর	১০০৪৭
বাঙ্গালা বৃত্তি	৩৩২৩০
প্রাইমারি অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ের বৃত্তি	২০০৪৭

বাঙ্গালায় নানাবিধ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ যে স্থানীয় চাঁদা আদায় হইয়াছে তাহার সমষ্টি, ৪৯৫৭৯৫ টাকা এবং ছাত্রদত্ত বেতনের সমষ্টি ৯৮৭৭৫৬ টাকা, শিক্ষা কার্য্যে সর্ব্ব প্রকারে যে ব্যয় হইয়াছে তাহার সমষ্টি ৩০০৪৯৩২ টাকা।

সমগ্র বিদ্যালয়ের সংখ্যা।

বিভাগ		বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা।
বর্দ্ধমান	বর্দ্ধমান	৭১৮	২৭১৬৫

	বাঁকুড়া	৩১৬	১০১১৮
	বীরভূম	৩৬৩	১০৮৩৯
	মেদিনীপুর	২৪৬৬	৪৯৭৩৩
	হুগলী এবং হাওড়া	৪৭২	২১৬০৩
	সমগ্র সংখ্যা	৪৩৩৫	১১৯৪৫৮
প্রেসিডেন্সি	চব্বিশপরগণা	১৩৬৪	৪৭০০০
	নদিয়া	৮২৭	২৮৮৯৯
	যশোহর	৭৯০	২৬২৪২
	মুর্শিদাবাদ	৫০৬	১৪৬৬৪
	সমগ্র সংখ্যা	৩৪৮৭	১১৬৮০৫
	কলিকাতা	২৭৮	২০৭৫২
রাজসাহী	রাজসাহী	৩১৯	১০০৫১
	দিনাজপুর	২৫৬	৫৫২৫
	মালদহ	১২৭	৪৩৫৮
	বগুড়া	১২২	৩৬৯৫
	রংপুর	৫২৫	১১০৯০
	পাবনা	২৮৫	৯৬৬৫
	জলপাইগুড়ি	১৫৩	৩২৬৩
	দারজিলিং	৪৬	৯৯৪
	সমগ্র সংখ্যা	১৮৩৩	৪৮৬৪১
উড়িষ্যা	কটক	৪৬৬	৯৬০৪
	পুরি	১৯০	৪৩৮৪
	বালেশ্বর	২১৪	৬১১৮
	সমগ্র সংখ্যা	৮৭০	২০১০৬
ছোটনাগপুর	হাজারিবাগ	২১৪	৪৮০৩
	লোহারডাগা	২৮৪	৭৬৬৬
	সিংভূম	৯০	৪৪৬৭

	মানভুম	২৪৬	৭১৮৭
	সমগ্র সংখ্যা	৮৩৪	২৪১৫৩
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	২৩০	৮৪৬২
	নোয়াখালি	১৯৭	৬৬৪০
	চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় প্রদেশ	৩০	৪৪৯
	সমগ্র সংখ্যা	৪২৭	১৫৫৫১
ঢাকা	ঢাকা	৪৭২	২১২১৪
	বরীশাল	৪৯৯	১৬৯২৯
	ফরিদপুর	৩১৮	১২১৭৩
	মৈমনসিং	৪০৪	১৩১৫৪
	ত্রিপুরা	৩১৯	১০৪৫৮
	সমগ্র সংখ্যা	২০৫২	৭৩৩২৮
পাটনা	পাটনা	৩৩৩	১১০৭৭
	গয়া	৩৮২	১০৫২৮
	সাহাবাদ	৪০৫	১০১৮৫
	সারণ	৪১৭	৯২৯৩
	চম্পারণ	২০৭	৫৬৯৪
	মজঃফরপুর	৩০৭	৭৯৫০
	দরভাঙ্গা	২৫১	৬৩১৭
	সমগ্র সংখ্যা	২৩০২	৬১০৬৪
ভাগলপুর	ভাগলপুর	৩৪১	৭৮২১
	মুঙ্গের	৩০৩	৮৯৮২
	পূর্ণিয়া	৩৮৫	৭৯৫৫
	সাঁওতাল পরগণা	২৫২	৫৯৭৭
	সমগ্র সংখ্যা	১২৮১	৩০৭৩৫

কৃষি তত্ত্ব।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পূর্ব্বাপর যে সকল কৃষি দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে পাঠকবর্গের রুচিকর হইবে এমত বোধ হয় না। ঐ সকল দ্রব্যের কোনটী কোন্ স্থলে জন্মিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের উৎপাদন প্রণালী কি তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তবে কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে, আমাদিগের জাতীয় ধন সম্পত্তির কতক পরিমাণে অবধারণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু এপর্য্যন্ত এবিষয়ের কোন সঠিক সংবাদ পাইবার উপায় হয় নাই, এবং যত দিন প্রতি জেলায় ও প্রতি পরগণায় কৃষি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ সকল সমাজ হইতে ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ না হইবে সে পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে কোন প্রকার নিশ্চয় সংবাদ জানিতে পারা যাইবে না। সুতরাং সাধারণে যাহা অবগত আছেন, তাহা বিবৃত করা অপেক্ষা, যে সকল কৃষি দ্রব্যের চাস এদেশে নূতন আরম্ভ হইয়াছে অথবা প্রকৃত ব্যবহার অনবগত থাকা নিবন্ধন পূর্ব্বে যাহার চাস সম্বন্ধে কোন যত্ন করা হয় নাই কিন্তু এক্ষণে তাহার নূতন চাস আরম্ভ হইয়াছে, এমন দ্রব্য সকলের বিবরণ অধিকতর তৃপ্তিকর হইতে পারে।

ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য যে, ইংরেজেরা বাণিজ্য উপলক্ষেই এদেশে প্রথম আগমন করেন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান স্থান, সুতরাং কৃষি দ্রব্যই এদেশের বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ। এমতাবস্থায় কৃষি দ্রব্যের প্রতি যে ইংরেজদিগের দৃষ্টি পতিত হইবে তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনাধীন হওয়ার পূর্ব্বে এবিষয়ে তাহাদিগের কিছু করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহারা রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবার অব্যবহিত পর হইতেই যে এবিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৬৯ অব্দে তাঁহারা রেশমের উন্নতিসাধন কল্পে প্রবৃত্ত হন। ইটালিতে যে প্রণালীতে রেশম উৎপন্ন ও সূত্র গ্রহণ করা হয়, ঐ সময়ে বঙ্গদেশে সেই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্বয়ং রেশমের কুঠি করিয়া এই কারবারে প্রবৃত্ত হন। ১৭৭২ অব্দে এই নূতন প্রণালীতে উৎপন্ন রেশম ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তদবধি তথায় ইহার যথেষ্ট আদর হইয়াছে। ১৮৩৩ অব্দে কোম্পানি বাণিজ্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে কোম্পানিকে রেশমের কারবারও ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহার পর হইতে অপর লোকে রেশমের কারবার

আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা এপর্য্যন্ত আর কোন উন্নতি হয় নাই।' গত ত্রিশ বৎসরে প্রায় এক সমপরিমাণ রেশমই রপ্তানি হইতেছে, প্রতি বৎসর প্রায় ১৮০০০ মন রেশম বিদেশে যাইয়া থাকে। বঙ্গদেশ এবং আসামেই প্রধানতঃ রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে, মধ্য প্রদেশের মধ্যে সতীশগড়েও বিস্তর তসরের সূতা উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালার রাজসাহী, মুরসিদাবাদ, মালদহ, বীরভুম প্রভৃতি কয়েকটী জেলাই রেশমের প্রধানউৎপত্তি স্থান। এক বীরভুমেই বৎসরে প্রায় ষোল লক্ষ টাকার রেশম উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের আরও অনেক স্থানে রেশম উৎপন্ন করিবার যত্ন হইতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রায় আর কোথাও বিশেষ ফল লাভ হয় নাই। সম্প্রতি কাশ্মীরে রেশমের চাস আরম্ভ হইয়াছে। তাহা হইতে বিস্তর রেশম উৎপন্ন হইতেছে। তথাকার প্রধান বিচার-পতি শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের এক মাত্র যত্নই কাশ্মীরের এই নূতন সৌভাগ্যের মূল।

গোল আলু—সাহেবেরা বিলাত হইতে বীজ আনাইয়া এদেশে গোল আলু জন্মাইয়াছেন বলিয়া গোল আলুকে লোকে সাধারণতঃ বিলাতি আলু বলিয়া থাকে। কমাউন, গড়ওয়াল, কাঙরা, ডেরাডুন প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং সাহারণপুর, মিরাট, কানপুর, বুলন্দসহর ও ফতেগড়ে যথেষ্ট পরিমাণে আলু জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালার অনেক স্থলেও আলুর চাস হয়। বিলাত হইতে প্রতি বৎসর সতেজ বীজ আনাইয়া রোপণ করিলে আরও ভাল আলু জন্মিতে পারে।

তুলা—যে বৎসর আমেরিকায় অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হয়, তদবধি এদেশে তুলার চাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে আমেরিকা হইতে তুলার বীজ আনাইয়া রোপণ করাতে অতিশয় উপকার হইয়াছে। ভারত-বর্ষে তুলার চাস দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে; সমগ্র ভারতবর্ষে দুই কোটি পচিশ লক্ষ বিঘা ভূমিতে তুলার চাস হইতেছে। তন্মধ্যে এক বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এক কোটি বিশ বিঘা ভূমির চাস হইয়া থাকে। বৎসরে ১৫ লক্ষ গাঁইট তুলা বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশে এখন অনেক গুলি তুলার কল চলিতেছে; দেশীয় লোকদিগের দ্বারা ইহার অনেক গুলি কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানান্তরে ঐ সকল কলের বিষয় উল্লেখ করা গেল।

পাট—পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, পুর্ণিয়া, জলপাই-

গুড়ি, বগুড়া, ঢাকা, হুগলী, এবং চব্বিশ পরগণায় পাট বিলক্ষণ জন্মিয়া থাকে। প্রতি বিঘায় পাট সাধারণতঃ ৫মণ জন্মিয়া থ.কে, কিন্তু ভাল জমিতে ছয় মন পর্য্যন্ত জন্মিতে দেখা যায়। উচ্চ ভূমিতে পাট ভাল ও অধিক জন্মিয়া থাকে। ১৮২৮ অব্দে বিদেশে ছয় শত টাকার পাট মাত্র রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার পাট বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। সুতরাং ৫০ বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে প্রজাদিগের পরিশ্রম ও যত্নে এক বিস্তৃত বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

শোণ—পঞ্জাব, কমাউন, গড়ওয়াল, প্রদেশে এবং বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে শোণ জন্মিয়া থাকে। এক্ষণ বৎসরে প্রায় চারি লক্ষ মণ শোণ উৎপন্ন হইতেছে।

রিহা—আসাম ও রংপুর প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ইহার সূত্র গ্রহণ করা অতিশয় কষ্টকর। যাহাতে কলে সূত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা হইতেছে। যে কোন ব্যক্তি ভাল কল প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবেন, গবর্ণমেন্ট তাহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরষ্কার দিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রিহার মন বিলাতে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতে পারে।

খর্জ্জুর বৃক্ষ—যশোহর, নদিয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সম্প্রতি অযোধ্যা প্রদেশে ইহা প্রচুর রূপে জন্মাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, পারস্য সাগরের উপকূল ভাগ হইতে বীজ ও কলম আনাইয়া রোপণ করা হইতেছে। এরূপ করাতে অযোধ্যায় খর্জ্জুর বৃক্ষ সকল বিশেষ সতেজ হইতেছে। উক্ত উপকূল ভাগ হইতে বীজ ও কলম আনাইয়া বঙ্গদেশে রোপন করিলে এস্থানের খর্জ্জুর বৃক্ষের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

তামাক—১৬০৫ অব্দে আকবর সাহের শাসন সময়ে ভারতবর্ষে তামাকের ব্যবহার ও ক্রমে চাস আরম্ভ হয়। ১৮২৯ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মেরিলাণ্ড ও বার্জ্জিনিয়া হইতে বীজ আনাইয়া এদেশে রোপন করেন, তাহার ফল বিলক্ষণ সন্তোষ জনক হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজে উৎকৃষ্ট তামাক জন্মিয়া থাকে। তথা হইতে প্রায় ছয় লক্ষ টাকার তামাক প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। সম্প্রতি সিরাজ ও মানিলার তামাকের বীজ আনাইয়া রোপণ করা হইতেছে

তাহার ফল অতিশয় ভালই হইতেছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তামাক উৎপাদন ও প্রস্তুতী করণের উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত না হইতেছে, তত দিন ভারবর্ষীয় তামাক বিদেশে আদৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, মানিলা হইতে দক্ষ লোক আনাইয়া ভারতবর্ষীয় তামাকের উন্নতি সাধন করিবেন।

কেরোলিনা ধান্য—১৮৬৮ অব্দ হইতে এদেশে কেরোলিনা ধান্য উৎপাদন করিবার যত্ন হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত যত্ন সফল হয় নাই। কেরোলিনা ধান্য আমাদের দেশের ধান্য হইতে উৎকৃষ্ট। ইহা এদেশে জন্মাইতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। গবর্ণমেন্ট আরও কিছু দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন।

নীল—নীলের চাস বাঙ্গালা দেশেই প্রধানতঃ হইয়া থাকে। বেহারের ত্রিহুত, ছাপরা, শারণ এবং বঙ্গদেশের মালদহ, মুরসিদাবাদ রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে এখনও বিস্তারিত রূপে নীলের চাস হয়। বৎসরে প্রায় তিন কোটি টাকার নীল বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

কাফি—১৮৪০ অব্দে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত উইনাদে প্রথম কাফির চাস আরম্ভ হয়। এখন দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত চাস আরম্ভ হইয়াছে। ইহার দ্বারা রাজ্যের বিলক্ষণ ধন বৃদ্ধি হইবার উপক্রম হইয়াছে।

চা—১৮২৬ অব্দে এক জন সাহেব আসামের অরণ্যে প্রবেশ করিয়া চার গাছ দেখিতে পান এবং তিনি কয়েকটী গাছ লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ১৮৩৪ অব্দে উক্ত সাহেবকে পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেন্ট আসামে একটী চা বাগান করিলেন। ১৮৩৭ অব্দে চীন হইতে চার বীজ ও তৎসঙ্গে কয়েক জন কর্ম্মদক্ষ লোক আনাইয়া বাগানের কার্য্য আরম্ভ করা হইল। এই সময়ে আসাম-চা-কোম্পানির সৃষ্টি হয়। গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে নিজ বাগানের তিন ভাগের দুই ভাগ ছাড়িয়া দিলেন। অনেক দিন কোম্পানি কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্রমে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, আরও অনেকগুলি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন প্রায় ২৫ লক্ষ বিঘা ভূমি চা-করদিগের অধিকারভুক্ত এবং প্রায় লক্ষ বিঘা ভূমিতে চা উৎপন্ন হইতেছে। বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকার চা উৎপন্ন হয়। আসাম, কাছাড়, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, দারজিলিং, কমাউন, কাঙ্গরা দেরাদুন প্রভৃতি স্থানে চা জন্মিয়া থাকে।

• সিনকোনা যে বৃক্ষের ত্বকে কুইনাইন জন্মে তাহাকে সিন্‌কোনা কহে। ১৮৬০ অব্দে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে চারা আনাইয়া ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে রোপণ করা হয়। এই চাসে গবর্ণমেন্টের প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। নীলগিরি পর্ব্বতে এবং দারজিলিং প্রদেশে গবর্ণমেন্ট সিন্‌কোনার চাস করিতেছেন। সিন্‌কোনা বিক্রয় দ্বারা এক্ষণে গবর্ণমেন্টের বৎসরে দুই লক্ষ টাকার অধিক আয় হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয় এবং এদেশীয় কোন কোন ব্যক্তি সিন্‌কোনার চাস করিতেছেন। ত্রিবাঙ্কোর এবং উইনাদেই এই রূপ চাস অধিক হইতেছে।

ইপিকাকোয়েনা—১৮৭৪ অব্দ হইতে ইপিকাকোয়েনার চাস দারজিলিং ও সিকিমের সন্নিহিত হিমালয় প্রদেশে আরম্ভ হইয়াছে।

রবর—আসাম প্রদেশে অনেক রবরের গাছ আছে, তাহা হইতে বিস্তর রবর জন্মিয়া থাকে। রবরের মণ সাধারণতঃ ৪০ হইতে ৫০ টাকা দরে বিক্রয় হয়। গবর্ণমেন্ট ব্রাজিল প্রভৃতি স্থান হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় রবরের গাছ আনাইয়া এদেশে রোপণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক জেলায়ই রবরের গাছ জন্মাইতে পারা যায়। রবর সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ যাঁহারা অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা ব্যবসায়ী নামক মাসিক পত্র দর্শন করিবেন।

তুলার পর রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চাউলই প্রধান। ৫৭০১৪৩৯০ টাকার চাউল রপ্তানি হইয়াছে। অধিকাংশ চাউল ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশ হইতে এক্ষণে বিস্তর পাট বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রায় পাঁচ কোটি টাকার পাট রপ্তানি হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে যে সকল পাটের কল সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রস্তুত করা থলিয়া, চট প্রভৃতিতে বৎসরে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা বিদেশে প্রেরিত হয়। বরাহনগর, কাশীপুর, ফোর্ট গ্লসটার, বজবজে, রিষড়ে, চাপদানি, শিবপুর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে পাটের কল আছে।

ভারতবর্ষ হইতে ১৫৭৭৬৯১০ টাকার চা, ১১২৮৫৪৯০ টাকার কাফি, ৩৪২৬৮২৪০ টাকার নীল, ৪৯২৭৪৩০ টাকার চিনি, ১৪৩৭৬০০ টাকার রবর এক বৎসরে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

চামড়ার কারবার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ৮৩৮০৪২০ টাকার চামড়া বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে যে মূল্যের দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, তদতিরিক্ত আরও অনেক টাকার দ্রব্য স্থলপথে বিদেশে প্রেরিত হয়। আফগানিস্থান, তুর্কিস্থান ও তিব্বতে যে সকল দ্রব্য প্রেরিত হইয়া থাকে, ১৮৬২ অব্দে ডেবিস সাহেব তাহার মূল্য এক কোটি টাকা নির্দ্দেশ করেন। এক্ষণে যে ইহা অপেক্ষাও অধিক টাকার দ্রব্য প্রেরিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। ১৮৬৭ অব্দ হইতে পূর্ব্ব তুর্কিস্থানের সহিত বাণিজ্য আরম্ভ হইয়াছে। তথায় বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে। আসিয়ার মধ্যভাগে বাণিজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট যত্ন করিতেছেন, ক্রমে তথায় বাণিজ্য বিস্তারের যত সুবিধা হইবে, ততই এদেশের বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকিবে।

খনিজ দ্রব্য।

ভারতবর্ষের খনিজ সম্পত্তির মধ্যে পাথুরিয়া কয়লা, সৈন্ধবলবণ এবং লৌহ সর্ব্ব প্রধান। ১৭৭৪ অব্দে প্রথম কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয় এবং ১৭৭৫ অব্দে তাহা হইতে কয়লা বাহির করা আরম্ভ হয়। কিন্তু ডাক্তার ওল্ডহাম ও তাঁহার সতীর্থ ভূতত্ত্ববিৎ অসাধারণ যত্নেই ভারতবর্ষের বিস্তৃত কয়লার খনি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক ২৫ বৎসর হইল, তাঁহারা এই আবিষ্করণ কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাদিগের যত্নে এক্ষণে নির্ণীত হইয়াছে, কয়লার খনি যে যে স্থানে আছে, তাহার পরিমাণ সমষ্টি ৩৫ সহস্র বর্গমাইল হইবে। ৪৪টি কয়লার খনি হইতে এক্ষণ কয়লা উত্তোলন করা হইতেছে। দামোদর নদের সন্নিহিত প্রদেশেই অধিকাংশ কয়লার খনি দেখিতে পাওয়া যায়। নর্ম্মদা এবং গোদাবরী প্রদেশেও কতগুলি কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আসামেরও কোন কোন স্থানে কয়লার খনি আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই, গবর্ণমেন্ট আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। সুয়েজের খাল খোলা অবধি এদেশীয় কয়লার কারবারের কিছু ক্ষতি হয়, এবং বিলাতি কয়লার অধিক আমদানি হইতে থাকে। সম্প্রতি এ অবস্থার কতক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এদেশীয় কয়লা বিলাতি কয়লা অপেক্ষা গুণে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও দামে অধিক সস্তা, সুতরাং এ দেশে রেলওয়ে প্রভৃতিতে অধিক পরিমাণে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রদেশের সালেম বিভাগে অনেক গুলি লৌহের খনি আছে। মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত লোহার নামক স্থানেও দুইটী বড় লৌহের খনি আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন, ইহার একটীর কেবল মাত্র উপরিভাগে এক কোটি ৩৫ লক্ষ মন লৌহ পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বুন্দেলখণ্ড এবং নর্ম্মদা প্রদেশে বিস্তর লৌহের খনি আছে। রাণীগঞ্জ এবং দামুদা কয়লার খনিতে কর্দ্দম মিশ্রিত যে লৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায় শতকরা তাহার ৩৯ ভাগ লৌহ। কমাউন প্রদেশেও বহুদূর ব্যাপী লৌহ খনি আছে। ইংরেজেরা এদেশে লৌহ প্রস্তুত করিবার এপর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কোনটীই সফল হয় নাই। সালেম প্রদেশে ১৮৩৩ অব্দে একটী কারখানা খোলা হয়, কিন্তু তাহাতে লাভ না হইয়া ক্ষতি হইতে থাকে, অবশেষে কারখানা বন্ধ করা হয়। ১৮৫৭ অব্দে কমাউনে আর একটী কারখানা সংস্থাপিত হয়, কিন্তু তাহাতেও গবর্ণমেন্টের ক্ষতি হওয়াতে ১৮৬৩ অব্দে তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। কলিকাতার এক জন ইংরেজ বণিক বীরভূমে একটী কারখানা খুলিয়াছিলেন, তাঁহারও লাভ না হওয়ায় তিনি তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। নর্ম্মদা প্রদেশে গবর্ণমেন্ট যে কারখানা খুলিয়াছিলেন, অনেক চেষ্টার পর তাহা হইতে লাভের সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু এমন সময়ে গবর্ণমেন্ট হঠাৎ তাহা বন্ধ করিয়াদিলেন। সম্প্রতি বিলাতে লৌহের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় গবর্ণমেন্ট পুনরায় কারখানা খুলিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। রাণীগঞ্জে প্রথম কারখানা খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

পঞ্জাবে সিন্ধু নদের সন্নিহিত প্রদেশে বিস্তর লবণের খনি আছে। ঐ সকল নিঃশেষিত হইবার নহে। সিন্ধু নদের সন্নিহিত প্রদেশ হইতে খনিজ লবণ উৎখাত হয় বলিয়াই উহাকে সৈন্ধব লবণ বলিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের কমাউন, গড়োয়াল এবং সিকিম প্রদেশে তাম্র খনি আছে। বঙ্গদেশের সিংহভুম বিভাগেও ৮০ মাইল ব্যাপী তাম্র খনি আছে।

স্বর্ণ ভারতবর্ষের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোথাও স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হয় নাই। স্রোতঃস্বতীর জল স্রোতে অল্প অল্প স্বর্ণ রেণু ভাসিয়া আসে, লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমেও পাঁচ ছয় আনা মূল্যের অধিক স্বর্ণ সংগ্রহ করা যায় না।

বাণিজ্য।

ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশ ভারতবর্ষেই ব্যয় হইয়া থাকে, অথচ অন্তর্ব্বাণিজ্যের সঠিক বিবরণ অবগত হইবার উপায় নাই। কেবল বিদেশে যাহা প্রেরিত হয় তাহার মূল্য মাত্র নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। এক বৎসরে ১০২৪৮৫৬৯৭০ টাকার সামুদ্রিক বাণিজ্য হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮৬৪৮৮০৫৬০ টাকার দ্রব্য বিদেশীয় বাণিজ্যে আমদানি রপ্তানি হইয়াছে, আর অবশিষ্ট টাকার দ্রব্য ভারতবর্ষের এক বন্দর হইতে অপর বন্দরে সমুদ্রপথে নীত হইয়াছে। আমদানী দ্রব্যের মূল্য ৫১২২৭৪৯৫০ টাকা, রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ৩১২৬০৫৬১০ টাকা। তুলা ও আফিঙ্গের রপ্তানি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে চীনে যে সকল দ্রব্য প্রেরিত হয়, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আফিঙ্গের মূল্যই অধিক, এক বৎসরে ১০৫২৯৬৭৩০ টাকার আফিঙ্গ, ১১৮৫৬৮৪০ টাকার তুলা, ১১২১৫৭০ টাকার চাউল প্রেরিত হইয়াছে। চীন হইতে ১৩৫৫১৭১০ টাকার দ্রব্য ভারতবর্ষে আসিয়াছে; তন্মধ্যে ৫১৯৯৪৮০ টাকার রেশম এবং ২০১৭৮১০ টাকার চা। বিদেশে যে মূল্যের বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে, তাহার পাঁচ ভাগের দুই ভাগ বাঙ্গালা হইতে প্রেরিত। সুতরাং বোম্বাইকে বাঙ্গালা এবিষয়ে পরাস্ত করিয়াছে; কিন্তু বোম্বাইয়ের আর এক বিষয়ে প্রাধান্য আছে। ভারতবর্ষের এক বন্দর হইতে অপর বন্দরে যে মূল্যের দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বোম্বাই ৬৪৭৫৩৬৯০ টাকা মূল্যের দ্রব্য বাঙ্গালা ৫৭৭২১৮৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্য মান্দ্রাজ ৩৮৮৪৯৮৪০ টাকা মূল্যের দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তুলাই সর্ব্ব প্রধান। কিন্তু তুলার রপ্তানি ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে তুলার কলের সৃষ্টি হওয়ায় তুলা বিদেশে অধিক পরিমাণে প্রেরিত হইতেছে না। গত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ৪০টী তুলার কল স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৬৩ অব্দে বোম্বাইয়ে প্রথম তুলার কল স্থাপিত হয়। বাঙ্গালার মধ্যে বাউড়িয়া ও ঘুসড়িতে দুইটী তুলার কল আছে, কিন্তু তাহার কোনটীতেই বস্ত্রবয়ন করা হয় না, কেবল সূত্র নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। এই উভয় কলই বিদেশীয় লোকের। বোম্বাইতে দেশীয় লোকদিগের অনেক গুলি কল আছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। এতদ্ব্যতীত মহারাজা

হলকার নিজ রাজ্যে একটী কল স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিস্তর লাভ হইতেছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সূতা ও কাপড়ের কল।

নাম ও স্থাপনেরবর্ষ	মূলধন	প্রতি অংশের মূল্য	গত ডিবিডেণ্ড
অ্যালবর্ট ১৮৬১	৮,০০,০০০	২০০০	১৫০ প্রতি অংশ

ডিরেক্টর গণ।

দিনসা মানকজীপেটিট-সভাপতি; ত্রিভুবন দাস যাদবজী, লক্ষ্মীশঙ্কর হরিপ্রসাদ, পালোনজী দ্রামজী, ফ্রামজী দিনসা পেটিট, দামোদর দাস তাপিদাস, জাহাঙ্গীর হরমসজী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

সিওএফ্ দিনসাজী, মেনেজর জাহাঙ্গীর হরমসজী।

অ্যালেকজাণ্ড্রা ১৮৭১	৯৬৮৭৫০	১২৫০	১২৫ প্রতি অংশ

ডিরেক্টর গণ।

কেশবজী নাইক-করসেটজী নসরবানজী কামাঘেনাভাই পদমসী লালচাঁদ [illegible]।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

নরসী কেশবজী নাইক, মেনেজার, — মঞ্চরজী সিরভ্নগর।

অ্যালফ্রেড	৪,০০,০০০	১০০০

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

গ্রিভস্, কটন এবং কোং।

অ্যালয়েন্স ১৮৭৪	১৫০০,০০০	২৫০০	১০০ ষ থ্মাসিক

ডিরেক্টরগণ।

তাপিদাস বর্জ্জদাস, কাসমভাই ধরমসী তুলসীদাস বর্জ্জদাস, নানাভাই গইরামজী জিজিভাই, দয়াল রত্নসী, শীবরাম পুরুষোত্তম।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

তাপিদাস বর্জ্জদাস এবং কোং।

ভাউ নগর	৯,০০,০০০	২০০০

ডিরেক্টর গণ।

এ, বি, ফরবস; ডব্লিউ, এফ ন্যাপ; জন গরডন্।

এজেণ্ট খাজাঞ্চী।

ফরবস্ এবং কোং।

বোম্বাই পাটের কল ১৮৭৪ ৬,০০,০০০ ২০০০

ডিরেক্টর গণ।

সরিফ সলে মহম্মদ, লক্ষ্মীশঙ্কর হরিপ্রসাদ দিনসা মানকজী পেটিট, হিরজী জাহাঙ্গীর রেডীমনী, আর্দ্দেসর বামনজী কাকা, হনুমন্তরামপেটিট।

এজেণ্ট খাজাঞ্চী।

হিরজী জাহাঙ্গীর রেডীমনী, মেনেজর।

বোম্বাই

এজেণ্ট খাজাঞ্চী।

মেনেজর মির্জা আহমেদ, এজেণ্ট তায়াবজী এবং কোং।

বোম্বাই ইউনাইটেড ৯০০০০০ ১০০০ শতকরা ১৩ টাকা

ডিরেক্টর গণ।

করসেটজী নসরবানজী কামা, জয়রাজমুকুঞ্জী ডিকুসাবাবা, মাধবজী ধরমসী, মোবাবজা গোকুলদাস, সিতায়াবজী।

এজেণ্ট গণ।

সেক্রেটরী সোরাবসা ডোসাভাই।

বরোচ ১৮৭০

ডিরেক্টরগণ।

জন ডিকসন্, মাধবজী ধরমসী, করসেটজী জাহাঙ্গীর তারাচাঁদ, মেহেরবানজী নসরবানজী পাটেল, করসেটজী মানকজী সেটনা, দরাবজী ফামজী পাণ্ডে।

এজেণ্ট খাজাঞ্চী।

মেহেরবানজী ফ্রামজী পাণ্ডে এবং কোং।

নিউকুলাবা ১,২০,০০,০০০ ৩০০০ ২৫ প্রতি অংশ ষাণ্মাসিক

ডিরেক্টরগণ।

ই, এম, ফোগো, দিনসা মানকজীপেটিট, সি, এফ, ফ্যারান্, এন্ এম ওয়াডিয়া, জি ম্যাথিউ, এফ্ এফ্ হেনরী, নানাভাই বাইরামজী জিজিভাই, জে এফ ফরবস্, তাপিদাস বর্জ্জদাস হরকিসন্দাস নরোত্তম দাস, কে, আর, কামা।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

রিমিংটন এবং কোং।

করলা ১৮৭৪ ১০,০০,০০০ ১০০০

ডিরেক্টর গণ।

আর্দ্দেসর হরমসজী, ই, ডি স্যাসুন, জে ম্যাকফারলেন, নসরবানজী আর্দ্দেসর হরমসজী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

বি এবং এ হরমসজী মেনেজর, জেমস্ ককস্ বি।

কুলাবা ১৮৭৩ ৯,০০,০০০, ১০০০ ১০০

ডিরেক্টর গণ।

কেশবজী নাইক, করসেটজী নসরবানজী কামা, লালচাঁদ খেনগর, ঘেলাভাই পদমসী, নরসী কেশবজী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

সেক্রেটরী নরসী কেশবজী, মেনেজর ই উলিয়মস্।

নিউ ধরমসী পুঞ্জভাই ১৮৭৪ ৬০,০০,০০০ ২০০০ দুইবৎসরে লাভ প্রায় ৬ লক্ষ টাকা

ডিরেক্টর গণ।

লাল চাঁদ খেনগর, নসরবানজী মেহেরবানজী পাণ্ডে, মাধবজী ধরমসী মোরারভাই বৃজভূকলদাস ভবানজী খুসালচাঁদ।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

সেক্রেটরী মাঞ্চারসা বাজোলজী মেনেজর, আহমেদ সমজী।

ক্রেমিং ১৮৭৪ ১৮,৭৫,০০ ১২৫০ ১৭০ প্রতি অংশ

ডিরেক্টর গণ।

করসেটজী নসরবানজী কামা, লাল চাঁদ খেনগর, কেশবজী নাইক, ঘেলাভাই পদমসী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

নরসী কেশবজী।

নিউ গ্রেট ইষ্টারন্ ১৫,০০,০০০ ১০০০ শতকরা ১৬)

ডিরেক্টরগণ।

নানাভাই বাইরামজী জিজিভাই, মাঞ্চারজী নৌরজী বালাজী, হরমসজী

নৌরজী সুক্রাতওয়ালা। আর্দ্দেসর ডোসাভাই মুন্সী, দয়াশঙ্কর বিউলজী শামজী যাদবজী, সুন্দরদাস যাদবজী ভাই জীবনজী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

মঞ্চরজী নৌরজী বালাজী।

হিন্দুস্থান	১০০০০০	১০০০

ডিরেক্টরগণ।

দামোদর ঠাকুরজী, রতনসী খিমজী, বিন্দ্রাবনদাস রামজী কারসনদাস ছল্লু, রামজী লক্ষীদাস।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

ঠাকুরসী মুলজী এবং কোং।

জাফর আলী ১৮৬২ (সুরাট)	৬৭০,৭৫০ ·	৫০০ ও ২৫০	৫০ প্রতিঅংশ

ডিরেক্টরগণ।

মিরসাদদ আলমখাঁ, দয়াভাই সবইচাদ উকীল, যমুনাদাস পরভু দাস উকীল, করসেটজী কাওাসজী দলাল, যমুনাদাস পরমানন্দ দাস, জেমসেটজী কাওাসজী এনচী, মোটাভাই পেস্টনজী ঈশ্বরদাস যোগজীবন দাস, দৌলতরাম উত্তমরাম।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

মেনেজর জন চেডউইক সেক্রেটরি গোর্দ্ধনদাস গকুলদাস।

খান্দেশ	৬২৫,০০০	১০০০

ডিরেক্টরগণ।

বিন্দ্রাবন দাস পুরুষোত্তম দাস, বল্লভদাস বিন্দ্রাবন দাস, করসেটজী মানকজী সেটনা, বিশ্রাম মৌজী, বল্লভদাস বালজী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

মুলজী জৈঠা এবং কোং।

খুটাও মুকুন্দজী	১০০০০০০	১০০০

ডিরেক্টরগণ।

অনরেবল মহম্মদালী বোগে, দ্বারকাদাস বুসনজী, করসন দাস বল্লভদাস, আমীরুদ্দীন আবদুললতীফ, পাণ্ডুরঙ্গরাঘবা, জয়রাম মুকুনজী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

এজেন্ট খুটাও মুকুন্দজী এবং কোং।

। মান্দ্রাজ ২,৫০,০০০ ৫০০

ডিরেক্টরগণ।

নবসী কেশবজী, কাসমভাই ধরমসী, লালচাঁদ খেনপর, মেহেরবানজী নসরবানজী পাটেল, সোরাবজী তেমুলজী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

দিনসা সোবাবজী মান্দ্রাজে তত্ত্বাবধায়ক সাবুকসা ধনজীভাই।

মান্দ্রাজ ইউনাইটেড ৩,৫০,০০০ ১০০০

ডিরেক্টরগণ।

বিনদ্রাবন দাস পুরুষোত্তম দাস, বল্লভ দাস বিন্দ্রাবন দাস বল্লভদাস বালজী, বিশ্রাম মৌজী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

মুলজী জৈঠা এবং কোং।

মাণ্ডবী ৬,০০,০০০ ৫০০০

ডিরেক্টরগণ।

কাসমভাই ধরমসী, হরমসজী নৌরজী সুরাতওয়ালা, মেহেমুদভাই হবিবভাই, রহিমভাই আল্লাদীনভাই।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

রহিমভাই আল্লাদীনভাই এবং কোং।

মানকজী পেটিট ২৫,০০,০০০ ১০০০ ৭০ প্রতি অংশ ৫ মাস জন্য

ডিরেক্টরগণ।

দিনসা মানকজী পেটিট, ইদলজী নসরবানজী সেটনা পেস্টনজী হরমসজী সুন্তুক, পিরোজসা মেহেরবানজী জিজিভাই, জন, এফ হাচিনসন, জন ডিক্‌সন্।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

মেনেজর-নৌরজী নসরবানজী ওয়াডিয়া।

মাঝগাঁও ১০,০০,০০০ ৫০০০

ডিরেক্টরগণ।

দিনসা মানকজী পেটিট, পিরোজসা মেহেরবানজী জিজিভাই, ইদালজী নসরবানজী সেটনা।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

সেক্রেটরী ফর্দোনজী এম্ বনোজী।

মোরারজী গোকুলদাস ১২,০০,০০০ ১০০০

ডিরেক্টরগণ।

মোরারজী গোকুলদাস, খুটাওমুকুন্দজী, কমরুদ্দীন তায়াবজী, বল্লভদাস বন্দ্রাবনদাস, নসরবানজী দাদাভাই কাত্রাক।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

মোরারজী গোকুলদাস এবং কোং।

ন্যাসনেল ৫,০০,০০০ ১০০০

ডিরেক্টরগণ।

নসরবানজী মানকজী পেটিট, তাপিদাস বর্জ্জদাস, ইদালজী নসরবানজী সেটনা, সুকতরামভাইয়া, জাহাঙ্গীর হরমসজী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

জাহাঙ্গীর হরমসজী কোং।

নরিয়াদ অহমদাবাদ জিলা ৪,০০,০০০ ১০০০

ডিরেক্টরগণ।

বরজীবনদাস মাধবদাস, নানাভাই বাইরামজী জিজিভাই, জে, আর্ ডক্সবারী, ডবলিউ এম উড, জবারীলাল উমাশঙ্কর গোকুলদাস জগমোহন দাস।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

জাবারীলাল উমাশঙ্কর কোং।

ওরিএন্টাল ২৫,০০,০০০ ৬২৫ ৫০ ষাণ্মাসিক প্রতি অংশ

ডিরেক্টরগণ।

নসরবানজী মানকজী পেটিট, রুস্তমজী বার্জবজী মোদী পেস্টনজী হরমসজী সুস্তুক, করসটজী হরমসজী চেলয় ধনজিভাই মেহেরবানজী জিজিভাই, দোরাবজী ফ্রামজী পান্তে, জন এফ হাচিন্সন।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

সেক্রেটরী জাহাঙ্গীর ইদালজী দেবর।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্স ৭,৫০,০০০ ১২৫০

ডিরেক্টরগণ।

এইচ ম্যাকসওয়েন নবসী কেশবজী, জয়রাজপিরভাই লালচাঁদ খেঁনগর ঘেলাভাই পদমসী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

খুসান ঘেলাভাই।

স্যাস্থন ১৮৭৪ ১৫,০০,০০০ ১০০০

ডিরেক্টরগণ।

এ, এম গাবায় ই, এ, স্যাস্থন, পেষ্টনজী হরমসজী স্থস্তক, ইদানজী বামনজী মরিস, সোরাবজী নৌরজী ওয়াডিয়া, প্রেমজী দয়াল, ই, মোসেস বি, আর, মোদী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

সেক্রেটরী কুবরজী রুস্তমজী মোদী।

সুন্দরদাস ৬,৫০,০০০ ১০০০

ডিরেক্টরগণ।

বরজীবন দাস মাধবদাস, বিন্দ্রাবন দাস পুরুষোত্তম দাস হুসনভাই বিশ্রাম, বিশ্রাম মৌজী, বল্লভদাস বালজী।

এজেন্ট খাজাঞ্চী।

মুলজী জেঠা কোং বিশ্রাম মৌজী কোং।

ভিক্টোরিয়া ১৮৭৪ ৬,০০,০০০ ১০০০

ডিরেক্টরগণ।

দিনসা মানকজী পেটিট, ইদলজী নসরবানজী সেটনা, আহমেদভাই হবিবভাই, কাউয়াসজী দিনসা পেটিট।

এজেণ্ট খাজাঞ্চী।

মেনেজর নৌরজী নসরবানজী ওয়াডিয়া।

গোলাম বাবা সুরাট ১৮৭৬

ডিরেক্টরগণ।

গোলাম বাবা প্রভৃতি।

এজেণ্ট খাজাঞ্চী।

মেনেজার নানাজী নারায়ণ ওয়াসলেকর।

রেলওয়ে।

১৮৪৩ অব্দে ষ্টিফেন্সন নামক একজন সাহেব ভারতবর্ষে রেলওয়ে নির্ম্মানের প্রথম প্রস্তাব করেন। কিন্তু লর্ড এলেনবরা তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। লর্ড ডালহৌসি গবর্ণর জেনারল হইয়া এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং ডিরেক্টর সভার যাহাতে সম্মতি হয়, তাহার নিমিত্ত যত্নবান্ হন। যাহারা রেলওয়ের অংশীদার হইবেন তাঁহাদিগের যাহাতে শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা লাভ হয়, গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত দায়ী হইলেন। পাঁচ টাকা লাভ না হইলে গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে ক্ষতি পুরণ করিয়া দিবেন। এই রূপ অবধারিত হইলে ষ্টিফেন্সন সাহেব বিলাতে গিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি স্থাপিত করাইলেন এবং ১৮৫১ অব্দে এদেশে রেলওয়ের কার্য্যারম্ভ হইল। সর্ব্বাগ্রে হাবড়া এবং বোম্বাই হইতে দুইটী ক্ষুদ্র পথ আরম্ভ করা হয়; এবং অন্যান্য স্থানে যে খানে যে খানে রেলওয়ে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হয়। ডালহৌসি এ দেশে থাকিতে থাকিতে হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হয়।

এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রায় ৬ সহস্র মাইল পরিমাণ ভুমিতে রেলওয়ে খোলা হইয়াছে এবং ইহার ব্যয় প্রায় ৯৮ কোটি টাকা পড়িয়াছে। এখন গবর্ণমেণ্ট কোন কোম্পানির হস্তে রেলওয়ে নির্ম্মানের ভার অর্পণ করেন না সমুদয় রেলওয়ে এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সকল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

ভাড়া ও নিয়ম প্রভৃতি।

ভাড়া—মাইল প্রতি, প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে/১০ দেড় আনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে (১৫ তিন পয়সা; মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর গাড়িতে দেড়পয়সা এবং তৃতীয় শ্রেণীতে (৫ এক পয়সা।

যাতায়াতের ভাড়া,—যাইবার ভাড়া ও তাহার তিন অংশের এক অংশ।

প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর যাতায়াতের টিকিট পাওয়া যায়, তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াতের টিকিট হয় না। যাতায়াতের টিকিটের দ্বারা, যে দিবসে লওয়া যায় সেই দিবসের রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত যে ট্রেণ

আসিবে, তাহাতে ফিরিয়া আসা যায়; কিন্তু শুক্রবারের মেল ট্রেণে, শনিবারে অথবা রবিবারে লইলে সেই টিকিটের দ্বারা সোমবারের ঐ রূপ ট্রেণে, ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর যতায়াতের টিকিট কেবল রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত এবং অদ্রুতগামী ট্রেণের জন্য পাওয়া যায়।

বালকদের ভাড়া,—৩ বৎসর পর্য্যন্ত বালকের ভাড়া লাগে না এবং দ্বাদশ বর্ষের ন্যূন হইলে অর্দ্ধেক ভাড়া লাগে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

মাসিক টিকিট,—কলিকাতা হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত সকল ষ্টেশনের নিমিত্ত পাওয়া যায়।

ভাড়া।

	১ম শ্রেণীর	২য় শ্রেণীর	মধ্য শ্রেণীর	৩য় শ্রেণীর
বালি	১৬	৮	৪	৩
কোন্নগর	২৪	১২	৬	৪
শ্রীরামপুর	৩২	১৬	৮	৫
বৈদ্যবাটী	৪০	২০	১০	৭
চন্দন নগর	৫৬	২৮	১৪	৯
হুগলি	৬৪	৩২	১৬	১১
মগরা	৭২	৩৬	১৮	১২
খন্যান	৮৮	৪৪	২২	১৪
পাণ্ডুয়া	৯৬	৪৮	২৪	১৬

ইহাদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটের দ্বারা মেলট্রেণে যাতায়াত হইতে পারে না।

গাড়ি রির্জাব।

১ম শ্রেণীর গাড়ীতে ৮ জন বসিবার অংশে ৪ জনের ভাড়া লাগে।

২য় শ্রেণীতে ১০ জন বসিবার অংশে ৫ জনের ভাড়া লাগে।

" " " স্পেশাল ৬ "

" " খোলা অংশ ১২॥০ "

মধ্যবর্ত্তী ও তৃতীয় শ্রেণী গাড়ির প্রত্যেক অংশে ৬ "

কিন্তু ঐ ঐ সংখ্যার বেশী আরোহী যাইতে পারিবে না; যাইলে তাহাদের ভাড়া দিতে হইবে। ফলতঃ কোন গাড়ী পাঁচ টাকার কম

ভাড়ায় পাওয়া যাইবে না। স্বতন্ত্র গাড়ী আবশ্যক হইলে ট্রেণ ছাড়িবার ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে হাওড়া, সাহেবগঞ্জ, জামালপুর, দানাপুর, এলাহাবাদ, টুণ্ডলা এবং দিল্লী এই সকল স্থানের মধ্যে যে কোন স্থানে হউক সংবাদ দিতে হইবে।

একখানি বা ততোধিক সমুদায় গাড়ী স্বতন্ত্র ভাড়া লইলে যথা ইচ্ছা স্থানে ট্রেণ হইতে খুলিয়া রাখা যাইতে পারিবে, কিন্তু যতক্ষণ এই রূপ ট্রেণ হইতে খোলা থাকিবে ততক্ষণ প্রত্যেক ঘণ্টা বা তাহার কিয়দংশের নিমিত্ত।০ চারি আনার হিসাবে গচ্ছরি দিতে হইবে।

স্বতন্ত্র ট্রেণ ভাড়া—আরোহীদের ও দ্রব্যাদির ভাড়া ব্যতীত মাইল প্রতি ৪ টাকা। যদি ঐ রূপ ট্রেণ নির্দ্ধারিত সময়ে না গমন করিতে দেওয়া হয় এবং সেই হেতু রেলওয়ে কোম্পানির ক্ষতি হয় তবে, প্রত্যেক গাড়ীর প্রতি এক এক ঘণ্টায়।০ আনার হিসাবে এবং কলের ১০ টাকার হিসাবে গচ্ছরি দিতে হইবে।

ঘোড়া—আরোহীদিগের ট্রেণে—প্রত্যেকটীর জন্য মাইল প্রতি ৵০
কিন্তু এক ব্যক্তি অধিক পাঠাইলে ২ টীর একত্রে ৶০

৩ ,,	,,	।০
৪ ,,	,,	।৵০
৫ ,,	,,	।৶০
৬ ,,	,,	॥০

প্রত্যেক ঘোড়ার সহিত এক জন সহিস বিনা ভাড়ায় যাইতে পারিবে।

দ্রব্যাদির ট্রেণে—৪ বা ন্যূন সংখ্যার জন্য মাইল প্রতি ।০
বেশী হইলে পঞ্চম অবধি প্রত্যেকের জন্য /০ উপর ছোট ছোট ঘোড়া—

৭ টি বা ততোধিক একত্রে,	মাইল প্রতি	।০
৩ হইতে ৬	,,	৶০
২ বা ন্যূন	,,	৵০

গাড়ী ও পাল্কী—প্রত্যেকের ভাড়া, মাইল প্রতি ৶০ এক ব্যক্তি এক ট্রকে ২।৩ খানা পাঠাইলে একত্রে মাইল প্রতি ।১০ সাড়ে চারি আনা। গাড়ির ট্রকের ভাড়া ৫ টাকার ন্যূন হইবে না। আরোহী আপনার গাড়িতে বা পাল্কীতে চড়িয়া গমন করিলে, গাড়ী বা পাল্কীর ভাড়া ব্যতীত তাঁহার আপনার জন্য প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিতে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিয়া দুই জন ভৃত্য তাঁহার সহিত এক ট্রেনে যাইতে পারিবে।

মৃতদেহ—ভাড়া, মাইল প্রতি ।৶০, ফলতঃ প্রত্যেকের প্রতি ৫ টাকার ন্যূন ভাড়া লওয়া যাইবে না।

অর্দ্ধেক টিকিট—যাতায়াতের টিকিটের ১ ম অর্দ্ধেক লইয়া ঠিকানার পরের কোন স্থানে গমন করিলে, ঠিকানা অবধি ঐ স্থান পর্যন্তের যে ভাড়া তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে; কিন্তু দ্বিতীয় অর্দ্ধেকের উপর বেশী ভাড়া লইতে হইলে সেই অর্দ্ধেক " সিঙ্গেল জর্ণি " অর্থাৎ কেবল যাইবার বা আসিবার টিকিট বিবেচনা করা যাইবে।

শ্রেণী পরিবর্ত্তন—যে শ্রেণীর টিকিট থাকেবে তাহার উপরের শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতে হইলে, কোন ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইলে এবং ভাড়ার বেশী অংশ প্রদান করিলে তাহা সু সম্পন্ন হইতে পারিবে।

তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট—দ্রুতগামী মেল ট্রেণে (অর্থাৎ রাত্রি ১১ ঘন্টার সময় যে মেল ট্রেণ ছাড়ে) কলিকাতা এবং এলাহাবাদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট পাওয়া যায় না ; কিন্তু আর সকল ট্রেণেই পাওয়া যায়।

পার্সেলের (পুলিন্দার) ভাড়া।

ওজন	প্রথম ৫০ মাইল	পরের প্রত্যেক ৫০ মাইল প্রতি
৫ সের ওজনে,	।০	৵০
১০	।৵০	৶০
১৫	।৶০	৶১০
২০	॥০	।০
২৫	॥/০	।১০
৩০	॥৵০	।/০
৩৫	॥৶০	।/১০
৪০	৸০	।৵০

স্থান থাকিলে ৪০ সেরের বেশী ওজনের পুলিন্দা পার্সেলের দরে পাঠান হইবে। পাঠান হইলে প্রত্যেক মনে ৪০ সেরের ভাড়া লাগিবে এবং মনের উপরে যত সের হইবে উপরিউক্ত নিয়মে তাহার ভাড়া দিতে হইবে।

পার্সেল প্রেরক রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে যে রসিদ পাইবেন ; গ্রাহক সেই রসিদ দেখাইলে পার্সেল পাইবেন।

ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে।

ভাড়া—মাইল প্রতি প্রথম শ্রেণীতে /০ এক আনা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৴১০ আধ আনা, তৃতীয় শ্রেণীতে ৴৭॥০ দেড় পয়সা, চতুর্থ শ্রেণীতে ৴৫

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলয়ে।

	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী
কলিকাতা হইতে,				
দমদমা	।০	৵০	/১০	/০
বেলঘরিয়া	।৶০	৶১০	৵১৫	/১৫
সোদপুর	॥৵০	।/০	৶১৫	৵১০
খড়দহ	॥৶০	।/১০	।৫	৵১৫
টিটাগড়	৸/০	।৵১০	।/০	৶০
বারাকপুর	৸৵০	।৶০	।/৫	৶১০
ইছাপুর	১/০	॥১০	।৵১০	।৫
শ্যামনগর	১৶০	॥/১০	।৶৫	।১৫
নইহাটী	১॥০	৸০	॥/০	।৵০
কাঁচড়াপাড়া	১৸০	৸৵০	॥৵১০	।৶০
মদনপুর	২/০	১(১০	৸১০	॥৫
চাকদহ	২।৵০	১৶০	৸৵৫	॥/১০
রাণাঘাট	২৭/০	১।৵১০	১/১০	॥৶৫
আড়ংঘাটা	৩৶০	১॥/১০	১৶৫	৸১৫
বগুলা	৩॥৵০	১৸/০	১।/১৫	৸৵১৫
কৃষ্ণগঞ্জ	৪/০	২(১০	১॥১০	১(১৫
মাতয়ারী	৪।/০	২৵১০	১॥৵০	১/৫
রামনগর	৪॥৶০	২।/১০	১৸৫	১৵১৫
জয়রামপুর	৪৸৵০	২।৶০	১৸/৫	১৶১০
চুয়াডাঙ্গা	৫।০	২॥৵০	১৸৶১০	১।/০
মুন্সীগঞ্জ	৫॥/০	২৸১০	২/১০	১।৵৫
আলমডাঙ্গা	৫৸/০	২৸৵১০	২৶০	১।৶৫
হালশা	৬৶০	৩/১০	২।/৫	১॥১৫
পোড়াদহ	৬।৶০	৩৶১০	২।৵১৫	১॥/১৫

জাগুটী	৬॥৶০	৩।/১০	২॥৫	১॥৶১৫

কুষ্টিয়া শাখা।

কুষ্টিয়া	৭/০	৩॥১০	২॥৵১০	১৸৫
গোরাইব্রিজ	৭/০	৩॥১০	২॥৵১০	১৸৫
কুমরখালি	৭।/০	৩॥৵১০	২৸০	১৸/৫
কক্সা	৭॥৵০	৩৸/০	২৸৫	১৸৵১০
পাংসা	৮/০	৪(১০	৩(১০	২(৫
বেলগাছী	৮॥৵০	৪।১০	৩৶১০	২৵৫
রাজবাটী	৯)	৪॥০	৩।৵০	২।০
গোয়ালন্দ	৯॥০	৪৸০	৩॥/০	২।৵০

কলিকাতা ও সাউথ ইষ্টর্ণ ষ্টেট রেলওয়ে।

কলিকাতা হইতে	১ম শ্রেণী,	২য় শ্রেণী
বালিগঞ্জ	৵৫	/০
যাদুপুর	৶১৫	/১০
গড়িয়া	।৵০	৵৫
সোণাপুর	।৶১০	৵১৫
চাপাটী	॥৶৫	।০
বাসড়া	৸৶০	।৵০
কেনিংনগর	১।/০	॥০

আরোহীদিগের গাড়ীর ভাড়া।

হাওড়া হইতে	১ম শ্রেণী,	মধ্য শ্রেণী,
বালি	॥/০	৵৫
কোন্নগর	৸/১০	৶১০
শ্রীরামপুর	১৵০	।০
বৈদ্যবাটী	১।৵১০	।/১৫
ভদ্রেশ্বর	১৵০	।৵১০

চন্দন নগর	১৸৶১০	॥০
হুগলি	২৷৹	॥/০
মগরা	২॥৶১০	॥৶০
ত্রিশবিঘা	২॥১০	॥৵০
খণ্যান	৩৷১০	৸/৫
পাঁড়ুয়া	৩॥/০	৸৵৫
বৈঁচি	৪৵০	১৻১০
মেমারি	৪৸১০	১৶৫
শাকটিঘর	৫॥১০	১৷৵৫
বর্দ্ধমান	৬৷১০	১॥/৫
কানুজংসন	৭৻১০	১৸৫
মানকর	৮৷৶০	২/১৫
পানিগড়	৯/১০	২৷১০
দুর্গাপুর	৯৸৶০	২৷৶১০
অন্দাল	১০৸৵০	২॥৶১০
রাণীগঞ্জ	১১৷/১০	২৸/১০
আসেন্সোল	১২৷৵০	৩/১০
সীতারামপুর	১২৸৶০	৩৶১৫
বরাকর	১৩৷৵১০	৩৷/১৫
বৈদ্যনাথ	১৮৸/১০	৪॥৶১০
জামুই	২২৸৵০	৫॥৶১০
লক্ষ্মীসরাই	২৪॥/০	৬৵৫
মোকামা	২৬৷৶০	৬॥/১৫
পাটনা	৩১৵০	৭৸১০
বাঙ্কিপুর	৩১॥৶০	৭৸৵১৫
দানাপুর	৩২৷০	৮/০
আরা	৩৪॥০	৮॥৵০
ডুমরাওন	৩৭॥/১০	৯৷৵১০
বক্সর	৩৮॥১০	৯॥[illegible]
জমানিয়া	৪১৷৶০	১০৷/১৫

মোগলসরাই	৪৩৮৶১০	১১৷

বারাণসী শাখা।

বারাণসী	৪৪॥১০	১১৶৫
চুনার	৪৫৮৶১০	১১৷৶১০
মির্জাপুর	৪৭॥৶১০	১১৮৶০
নাইনি	৫২॥০	১৩৶০
এলাহাবাদ	৫২৸৶০	১৩৶১০
বরহামপুর	৫৮॥০	১৪॥৶০
ফতেপুর	৫৯॥৶১০	১৪৸৶০
সিরসোল	৬২৸৶১০	১৫॥৶১৫
কানপুর	৬৪৶০	১৬৲১০
ইটাওয়া	৭২৶০	১৮৲১৫
ফিরোজাবাদ	৭৬॥৴১০	১৯৶১০
টুণ্ডলা	৭৭॥১০	১৯৷৶৫
আগরা	৭৮৸৴১০	১৯॥৶১০
জলেশ্বর	৭৯৶১০	১৯৸৴০
আলীগড়	৮২৶০	২০॥১০
(বুলন্দ সহর)	৮৫॥০	২১৷৶০
সেকন্দ্রাবাদ	৮৬৷০	২১॥৴০
গাজিয়াবাদ	৮৮৷৴০	২২৴৫
দিল্লী	৮৯৷৶০	২২৷৴১৫

লুপ লাইন—বৰ্দ্ধমান অবধি লক্ষ্মীসরাই পর্য্যন্ত।

বৰ্দ্ধমান	৬৷১০	১॥৴৫
কানুজংসন	৭৲১০	১৸৫
গুসকরা	৮৶১০	২৲১৫
ভেদিয়া	৮৸৴০	২৶৫
ভলপুর	৯৷১০	২৷৴৫
সাঁইথিয়া	১১৶১০	২৸১৫
মলারপুর	১২৴১০	৩৲১০

রামপুরহাট	১২৸০	৩৶০
নলহাটী*	১৩॥৴১০	৩৷৶১০
মরাকই	১৪॥১০	৩॥৶৫
রাজমোয়ান	১৫৶০	৩৸১৫
পাকুড়	১৫৸৴১০	৩৸৶১০
বিজয়পুর	১৬॥৴১০	৪৶১০
বাহাওয়া	১৭৷৴১০	৪৷৴১০
তিনপাহাড়	১৮৷১০	৪॥৴৫

এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর	২১॥০	৫৷৶০
জব্বলপুর হইতে বোম্বাই	৬০॥৶০	১৩৷৴০
বোম্বাই হইতে নাগপুর	৫০॥৶০	১১৷০

স্থলপথ।

স্থলপথ চারি প্রকার—প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের নিজ ব্যয়ে নির্ম্মিত রাজপথ; দ্বিতীয়তঃ ফেরিফণ্ড হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা নির্ম্মিত রাস্তা; তৃতীয়তঃ গ্রামের মধ্যস্থিত মিউনিসিপল রাস্তা; চতুর্থতঃ গ্রামস্থ লোক সমূহের বা ব্যক্তি বিশেষের সাহায্যকৃত পথ। রাস্তাসকল এই সংস্করণের ও তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিজের কতকগুলি, ফেরিফণ্ডের কতকগুলি, ও মিউনিসিপলফণ্ডের কতকগুতি কর্ম্মচারী আছে। নিম্নে গবর্ণমেন্ট রাস্তার বিবরণ লিখিত হইতেছে।

কতিকাতা হইতে একটী রাস্তা পূর্ব্বদিকে বারাসত; যশোহর, ফরিদপুর; তথা হইতে ঢাকা দিয়া বরাবর শ্রীহট্ট, সেখান হইতে কাছাড় গিয়াছে। শ্রীহট্ট হইতে এক শাখা পথ চিরাপঞ্জী দিয়া, গৌহাটী পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঢাকা নগর হইতে একটী রাস্তা নারয়ণগঞ্জ দিয়া, পরে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত দাউকাঁদী নগর; তথা হইতে কমিল্লা, সেখান হইতে দক্ষিণাভিমুখে নওয়াখালি জেলার পূর্ব্বাংশ দিয়া চাটিগাঁ নগর; তথা হইতে চাটিগাঁ জেলার সর্ব্ব দক্ষিণাংশ দিয়া আকায়াব পর্য্যন্ত গিয়াছে।

---

* এখান হইতে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলওয়ে আছে, তদ্দ্বারা বহরমপুর যাওয়া যায়।

গ্রাণ্ডট্রঙ্করোড—কলিকাতা হইতে আসিয়া বরাবর চানক দিয়া পলতায় গিয়াছে। পলতার অন্য পার হইতে হুগলী ও মগরা দিয়া, পরে পশ্চিমাভিমুখে বক্রভাবে পাণ্ডুয়া, মেমারি, বর্দ্ধমান; তথা হইতে রাণীগঞ্জের নিকট দিয়া, বরাকর, মানভুম, হাজারিবাগ জেলা অতিক্রম করিয়া, বেহার জেলার অন্তর্গত সহরঘাটি নগরে গিয়াছে। তথা হইতে সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সাসিরাম দিয়া, পরে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশান্তর্গত বারাণসী, এলাহাবাদ, ইটোয়া, মিরট, সাহারণপুর; তথা হইতে পঞ্জাব প্রদেশ দিয়া, পেশোর নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। রেলওয়ে হইবার পুর্ব্বে এই রাস্তা দিয়া উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ হইতে দ্রব্যাদি কলিকাতায় আসিত।

দার্জিলিঙরোড—কলিকাতা হইতে উত্তরে দমদমা. বারাসত দিয়া, নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর হইয়া মুরসিদাবাদ, রাজসাহী, দিনাজপুর; তথা হইতে তেঁতুলিয়া হইয়া দার্জিলিঙ গিয়াছে। কলিকাতা হইতে আর একটী রাস্তা দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত গিয়াছে।

কটকট্রঙ্করোড—কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে অথবা ফেরি ইষ্টিমারে উলুবেড়ে যাওয়া যায়। উলুবেড়ে হইতে এই রাস্তা মেদিনীপুর দিয়া, দক্ষিণে উড়িষ্যার অন্তর্গত দাঁতন, বালেশ্বর, ভদ্রক ও কটক গিয়াছে। কটক হইতে পুরী রোড আরম্ভ হইয়া পুরী নগর পর্য্যন্ত। এই পথে শ্রীক্ষেত্র যাওয়া যায়। কটক হইতে গঞ্জামরোড আসিয়া গঞ্জাম নগর, পরে মান্দ্রাজ হইয়া কোইম্বাটুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

মেদিনীপুর হইতে রাস্তা উড়িষ্যার করদ মহল হইয়া মধ্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। মেদিনীপুর হইতে আর একটী রাস্তা উত্তরে গড়বেতা ও বাঁকুড়া হইয়া রাণীগঞ্জে গ্রাণ্ডট্রঙ্করোডের সহিত মিলিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশান্তর্গত আগরা হইতে এক রাস্তা বোম্বাই নগর; এবং বারাণসী হইতে অপর রাস্তা নাগপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ডাকঘর।

ইংরেজ রাজ্য সংস্থাপিত হওয়ার পুর্ব্বে এদেশে রীতিমত ডাকের সৃষ্টি হয় নাই। ১৮৩৭ অব্দের ১৭ আইন দ্বারা ডাকঘরের প্রথম সৃষ্টি হয়। উক্ত আইনে এইরূপ বিধান আছে, গবর্ণমেন্ট ভিন্ন অপর কেহ,

মাসুল গ্রহণ করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে ডাক চালাইতে পারিবে না। ইহা গবর্ণমেন্টের এক চেটিয়া ব্যবসায় বলিয়া গণ্য হয়। স্থানের দূরত্ব অনুসারে মাসুল গ্রহণ করার নিয়ম অবধারিত হয়। কিন্তু এই নিয়মে অনেক গোলযোগ ঘটিত; মাসুল অধিক লাগিত, অথচ সময়ে পত্রাদি পাওয়া যাইত না। ১৮৪৬, ৪৭ এবং ৪৮ অব্দে ডাকের গোলযোগ নিবারণ ও সুব্যবস্থা সংস্থাপনের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট কমিসন নিয়োগ করেন। তাঁহারা যে সকল পরামর্শ দেন তাহা অবলম্বন করিয়া ১৮৫৪ অব্দে লর্ড ডালহৌসী এই ব্যবস্থা করেন যে, (১) ডাকের জন্য একটী স্বতন্ত্র কার্য্য বিভাগ স্থাপিত হয় এবং উহার তত্ত্বাবধানার্থ এক জন ডিরেক্টর নিযুক্ত হন; (২) ওজন বুঝিয়া মাসুল গ্রহণ করা হয়; (৩) নগদ পয়সার পরিবর্ত্তে পত্রাদিতে টিকিট দেওয়া হয়। ডাকের মাসুল কমিয়া যাওয়াতে সর্ব্ব সাধারণের যে বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

১৮৬৬ অব্দে ডাকঘর সম্বন্ধে আর একটী নূতন আইন প্রচলিত হয়, তাহাতে এই কয়েকটী পরিবর্ত্তন ঘটে। (১) সংবাদ পত্র এক আনায় দশ তোলা পর্য্যন্ত চলিবার নিয়ম হয়। (২) পূর্ব্বে এক আনায় বিশ তোলা ওজনের পুস্তক যাইতে পারিত,তাহা রহিত হইয়া দশ তোলা পর্য্যন্ত যাওয়ার বিধান হয়। (৩) পূর্ব্বে যে সকল বস্তু পুস্তকের সংজ্ঞায় গৃহীত হইত না, তাহা রহিত হইয়া যায় এবং পুস্তকের ডাকের পরিবর্ত্তে এক প্রকার (পাকেট) ডাক প্রচলিত হয়। (৪) চিঠির মাসুল প্রথম তোলার পর, প্রতি তোলা হিসাবে গ্রহণ না করিয়া অর্দ্ধ তোলা হিসাবে গ্রহণ করার নিয়ম হয়। ১৮৭০ অব্দে এই নিয়ম প্রচলিত হয় যে, ডাকঘরের বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে তিনি বিনা মাসুলে ঐ অভিযোগ পত্র ডাকঘরের যে কোন কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে পারিবেন। কিন্তু চিঠির শিরনামায় “ডাকঘরের বিরুদ্ধে অভিযোগ” এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে এবং পত্র মধ্যে তাহার পূর্ণনাম ও ঠিকানা থাকিবে।

১৮৬৯ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে বাঙ্গির পূর্ব্ব নিয়ম রহিত করা হয়। পূর্ব্বে স্থানের দূরত্ব অনুসারে মাসুল অবধারিত হইত তাহাতে বিস্তর গোলযোগ ঘটিত; এই হেতু তাহার পরিবর্ত্তে এই অবধারিত হয়, দূরত্ব বিবেচনা করিয়া কতগুলি স্থানে তাহার দ্বিগুণ হারে মাসুল গ্রহণ করা হইবে তৎপর এ নিয়মও রহিত হইয়া গিয়াছে। প্রতি দশ তোলা

তিন আনা মাসুলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রেরণের নিয়ম হইয়াছে। পূর্ব্বে পেটারণ পোষ্টে, বুকপোষ্টের ন্যায় দশ তোলা ওজনের জিনিস এক আনা মাসুলে যাইত, এই সময়ে তাহার মাসুল দ্বিগুণ করা হয়। পূর্ব্বে দুই শত তোলা ওজনের অধিক বুকপোষ্টে যাইতে পারিত না, কিন্তু এক্ষণে তাহা রহিত হইয়া এই অবধারিত হয়, দেড় ফুট দীর্ঘ, এক এক ফুট প্রস্ত ও বেধের পুলিন্দা বুকপোষ্টে যাইতে পারিবে। ১৮৭১ অব্দে সংবাদ পত্রের মাসুল কমিয়া যায়; ১লা অক্টোবর হইতে দশ তোলা ওজনের সংবাদ পত্র অর্দ্ধ আনা মাসুলে প্রেরিত হয়। নোট কিম্বা মুদ্রা যে পত্রে থাকে, তাহা রেজিষ্টরি করা আবশ্যক কর্ত্তব্য বলিয়া যে বিধান আছে, ১৮৭৩ অব্দে সেই বিধান ডাকের কিম্বা অন্য প্রকারের টিকেট, চেক, হুণ্ডি, ব্যাঙ্কনোট প্রভৃতি সম্বলিত পত্রের সম্বন্ধেও প্রবর্ত্তিত করা হয়।

গবর্ণমেন্টের ডাক ব্যতীত আর এক প্রকার ডাক আছে, তাহাকে জমিদারী ডাক কহে। ১৮১৭ অব্দের বিশ আইনের দশ ধারা অনুসারে এই ডাকের সৃষ্টি হয়। মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় পুলিস পরস্পরের নিকট সরকারী পত্রাদি সুবিধামত প্রেরণ করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে জমিদারী ডাকের সৃষ্টি হয়। জমিদারদিগকে এই ডাকের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নির্দ্দিষ্ট কর দিতে হয় বলিয়া ইহার নাম জমিদারী ডাক হইয়াছে। জমিদারী ডাকে সাধারণের পত্রাদি যাইবার পূর্ব্বে নিয়ম ছিল না; কিন্তু এক্ষণে নিয়ম হইয়াছে। জমিদারী ডাকে যে সকল স্থলে পত্রাদি যায়, তথায় প্রতি পত্রে এক পয়সা অতিরিক্ত দিতে হয়। জমিদারী ডাক পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের অধীন ছিল, কিন্তু তাহার অধিকাংশ পোষ্ট আফিসের অধীনে আসিয়াছে।

ভারতবর্ষ ও ব্রিটিয় বর্ম্মা।

পত্র অর্দ্ধতোলা ৶১০, ১ তোলা ৵০ তদূর্দ্ধে প্রত্যেক তোলা বা তোলাংশ ৵০।

রেজিষ্টরী করা সম্বাদপত্র—প্রতি দশ তোলা ৶১০।

বুকপোষ্ট বা নমুনা—প্রতি দশ তোলা ৵০ পুস্তক ও নমুনার পুলিন্দার দুই মুখ খুলিয়া রাখিতে হয়।

পত্র ও বাঙ্গি ব্যারিং যায়, ব্যারিং পত্রের মাশুল দ্বিগুণ, বাঙ্গির উভয় সমান।

বিলাতি পত্রাদির মাস্থল।

সাউদাম্‌টন হইয়া—পত্র—প্রতি অর্দ্ধ ঔন্স ।/০, সম্বাদপত্র প্রতি ৪ ঔন্স /০, বুকপোষ্ট প্রতি ২ ঔন্স /১০।

বোম্বাই বৃণ্ডিসি হইয়া—পত্র—প্রতি অর্দ্ধ ঔন্স ।৶০ সম্বাদপত্র প্রতি ৪ ঔন্স ৶০, বুকপোষ্ট প্রতি ২ ঔন্স ৶১০।

অন্যান্য বিষয় সকল ডাকঘরে তত্ত্ব করিতে হইবেক অথবা পোষ্টেল গাইড পুস্তক দেখিতে হইবেক।

সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র এবং যে সকল সাময়িক পত্রিকা বা পুস্তক ৩১ দিবসের অনধিক অন্তর ছাপা হয় তাহাদের মাস্থল।

১০ তোলা পর্য্যন্ত ওজনে,			রেজিষ্ট্রী করা	(১০
১০ তোলার উপর	২০ তোলা পর্য্যন্ত		,,	/০
২০ ,,	৩০	,,	,,	/১০
তাহার উপর প্রত্যেক	১০ তোলায়		,,	(১০

প্রুফসিট।

মোড়কের উপর প্রেরকের পুরা নাম স্বাক্ষর থাকিলে প্রুফসিটও চিটির ডাকে এবং রেজিষ্ট্রী করা সংবাদপত্রের মাস্থলে পাঠান যাইতে পারিবে; ঐরূপ স্বাক্ষরের অন্যথা হইলে তাহাতে চিটির মাস্থল লাগিবে।

টেলিগ্রাফ।

লর্ড ডেলহৌসীর সময়ে এদেশে তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রথম স্থাপিত হয়। ডাক্তার ওসাগ্নিশি সেই কার্য্যে প্রথম নিযুক্ত হইয়া ১৮৫২ অব্দে কলিকাতা হইতে খেজুরী পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ খোলেন, তাহার পর উহা ক্রমে চতুর্দ্দিকে স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ডেলহৌসী এদেশে

থাকিতে থাকিতে ১৫ মাসের মধ্যে কলিকাতা হইতে পঞ্জাব, আগরা হইতে বোম্বাই এবং বোম্বাই হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়।

নাম ধাম ঠিকানা ব্যতীত ইংরেজী ভাষার প্রতি ৬টী কথায় ১) আর লঙ্কা ও বর্ম্মায় দেড়া, এবং রাত্রিকালে অথবা রবিবার বা ভিন্ন ভাষায় এবং সঙ্কেতাক্ষরে দ্বিগুণ।

বিলাতীয়। চট্টগ্রামের পশ্চিম হইতে টেহিরাণ দিয়া প্রতি কথায় ২৷৷০ তুর্ক দিয়া ২৷০ আর চট্টগ্রামের পূর্ব্ব ২৷৷৵০ ২৷৵০। টেলিগ্রাফ আপিসের ষ্টাম্পাকরা ফরমে সম্বাদ লিখিয়া দিতে হয়। অপরাপর বিষয় টেলিগ্রাফ অফিসে জানিতে হইবেক

বাঙ্গালা প্রদেশের প্রধান নগর কলিকাতা হইতে পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ-দিকে ফরিদপুর, ঢাকা, কমিল্লা, চাটিগাঁ এবং তথা হইতে ঐ তার মৌলমিন নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয়টী কলিকাতা হইতে দক্ষিণে আচপুর ডায়মণ্ডহারবর, ও সাগর দ্বীপ। তৃতীয়টী—কলিকাতা হইতে উত্তরে বারাকপুর, বর্দ্ধমান, সাহেবগঞ্জ, পূর্ণিয়া, তেঁতুলিয়া তথা হইতে দার্জ্জিলিঙ এবং তেঁতুলিয়া হইতে কুচবিহার, গৌহাটী, চিরাপুঞ্জী ও কাছাড়। চতুর্থটী—কলিকাতা হইতে উত্তর-পশ্চিমে রাণীগঞ্জ হইয়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ দিয়া পঞ্জাব। রাণীগঞ্জ হইতে এক শাখা মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক; তথা হইতে মান্দ্রাজ। এইরূপ লৌহ তার, সমুদয় ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন একটী অন্তঃসামুদ্রিক টেলিগ্রাফ হইয়াছে। ইহা দ্বারা কলিকাতা হইতে বিলাতে খবরাখবর চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন সমুদয় রেলওয়ে ষ্টেসনেই টেলিগ্রাফ আছে।

ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে তারে খবর পাঠাইবার এখন তিনটী পথ আছে। প্রথমটী কনষ্টান্টিনোপল হইতে আসিয়ামাইনরের মধ্য দিয়া প্রথমে বাগদাদ পর্য্যন্ত আইসে। তুরস্ক গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে ১৮৬৩ অব্দে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৬৪ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট নিজ ব্যয়ে বাগদাদ হইতে পারস্য উপসাগরের ফায়ও পর্য্যন্ত ইহা প্রসারিত করেন। ফায়ও হইতে করাচি পর্য্যন্ত সমুদ্র গর্ব্ভে তার নিক্ষেপ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়িতবার্ত্তাবহ যোগে সংবাদ প্রেরণের উপায় বিধান করা হয়। ইহার পূর্ব্বে বরাবর সমুদ্রের উপকূল দিয়া করাচি পর্য্যন্ত স্থলপথে একটী তার আনা হয়। কিন্তু বাগদাদ হইতে ফায়ও পর্য্যন্ত যে তার আসি

য়াছে, তাহা সর্ব্বদা নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া পারস্য গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে বুসায়র হইতে টিহারণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আর একটী তার বিস্তার করিয়াছেন। তথা হইতে ঐ তার বাগদাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত তাড়িত-বার্ত্তাবহ সংস্থাপনের প্রস্তাব কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট নামক এক জন সাহেব উত্থাপন করেন। তারে রীতি পূর্ব্বক সংবাদ চলিবার অল্প দিন পূর্ব্বে ১৮৬৫ অব্দে উক্ত সাহেবের পরলোক প্রাপ্তি হয়। ১৮৭০ অব্দে সমুদ্র পথে সুয়েজ হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত তার চালাইয়া আনা হয় এবং ৬ই মার্চ্চ হইতে সংবাদ চলিতে থাকে। এই সময়ে ইণ্ডো ইউরোপিয়ান টেলিগ্রাফ কোম্পানি সংস্থাপিত হয় এবং তাঁহারা টিহারণ পর্য্যন্ত তার সংস্থাপন করেন। তদবধি ইউরোপে সংবাদ প্রেরণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

মিউনিসিপালিটী।

বাঙ্গালায় এখন চারি প্রকারের মিউনিসিপালিটী আছে, যথা— ১৮৬৪ অব্দের তিন আইন অনুসারে, নিয়োজিত মিউনিসিপালিটী ২৫টী ১৮৬৮ অব্দের ছয় আইন অনুসারে, নিয়োজিত মিউনিসিপালিটী ৯১টী ১৮৫৬ অব্দের বিশ আইন অনুসারে নিয়োজিত চৌকীদারী মহল ৬৮টী এবং ১৮৬০ অব্দের পচিশ আইন অনুসারে নিয়োজিত মিউনিসিপালিটী একটী আছে। ১৮৭৫-৭৬ অব্দে প্রথম প্রকার মিউনিসিপালিটীর আয় ১২৪২৩৮৭ টাকা; দ্বিতীয় প্রকারের মিউনিসিপালিটীর আয় ৪৭৭৪৫৪ টাকা; তৃতীয় প্রকারের মিউনিসিপালিটীর আয় ৪৭৭৪৫৪ টাকা, এবং চতুর্থ প্রকারের মিউনিসিপালিটীর আয় ১২৮৫৯ টাকা। এই সকল মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক ব্যয় প্রায় ১৮লক্ষ টাকা। ১৮৭৪ অব্দের দুই আইন অনুসারে করদাতারা কমিশনর নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীরামপুরের লোকেরা এই অধিকার সর্ব্ব প্রথমে গ্রহণ করেন। বিগত বৎসর কৃষ্ণনগরের লোকেও এই অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৭৬ অব্দের তিন আইন অনুসারে কলিকাতার করদাতাগণ কমিসনর নিয়োগের অধিকার প্রাপ্ত হন, গত সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে তাহাদিগের কমিশনর নিযুক্ত করিয়াছেন। এই ৪৮ জন

কমিশনর ব্যতীত গবর্ণমেন্ট নিজ ইচ্ছানুসারে আরও ২৪ জন কমিসনর নিযুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর কার্য্য পুর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেকটা ভাল চলিতেছে।

মিউনিসিপাল কমিসনরগণের নাম।

আনন্দমোহন বসু।
ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভুবন মোহন সরকার।
ভগবতি চরণ ঘোষ।
বৃন্দাবন চন্দ্র মণ্ডল।
টমাস ওয়াল্‌টার বেবুনা।
রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
চন্দ্রমাধব ঘোষ।
ডাক্তার ই, ডব্‌লু চেম্বার্স।
দুর্গামোহন দাস।
গোপাল লাল মিত্র।
গিরীন্দ্রকুমার দত্ত।
টি ডব্‌লু গ্রিবল।
গণেশ চন্দ্র চন্দ্র।
জানকী নাথ রায়।
জয়গোবিন্দ লাহা।
যোগেশচন্দ্র দত্ত।
যদুনাথ ঘোষ।
ডাক্তার জগবন্ধু বসু।
কালীনাথ মিত্র।
কালীমোহন দাস।
কালী চরণ সোম।
কানাই লাল দে।
কৃষ্ণদাস পাল।
মুরলিধর সেন।
মধুসূদন দত্ত।
নন্দলাল বসু।
নিমাইচরণ বসু।
নবীনচন্দ্র বড়াল।
উমেশচন্দ্র দত্ত।
প্রাণ নাথ দত্ত।
প্রবোধ চন্দ্র মল্লিক।
আলফ্রেড উইলিয়ম ফিপ্‌সন।
প্রিয় নাথ দত্ত।
ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র।
রাধারমণ মিত্র।
এচ, জে রেনলডস্‌।
রমাকান্ত সেন।
শ্রীনাথ চন্দ্র।
শ্রীনাথ দাস।
সীতা নাথ দাস।
সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্যামাচরণ সরকার।
সেরাজুল ইসলাম।
মৌলবি আহম্মদ।
টি, বি লেন।
সাজ্জাদা ওয়ালা গহুর সাহেব।
রাজেন্দ্র নাথ মিত্র।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি।

অনেকের টাকা একত্র করিয়া যে ব্যবসায় করা হয়, তাহাকে ইংরেজিতে জয়েন্ট-ষ্টক এবং বাঙ্গালায় সম্ভূয়সমুত্থান বা যৌতব্যবসায় বলে। কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস না থাকিলে এব্যবসায় চলিতে পারে না, বিশ্বাসই এব্যবসায়ের জীবন। আমাদিগের দেশে এখনও যৌতব্যবসায় প্রকৃত রূপে প্রচলিত হয় নাই। কেহ কেহ এই ব্যবসায়ের মূল নিয়ম অবগত না হইয়াই দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি খুলিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে ব্যবসায় চালাইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদিগের অবিবেচনা দোষে ভবিষ্যতে এই ব্যবসায় চালাইবার পক্ষে যে বিশেষ অপকার হইয়াছে, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। যাঁহারা এই রূপে ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি খুলিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ১৮৬৬ অব্দের দশ আইন একবার ভালরূপে অধ্যয়ন করিবেন। তাহা হইলেই এ সম্বন্ধে কি কি কর্ত্তব্য তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিবেন। তিনের অধিক অংশীদার থাকিলে যে, উক্ত আইনানুসারে জয়েন্টষ্টক কোম্পানি রেজিষ্টরি করিতে হয়, তাহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন। রেজিষ্টরি না করিলে দায়িকের নিকট হইতে নালিস করিয়া পাওনা টাকা আদায় করা যায় না। যাহা হউক, সম্প্রতি পূর্ব্ব বাঙ্গালায় কয়েকটী জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি সংগঠিত হইয়াছে। যথা—(১) নারায়ণ গঞ্জ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড ইহার মূলধন ২৫০০০ টাকা প্রত্যেক অংশের মূল্য ২৫ টাকা। ১৮৬৬ অব্দের দশ আইন অনুসারে রেজিষ্টরি করা হইয়াছে। ইহার প্রায় সমুদায় অংশ বিক্রয় হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। (২) জামালপুর ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড, ইহার মূলধন ৫০০০০ টাকা, ২৫০০ অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের মূল্য ২০ টাকা। ১৮৬৬ অব্দের দশ আইনানুসারে রেজিষ্টরি করা হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত ইহার সমুদয় অংশ বিক্রয় এবং কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। ময়মনসিংহ জামালপুরের স্কুল ডেপুটী ইনেস্পেক্টর শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র সেনের প্রধান উদ্যোগে এই উভয় কোম্পানি সংস্থাপিত এবং তিনিই এই উভয় কোম্পানির ভার প্রাপ্ত অধ্যক্ষ। সবিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিতে হয়। (৩) কাছাড় জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি। এই কোম্পানির মূলধন এক লক্ষ টাকা। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা।

ইহার সমুদায় অংশ এখনও বিক্রয় হয় নাই। সম্পাদক নিজ নামে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু লোকের অধিকতর বিশ্বাসের নিমিত্ত অধ্যক্ষ দিগের নাম প্রকাশ করা আবশ্যক। আপাততঃ যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে,তদ্দ্বারা অধ্যক্ষগণ কাছাড়ে একটী চা বাগান প্রস্তুত করিতেছেন। সমুদায় মূলধন সংগ্রহ হইলে অপরবিধ ব্যবসায়ও আরম্ভ করা হইবে। (৪) শ্রীহট্ট কল্‌টিবেটিং কোম্পানি নামক সম্প্রতি আর একটী কোম্পানি স্থাপনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূলধন ২০০০০ টাকা প্রতি অংশের মূল্য ২৫) টাকা এই কোম্পানি কৃষিকার্য্যে বিলাতি নাঙ্গল প্রভৃতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করা এই কোম্পানির উদ্দেশ্য। (৫) ন্যাসনাল কোম্পানি। এই কোম্পানির মূলধন আপাততঃ ত্রিশ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু এই কোম্পানির তিন জন মাত্র অংশীদার; ব্যবসায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত এই কোম্পানির কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া আসামে গিয়াছেন। তেজপুরের অধীন বিশ্বনাথ নামক স্থানে এই কোম্পানি চা বাগান প্রস্তুত করিতেছেন।

দেশীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ী কোম্পানি। মূলধন ১০০০০ টাকা। প্রতি অংশের মূল্য ১০) টাকা। এই কোম্পানি রীতি মত রেজেস্টরী হইয়া ঢাকা নগরীতে সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহারা দেশীয় বিবিধ প্রকার বস্ত্রের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। দেশীয় বস্ত্র যাহাতে অধিক পরিমানে এ দেশে প্রচলিত হইয়া বিদেশীয় বস্ত্রাদির আমদানি রহিত হয় এই কোম্পানির তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য। ইষ্ট বেঙ্গল মারকেন টাইল কোম্পানি লিমিটেড। নারায়ণগঞ্জ। মূলধন ২০০০০ টাকা। প্রতি অংশ ২৫ টাকা।

এই কোম্পানি ১৮৬৬ সালের ১০ আইন অনুসারে রেজেস্টরী করা হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সঙ্গত লভ্য জনক সকল প্রকার ব্যবসা করিবার জন্য এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

লোন অফিস।

ফরিদপুরে প্রথম লোন অফিস সংস্থাপিত হয়। ডেপুটীমাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত স্থানে অবস্থিতিকালে এই অফিস সংস্থাপন করেন। এইরূপ নূতন ব্যাপারে প্রথমতঃ লোকের বিশেষ আস্থা জন্মে নাই। কিন্তু বসু মহাশয়ের অবিচলিত যত্ন ও অধ্যবসায় বলে ক্রমে

লোন অফিসের শ্রীবৃদ্ধি ও লোকের আস্থা হইতে লাগিল। ফরিদপুর লোন অফিসের মূলধন ১৫০০০ টাকা মাত্র, কিন্তু অপরের প্রায় ৭০। ৮০ হাজার টাকা সর্ব্বদা গচ্ছিত থাকে। অংশীদারেরা কখন কখন শতকরা তিন টাকা পর্য্যন্ত মাসিক সুদ পাইয়া থাকেন; সচরাচর ২॥০ টাকার কম পান না। ফরিদপুর লোন অফিসের উন্নতি দেখিয়া গত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে আরও অনেক গুলি লোন অফিস সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যথা (২) নসিরাবাদ লোন অফিস, মূলধন ২০ হাজার টাকা; প্রতি অংশ দশ টাকা। প্রায় দশ হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া ১২৮২ সালের মাঘ মাস হইতে এই অফিসের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অধমর্ণদিগের নিকট হইতে শতকরা মাসিক দুই টাকার অধিক সুদ লওয়া হয় না; অধিক টাকার কম সুদ লওয়া হয়। অংশীদারেরা শতকরা মাসিক দুই টাকার অধিক সুদ গড়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (৩) জামালপুর লোন অফিস, মূলধন বিশ হাজার টাকা, প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা, সমুদয় টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অংশীদারগণ শতকরা মাসিক দুই টাকা গড়ে সুদ প্রাপ্ত হইতেছেন। (৪) কুমিল্লা লোন অফিস, মূলধন বিশ সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অংশীদারগণ শতকরা দুই টাকার অধিক মাসিক সুদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই অফিসের মূলধন বৃদ্ধি করিবার কথা হইয়াছিল। (৫) মুন্সীগঞ্জ লোন অফিস, ইহার সমুদয় মূলধন এখনও সংগ্রহ হয় নাই। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা। (৬) বরিশাল লোন অফিস, ইহার মূলধন ২৫০০০ টাকা প্রতি অংশের মূল্য ২৫ টাকা। অধ্যক্ষেরা সমুদয় টাকা সংগ্রহ করেন নাই। অংশীদারেরা আপততঃ শতকরা এক টাকা হিসাবে মাসিক সুদ প্রাপ্ত হইতেছেন। (৭) যশোহর লোন অফিস, এই কোম্পানির মূলধন বিশ হাজার টাকা, প্রতি অংশের মূল্য ২০ টাকা। অদ্যাপি ইহার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। (৮) বগুড়া লোন অফিস, আমরা ইহার বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারি নাই। প্রত্যেক লোন অফিসে এক এক জন সম্পাদক আছেন। সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলেই যাবতীয় বিবরণ অবগত হওয়া যায়। লোন অফিসের প্রথম প্রবর্ত্তক যে ধন সঞ্চয় ও ধন বৃদ্ধির একটী সুন্দর পথ প্রদর্শন করিয়া জাতীয় সুখ বৃদ্ধির অনেকটা উপায় করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই যত দিন ধনসঞ্চয় ও ধনবৃদ্ধির নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত না হইবে, ততদিন আমাদিগের প্রকৃত কল্যাণের সম্ভাবনা নাই।

আন্নুইটি ফণ্ড।

হিন্দু ফ্যামিলি আন্নুইটী ফণ্ড বা হিন্দু পারিবারিক বৃত্তি দানাধার ১৮৭২ অব্দের জুন মাসে স্থাপিত। এক্ষণে ইহার সভ্য সংখ্যা ২৩২ জন, এবং মাসিক চাঁদা এক সহস্র টাকার অধিক আদায় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব প্রাপ্ত চাঁদা হইতে ৪৫০০০ টাকার অধিক গচ্ছিত আছে। পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান বা অন্য যে কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত মাসিক ৫০ টাকার অনধিক বৃত্তি প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। চাঁদাদাতার মৃত্যুর পর প্রতি মাসে ঐ বৃত্তি পাওয়া যায়; কিন্তু সন্তান প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে তিনি আর তাহা পাইতে পারেন না। যাঁহারা কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত বৃত্তি সংস্থাপন করিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কলিকাতা নং ১ মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন বা অনুসন্ধান করিবেন। দেশীয় খৃষ্টানদিগেরও একটী আন্নুইটি ফণ্ড আছে।

লাইফ ইন্সুরান্স।

লাইফ ইন্সুরার জীবন চুক্তি বা জীবনের উপর বিমা করে, এমন অনেকগুলি কোম্পানি আছে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পজেটিব লাইফ ইন্সুরান্স কোম্পানি, কার্য্যস্থান লালদিঘির দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং অরিএণ্টাল লাইফ ইন্সুরান্স কোম্পানির কার্য্যস্থান ইজরাষ্ট্রীট, সহজ নিয়মে এদেশীয় লোকদিগের জীবন চুক্তি বা বিমা করিয়া থাকেন; অধিকন্তু তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত চাঁদার শতকরা আশি টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা দিতে হয়, সুতরাং ইহার কোন এক স্থানে জীবন চুক্তি করা অধিকতর নিরাপদ। শেষোক্ত কোম্পানিটী বোম্বায়ের কয়েকজন ভদ্রলোক দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। চুক্তিকারী যত টাকার নিমিত্ত জীবনচুক্তি করিবেন, তাহার হার অনুসারে তাঁহাকে তিন তিন মাসের চাদা অগ্রিম দিতে হইবে; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা চুক্তির সমুদয় টাকা পাইবেন।

সেভিং ব্যাঙ্ক।

সর্ব্ব সাধারণের খুচরা টাকা জমাইবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাঙ্কে স্থাপন করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কে ১৲ টাকা হইতে অনধিক ৩০০০ টাকা

পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক বৎসরে ৫০০ টাকার অধিক জমা দেওয়া যায় না। সুদ বাৎসরিক শতকরা ৩৮০ হিসাবে পাওয়া যায়, কিন্তু তিন হাজার টাকা জমা হইলে আর সুদ পাওয়া যায় না।

মনি অর্ডার।

১০ টাকা পর্য্যন্ত দুই আনা; ২৫) পর্য্যন্ত ।০; ৫০ পর্য্যন্ত ।।০; তার পর প্রত্যেক ২৫ টাকায় চার আনা। ১৫০ টাকার বেশি মনি অর্ডার পাওয়া যায় না।

মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র।

বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটী প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন কালীন তিনি দেখিতে পান যে, বারাণসী জেলার এক স্থলে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের ন্যায় আঁশাল একরূপ পদার্থের একটী স্তর রহিয়াছে। মেজর রুবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া একটী খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে খিলানের অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে, তথায় একটী মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নয়, অন্যূন এক সহস্র বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে মুদ্রাযন্ত্র ও উপকরণাদি ব্যবহার করিতেন, আমরা যবনাধিকারে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্র ও উপকরণাদি ইংরেজেরা আমাদিগের দেশে আনয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মুদ্রাক্ষরও তাঁহাদিগের আনুকূল্যে সৃষ্টি হইয়াছে। ১৭৭৮ অব্দে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর ব্যবহার হয়। এণ্ড্রুস সাহেব নামক জনৈক পুস্তক বিক্রেতা হুগলীতে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন, তথায় হল্‌হেড সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়। উইলকিন্স সাহেব (যিনি পরে, সার চার্লস্ উইলকিন্স নামে খ্যাত হন) নিজ হস্তে প্রথমে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। তৎপর পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তিকে ছেনী প্রস্তুত করিবার পন্থা শিখাইয়া দেন। ১৭৮৫ অব্দে সার ইলাইজা ইম্পের সংগৃহীত

ইংরেজি ব্যবস্থা সকল জোনাথন ডন্‌কেন সাহেব কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কোম্পানির যত্নে মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিবস হইতে সাত বৎসরকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর ফষ্টর সাহেব কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ অব্দের ব্যবস্থা যখন সরল ও চলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন যে অক্ষরের প্রয়োজন হয়, পঞ্চানন কর্ম্মকার নূতন এক সেট তাঁবা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা প্রস্তুত করেন। সেই মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি সুছাঁদ লিখিতেন, তাঁহারই লেখা দেখিয়া বর্ত্তমান মুদ্রাক্ষরের ছাঁদ হইয়াছে। বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের যাহা কিছু উন্নতি তাহা শ্রীরামপুরে সংসিদ্ধ হইয়াছে।

১৮০০ অব্দে খৃষ্ট ধর্ম্ম যাজকগণ শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করেন। ১৮০১ অব্দে রাম রাম বসুর লিখিত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ খানি বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদ্য সাহিত্য ইহার কিছু দিন পরে, কেরি সাহেব এক খানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ, প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করেন। অব্যবহিত পরে হিতোপদেশ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে সুবিখ্যাত পাদরি কেরি সাহেব এক খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ আহরণ করিয়া তাহার মুদ্রাঙ্কনে ষাত্মিক হন। কিন্তু মুদ্রাক্ষরাভাবে কিরূপে গ্রন্থ মুদ্রিত করিবেন, যখন তিনি এই চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে পঞ্চানন কর্ম্মকার শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দেবনাগর অক্ষরের ছেনী প্রস্তুত করিতে দেন। পঞ্চানন এই কার্য্যে তাঁহার জামাতা, মনোহর কর্ম্মকারকে সহকারী নিযুক্ত করেন। এই যুবা নিজ অবলম্বিত কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। ইহার পর তিনি মিসনরিদিগের অধীনে ক্রমাগত ৩৪ বৎসর কাল কার্য্য করেন। ১৮০৩ অব্দে সংস্কৃত মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত হয়।

শ্রীরামপুরের মিসনরিদিগের নিকট বাঙ্গালা ভাষা বিশেষ ঋণী। তাঁহাদিগের যত্নেই বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতে থাকে। তাঁহারাই বাঙ্গালা মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত করেন। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রেরও তাঁহারাই আদি সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৮১৮ অব্দের

এপ্রিল মাসে, শ্রীরামপুরে মার্সমান সাহেব কর্ত্তৃক দিগদর্শন নামক সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। উহাতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও নানাবিধ সংবাদ প্রকটিত হইত। উক্ত অব্দের ৩১ শে মে, "সমাচার দর্শন" নামক বঙ্গদেশের আদি সংবাদ পত্রও শ্রীরামপুরস্থ মিসনারিগণ দ্বারাই প্রকাশিত হয়। এই পত্রের প্রতি সংখ্যা চারি আনা মূল্যে বিক্রয় হইত। কলিকাতা এবং সন্নিহিত স্থানে ইহার গ্রাহকসংখ্যা যথেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সংবাদ পত্রের ডাকমাসুল অত্যন্ত অধিক থাকায় মফঃস্বলের লোকে প্রায় ইহা গ্রহণ করিতে পারিত না। লর্ড হেষ্টিংস এই নিমিত্ত নিয়ম করিয়া দেন যে, নিয়মিত ডাক মাসুলের এক চতুর্থাংশ মূল্যে ইহা এদেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইবে। এইরূপে সমাচার দর্পণের নাম দেশের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। অদ্যাপি অনভিজ্ঞ লোকেরা সংবাদ পত্র মাত্রকেই সমাচার দর্পণ বলিয়া থাকে। সমাচারদর্পণ বহির্গত হইবার কিছু কাল পরে, তিমির নাশক নামক একখানি সংবাদ পত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ঐ পত্র স্বল্পকাল মাত্র জীবিত ছিল।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকার প্রচার আরম্ভ হয়। এই প্রাচীন সংবাদ পত্র অদ্যাপি জীবিত আছে। ইহার পর, প্রভাকর এবং সংবাদ ভাস্কর প্রকাশিত হয়। এই দুই খানি পত্র সমসাময়িক এবং পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ইহাদিগের নিয়তই বিবাদ চলিত; এমন কি, একটু পরিমার্জ্জিত রকমের কবির লড়াই বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর পত্রের জন্মদাতা। প্রভাকর দৈনিক পত্র; অদ্যাপি জীবিত আছে। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সংবাদ ভাস্কর পত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস শ্রীহট্ট জেলায়। তিনি খর্ব্বাকৃতি পুরুষ ছিলেন। লোকে তাঁহাকে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য বলিয়া ডাকিত। তিনি পরগ্লানির নিমিত্ত একবার কারারুদ্ধ হন।

এই সময়ে হিন্দু কলেজে সুশিক্ষিত হইয়া কতিপয় ব্যক্তি বহির্গত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিখ্যাত রসিককৃষ্ণ মল্লিক জ্ঞানান্বেষণ পত্রের সৃষ্টি করেন। তিনি এবং তাঁহার পরম বন্ধু রামগোপাল ঘোষ এই পত্রে নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিতেন। যাহাতে কুপ্রথা রহিত ও সুপ্রথা সংস্থাপিত হয়, এই পত্রের তাহাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় সুরুচি সঙ্গত সুপ্রণালীতে পরি-

চালিত সংবাদ পত্রের এই প্রথম সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আর কোন সংবাদ পত্রই রাজনৈতিক বিষয়ের রীতি সঙ্গত সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। বাঙ্গালা সংবাদপত্র অধুনা যে উন্নতির অবস্থায় সমাগত হইয়াছে, সোমপ্রকাশই তাহার প্রথম পথ প্রদর্শক। ২০ বৎসর যাবৎ সোমপ্রকাশ সুদক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। সোমপ্রকাশ প্রচারিত হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হয়। এই পত্রখানি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত, ইহার লেখা পরিমার্জ্জিত ও সুরুচি সঙ্গত; কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে ইহার মতের স্বাধীনতা নাই। ঢাকা প্রকাশ, ১৭ বৎসর যাবৎ এই পত্রিকাখানি বাহির হইতেছে। এক সময়ে ইহা সোমপ্রকাশের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইত। এখনও ইহা দক্ষতার সহিতই পরিচালিত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দু সমাজের সপক্ষতা করিবার নিমিত্ত ঢাকায় হিন্দু হিতৈষিণী নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। ১৩ বৎসর যাবৎ এই পত্রিকা খানি প্রকাশিত হইয়া দক্ষতার সহিত চলিতেছে। সুখের বিষয় এই, হিন্দু হিতৈষিণীও ক্রমে সাময়িক উন্নতির পক্ষপাতী হইতেছেন। প্রচলিত কৌলীন্য প্রথার সংশোধন পক্ষে ইঁহার বিশেষ চেষ্টা দৃষ্ট হইতেছে। অমৃতবাজার পত্রিকা, প্রায় নয় বৎসর যাবৎ ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। লেখার তীব্রতা বশতঃ এই পত্রিকাখানি বিশেষ রাষ্ট্রনামা হইয়াছে। সহচর—চারি বৎসর যাবৎ কলিকাতা হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, এই পত্রখানি যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হয়। সাধারণী, চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। সাধারণ লোকদিগের অবস্থোন্নতির প্রতি এই পত্রিকাখানির বিশেষ দৃষ্টি আছে। সাধারণী সুদক্ষ সংবাদ পত্রের শ্রেণীতে গণ্য। ভারত-সংস্কার, দেশের কুরীতি সংশোধন ও সুরীতি সংস্থাপন পথে এ পত্রখানির বিশেষ যত্ন, সাধারণ লোকদিগের প্রতিও ইহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। এ পত্রখানি উপযুক্ত রূপে পরিচালিত হইতেছে। ভারত-মিহির, এই পত্রখানি কেবল দুই বৎসর যাবৎ ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার মধ্যেই একখানি গণনীয় পত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ইহার লেখার তেজস্বিতা এবং মতের বিলক্ষণ উদারতা আছে। উল্লিখিত পত্র সকল ব্যতীত, হাবড়া হইতে হাবড়াহিতকরী, বহরমপুর হইতে প্রতিকার, শ্রীহট্ট হইতে শ্রীহট্ট প্রকাশ এবং আসাম গোয়ালপাড়া হইতে গোয়ালপাড়া হিত-

সাধিনী নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এদেশে যে অতি অল্প মূল্যে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে পারে, সুলভ সমাচার তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

মাসিক পত্র—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এক সময়ে বাঙ্গালা মাসিক পত্রের শীর্ষ স্থানীয় ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি এবং বাঙ্গালা ভাষা সংগঠন পক্ষে যে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই স্মৃতিপটে চিরকৃতজ্ঞতার চিহ্নে অঙ্কিত থাকিবে। তত্ত্ববোধিনীর পুর্ব্ব গৌরব যদিও অক্ষত ভাবে বিদ্যমান নাই, তথাপি এখনও ইহা একখানি অতি উত্তম মাসিক পত্রিকা বলিয়া গণ্য। বিজ্ঞবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ ও তৎপর রহস্যসন্দর্ভও অনেক হিতকর জ্ঞাতব্য বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত করিয়াছে। বঙ্গদর্শনের প্রচারারম্ভ অবধি বাঙ্গালা ভাষার মাসিক পত্রের এক নূতন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গদর্শন সাময়িক পত্রের এক নূতন জীবন প্রদান করিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় সাময়িক পত্র সকল যেভাবে পরিচালিত হয়, বঙ্গদর্শন এদেশীয় সাময়িক পত্রে সেই ভাব বিকাশের উপায় প্রদর্শন করিয়াছে। বঙ্গদর্শনের পর বান্ধব, আর্য্যদর্শন ও জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পত্রের সৃষ্টি হয়। এই সকল গুলি, জীবিত আছে। কিন্তু জ্ঞানাঙ্কুরের পুর্ব্বাবস্থা কিঞ্চিৎ অবনমিত হইয়াছে। ফরিদপুর হইতে ভারত সুহৃদ নামে আর একখানি উত্তম সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা—১৩ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দত্ত ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুর যত্নে কলিকাতা হইতে বামাবোধিনী পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হয়। এই পত্রখানি বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত পরিচালিত হওয়ায় স্ত্রী সমাজের বিশেষ উপকার হইয়াছে। সুপাঠ্য বিষয় সকল সর্ব্বদা এই পত্রিকাখানিতে সমাবেশিত হয়। ১৮৬৯ অব্দের মে মাসে অবলাবান্ধব নামক আর এক খানি পত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এক বৎসরান্তর কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং পাঁচ বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়া অর্থাভাবে ইহার প্রচার রহিত হয়। এই পত্রের লেখকেরা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং স্ত্রীপুরুষের শিক্ষাগত অপ্রমাণিত পার্থক্য রক্ষার বিরোধী ছিলেন। গত দুই বৎসর যাবৎ বঙ্গ মহিলা নামক আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কাশিপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গালীর দ্বারা রীতিমত পরিচালিত ইংরেজি সংবাদ পত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহাকর্ত্তৃক সম্পাদিত সংবাদ পত্রের নাম হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার, এই পত্রখানি কয়েক বৎসর পরিচালিত হইয়া সিপাহি বিদ্রোহের সময় রহিত হয়। হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর পত্র বাহির হওয়ার পর সুবিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক হিন্দু পেট্রিয়ট পত্র সংস্থাপিত হয। এই পত্রখানি চব্বিশ বৎসর যাবৎ বাহির হইয়াছে এবং দেশীয় সংবাদ পত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিযা গণ্য হইয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ বৎসর গত হইল গিরীশ চন্দ্র ঘোষ বেঙ্গলী নামক সংবাদ পত্র বাহির করেন। তাহা অদ্যাপি সুলিখিত ও সুরুচির সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইণ্ডিয়ান মিররের বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ইহার সংস্থাপয়িতা, ইহা প্রথমতঃ পাক্ষিক নিযমে বাহির হইত। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিবার কিছু কাল পর হইতে ইহার সাপ্তাহিক প্রচার আরম্ভ হয। তিনি বিলাত হইতে ফিরিযা আসিযা ইহাকে, দৈনিক পত্রে পরিণত করেন। ইণ্ডিযান মিরার একখানি প্রধান সংবাদ পত্র বলিয়া গণ্য। নেসনেল পেপার; ১৩ বৎসর যাবৎ শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্রের দ্বারা ইহা পরিচালিত হইতেছে। সর্ব্ব প্রকারে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া জাতীয় উন্নতি করা আবশ্যক, এই পত্রিকা খানি এই মত সমর্থন করিয়া থাকেন। ইণ্ডিযান ক্রিশ্চিয়ান হিরাল্ড, এদেশীয খৃষ্টানদিগের শুভসাধন কল্পে কয়েক বৎসর যাবৎ এই পত্রিকাখানি প্রচারিত হইতেছে। এই পত্রিকা খানি উপযুক্ততার সহিত সম্পাদিত হয়। তিন বৎসর হইল ঢাকা নগরী হইতে ইষ্ট নামক একখানি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্র বাহির হইতেছে। ইষ্ট নির্ব্বিরোধ স্বভাব, ও উন্নতি পক্ষপাতী। ইণ্ডিয়ান ট্রাইবিউন, এই পত্রিকাখানি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হিতের নিমিত্ত এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বে ইহা বারাণসী হইতে প্রকাশিত হইত, এক্ষণে ইহার কার্য্য স্থান আলাহাবাদ নগরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পত্রিকাখানির বয়ঃক্রম অধিক নহে, দুই বৎসর মাত্র; কিন্তু ইহা বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। বেহার হিরাল্ড, এই পত্রিকাখানি একবার কতক দিন প্রকাশিত হইয়া মধ্যে কিছু দিন বন্ধ ছিল, আবার সম্প্রতি প্রচারিত হইতেছে।

কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হইলে পর রাজপুরুষদিগের মনে এক বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাঁহারা নানাবিধ উৎপাত বৃদ্ধির আশঙ্কা করিতে থাকেন। এই আশঙ্কা বশতঃ লর্ড ওয়েলেস্‌লি মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে কতগুলি নিয়ম প্রচার করেন, তদ্দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনত এক প্রকার বিনষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে সার চার্লস মেট্‌কাফ ঐ সকল নিয়ম রহিত করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন। যে দিবস এই মহৎ ব্যাপার সংঘটিত হয়, প্রতি বৎসর সেই দিবসে এই বিশেষ ঘটনার স্মরণার্থ সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা টাউন হলে একটী ভোজ দিতেন। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের সময় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা একবার রহিত হয়, কিন্তু বিদ্রোহ শান্তির পরই তাহা পুনঃ প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা না থাকিলে সংবাদপত্র সকলের এত উন্নতি হইত না। বিদ্রোহ উত্তেজক কোন কথা ব্যবহার করিলে ফৌজদারী বিধির নূতন বিধানানুসারে পত্রিকা সম্পাদকদিগের এক্ষণ দণ্ড হইতে পারে। তবে সুখের বিষয় এই যে এপর্য্যন্ত কেহ এই বিধানানুসারে দণ্ডিত হয় নাই।

কলিকাতায় প্রায় এক শত মুদ্রাযন্ত্র আছে,তন্মধ্যে বাঙ্গালীদিগের স্থাপিত কতিপয় প্রধান প্রধান মুদ্রাযন্ত্রের তালিকা এস্থলে প্রদান করা গেল।

ইণ্ডিয়ান মিরার প্রেস, নেশন্যাল প্রেস, পিপল্‌স্ ফ্রেণ্ড প্রেস, বেঙ্গলি প্রেস, ষ্ট্যানহোপ প্রেস, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, আলবর্ট যন্ত্র, গুপ্ত যন্ত্র, জি, পি, রায় কোং যন্ত্র, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র, নূতন ভারত যন্ত্র, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, পুরাণপ্রকাশ যন্ত্র, পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র, প্রভাকর যন্ত্র, বাল্মিকী যন্ত্র, গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র, বিডিন যন্ত্র, ভারত যন্ত্র, প্রাচীন ভারত যন্ত্র, মধ্যস্থ যন্ত্র, রাজকীয় যন্ত্র, রায় যন্ত্র, সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র, সংস্কৃত যন্ত্র, সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্র, সুচারু যন্ত্র, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোং যন্ত্র, সোমপ্রকাশ যন্ত্র, ভিক্টোরিয়া যন্ত্র।

মফঃস্বলে নিম্নলিখিত মুদ্রাযন্ত্র গুলি আছে যথা—

ঢাকা।

বাঙ্গালা যন্ত্র, পূর্ব্ব বাঙ্গালা যন্ত্র, সুলভ যন্ত্র, গিরিশ যন্ত্র।

মৈমনসিংহ।

ভারত মিহির যন্ত্র, আনন্দ যন্ত্র।

বরিশাল।

বরিশাল বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

বহরমপুর।

সত্যরত্ন যন্ত্র, ধনসিন্ধু যন্ত্র, এতদ্ভিন্ন আজিম গঞ্জে আর একটী মুদ্রা যন্ত্র আছে।

শ্রীহট্ট।

শ্রীহট্ট প্রকাশ যন্ত্র।

গোয়ালপাড়া।

গোয়ালপাড়া হিতসাধিনী যন্ত্র।

স্বাধীন ত্রিপুরা

মহারাজার মুদ্রাযন্ত্র।

রংপুর

কাকিনিয়া শম্ভুচন্দ্র যন্ত্র।

রাজসাহি

রাজসাহিপ্রেস, হিন্দুরঞ্জিকা যন্ত্র।

পাটনা

বেহার হিরাল্ড প্রেস।

বর্দ্ধমান

মহারাজার প্রেস।

হুগলী

বুধোদয় যন্ত্র।

চুঁচুড়া—সাধারণী যন্ত্র।

কাঁঠালপাড়া

বঙ্গদর্শন যন্ত্র।

রাজনৈতিক সভা।

১৮৩৮ অব্দে সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ভূম্যাধিকারী-দিগের সভা (Land-holders Association) সংস্থাপিত হয়। ইহারই অব্যবহিত পরে রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও প্যারী-চাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী সংস্থাপিত হয়। এই সভার সংস্থাপয়িতাদিগকে ইংরেজি সম্পাদকেরা নানা প্রকার বিদ্রুপ করিতেন। কয়েক বৎসর পরে এই উভয় সভাই উঠিয়া যায়। তৎপর ১৮৫১ অব্দের নবেম্বর মাসে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সংস্থাপিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোগী। হিন্দু পেট্রিয়টের সৃষ্টিকর্ত্তা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এই সভা সংস্থাপন পক্ষে বিশেষ যত্ন করেন। এই সভা হইতে পূর্ব্বে যে সকল আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইত, তিনি তাহার অধিকাংশ লিখিয়া দিতেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সংস্থাপিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত উভয় সভার অধিকাংশ সভ্য ইহার সভ্য হয়েন। সভার সংস্থাপনাবধি রাজা রাধাকান্তদেব ইহার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রসন্ন কুমার ঠাকুর সভাপতি নিযুক্ত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মৃত্যুর পর মহারাজা রমানাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব পদলাভ করিয়াছেন। তিনি গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়া সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলে রাজা দিগম্বর মিত্র কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরকাল উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমতঃ সম্পাদকের পদে বরিত হন, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, রাজা দিগম্বর মিত্র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার পর রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে মহারাজা যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৫৯অব্দে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনিই এই সভার প্রধান জীবন। এই সভার যে বার্ষিক কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে আয় ব্যয়ের কোন হিসাবই প্রদত্ত হয় না। ১৮৬২ অব্দের কার্য্য বিবরণে কেবল উক্ত বৎসরের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর চাঁদা প্রভৃতিতে দশ হাজার টাকার কিঞ্চিৎ অধিক আদায় হয়; কিন্তু ব্যয় প্রায় তৎতুল্যই হইয়াছিল। এই সভার সভ্যগণকে বার্ষিক ৫০টাকা চাঁদা প্রদান করিতে হয়। এই সভার দ্বারা এপর্য্যন্ত দেশহিতকর

অনেক গুলি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। পঞ্চাশ টাকা বার্ষিক চাঁদা দিয়া সর্ব্ব সাধারণের এই সভায় প্রবেশ করিবার সুবিধা হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষীয় সভা কার্য্যতঃ জমিদার ও তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন লোক-দিগের সভা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে। সর্ব্ব সাধারণের মুখপাত্র স্বরূপ একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার আবশ্যকতা কয়েক বৎসর হইতে অনেকেই অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে একবার এইরূপ একটী সভা সংস্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে মফস্বলের কয়েকটী জেলায় জনসা-ধারণ সভা নাম দিয়া কয়েকটী সভা সংস্থাপিত হয়। এই সকল সভার স্থাপনা শুভসূচক বলিয়া ১৮৭২-৭৩ অব্দের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনীতে প্রকা-শিত হইয়াছে। আক্ষেপ এই, এই সকল জনসাধারণ সভার অধিকাংশ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল ঢাকায় ও বরিশালে এক একটী সভা আছে, তাহারও কার্য্যাদি নিয়মিত রূপে নির্ব্বাহ হইতেছে না। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮৭৫ অব্দের প্রথম-যোগে সাধারণের মুখপাত্র স্বরূপ একটী রাজনৈতিক সভা সংস্থাপন করিতে যাত্নিক হন। যখন এইরূপ কল্পনা হইতেছে, এমত সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিলাত হইতে পুনরাগত হইলেন। তখন উভয়ের উৎসাহ একত্রিত হইয়া এই সভা সংস্থাপনের প্রকৃত যত্ন আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর গৃহে কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া সভা সংস্থাপনের উপায়াবধারণ করিলেন, অনুষ্ঠানপত্র মুদ্রিত হইল, সভ্যগণের নাম সংগৃহীত হইতে লাগিল। সারদীয় উৎসবের পর বিধিমতে সভা প্রতিষ্ঠা করা হইবে, এইরূপ অবধারিত হইল। অনুষ্ঠাতা-গণ যে যে লোকের পরামর্শ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তন্মধ্যে অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষও ছিলেন। সার-দীয় উৎসবোপলক্ষে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু স্থানান্তর গমন করিলে পর, শিশিরকুমার ঘোষ অপর অনুষ্ঠাতাকে কোন সংবাদ না দিয়া হঠাৎ এক দিবস সভা সংস্থাপন করিলেন এবং আপনার অভিরুচি অনুসারে কতকগুলি লোককে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত করিলেন। ১৮৭৫ অব্দের আশ্বিন মাসে ইণ্ডিয়ান লিগ প্রতিষ্ঠিত হইল। কয়েক মাস পরে, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের বিরুদ্ধে ১১ জন সভ্য প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে কতগুলি গুরুতর দোষাপবাদ করিয়া সদস্য পদ পরিত্যাগ

করেন। অদ্যাপি ঐ সকল অপবাদ অখণ্ডিত রহিয়াছে। তৎপর আরও কয়েক ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান লিগের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক ইণ্ডিয়ান লিগ সার রিচার্ড টেম্পলের সাহায্যে একটী অতি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রস্তাবিত শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল হইতে পারিত। আক্ষেপ এই সার রিচার্ড বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় অর্থ সংগ্রহের উপায় রহিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান লিগের বর্ত্তমান সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস সম্পাদক। এই সভার সদস্য দিগকে বার্ষিক পাঁচ টাকা চাঁদা দিতে হয়।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ যত্নে ও অপর কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে ১৮৭৬ অব্দের ২৬ শে জুলাই বুধবার ভারতসভা (ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন) সংস্থাপিত হয় যাঁহারা ইণ্ডিয়ান লিগের স্বেচ্ছাচার কার্য্য প্রণালী দৃষ্টে বিরক্ত হইয়া তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এই নূতন সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এই সভা নূতন উদ্যমের সহিত কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের আনুগত্য না করিয়া সাধারণ ভাবে সকল সম্প্রদায়ের ও সর্ব্বপ্রকার অবস্থার লোকের ন্যায়মতে কল্যাণ সাধন করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভা সম্প্রতি একটী অতি গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। সিবিল সর্ব্বিসের প্রথম পরীক্ষা যাহাতে এদেশে গৃহীত হয় এবং পরীক্ষাদাতৃদিগের বয়সের উচ্চসীমা যাহাতে অন্ততঃ ২২ বৎসর নির্দ্ধারিত হয়, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বিশেষরূপে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে সমস্বরে যাহাতে এই প্রার্থনা রাজ দ্বারে বিজ্ঞাপিত হয়, তাহারই উপায় বিধানার্থ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছেন। দেশময় রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত করিবার এই প্রথম উদ্যম। ভারতসভা যদি রাজনৈতিক বিষয়ের আন্দোলনে এইরূপ একতা বিধান করিতে সমর্থ হন, দেশের প্রকৃত কল্যানের পথ পরিস্কার করিবেন সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ভারত সভার সম্পাদক, কার্য্যাস্থান নং ৯৩ কলেজ ষ্ট্রীট। সভ্যদিগকে বার্ষিক অন্ততঃ পাঁচ টাকা চাঁদা প্রদান করিতে হয়। গ্রামের মণ্ডল, কৃষক বা অপরবিধ শ্রমজীবি লোকেরা বার্ষিক একটাকা চাঁদা দিলেই সভ্য হইতে পারেন। ত্রিশজনের

অনধিক সভ্য লইয়া এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হইয়া থাকে।

মেহেরপুর, ভাজনঘাট, সেনহাটী, কাঁথি, কানপুর আগরা এই কয়েকটী স্থানে শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বগুড়ায় বগুড়া-এসোসিয়েসন নামক ভারতসভার একটী সহযোগী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মফঃসলের সভার মধ্যে হুগলী এসোসিয়েসন, মুরসিদাবাদ এসোসিয়েসন, রাজসাহী এসোসিয়েসন, ঢাকা ও বরিশাল জনসাধারণ সভা বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভা প্রধান।

ভারতবর্ষের হিতার্থ সুবিখ্যাত কবডেন ব্রাইট ও ডিকিন্সন সাহেব ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়ান রিফরম সোসাইটী নামক একটী সভা সর্ব্ব প্রথমে সংস্থাপন করেন। ঐসভা উঠিয়া গেলে যে সকল ভারতবাসী লণ্ডনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহাদিগের অনেকের যত্নে ১৮৬৫ অব্দে লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটী নামক একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দাদাভাই নারোজি এই সভার সভাপতি ছিলেন। সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশার্থীদিগের বয়সের ন্যূনতা করিয়া ভারতবর্ষীয় লোকদিগের প্রবেশের পক্ষে যে কন্টক নিক্ষেপ করা হয়, তাহা লইয়া এই সভা বিলক্ষণ আন্দোলন করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এই আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৬৭ অব্দে পার্লিয়ামেন্ট মহাসভার কয়েকজন সদশ্য এবং এদেশ হইতে যে সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী বিলাতে ফিরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হইয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েসন নামক একটী সভা সংস্থাপন করেন এবং লণ্ডন-ইণ্ডিয়ান সোসাইটী উক্ত সভার সহিত সম্মিলিত হয়। শেষোক্ত সভার সভাপতি অভিনব প্রতিষ্ঠিত সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সভা এক্ষণও বিদ্যমান আছে এবং ইহার যত্নে এ দেশের অনেক গুলি হিতকর কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর প্রধান উদ্যোগে এবং আরও কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে ইণ্ডিয়ান সোসাইটী নামে লণ্ডনে আর একটী সভা সংস্থাপিত হয়। ভারতবর্ষের নানা স্থানের যে সকল লোক বিলাতে অবস্থিতি করিতেন, তাহাদিগের পরস্পর একতাসূত্রে বদ্ধ করা এবং এই একতাজনিত জাতীয় কল্যাণের ভাবীসূত্র পাত করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভা কতক সামাজিক ও কতক রাজনৈতিক গঠনে নির্ম্মিত।

সামাজিক ও অপরবিধ হিতকর সমাজ।

ভারত সংস্কার সভা ১৮৭১ অব্দে সংস্থাপিত। ইহার কয়েকটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে যথা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী জাতির উন্নতি বিভাগ, সুলভ সাহিত্য বিভাগ, দাতব্য বিভাগ, এবং সুরাপাননিবারণী বিভাগ। ইহার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন এই সভার সভাপতি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন ও গোবিন্দ চাঁদ ধর সহযোগী সম্পাদক। কার্য্য স্থান ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট।

জাতীয় সভা—কার্য্যালয় ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র। এই সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে জাতীয় মেলা হইয়া থাকে।

ঢাকা শুভসাধিণী সভা, ১২৭৭ সালে সংস্থাপিত। স্ত্রীশিক্ষা দান ও অন্যান্য সামাজিক উন্নতি করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। ঢাকার স্ত্রী-বিদ্যালয় এই সভার অধীন। শ্রীযুক্ত কালী নারায়ণ রায় ইহার সম্পাদক।

উত্তর পাড়া হিতকরী সভা, ১৪ বৎসর হইল, ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা দান, নিরাশ্রয় অনাথাদিগের ভরণ পোষণ, দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষাদান প্রভৃতি কতগুলি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভা বিশেষ যত্নের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত বামাচরণ বন্দোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক।

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা—ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা—১২৭৭ অব্দে সংস্থাপিত। প্রতি বৎসর ৭০।৮০টী ছাত্রী এই সভার নিয়োজিত পরীক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট ছাত্রীদিগকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। গবর্ণমেন্ট বার্ষিক ১৫০ টাকা প্রদান করেন স্থানীয় চাঁদার পরিমানও ১৫০ টাকা। শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই সভার সম্পাদক।

বরিশাল অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা ১৮৭১ অব্দে সংস্থাপিত। ৪০।৫০ জন ছাত্রী প্রতি বৎসর এই সভার নিয়োজিত পরীক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। উত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু লাহা এই সভার সম্পাদক। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহ ও কমিল্লায় এক একটী অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা আছে।

বিজ্ঞানসভা—১৮৭৬ অব্দে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা ও অনুসন্ধান

করা এই সভার উদ্দেশ্য। এখানে সময়ে সময়ে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটে ইহার কার্য্যস্থান।

কৃষিসমাজ—কলিকাতার কৃষিসমাজ ১৮২০ অব্দে স্থাপিত। কৃষি-তত্ত্ব বা এই সভার কার্য্য বিবরণ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে, এই সভার সম্পাদকের নিকট হেয়ার ষ্ট্রীট মেটকাফ হলে অনুসন্ধান করিতে হয়।

সাহিত্যসভা—বেথুনসভা ১৮৫৭ অব্দে সংস্থাপিত। এখানে শীত ঋতুতে সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা ও বক্তৃতাদি পঠিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে পক্ষান্তে ইহার একবার অধিবেশন হয়। অধিবেশন স্থান কলিকাতা মেডিকেল কলেজ। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু ইহার সম্পাদক।

বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা—গত দুই তিন বৎসর যাবত প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বোক্ত সভা ও ইহার উদ্দেশ্য একবিধ। কিন্তু ইহার সমুদয় কার্য্য বাঙ্গালায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। হিন্দু কলেজ থিয়েটরে সাধারণতঃ ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে।

বঙ্গ সাহিত্য সমালোচনী সভা, ইহার কার্য্যস্থান ঢাকা জয়দেবপুর। রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুরের পুত্র এই সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল নির্ব্বাচন করিয়া তাহার রচয়িতাদিগকে পুরস্কার প্রদান করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই নির্ব্বাচন ভার বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের উপর সমর্পিত হইয়াছে।

১৮৬৭ অব্দে কুমারী কার্পেন্টার ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইয়া নেসনেল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক যে সভা সংস্থাপন করেন, বিগত বর্ষে কলিকাতা ও ঢাকায় তাহার দুইটী শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। সামাজিক উন্নতি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত মনো-মোহন ঘোষ কলিকাতার সভায় ও শ্রীযুক্ত তারিণীকুমার ঘোষ ঢাকার সভায় সম্পাদক।

সাধারণ পুস্তকালয়—কলিকাতায় কলিকাতা-পবলিক লাইব্রেরী নামে একটী সাধারণ পুস্তকালয় আছে। ইহার কার্য্যস্থান হেয়ার ষ্ট্রীটে মেট-কাফ হল। গ্রাহকদিগকে শ্রেণীভেদে মাসিক তিন, দুই ও এক টাকা

চাঁদা দিতে হয়। অপরেরা পুস্তকালয়ে যাইয়া পুস্তক ও পত্রিকাদি পড়িতে পারেন।

কলিকাতা রিডিংরুমস্ ইহার কার্য্যস্থান বিডনস্কোয়ার। গ্রাহক-দিগকে মাসিক এক টাকা চাঁদা দিতে হয়। সম্প্রতি কলেজস্কোয়ারে আলবার্ট হলে একটী নূতন পুস্তকালয় খোলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মফঃসলের অনেক স্থানে সাধারণ পুস্তকালয় আছে, এবার তাহার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

সাধারণ সভাধিবেশন স্থান টাউন হল—কলিকাতায় যত প্রধান প্রধান সাধারণ সভা আহুত হয়, তাহার অধিকাংশরই টাউনহলে অধিবেশন হইয়া থাকে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে পটোলডাঙ্গায় আলবার্ট হল নামে একটী সাধারণ অধিবেশন গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দর্শনীয় স্থান।

বেনারস বা কাশী হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। এই নগর পবিত্র সলিলা ভাগীরথীর অপর তটে সংস্থাপিত। পারাপারের জন্য ভাগীরথি বক্ষে একটী নৌসেতু বিরাজ করিতেছে।

বারানসী একটী অতি প্রাচীন নগরী বলিয়াই বোধ হয়। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই স্থানের গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী আধুনিক রুচির অনুরূপ। এই নগর হিন্দুদের সর্ব্ব প্রধান তীর্থ ও হিন্দুধর্ম্মের অভেদ্য দুর্গ। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন কেবল দেবার্চ্চনার নিমিত্তই নগরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ভিন্ন এই নগরে এক সহস্রের ও অধিক দেবালয় দৃষ্ট হয়। প্রতিদিন অন্যূন পঞ্চাশ সহস্র বিগ্রহের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। ভাগীরথীর সমুদয় তীর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত অসংখ্য ঘাট সমূহে সুশোভিত। কালের করাল গতিতে অধি-কাংশ ঘাট ভগ্ন ও জীর্ণ দশায় উপনীত হইয়াছে। দশাশ্বমেধ ঘাট অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ ঘাট। দুর্গাকুণ্ড নামক মন্দিরটী অতি সুন্দর ও জগৎ

বিখ্যাত মিসর দেশীয় কীর্ত্তিস্তম্ভের আকৃতির অনুরূপে গঠিত। এই মন্দিরে দশভুজা দুর্গা দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে, এবং তদুদ্দেশে প্রতি দিন অসংখ্য হিন্দু যাত্রী তথায় গমন করিয়া পূজা প্রদান করে। হিন্দু শাস্ত্রে যে সকল জীব পবিত্র ও দেবানুগৃহীত বলিয়া পরিগণিত তাহাদের খোদিত মূর্ত্তি সকল এই দেবালয়ের শীর্ষদেশে শোভা পাইতেছে। দুর্গা-মন্দির ও তাহার নিকটস্থ অন্যান্য মন্দির সহস্র২ মর্কট বৃন্দে পরিপূরিত, এই কারণে দুর্গামন্দিরের আর একটী নাম মর্কট মন্দির। দর্শকের দৃষ্টি প্রথমেই এই অভিনব দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল মর্কট বৃন্দকে হিন্দুযাত্রীগণ দেবানুগৃহীত বলিয়া প্রচুর পরিমাণে ফলমূল ও অন্যান্য আহারীয় দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রতি কখনও কোন অনিষ্টাচরণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই কারণে কপিকুল সর্ব্ব প্রকার বিপদ হইতে সুরক্ষিত থাকিয়া সংখ্যায় দিন২ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিশ্বেশ্বরের মন্দির বারানসীস্থ সমুদয় দেবালয় অপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও হিন্দুগণের পরম পবিত্র অর্চ্চনা স্থান। এই মন্দির সাধারণতঃ সুবর্ণ মন্দির নামে আখ্যাত। হিন্দুগণের পুণ্য ভূমি কাশীতে মস্‌জিদ দর্শন করিয়া দর্শকগণ স্বভাবতই বিস্ময়াপন্ন হইতে পারেন। যে স্থানে বিষ্ণু মন্দির বিরাজ করিত হিন্দুদেব দ্বেষী মুসলমান সম্রাট আরঙ্গেব সাহ, সেই মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহারই উপকরণ দ্বারা বিষ্ণু মন্দিরের স্থানে মুসলমান ধর্ম্মের জয় পতাকা স্বরূপ একটী মস্‌জিদ উত্তোলন করেন। অদ্যাপি এই মস্‌জিদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে একটী শিবালয়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আরঙ্গেব এই মন্দিরের অতি নিকটে আর একটী মস্‌জিত নির্ম্মাণ করেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে সুগঠিত দেবালয় অনেক দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অন্নপূর্ণা-দেবীর মন্দিরই দর্শন যোগ্য। এই মন্দিরে ভিক্ষুকগণ সর্ব্বদা দলে দলে গমন করিয়া থাকে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের অন্যূন এক মাইল উত্তরে "কালকূপ" নামে আখ্যাত একটী কূপ আছে। এই কূপের প্রাচীরের উপর একটী ছিদ্র এমনভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে ঠিক বেলা দুই প্রহরের সময়ে ঐ ছিদ্র দ্বারা সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া নিম্নস্থ কূপজলে পতিত হয়। যে সকল লোক অদৃষ্টের ফলাফল জানিতে ব্যগ্র, তাহারা ঠিক এই সময়েই কূপ দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকে। বারাণসী হইতে শিকরোল প্রায় ৪ মাইল দূরবর্ত্তী। বারাণসীস্থ

সমুদয় ইংরেজগণ এই স্থানে অবস্থিতি করেন। রাজঘাট ষ্টেসনের অনতিদূরে বারাণসীর পুরাতন দুর্গ দৃষ্ট হয়। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে এই স্থান দেবালয় সমূহে পূর্ণ ছিল। পরে সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে নগর রক্ষার্থে দেবালয় সকলের পরিবর্ত্তে এই স্থানে মৃত্তিকাময় দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অস্বাস্থ্যজনক বলিয়া সম্প্রতি এই প্রাচীন দুর্গ জনশূন্য অবস্থায় পতিত রহিয়াছে।

বারাণসীতে মানমন্দির নামে একটী পর্য্যবেক্ষিকা গ্রহাদি দর্শনের গৃহ আছে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি যদিও এই গৃহটী ভগ্নদশাগ্রস্ত হইয়াছে, তথাপি ইহা দর্শন করিলে প্রাচীনকালীন গৃহ নির্ম্মাণ সুরুচির যথেষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। "কুইন্‌স কলেজ" নামে এই স্থানে একটী কলেজ আছে। কলেজ-ভবনটী অতি সুন্দর, পুরাতন কালের অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া এই স্থানে একটী পুস্তকালয় সংস্থাপিত করা হইয়াছে। এই কলেজে একটী চিত্রশালিকাও আছে।

মৃজাপুর—এই নগর ভাগিরথীর দক্ষিণতটে সংস্থাপিত। অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ৮০০০০ হাজার। এই নগর মধ্য-ভারতবর্ষের একটী অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। এক সময়ে এই নগর কার্পাস বিক্রয়ের প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল কিন্তু মধ্য ভারতবর্ষ হইতে বম্বে পর্য্যন্ত রেল-ওয়ে খুলিবার পর এই বাণিজ্যের হীনদশা উপস্থিত হইয়াছে মৃজাপুর পূর্ব্বে গালিচা, কার্পাস, রেশম ও পশম নির্ম্মিত বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল, কিন্তু এখন সেই সকলের বাণিজ্য ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এই নগরস্থ গালিচা প্রস্তুত করিবার কারখানা দর্শন যোগ্য। ভাগিরথী তীর হইতে নগরটী অত্যন্ত সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। এই স্থানে অনেক দেবালয় ও মস্‌জিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমুদয় দেবালয়ই প্রস্তর নির্ম্মিত। তৎসমুদয় এমন সুন্দররূপে গঠিত যে দর্শন করিলে প্রাচীন হিন্দুজাতির শিল্পচাতুর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। মৃজাপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির। পূর্ব্বে ঠগী নামক বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত দস্যু দল কোন স্থান লুণ্ঠন করিবার অগ্রে বিন্ধ্যবাসিনীকে পূজা দানে প্রতিশ্রুত ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ না করিয়া কদাচ যাত্রা করিত না। মৃজাপুর হইতে ৬ মাইল দূরে একটী সুন্দর জলপ্রপাত দৃষ্ট হয় ইহার উচ্চতা প্রায় ৬০ ফিট হইবে।

এলাহাবাদ বা প্রয়াগ—এই নগর ভাগিরথী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে সংস্থাপিত। যে স্থানে ভাগিরথী সরস্বতী ও যমুনা একত্রে মিলিত হইয়াছে সেই স্থান হিন্দুদিগের মহা তীর্থস্থান। সম্প্রতি দুইটী নদীস্রোত মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৃতীয়টী সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে স্বর্গ হইতে অবতরণের পর সেই স্রোতস্বতী মানবচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া স্বীয় পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে।

১৫৭২খৃঃ অব্দে সম্রাট আকবর সাহ এই স্থানে লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন সেই দুর্গ অদ্যাপিও বিরাজ করিতেছে। গত সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে নগরস্থ যাবতীয় ইংরেজগণ প্রাণ রক্ষার্থে এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুর্গমধ্যস্থ সরাই ও যুবরাজ খসরুর উদ্যান দর্শন যোগ্য। এই দুর্গের নিম্নভাগে একটী দেবালয় আছে। অপ্রশস্ত ও ঢালু পথে তথায় অবতরণ করিতে হয়। গুহার মধ্যে মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই স্থানে অক্ষয় বট নামক প্রায় ১৫০০ হাজার বৎসরের পুরাতন একটী বট বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। হিন্দু যাত্রীগণ দেবাংশ বলিয়া এই বৃক্ষের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

এলাহাবাদ যে প্রকার বৃহৎ সহর, তদুপযুক্ত মনোহর অট্টালিকাদি কিছুই নাই। এজন্য নগরটী নিতান্ত শ্রীহীন দেখায়। গত সিপাহি বিদ্রোহের পর হইতে এই নগরস্থ যাবতীয় ইংরেজগণ "ক্যানিংটাউন" নামক স্থানে বাস করেন। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ বর্ত্ম ও সুন্দর গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। এই সকলের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে, কালে এই স্থান ভারতবর্ষের মধ্যে একটী অতি সুরম্য নগর বলিয়া পরিগণিত হইবে। এলাহাবাদ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী। প্রধান বিচারালয় সম্প্রতি আগরা হইতে এই স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ—এই নগর গোমতী নদীর তীরে সংস্থাপিত। ১৭৮০ অব্দে নবাব আসফ উদ্দোলা গোমতীর উপর পারাপারের জন্য একটী প্রস্তরময় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে সাজা উদ্দিন হায়দর আর একটী লৌহ সেতু নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী হইয়া ইংলণ্ড হইতে সেতু আনয়নের জন্য আদেশ প্রেরণ করেন। দুঃখের বিষয় এই যে গোমতী বক্ষে সেই সেতু প্রতিষ্ঠিত দেখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ইংলণ্ড হইতে সেতু আনীত হইয়া ৩০ বৎসর পর গোমতীর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। গোমতীবক্ষ হইতে দর্শন করিলে লক্ষ্ণৌ অতি মনোহর নগর

বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু নগরের যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় পূর্ব্ব সংস্কার তত হ্রাস পাইতে থাকে। দূর হইতে যে সকল অট্টালিকা মার্ব্বেল প্রস্তর গঠিত বলিয়া ভ্রম জন্মে, নিকটে আসিলে দৃষ্ট হয় যে তাহা সামান্য ইষ্টক নির্ম্মিত মাত্র। গত সিপাহীবিদ্রোহের প্রবল ঝঞ্ঝা যখন এই নগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন অনেক সুন্দর অট্টালিকা ধূলিতে পরিণত হইয়াছে। বিদ্রোহ শান্তির পর হইতে এই নগরের শ্রী অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আর কোন নগরেই এই স্থানের ন্যায় সুরম্য উদ্যান, মনোহর অট্টালিকা ও সুপ্রশস্ত বর্ত্ম দৃষ্ট হয় না। লক্ষ্ণৌ নগরে মুসলমান ভূপতিগণের প্রস্তুত অনেক অট্টালিকা ও উদ্যানাদি দৃষ্ট হয়। তৎসমুদয়ের নির্ম্মাণকৌশল অতি প্রশংসনীয়। এই সকল দর্শন করিলে মুসলমান ভূপতিগণ কি প্রকার আড়ম্বরে জীবন অতিবাহিত করিতেন তাহার আভাস পাওয়া যায়; দিলখোস, কৈশর বাগ, সেকেন্দ্রা বাগ প্রভৃতি স্থান দর্শনযোগ্য। গত বিদ্রোহে যে সকল পরাক্রান্ত ইংরেজ যোদ্ধাগণ নিহত হন, নগরের সন্নিকটে তাঁহাদের সমাধি স্থান দৃষ্ট হয়। কারহাট বক্স নামক রাজপ্রাসাদে নবাব সদত আলিসাহা হইতে ওয়াজিত আলিসাহা পর্য্যন্ত সমুদয় নবাবগণ অবস্থিতি করিয়াছেন। গত বিদ্রোহের অনলে নগরের যে যে অংশ ধ্বংশ হয় তাহা এপর্য্যন্ত পূর্ব্বাবস্থাতেই পতিত রহিয়াছে। নবাব সদত আলি সাহার সময়ে লক্ষ্ণৌতে রেসীডেন্সী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অট্টালিকা ত্রিতল কিন্তু আত্মরক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত স্থান, তথাপি এই স্থানে থাকিয়া বিদ্রোহের সময়ে অতি ক্ষুদ্র একদল ইংরেজ যোদ্ধা অসীম বিক্রম ও সহিষ্ণুতার সহিত প্রায় ৫ মাস পর্য্যন্ত তাঁহাদের অপেক্ষা সংখ্যায় শত গুণ অধিক বিদ্রোহী সেনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এই স্থানের অনেক গৃহের প্রাচীরে অদ্যাপি গোলাগুলির চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই সকল চিহ্নের সহিত কত শোচনীয় ও দুঃখকর ঘটনাবলি মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

কানপুর—গত সিপাহি বিদ্রোহের প্রবল বাত্যা এই নগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া অনেক ইংরেজ পরিবার নির্ম্মূল করিয়াছে। তদবধি এই স্থান নির্দ্দোষী শিশু, অসহায় অবলা ও সাহসী যোদ্ধাগণের শোচনীয় হত্যাভূমি বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। নৃশংস রাক্ষস জনোচিত সেই ভয়ানক কার্য্য সাধারণের হৃদয়পটে এপ্রকার অঙ্কিত রহিয়াছে যে তৎসমুদয়ের

পুনর্ব্বার বর্ণনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। মেমোরিয়াল গার্ডেন বা স্মৃতি উদ্যান কানপুরের মধ্যে দর্শন যোগ্য প্রধান স্থান। বিদ্রোহীগণ এই স্থানেই তাহাদের নৃশংস স্বভাবের একশেষ প্রদর্শন করে। কত শত ইংরেজ পরিবার সেই বিদ্রোহের স্রোতে পড়িয়া এই স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। সেই সকল ঘটনা স্মরণার্থে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে এই সুন্দর উদ্যানটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিদ্রোহীগণ, নানা সাহেবের আদেশে অসংখ্য ইংরেজ বন্দী দিগকে যে গভীর কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করে, তাহাও এই উদ্যানের মধ্যে। বন্দীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুদের সংখ্যাই অধিক ছিল। এই ভয়ানক শোচনীয় ঘটনা স্মরণার্থে সেই কূপের উপর একটী প্রস্তরময়ী স্ত্রী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কূপের চতুর্দ্দিক সুচারু কারুকার্য্যবিশিষ্ঠ অল্প পরিসর প্রাচীরে বেষ্টিত। এই বিদ্রোহের সময়ে কানপুরে যে সকল ইংরেজ নিহত হন তাহাদের সমাধি স্থান এই স্থানের নিকটেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কয়েকজন মাত্র সৈন্য সহিত জেনারেল হুইলার যে স্থানে থাকিয়া শত গুণ অধিক বিদ্রোহী সেনার আক্রমণ হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত নগর সংরক্ষণ করিয়াছিলেন সেই স্থান নগরের এক মাইল দূরে অবস্থিত। বিদ্রোহী গণের অত্যাচারের জন্য প্রসিদ্ধ ব্যতীত কানপুরে দর্শনযোগ্য স্থান অধিক নাই।

আগ্রা—এই নগর যমুনাতটে সংস্থাপিত। পূর্ব্বে নৌসেতু দ্বারা যমুনা পার হইয়া নগবে প্রবেশ করিতে হইত। সম্প্রতি রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ে সংলগ্ন একটী রেলওয়ে সেতু নদীবক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আগ্রা এক সময়ে মুসলমান সম্রাট মহাত্মা আকবরের রাজধানী ও অতি সমৃদ্ধি শালিনী নগরী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কিন্তু কালচক্রের আবর্ত্তনে সম্প্রতি এই নগরীর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দৃষ্ট হয়। এখন ইহার পূর্ব্ব গৌরব একবারে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। নগর প্রবেশের পূর্ব্বে ইহার বাহ্য দৃশ্য নয়ন প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না। আগরা পূর্ব্বে প্রাচীর বেষ্টিত ষোড়ষ দ্বার বিশিষ্ট নগরী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বহিঃপ্রাচীরের কিয়দংশ ও পাঁচটী দ্বারের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নগরের প্রাচীন দুর্গ, জুমামসজিদ, তাজমহল ও মহাত্মা আকবরের সমাধি স্থানই প্রধান দর্শন যোগ্য স্থান। তদ্ভিন্ন আরো অনেক সুরম্য অট্টালিকা দৃষ্ট

হইয়া থাকে। দুর্গের প্রধান দ্বারের বিপরীত দিগে জুমামস্‌জিদ অবস্থিত। ১৬৪৪ খৃঃ অব্দে সম্রাট সাজাহান কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। যমুনার অতি সন্নিকটে প্রাচীন দুর্গ বিরাজ করিতেছে। এই দুর্গ লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। পূর্ব্বে দুর্গের চতুর্দ্দিক জল পূর্ণ পরিখা বেষ্টিত ছিল, কালের করাল গতিতে সেই পরিখা এখন অদৃশ্য হইয়াছে। দুর্গ-দ্বার হইতে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুদীর্ঘ বর্ত্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পথে কিয়দ্দূর গমন করিলে মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রশস্ত প্রাঙ্গন ভূমিতে উপনীত হইতে হয়; ইহার এক দিকে সম্রাট আকবরের বিচারগৃহ। এই গৃহ অতি প্রশস্ত, বিচিত্র শিল্প ও কারু কার্য্য বিশিষ্ট। মার্ব্বেল নির্ম্মিত আকবরের সিংহাসন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আগ্রা নগরে প্রবেশ করিলেই পরম রমনীয় তাজমহল দৃষ্ট হয়। এই মনোহর অট্টালিকার জন্যই আগ্রা এত বিখ্যাত হইয়াছে। তাজমহলের অত্যাশ্চর্য্য শোভা স্বচক্ষে সন্দর্শন না করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই সুরম্য প্রাসাদ দর্শন করিয়া বিদেশীয় ভ্রমণকারীগণ মোহিত হইয়াছেন এবং তাজমহল যে ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় রমণীয় অট্টালিকার মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সাজাহান তাঁহার প্রিয়তমা বেগম মন তাজমহলের সমাধির উপর এই বিচিত্র অট্টালিকা উত্তোলন করেন। ১৬৩০ অব্দে তাজমহলের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়; কিন্তু অট্টালিকাটী সম্পূর্ন করিতে ১৭ বৎসর লাগিয়াছিল। তাজমহল সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরব স্থল। মহাত্মা আকবর যে প্রাসাদে বাস করিতেন তাহা অতি বিচিত্র কারু কার্য্য বিশিষ্ট। কল্লোলিনী যমুনা কল কল রবে এই প্রাসাদমূল বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রাসাদ শিখর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে যমুনার অপর তীরস্থিত তাল বৃক্ষ সমাকুল নিকুঞ্জরাজি গজ দন্ত নির্ম্মিত অট্টালিকার ন্যায় তাজের পরম রমণীয় দৃশ্য দর্শকের চিত্ত-মন বিমোহিত করে।

আগ্রা নগরে মনোহর অট্টালিকাদির সংখ্যা অনেক। তাহার সমুদয়ই প্রায় মুসলমান সম্রাটগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই নগর হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী সেকেন্দ্রা নামক গ্রামে আকবরের সমাধি স্থান। আকবরের পর্টুগিজ জাতীয়া প্রিয়তমা বেগম মেরির সমাধি মন্দিরও এই স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্রাটের উপর এই বেগমের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল।

তাঁহারই অনুরোধে রাজ্যস্থ খৃস্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি আকবর এত অনুকূল ব্যবহার করিতেন। খৃস্টধর্ম্ম প্রচারকগণ এই সমাধি মন্দিরে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহীগণ তাহার যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। আগ্রা হইতে প্রায় ২৩ মাইল দূরে ফতেপুর শিক্রি সম্রাট আকবর এই গ্রামে বাস করিতে ভাল বাসিতেন। ফতেপুর শিক্রিতে দর্শন যোগ্য অনেক অট্টালিকাদি আছে। তন্মধ্যে আকবরের ধর্ম্মগুরু সেখ সেলিম নামক মুসলমান ফকীরের সমাধি মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নয়ন তৃপ্তিকর। কথিত আছে, আকবর এই ফকীরের বরপ্রভাবেই প্রথম পুত্র লাভ করেন ও ফকীরের নামানুসারে তাঁহার নাম সেলিম রাখেন। এই রাজকুমারই পরিশেষে জাহাঙ্গীর নামে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। ফতেপুর শিক্রিতে আকবর বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয় অনেক বিচিত্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন বটে, কিন্তু এই স্থানে তিনি অধিককাল বাস করিতে পারেন নাই। রাজ প্রাসাদের আড়ম্বর দর্শনে ও বিষয়ী লোকদের আমোদ পূর্ণ সহবসে সেখ সেলিমের সাধনার ব্যাঘাত জন্মে। এক দিন তিনি সম্রাট সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলেন যে হয় তাঁহাকে না হয় সম্রাটকে এই পুরী ত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে গমন করিতে হইবে। জীবনের মধ্যে তিনি একবিংশবার তীর্থ স্থান মক্কা নগর দর্শন করেন, কিন্তু এই স্থান ভিন্ন আর কোথাও তাঁহার উপাসনার ব্যাঘাত কিম্বা চিত্তে অশান্তির উদ্রেক হয় নাই। ধার্ম্মিক আকবর গুরুর বাক্য শ্রবণে বলিলেন "গুরুদেব এক জনের স্থানান্তর গমনই যদি আপনার আকাঙ্ক্ষনীয় হইয়া থাকে, তবে দাসকেই প্রস্থান করিতে অনুমতি করুন।" তদনন্তর সম্রাট ফতেপুর ত্যাগ করিয়া আগরাতে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন।

মরুভূমি হইতে বালুকাকণা মিশ্রিত উত্তপ্ত বায়ু নগরের দিকে সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই নগর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত ছিল। সম্প্রতি এই নগরস্থ প্রধান বিচারালয় এলাহাবাদে উঠিয়া গিয়াছে।

দিল্লী—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান সম্রাট সাজাহান শোভাশালিনী নূতন দিল্লী নগরী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নামানুসারে ইহার অন্যতর নাম সাজাহানাবাদ। পুরাতন দিল্লী প্রায় ২০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিন্তু সম্প্রতি তাহার অধিকাংশ স্থান জনশূন্য ও ধ্বংশ অব-

স্থায় পতিত রহিয়াছে। দিল্লী নগরের চতুর্দ্দিক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই নগরে প্রবেশের জন্য দ্বাদশটী দ্বার আছে। তন্মধ্যে কলিকাতা, কাশ্মীর, মুরি, লাহোর ও দিল্লী গেটই প্রধান। ১৭৩৮ অব্দে নাদিরসাহ এই নগর আক্রমণ ও ১০০০০০ লক্ষ অধিবাসীর প্রাণসংহার পূর্ব্বক তাহাদের রুধিরে নগর প্লাবিত করেন। সেই ভয়ানক ব্যাপার স্মরণ করিলে অদ্যাপি শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই জন্যই নাদিরসাহের দিল্লী আক্রমণ এত ভয়ানক হইয়া রহিয়াছে। সম্রাট সাজাহানের ন্যায় আর কোন ভূপতি বোধ হয় অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের জন্য অকাতরে এত অর্থ ব্যয় করেন নাই। তাঁহার নির্ম্মিত দিল্লীর রাজপ্রাসাদ ও জুমা মস্‌জিদ প্রধান দর্শনযোগ্য স্থান। দর্শকবৃন্দ মুক্তকণ্ঠে এই দুই অট্টালিকার নির্ম্মাণ ও কারুকার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন এই নগরে সুরম্য অট্টালিকাদি বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজপ্রাসাদের ৩ দিক লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই প্রাসাদ, নদীর অপর তীরবর্ত্তী পাঠান দুর্গের সহিত এক সেতু দ্বারা সংলগ্ন রহিয়াছে।

সম্রাট সাজাহান অতি সমারোহ প্রিয় ছিলেন। তিনি প্রায় ৭ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া এক বিচিত্র সিংহাসন নির্ম্মাণ করেন। ঐ সিংহাসন ময়ূরাকারে গঠিত ও তাহার পুচ্ছভাগ নানা বর্ণের উজ্জ্বল মণি মাণিক্যে খচিত ছিল। ময়ূরাকারে গঠিত বলিয়া এই সিংহাসনের নাম ময়ুর সিংহাসন হয়। নাদিরসাহ দিল্লী জয় করিয়া এই বিচিত্র মূল্যবান সিংহাসন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। রাজ প্রাসাদ ও অন্য দুই একটী অট্টালিকা ভিন্ন বিদ্রোহের পর নগরস্থ অন্যান্য অট্টালিকা গবর্ণমেন্টের আদেশে ভূমিসাৎ ও সেই সকল স্থানে সৈন্যাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজ প্রাসাদের কিয়দ্দূরে জুমামসজিদ নামক ভজনালয়। ইহার ন্যায় রমণীয় অট্টালিকা ভারতবর্ষে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দিল্লী নগরের প্রায় ১১ মাইল দূরে কুতব মিনার নামক প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই স্তম্ভ উচ্চতাতে ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় অট্টালিকাকে পরাভূত করিয়াছে। কুতব মিনারের সন্নিকটে কুতব ইস্‌লাম নামক মস্‌জিদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দিল্লীর প্রথম সম্রাট কুতব উদ্দীন আইবেক ২৭ টী হিন্দুদেবালয় ধ্বংশ ও লুণ্ঠন করিয়া সেই উপকরণ দ্বারা এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করান। দিল্লীর ৩॥ মাইল দূরে টোগলক সাহা কর্ত্তৃক স্থাপিত টোগলকাবাদ নামক নগরে

ভুগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে টোগল্লক সাহার সমাধি মন্দিরও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার পুত্র মহম্মদ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন।

দিল্লী একসময়ের সমৃদ্ধি শালিনী নগরী, সমূহের শীর্ষ স্থানীয়াছিল। অশ্বগজ পদ ভরে এই নগরী নিয়ত কম্পিত হইত। এখন সেই সকল ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব কোথায়! দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মুসলমান সম্রাটগণ একসময়ে এই নগরীকে কত২ বিচিত্র আভরণে বিভূষিত করিযাছিলেন কালসাগরের প্রবল তরঙ্গাঘাতে এখন সেই সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য একবারে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। দিল্লীর গত অবস্থার সহিত বর্ত্তমান হীনাবস্থার তুলনা করিলে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয়। যে কাল চক্রের আঘাতে প্রকাণ্ড ভূধরও অতি ক্ষুদ্র বালুকা কণায় পরিণত হইতেছে তাহারই প্রভাবে ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর পূর্ণ দিল্লীর এই শোচনীয় দুর্দ্দশা লক্ষিত হইয়া থাকে।

মিরাট এই নগর সৈন্যগণের প্রধান অবস্থিতি স্থান। এই স্থানে অনেক ইংরেজও বাস করিয়া থাকেন। নগরের যে অংশে দেশীয়েরা বাস করেন, তাহার চতুর্দ্দিক ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। এই স্থানে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃস্ট হইযা থাকে।

গত সিপাহি বিদ্রোহের প্রবল অনল প্রথমে এই স্থানেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, ক্রমে তাহার শিখা অন্যান্য স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়। নৈনিতাল দর্শনার্থীগণ এই স্থানে অবতরণ করিয়া পরে অশ্বশকট কিম্বা শিবিকা-রোহণে নৈনিতালে উপনীত হন।

জব্বলপুর—এই স্থানের চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালা দৃস্ট হইয়া থাকে। জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নির-তিশয় নয়ন তৃপ্তিকর। এই স্থানের নিকটে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হই-তেছে। নর্ম্মদা ও শোণ নদ উভয়েই এক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কথিত আছে যে ইহারা পরস্পর উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া একত্রে পূর্ব্ব সমুদ্রে মিলিত হইতে সঙ্কল্প করে, ইতিমধ্যে একটী ক্ষুদ্র নদ উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মাইয়া দেওয়াতে নর্ম্মদা ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে শোণ নদের সহিত আর এক পদও গমন করিবেন না। তদবধি নর্ম্মদা নিজের গতি পশ্চিমদিকে পরিবর্ত্তিত করেন। "জব্বলপুর ছাড়াইয়া গড়া নামক গ্রাম, গড়া অতি পুরাতন সহর, ইহা পূর্ব্বে গোঁড় জাতীয় রাজা-দের রাজধানী ছিল এবং এই স্থানেই রাণী দুর্গাবতী রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন। তখন ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, যদিও এখন আর সে সকল কিছুই নাই, তথাপি স্থানে স্থানে অনেক মন্দির ও দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং একটী প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দুর্গ রহিয়াছে। জব্বলপুরের ১০ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ মার্ব্বেল প্রস্তরের পর্ব্বত দৃষ্ট হইয়া থাকে। নর্ম্মদানদীর তীরে উপস্থিত হইলে প্রথমেই একটী ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহার উপরে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, ঐ মন্দির হইতে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান নির্গত হইয়া নর্ম্মদা নদীর জল পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এবং নিম্ন সোপানটিতে প্রস্তরনির্ম্মিত একটি বৃষের মুখ দিয়া অনবরত জল নির্গত হইতেছে, তাহাকে গোমুখী কহে। এখানকার জল ১০০ ফিট হইতে ২০০ ফিট পর্য্যন্ত গভীর, এবং দুই পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত সকলের কোন কোন স্থান ১২০ ফিট উচ্চ। এস্থান দেখিলে মনে ভয় ও বিস্ময় যুগপৎ উপস্থিত হয়, এবং উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে বোধ হয় পর্ব্বত সকল যেন উপরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। এক একটা পর্ব্বত এমনি ভাবে হেলিয়া রহিয়াছে যে দেখিলে বোধ হয় যেন এখনি পড়িয়া যাইবে, কিন্তু কত যুগ যুগান্তর অতীত হইল, তথাপি ইহার একখণ্ড প্রস্তরও খসিয়া পড়ে নাই, অদ্যাপি সেইরূপ সমভাবেই রহিয়াছে। নর্ম্মদা নদী এক স্থানে এরূপ ভাবে পাহাড় কাটিয়া বাহির হইয়াছে যে, ঠিক যেন গৃহের ভিত্তির ন্যায় সোজা ও মসৃণ, তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যদিও সেখানকার সকল পর্ব্বত সমান নয় বটে, কিন্তু এক একটা দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং কোন কোনটা এমনি ফাঁপা, যে দেখিলে বোধ হয় যেন কেহ হস্তদ্বারা খনন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রাচীনেরা এই সম্বন্ধে কহিয়া থাকেন যে নর্ম্মদা নদী আসিতে আসিতে পর্ব্বতের বাধা পাওয়াতে আর আসিতে পারিল না। এই দেখিয়া ইন্দ্র দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আপনার ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ঐ স্থানে নামিয়া পাহাড় ভেদ করিয়া দিয়াগিয়াছেন। ঐরাবতের পদভরেই স্থানে স্থানে পর্ব্বত ফাঁপা হইয়া গিয়াছে, এজন্য তাঁহারা ঐ ফাঁপা স্থান গুলিকে পূজা করিয়া থাকেন। হায়! কি কুসংস্কার? পূর্ব্বকালের লোকদিগের মন এমত অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, যে এই সকল অলীক ভ্রমপূর্ণ কথায় তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। দেবতা ভিন্ন যে প্রকৃতির নিয়মানুসারে কোন বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে, ইহা তাঁহারা কখনই মনে করিতেন না, তাঁহারা কোন আশ্চর্য্য বস্তু দেখিলেই মনে করিতেন যে ইহা অবশ্য

কোন দেবতা করিয়াছেন। একটী পর্ব্বতের গাত্রে চন্দ্রের ন্যায় গোলাকার একখণ্ড প্রস্তর স্বতঃ লাগিয়া রহিয়াছে, এবং তাহার নিম্নে সংস্কৃত ভাষায় কি লেখা রহিয়াছে, এজন্য লোকে বলে যে চন্দ্র আসিয়া সেই স্থানে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আর একটী পর্ব্বতের একখানি প্রস্তরের উপর ঠিক পাথরবাটীর ন্যায় রহিয়াছে। লোকে বলে যে পূর্ব্বে শিব আসিয়া সেইস্থলে সিদ্ধি প্রস্তুত করিয়া খাইতেন। নর্ম্মদা নদীর এক স্থান এত সংকীর্ণ যে সেস্থানে পাহাড়ের উপর দিয়া এক দিক হইতে অন্য দিকে বানর লাফাইয়া যাইতে পারে, এজন্য উহাকে "বান্দরকুদ" কহে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে যখন সেই সকল পর্ব্বতের মধ্যে যাইতে হয়, তখন যে কোন্ স্থান হইতে আসিলাম এবং কোন্ দিক দিয়া যাইতে হইবে তাহা কিছুই নিরূপণ করিতে পারা যায় না। সেই জনশূন্য পর্ব্বতে নানা জাতীয় পক্ষী সকল বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং বিস্তর মধুক্রম দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বত বেষ্টিত স্থানে একটুমাত্র শব্দ করিলেই অমনি চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। কথিত আছে একজন সাহেব এই স্থান দেখিতে আসিয়া কিরূপে প্রতিধ্বনি হয় পরীক্ষা করিবার জন্য বন্দুকের শব্দ করিয়াছিল, তাহাতে বিস্তর মধুমক্ষিকা আসিয়া কামড়াইয়া তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত করে, পরিশেষে তিনি জ্বালায় অস্থির হইয়া জলে পতিত হন। এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল। সে কবর এক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যায়।

ধুঁয়াধর জল-প্রপাত—নর্ম্মদা নদী উচ্চ পাহাড় হইতে বাহির হইয়া আসিতে আসিতে এই স্থানে এক পর্ব্বতের বাধা পাওয়াতে তিন ভাগ হইয়া গিয়া প্রায় ১৫ হাত নিম্নে একটা গহ্বরে পড়িতেছে এবং তিনটী হইতেই জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপে পৃথক পৃথক ভাবে কিছু দূর গিয়া পরে একত্র হইয়া আবার পর্ব্বতের বাধা পাইয়া একটী জল প্রপাত হইয়া শেষে এক হইয়া গিয়াছে। এই তিনটী জলপ্রপাতের মধ্যে একটি অতিশয় বৃহৎ ও আর দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহার জল এমনি তেজে পড়ে যে তাহার নিকট দাঁড়াইলে কুজ্ঝটিকার ন্যায় গাত্রে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে থাকে; সূর্য্যকিরণে উক্ত জলবিন্দু সকল পরম রমণীয় শোভা ধারণ করে। যে স্থানে ঐ জল পড়িতেছে সেখানকার জল ঠিক যেন দুগ্ধের ন্যায় ফুটিতেছে। এবং জলের এমনি শব্দ হইতেছে

যে অর্দ্ধ মাইল দূর হইতে উহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই ধুয়াধর হইতে আরম্ভ হইয়া নর্ম্মদা প্রায় দুই মাইল পথ পর্য্যন্ত মার্ব্বেল পর্ব্বত কাটিতে কাটিতে গিয়াছে। ধুঁয়াধর হইতে আসিতে আসিতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি পাহাড়ের উপর একটি মন্দির নির্ম্মিত রহিয়াছে, এই পর্ব্বতের চারিদিকেই বন, কেবল এক পার্শ্বের বন কাটিয়া সোপান প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার সর্ব্বশুদ্ধ ১০৮ টী সোপান, সর্ব্বোপরি সোপানের একপার্শ্বে একটি পর্ব্বত গহ্বর আছে, কথিত আছে একজন সন্যাসী সেই গহ্বরটিকে গৃহের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিত। একদিন একটা ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়া চলিয়া যায়। উক্ত দেবালয়ের চতুঃপার্শ্বেই প্রাচীর বেষ্টিত এবং প্রাচীরের চারিদিকেই প্রস্তরময়ী ৬৪ টী যোগিণী মূর্ত্তি রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক-টির অঙ্গ কাটা, একটিরও সমস্ত অঙ্গ নাই। এরূপ কথিত আছে যে কপট-মতি হিন্দুবিদ্বেষী আরঙ্গজীব ঐ সকল মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ছিলেন। ইহার মধ্যস্থলে একটি মন্দির নির্ম্মিত রহিয়াছে এবং উহার অভ্যন্তরে প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষের উপর শিবদুর্গার প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। সমুদয় মন্দিরটি প্রস্তর নির্ম্মিত এবং তাহার উপর অতি চমৎকার পঙ্খের কাজ রহি-য়াছে, কতশত বৎসর অতীত হইল তথাপি উহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই, সেই গৃহের কবাট দুখানি অতিশয় দৃঢ় ও উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য খচিত। অনেক বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ ইহার কবাট ও পঙ্খের কাজ দেখিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় এই দেবালয় কোন হিন্দু রাজার প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে একজন মোহন্ত উহার পূজা করিয়া থাকে।

এই স্থানের ক্ষুদ্র গ্রামটিকে পূর্ব্বকালে ভেড়াগড় কহিত, এক্ষণে সেই নাম হইতেই ভেড়াঘাট মার্ব্বেল পাহাড় নাম হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে বর্ষে বর্ষে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। এবং নানা দেশ হইতে বিস্তর হিন্দু যাত্রীর সমাগম হয়।”

অবলাবান্ধব পত্রে বিরাজমোহিনী বসুর লিখিত ভ্রমণ বিবরণ পত্র হইতে উদ্ধৃত।

“ইলোরার গুহা সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; কথিত আছে ইলু নামক নরপতির রাজত্ব কালে ইহা খোদিত হয়, কিন্তু, ইহার আয়তন এবং হিন্দু, জিন ও বৌদ্ধ এই তিন মতাবলম্বীদিগের দেবমূর্ত্তি সকল এতন্মধ্যে বর্ত্তমান থাকায় ইহা বহু রাজগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার লোহিত গ্রাণিট-পর্ব্বতাভ্যন্তর অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া খোদিত হইয়া এই বিখ্যাত গুহা সকল প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্থানের ব্যাস ২॥০ ক্রোশ হইবে। স্থপতি কার্য্যে যত প্রকার গঠন ও অলঙ্কার পারিপাট্য থাকিতে পারে সে সকলই এই গুহা সকল মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ;--বহু ভূষণে বিভূষিত স্তম্ভ, অলিন্দ, চাঁদনী, সোপানশ্রেণী, সেতু, শিখর, স্তম্ভজাকার ছাদ, বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তি এবং ভিত্তি সংলগ্ন বহুবিধ খোদিত কারুকার্য্য---ইহার কিছুরই অভাব নাই।

অত্রত্য গৃহ সকল প্রায় দ্বিতল। কোন কোনটী ত্রিতলও আছে। কিন্তু প্রথম তল মৃত্তিকাদিতে প্রায় পরিপূর্ণ হওয়ায় তৎপ্রবেশ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্‌গুহাস্থ ইন্দ্র সভা অতীব বিস্তৃতা ও মনোহারিণী ; ইহার অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভ সকল ইদানীন্তন কালের ন্যায় নহে—একটী হাঁড়ী বিপরীত ভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাকে পদ্ম পাপ্‌ড়ী দ্বারা বেষ্টন করিলে অত্রস্থ স্তম্ভ বোধিকার গঠন প্রণালী কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে, কিন্তু উল্‌টা হাঁড়ী বলিয়া আমাদিগের অনাদর করা উচিত নহে কারণ হাঁড়ীর গঠন কিছু বিশ্রী নহে, প্রত্যুত শ্রীসম্পন্ন, তাহ তে ইহার মনোহর ভাস্কর্য্য এবং সমুদয় স্তম্ভের বিভূষণ-সংযুক্ত-গঠন দেখিলে হৃদয় যে অপূর্ব্ব ভাবে উচ্ছ্বসিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। অপরন্তু, এই বোধিকা সকল উৎকল দেশীয় বিমান সকলের চূড়ার নিম্নে আম্লাশীলার (আমলকী ফলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার ও পল বিশিষ্ট বলিয়া আম্লাশীলা নামে খ্যাত) আকারে খোদিত। এই গুহার প্রশস্ত গৃহ সকলের বহিঃপ্রকোষ্ঠে শোভনীয় কীলকশ্রেণী বা গরাদিয়া সকল কর্ত্তিত হইয়াছে। অপর, ইহার প্রবেশদ্বার অতীব মনোহর গঠনে গঠিত—দ্বাদশটী সূক্ষ্ম স্তম্ভোপরি অপূর্ব্ব কারু-কার্য্য খচিত ইহার দিব্য গুম্বজ অদ্যাপিও সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে।

ইন্দ্রসভার অন্তঃপাতি তিনটী গুহা আছে। একটী ৬০ পাদ দীর্ঘ এবং ৪৮ পাদ প্রস্থ ; ইহার ভিত্তিতে অনেক বুদ্ধমূর্ত্তি সকল খোদিত আছে ; ইহার গর্ভস্থানে ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। দ্বিতীয় গুহা-গর্ভের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বের ব্যাঘ্রেশ্বরী ভাবানীর মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে পরশুরামের মূর্ত্তি খোদিত আছে। তৃতীয় গুহায় বহিঃপ্রকোষ্ঠে গজারূঢ় পুরুষ এবং শার্দ্দুল-পৃষ্ঠে উপবিষ্টা এক স্ত্রীর মূর্ত্তি থাকায়, ইহাদিগকে ইন্দ্র ও শচি অনুমানে ব্রাহ্মণেরা এই গুহাত্রয়ের

নাম ইন্দ্রসভা রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, এই স্ত্রীমূর্ত্তিই প্রথম ও দ্বিতীয় গুহায় ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"ডুমার লয়না" অর্থাৎ বিবাহশালা নামে অপর এক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গুহা আছে। ইহা ১২৫ হস্ত দীর্ঘ, এবং ১০০ হস্ত প্রস্থ। এই গুহার গর্ভস্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাতে অনেক দেব দেবীরও মূর্ত্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে হরপার্ব্বতীর বিবাহ ব্যাপার খোদিত থাকায় এই গুহার নাম বিবাহশালা হইয়াছে।

ইলোরার আর একটা প্রসিদ্ধ গুহার নাম "কলাশ": ইহা ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে নির্ম্মিত। ইহার প্রবেশ দ্বারে এক চমৎকার নহবৎখানা আছে, এবং এতন্মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দেবতাদিগের লীলাপ্রকাশক মূর্ত্তি সকল দৃস্ট হয় যে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাঙ্গণের তিন দিকে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ এবং তাহার ভিত্তিতে বহুল দেবাদির মূর্ত্তি সকল খোদিত আছে। গোপুরের পশ্চাতে কৈলাসের প্রাসাদ, ইহা পাঁচটী মন্দিরে সম্পূর্ণ। মধ্যস্থ মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; ইহা ৪৪ হস্ত দীর্ঘ, এবং ৩৭ হস্ত প্রস্থ। এই মন্দির সকল খোদিত গজ ও শার্দ্দুলযুক্ত উপানোপরি স্থাপিত। এই গুহার পশ্চাদ্ভাগে একটা চাঁদনীর মধ্যে এত দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে যে, ইহাকে হিন্দুদেবতাদিগের প্রদর্শন গৃহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই গুহার সন্নিকটে অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তৎসমুদয়ই পর্ব্বত খোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। স্তম্ভ, ছাদ, প্রাচীর, অলিন্দ, গুম্বজ এবং অসংখ্য দেব দেবীর মূর্ত্তি—এ সকলই এক খণ্ড প্রস্তর, ইহার কোন অংশ গ্রথিত নহে। এই সমস্ত পর্ব্বত খোদিত করিতে কত সময়, কত শ্রম ও কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে স্তব্ধ হইতে হয়।

ব্রাহ্মণদিগের মতে এই বিখ্যাত গুহা ৭৮৯৪ বৎসর হইল খোদিত হইয়াছে কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে কারণ, হস্তী দ্বীপ প্রভৃতির গুহা সকল অপেক্ষা ইহাকে আধুনিক বলিয়া বোধ হয়,—ইহার আশ্চর্য্য গঠন প্রণালী এবং চমৎকার কারুকার্য্য সকলই তাহার প্রমাণ। এই গুহা নির্ম্মাণকালে হিন্দুদিগের স্থপতি কার্য্য মহোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ, ইহা হিন্দু কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের দূরিকৃত হওয়ার অনেক পূর্ব্বে যে প্রস্তুত হয়, তাহা এক প্রকার

স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইলোরার গুহার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইলে মনেতে বিস্ময়ের উদয় হয়, এবং যাঁহাদিগের জ্ঞান প্রভাবে কল্পনাতীত ভারযুক্ত ছাদ সকল এরূপ সুন্দর ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তম্ভ শ্রেণীতে স্থাপিত হইয়াছে, সেই শিল্পীদিগের অলৌকিক বুদ্ধি ও শিল্প-কৌশল অনুভব করিয়া স্তব্ধ হইতে হয়।”

আর্য্যজাতীর সূক্ষ্ম শিল্প হইতে উদ্ধৃত।

“বোম্বাই সহর দেখিতে অতি সুন্দর। যেদিকে চাও সেইদিকেই নানা রঙ্গে রঞ্জিত গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। আর সহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে সমুদ্রের অব্যবহিত সান্নিধ্যে পাহাড়ের শিরোদেশস্থিত গৃহাবলী সতত সমুদ্রাগত বিশুদ্ধ বায়ুসেবিত বলিয়া অত্যন্ত সুখকর ও স্বাস্থ্যকর। সমুদ্র ও পাহাড়ের একত্র সমাবেশজনিত নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে বোম্বাই সহর ভারতবর্ষে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এখানকার সমুদায় গৃহেরই খোলার ছাদ। ভাল ভাল গৃহের মেজে সমুদায় কাঠের। এখানকার গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী কলিকাতার প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বিদেশাগত লোকের পক্ষে বোম্বাইতে দেখিবার অনেক জিনিস আছে। সূতার ও কাপড়ের কল যাহা বোম্বাইকে এত ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছে তাহার অধিকাংশ সহরের উত্তর ভাগ পারলে অবস্থিত। কুলাবা এবং অন্যান্য স্থানেও অনেক কল আছে। ভিক্টোরিয়া বাগান ও মিউজিয়াম এবং এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কালেজ প্রভৃতিও পারলে অবস্থিত। গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ এবং সর্‌ জেমসেটজী জিজিভাই চিকিৎসালয় বাইকলার দক্ষিণে সহরের মধ্যে অবস্থিত। বাইকলা রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে দক্ষিণাভিমুখে পরেল রাস্তা দিয়া সহরের দিগে যাইতে এই চিকিৎসালয় বাম দিগে থাকে। ক্রফোর্ড মিউনিসিপাল মারকেট সর্ব্বতোভাবে দেখিবার উপযুক্ত স্থান। এই বাজারে বারমাস যেমন নানা প্রকারের ফল পাওয়া যায় এমন বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রাতঃকালে নানা প্রকারের ফলে পরিপূর্ণ শ্রেণীবদ্ধ দোকান গুলি দেখিতে অতিসুন্দর। ক্রফোর্ড মার কেটের নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিমদিগে সর জেমসেটজী জিজিভাইয়ের শিল্প বিদ্যালয়। মারকেট হইতে বরাবর পশ্চিমদিগে যে রাস্তাগিয়াছে তাহা দিয়া কতকদূর গেলে বাম দিগে সেন্ট জেভিয়ারের কলেজ দেখা যায়। এই কলেজের চূড়ার উপর হইতে সমস্ত সহরের অতি রমণীয় দৃশ্য

দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাস্তা দিয়া আরো কতদূর গিয়া চৌরাস্তা ছাড়িয়া নেটিভ জেনারল লাইব্রেরি দেখা যায়। ইহার উপরের প্রশস্ত গৃহে বোম্বাইয়ের অধিকাংশ প্রকাশ্য সভা হইয়া থাকে। এই লাইব্রেরী গৃহকে ফ্রামজী কাউয়াসজী ইনষ্টিটিউট্ বলে। ফ্রামজী কাউয়াসজী ইনষ্টি-টিউটের পূর্ব্বদিক দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যে প্রশস্ত রাস্তাগিয়াছে তদ্দ্বারা অনেক দূর গেলে প্রথমেই মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পার্শ্বস্থ সহরের ভাগকে ফোর্ট বা কেল্লা বলে। পূর্ব্বে ইহা কেল্লার প্রাচীরে বেষ্টিতছিল এখন সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সমস্ত স্থানকে অট্টালিকা বৃত করা হইয়াছে। ইহাই সহরের বাণিজ্যের ও রাজকার্য্যের প্রধান স্থান। মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তির অব্যবহিত দক্ষিণে টেলিগ্রাফ আফিস, তাহার পরে জেনারল পোষ্ট আফিস তাহার পর পবলিক ওয়ার্ক আফিস এবং তৎপরে হাইকোর্টের নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। এই সকল আফিসের পশ্চিমে এক রাস্তা আছে সেই রাস্তায় গেলে পূর্ব্বোক্ত হাই-কোর্টের অসম্পূর্ণ গৃহের পরে ইউনিভরসিটী লাইব্রেরী ও রাধাবাই টাওয়ার রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ প্রদত্ত ২২ লক্ষ টাকা হইতে নির্ম্মিত। টাওয়ার এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই সম্পূর্ণ হইলে ইহাতে এক প্রকাণ্ড ঘড়ী রাখা হইবে। ইউনিভরসিটী হলের অধিকাংশ ব্যয় সর্ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত ২ লক্ষ টাকা হইতে নির্ব্বাহিত হয়। ইউনিভরসিটী হলের অব্যবহিত দক্ষিণে নূতন সেক্রেটোরিয়াট গৃহ। সৌন্দর্য্য ও শিল্প চাতুর্য্য বিষয়ে এই গৃহ বোম্বাই সহরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নূতন সেক্রেটরিয়েটের পূর্ব্বদিকে ওয়াটসন হোটেল, মিউনিসিপাল আফিস ও স্যাস্সুনস্ মিকেনিক্স্ ইনষ্টিটিউট এই তিন অট্টালিকা রহিয়াছে।

জেনারল পোষ্ট আফিসের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া যে বড় রাস্তা গিয়াছে তাহার চৌমাথায় একটী সুন্দর ফোয়ারা আছে, তাহার নাম ফ্রিয়ার ফাউনটেইন। তথা হইতে পূর্ব্বদিকে যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তায় গেলে এল্‌ফিন-ষ্টোন সর্কেলে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানের মধ্যপ্রদেশে একটী বৃত্তাকার ছোট বাগান ও তাহার চতুর্দ্দিকে রাস্তার অপর পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এই অট্টালিকা সকল এইরূপ চক্রাকারে গঠিত যে তাহারা সকলে মিলিয়া বাগানের চতুর্দ্দিকে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়াছে। এই সমুদায় অট্টালিকার উচ্চতা নির্ম্মাণ প্রণালী গঠন সামগ্রী এক। এই সৌসাদৃশ্য প্রযুক্ত স্থানটী দেখিতে অতি সুন্দর হই-

য়াছে। এলফিনষ্টোন সরকেলের পূর্ব্ব পার্শ্বে টাউনহল, ইহার এক অংশে এশিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরী রহিয়াছে।

বোম্বাইয়ের দুর্গের যে অংশ এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা টাউনহলের অব্যবহিত পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহাকে দেশীয়ের কালাকেল্লা বলে। দুর্গের ভিতরে আরসিনালের কারখানা ও অস্ত্রাগার দেখিবার উপযুক্ত জিনিস। দুর্গের অব্যবহিত উত্তরে টাকশাল। আরসিনাল ও টাকশাল দেখিতে হইলে পূর্ব্বে অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়।

কোর্টের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান হাইকোর্টের সম্মুখে গবর্ণমেন্টের কারখানা ও পোত নির্ম্মাণ স্থান রহিয়াছে। ইহা দেখিতে হইলে অনুমতি লইতে হয়।

বোম্বাইয়ের পোতাধিষ্ঠানে (Harbour) আবিসিনিয়া ও ম্যাগডালা নামে দুই যুদ্ধ জাহাজ আছে তাহা অতি আশ্চর্য্য। ইহাদিগকে টারেট সিপ বলে। প্রত্যেক জাহাজে অতি প্রকাণ্ড চারি কামান আছে। দুইটী সম্মুখ ও দুইটী পশ্চাৎভাগে। এই কামানদ্বয় এক চক্রাকার প্লাটফরমের উপর স্থাপিত। এই প্ল্যাটফরমের নীচের চাকা লোহার রেলের উপর ঘুরিতে পারে। ইহা ঘুরাইবার জন্য কল আছে তদ্দ্বারা যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে প্লাটফরম সহিত কামানের মুখ সহজে ফিরান যায়। সুতরাং যে দিকে কেন শত্রু থাকুক না তাহাদিগকে অনায়াসে আক্রমণ করা যায়। এই জাহাজের চারিদিকে দৃঢ় লৌহ নির্ম্মিত জল প্রণালী আছে তাহাতে জল ভরিলে জাহাজের ডেক পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যায়। কেবল টারেট ও কামানের মুখ জলের উপরে থাকে। সুতরাং শত্রুরা গুলি করিয়া জাহাজের অনিষ্ট করিতে পারে না। টারেটের এক উচ্চ প্রদেশে কাপ্তেনের দাড়াইবার স্থান আছে। এই টারেট অত্যন্ত শক্ত লৌহ ও কাষ্ঠের আবরণে গঠিত। গুলিতে তাহা ভেদ করিতে পারে না। ইহাতে দুই ছিদ্র আছে তাহা দ্বারা কাপ্তেন শত্রুদিগের গতিবিধি দেখিয়া নিজের লোকদিগকে হুকুম দেন। জলের নীচে এইরূপে যুদ্ধ করিবার জন্য যত কিছু সুবিধার প্রয়োজন তাহার সমুদয় এই জাহাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা দেখিতে হইলে নৌকা করিয়া জাহাজে যাইতে হয় আর জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়।

বোম্বাইয়ের সর্ব্ব দক্ষিণ ভাগকে কুলাবা বলে। তথায় দেখিবার দুইটী জিনিস আছে। তথাকার মেমরিএল চর্চ্চ এবং মান মন্দির।

কোর্ট ও কুলাবার মধ্যে অ্যাপলো বন্দর। তাহার প্রবেশ দ্বারে নূতন সেলরস্‌হোম। ইহার অধিকাংশ ব্যয় মৃত খণ্ডেরাও গাইকওয়াড় দিয়াছিলেন।

এখানে দুইটী গবর্নমেন্ট হাউস আছে। একটী পরেলে ও দ্বিতীয়টী মালাবার পাহাড়ের প্রান্তে সমুদ্রতটে। এই শেষোক্ত স্থান অতি রমণীয়।

অ্যালেকজাণ্ড্রা স্কুল দেখিতে হইলে তাহার কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। ইহার ছাত্রীবৃন্দ সমুদায়ই পারসী যদিও অন্য জাতীয়া ছাত্রীর প্রবেশ নিষেধ নাই। এদেশীয় স্ত্রীলোকদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য এই একমাত্র স্কুল আছে"।

শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায়।

বিমলাসাহ-প্রতিষ্ঠিত জৈন মন্দির—ইহা গুর্জ্জরের অন্তঃপাতি আবু নামক পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত। এই মন্দির বাহ্যালঙ্কার শূন্য, কিন্তু তদভ্যন্তরস্থ বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত বিভূষণাদির সাদৃশ্য, বোধ হয়, ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই মন্দিরের ছাদ পিরামিডের সদৃশ এবং ইহার গর্ভস্থানে জৈন দেবতা পারশ্বনাথের মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। এই মন্দিরের সম্মুখে ৪৮টী স্তম্ভযুক্ত একটী বিস্তীর্ণ অলিন্দ আছে এবং ঐ স্তম্ভরাজির মধ্যে আটটী সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ একটী মনোহর বৃহৎ গুম্বজাকার গঠন মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই গুম্বজাভ্যন্তরে যে কত প্রকার কারু কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণনাতীত। অপর, এই অলিন্দ-সংযুক্ত দেবমন্দির আবার অপেক্ষাকৃত দুই খর্ব্ব স্তম্ভ শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। স্তম্ভ সকল চতুষ্কোণ ভিত্তিমূল হইতে উত্থিত হইয়া এরূপ বিভূষণে ভূষিত হইয়াছে যে, বৃহৎ চিত্রপট দর্শন ব্যতীত সে সকল হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। বিখ্যাত ফরগুসন সাহেব বলিয়াছেন যে, এরূপ বহ্বায়াস সম্পন্ন এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত স্থপতি কার্য্য বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই এবং উক্ত মহাত্মা ইহার চাঁদনি লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন যে, সর ক্রষ্টফর রেনের লণ্ডন প্রভৃতির সুবিখ্যাত ধর্ম্ম মন্দির সকল এই জৈন চাঁদনীর সহিত সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইত। এই কীর্ত্তি ১০৩২ খ্রীঃঅব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহাতে ১৮০০০০০০০ অষ্টাদশ কোটী টাকা এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।

পুরীর মন্দির—মরকট কেশরী রাজার সময়ে পুরীর মন্দির প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের মন্দির ১১৯৮ অব্দে নির্ম্মিত

হয় ; ভুবনেশ্বরের মন্দিরের আদর্শে যে, ইহার গঠন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই, কিন্তু জগন্নাথের দেউল ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন নহে। যাহা হউক, ইহা ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা ৬ হস্ত উচ্চ এবং ৪২ হস্ত প্রশস্থ। ইহার গর্ভ স্থানে প্রস্তর বেদীর উপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথাদির মূর্ত্তি সকল বিরাজমান আছে।

উক্ত মন্দিরের সম্মুখে ৬০ পাদ দীর্ঘ ও ৬০ পাদ প্রস্থ আর একটী ইমারত আছে কিন্তু ইহা "জগমোহন" বা নাট্ মন্দির নহে। এইটীতে স্নানযাত্রার পর শ্রীমূর্ত্তিদিগের অঙ্গ-রাগ হয়। ভুবনেশ্বরের দেউলের সম্মুখস্থ এইরূপ মন্দিরকে "জগমোহন" বলিয়া বর্ণন করা গিয়াছে। ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, জগন্নাথের কি জগমোহন নাই? অবশ্য আছে, ঐ শেষোক্ত মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাসাদই "জগমোহন" এবং তাহার পর "ভোগ মণ্ডল"। ভুবনেশ্বর প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং জগন্নাথের ন্যায় চিত্রিত নহে ; এই জন্য স্নানের ভয়ে তাঁহার অঙ্গরাগ গৃহের আবশ্যক হয় নাই।

এই মন্দির সকল প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং বৃহন্মন্দির ব্যতীত সকল গুলিই স্তম্ভোপরি স্থাপিত। নাট্ মন্দিরের অভ্যন্তরে একটী গরুড় মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। উক্ত মন্দির সকল ৩০ পাদ উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাচীর ৬৭৫ পাদ দীর্ঘ এবং ৬৫৪ পাদ প্রস্থ। এই প্রাঙ্গণ মধ্যে শতাধিক দেবালয় নয়ন গোচর হয়। ইহাতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক দিকেই এক এক দ্বার আছে এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ-মূর্ত্তি সকল দ্বারের ভয়ই পার্শ্বে স্থাপিত আছে। কিন্তু পূর্ব্বদিগের দ্বার "সিংহ দ্বার" নামে বিখ্যাত, ইহার সম্মুখে রাজপথ। সিংহদ্বারের সম্মুখে প্রসিদ্ধ গরুড়-স্তম্ভ স্থাপিত আছে উহা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত, কিন্তু উহার গঠন অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভুবনেশ্বরের ন্যায় জগন্নাথ দেবের বড় দেউল প্রভৃতি সকল মন্দিরেই নানা প্রকার মূর্ত্তি এবং বিবিধ খোদিত ও চিত্রিত অলঙ্কারাদি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক স্থলে অশ্লীল ভাবাপন্ন পুত্তলিকাদি খোদিত ও চিত্রিত থাকায় সে সকল ভদ্র লোকের দর্শনযোগ্য নহে।

ভুবনেশ্বর—কটক সহর হইতে প্রায় ৮।১০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। লালাটেন্দু কেশরী নামক নরপতি কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বর নগর স্থাপিত হয়। ইনি ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন। ভুবনেশ্বরে অসংখ্য দেব লয় সক-

লের ভগ্নাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান আছে। এ স্থলে এত দেবালয় যে, যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, অন্যূন ৫০।৬০টী মন্দির নয়নপথে পতিত হইবে। কোন কোনটী ১৫০ হইতে ১৮০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ। কিন্তু ইহার অধিকাংশ কেবল মাত্র স্তূপাকার প্রস্তর এবং অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। ইহাদের অবয়ব, গঠন প্রণালী, এবং বিবিধ অলঙ্কারাদির বিষয় চিন্তা করিলে শিল্পীদিগের শিল্প নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত; কচিৎ লৌহ কড়ি বা স্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভুবনেশ্বরের সকল মন্দিরেরই গঠন প্রণালী একরূপ এবং সেই জন্য কেবল লিঙ্গেশ্বর ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বর্ণনা করা যাইতেছে। এই মন্দির ১২০ হস্ত উচ্চ। চাতাল হইতে ১৬টী পল কুব্জ রেখায় ক্রমঃ সঙ্কুচিত হইয়া অগ্র পশ্চাৎ উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু সংযুক্ত হয় নাই। ঐ গ্রীবা দেশে একটী গোলকের উপর সিংহ মূর্ত্তি বিদ্যমান, তদুপরে একখানি পলযুক্ত গোলাকার শিলা (আমলা শিলা) এবং সর্ব্বোর্দ্ধে একখানি বর্ত্তুলাকার প্রস্তর স্থাপিত আছে। মন্দিরের পল গুলি পর্য্যায়ক্রমে একটী বৃহৎ এবং একটী ক্ষুদ্র; ইহার বহির্দ্দেশে স্থানে স্থানে বহির্মুখ সিংহ মূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয়। ইহার প্রবেশ দ্বারে বিবিধ বিভূষণে বিভূষিত আর একটী মন্দির আছে তাহার নাম "জগমোহন", ইহার সম্মুখে "ভোগ মণ্ডপ"। রহন্মন্দিরের একটী মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার আছে এবং গর্ভ স্থানে অন্ধকারাবৃত হইয়া লিঙ্গেশ্বর অবস্থিতি করিতেছেন। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ চতুষ্কোণ এবং উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এক এক দিগের প্রাচীর ৫০০ হস্ত দীর্ঘ। পূর্ব্বদিগের চর্ম্ম দ্বারের দুই পার্শ্বে দুই বিকটাকার পক্ষযুক্ত সিংহ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উক্ত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে কপালেশ্বরী, ভগবতী প্রভৃতি অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে; এই সকল মন্দিরের বহির্দ্দেশে নানা প্রকার মূর্ত্তি, স্তম্ভ, অধিষ্ঠান, কার্ণিস, পুষ্পলতা ও ইতর প্রাণী প্রভৃতি খোদিত থাকায় তাহা অপূর্ব্ব শোভার আকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উক্ত প্রাঙ্গণ মধ্যস্থ মুক্তেশ্বরের মন্দিরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ ছাদের নিম্নে খোদিত কারুকার্য্য দ্বারা সুশোভিত এরূপ একটী চন্দ্রাতপ আছে যে, তাহার তুলনা নাই বলিলেও বলা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির ৬৬৫ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে।

খণ্ডগিরি—ভুবনেশ্বরের প্রায় দেড় ক্রোশ পশ্চিমে। ঐ পর্ব্বতের গাত্র

খোদিয়া বড় বড় দ্বিতল ত্রিতল, গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে। স্থানে স্থানে জলের কুণ্ড আছে। এই সকল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। খণ্ডগিরির দেবালয়াদি বৌদ্ধদিগের সময়ে প্রস্তুত হয়। বৌদ্ধ প্রচারকেরা বৃদ্ধাবস্থার প্রচার ব্রত পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে যোগ সাধনা করিতেন। ব্যাঘ্র গুহা (Tiger cave), হস্তি গুহা (Elephauta cave), সর্পগুহা (Snake cave) প্রভৃতি এখানে অনেক গুলি গুহা আছে। এই স্থানটী ভ্রমণকারীদিগের বিশেষ দর্শন যোগ্য।

শ্রীযুক্ত দীন নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত।

কনারক কটক হইতে প্রায় ১৬। ১৭ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বকোণে; সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এই খানে সূর্য্যমন্দির নামে একটা প্রকাণ্ড ও বিখ্যাত মন্দির ছিল। এই মন্দিরটী এক্ষন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন দেখিলে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত বলিয়া বোধ হয়। নাট মন্দিরের সম্মুখে একখানি প্রস্তর আছে সেরূপ একখানি প্রস্তর তথায় কি রূপে আনীত হইয়াছিল তাহা চিন্তার অতীত। এই মন্দির প্রায় দুই হাজার বৎসর প্রস্তুত হইয়াছিল।

সীতারামপুর—পুরুলিয়া ও হাজারিবাগ গমনার্থীগণ এই স্থানে আসিয়া বাষ্পীয় শকট হইতে অবরোহণ করিয়া থাকেন। সীতারামপুরের কিয়দ্দূরে একটী পাথুরিয়া কয়লার বিস্তীর্ণ খনি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ উপযোগী সুন্দর প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কয়েকটী অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য এই স্থান হইতে অনেক প্রস্তর কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে। বরাকর নদীতে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে নির্ম্মিত একটী সেতু প্রস্তুত করিতে ১৪ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। অল্প দিন মাত্র ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। সীতারামাপুরের সন্নিকটে পরেশনাথ নামক পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের পাদ দেশস্থ মধুবন নামক স্থানে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী দিগের দেবালয় সমূহ ও ধর্ম্ম শালা দৃষ্ট হয়। এই সকল মন্দিরে ও ধর্ম্মশালায় শত শত জৈন যাত্রীর অবস্থান যোগ্য স্থান আছে। প্রতি বৎসর শীত কালে অন্যূন পঞ্চাশ সহস্র জৈন যাত্রী তীর্থ দর্শন উদ্দেশ্যে এই স্থানে সমাগত হইয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশ মধ্য ভারতবর্ষের অধিবাসী। যাত্রীগণ এক সঙ্কীর্ণ পথে অধিরোহণ করিয়া পর্ব্বত শিখরস্থ পরেশনাথ নামক বিগ্রহের মন্দিরে উপনীত হয়।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে সার ষ্টিফেনসন পরেশনাথ পর্ব্বতের শৃঙ্গ দেশে রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণের জন্য একটী স্বাস্থ্য নিবাস স্থাপনের প্রয়াস পান, কিন্তু তত্রত্য রাজা এই প্রস্তাবে একান্ত বিরোধী হওয়াতে আপাততঃ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। পরে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বঙ্গ দেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর গ্রাণ্ট সাহেব এই পর্ব্বত পরিদর্শন করিয়া নিমাই ঘাট হইতে পরেশনাথ পর্য্যন্ত একটী বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জল বায়ু উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎপর হইতে এই স্থানে গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। পরেশনাথ পর্ব্বতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত সৈন্যগণের স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। আয়তনে ক্ষুদ্র বলিয়া এই স্থানে অধিক লোকের অবস্থিতির সুবিধা নাই।

বৈদ্যনাথ—বৈদ্যনাথ একটী তীর্থ স্থান। এই স্থানে বৈদ্যনাথ নামক মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিবৎসর বৈদ্যনাথ দর্শনার্থে প্রায় এক লক্ষ যাত্রী এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশই এই স্থান হইতে জগন্নাথ দর্শনার্থে পুরীতে গমন করে।

চন্দ্রনাথ—চট্টগ্রাম হইতে ২৪ মাইল দূরে সীতাকুণ্ড নামক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। সীতাকুণ্ড কেবল তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত নয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার বলিয়াও এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। সর্ব্বপ্রধান বিগ্রহ চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড-পর্ব্বতরাজির সর্ব্বোচ্চ শিখর দেশে সংস্থাপিত। তাহার পার্শ্বস্থ অপর এক শৃঙ্গোপরি বিরুপাক্ষ এবং পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে শম্ভুনাথ নামক মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্রনাথ দর্শনের নিমিত্ত গমন করিবার সময়ে যাত্রীগণকে ব্যাসকুণ্ড নামক হ্রদে অবগাহন করিতে হয়। ব্যাসকুণ্ডের জল এত অপরিষ্কৃত ও পঙ্কিল যে ইহাতে অবগাহনই যাত্রীগণের ধর্ম্মানুরাগের বিশেষ নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। শম্ভুনাথের সন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের স্থানে স্থানে অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্দৃষ্টে এই পর্ব্বতকে আগ্নেয়গিরি বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে আরোহণ অতীব আয়াস সাধ্য। পর্ব্বতে উঠিবার জন্য সোপান প্রভৃতি কিছুই নাই। একটী অতি সঙ্কীর্ণ ও ঢালু পথ আশ্রয় করিয়া শিখর দেশে আরোহণ করিতে হয়। এক এক স্থান এত উচ্চ ও ঢালু যে হস্ত ও পদ উভয়ের সাহায্য ভিন্ন অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। কোন এক সদাশয়া হিন্দুমহিলা যাত্রীগণের সুবিধার জন্য বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া পর্ব্বতের এক পার্শ্বে কতক দূর পর্য্যন্ত সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে অনুসন্ধান দ্বারাও তাঁহার নাম কি অবগত হওয়া যায় না। চন্দ্রশিখর হইতে

নিম্ন দেশে দৃষ্টিপাত করিলে এক দিকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা ও অপরদিকে পর্ব্বতরাজির মনোহর শোভা দর্শকের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে। এই স্থানের প্রাকৃতির শোভা এত দূর হৃদয় মুগ্ধকরী যে প্রকৃতির ক্রীড়া ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চন্দ্রনাথ কেবল হিন্দুদিগের তীর্থস্থান নয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ও তীর্থ ভুমি বলিয়া পরিগণিত। স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিশ্বাস যে এই পর্ব্বত বুদ্ধদেবের সমাধি স্থান। ৺চন্দ্র নাথ বিগ্রহের সন্নিকটে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কয়েকটী দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দ্রনাথ হইতে ৪ মাইল দূরে বাড়বানল নামক তীর্থ। বাড়বানল পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে অবস্থিত। তথায় গমন করিবার সময়ে পথের দুই পার্শ্বে অতি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভার আধার পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হইয়া থাকে বাড়বানলের ন্যায় পরমাশ্চর্য্য দৃশ্য ভারতবর্ষের আর কোন অংশে দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। মন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকারাবৃত একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে বাড়বানল কুণ্ড। প্রবাদ আছে যে এই কুণ্ড বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত ও অতলস্পর্শ। কুণ্ডস্থ জলের উপর ভাসমান পাবক শিখা নিয়ত দৃষ্ট হয়। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হস্ত দ্বারা জল আন্দোলিত করিলে জলের গতির সহিত অগ্নিও পরিচালিত হইয়া থাকে। কুণ্ডের এক প্রান্তে ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। যাত্রীগণ এই অগ্নিতে অল্পাধিক পরিমাণে ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তাহাতে অগ্নি সময়ে২ অতি প্রবল হইয়া উঠে।

দুরঙ্গ—সদর ষ্টেসন তেজপুর, বাঙ্গালা ভাষায় তেজপুরের অনুবাদ করিতে হইলে, তেজপুরকে শোণিতপুর বলিতে হইবে। কথিত আছে বানরাজা তাঁহার কন্যা ঊষাকে অগ্নিময় গড় করিয়া এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এই স্থানের অনতিদূরে একটী পর্ব্বতের উপরে বান রাজার রাজধানী ছিল, এই রূপ প্রবাদ আছে। সে যাহা হউক তেজপুর যে কোন সময়ে কোন সমৃদ্ধি সম্পন্ন রাজা বা ধনীর ভবনছিল, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ মৃত্তিকা খননে যে প্রকার প্রকাণ্ড২ প্রস্তরের স্তম্ভ বহির্গত হইয়াছে, তাহা প্রায় সচরাচর দর্শন করা যায় না।

শিবসাগর—এই স্থান আসাম রাজার প্রচীন রাজধানী ছিল, এখানে একটী প্রশস্ত দীঘি আছে, এই দীর্ঘিকার নাম অনুসারে এই স্থানের নাম শিবসাগর হইয়াছে। এখানে আসাম রাজার বাটী, রঙ্গগৃহ প্রধান দৃশ্য।

কামরূপ সদর ষ্টেশন গৌহাটী এই স্থানটীও ব্রহ্মপুত্রের উপকূলে, গৌহাটী হইতে তিন মাইল অন্তরে নীলাচলে কামীক্ষা দেবী প্রতিষ্ঠিত, কামীক্ষা দেবীর কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই, কামীক্ষা দেবী মুদ্রা (চিহ্ন) মাত্র একটী সুন্দর মন্দির মধ্যে সেই মুদ্রাচিহ্ন ও কতিপয় দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, মন্দিরের এক পার্শ্ব হইতে একটী প্রস্রবণ অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতেছে, পাণ্ডারা বলে পাতাল হইতে গঙ্গা দেবী এখানে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, মন্দির এত অন্ধকার যে আলোক বা অন্য মনুষ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে অপরিচিত মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে না, কালীঘাটের পাণ্ডাদিগের ন্যায় এখানকার পাণ্ডাদিগের দৌরাত্ম্য আছে, বিশেষতঃ কুমারীদিগের অত্যাচারে দর্শকদিগের বিরক্তি জন্মে। এই পর্ব্বতের উপর প্রায় ৩০০ শত লোকের বাস, ইহারা সকলে পাণ্ডা ও তাহাদিগের অনুচর, কামাক্ষা পর্ব্বতে আরো কতিপয় দেবী আছে, তাহার মধ্যে প্রধানই ভুবনেশ্বরী। বশিষ্টাশ্রম, উমানন্দ, অশ্বক্রান্ত প্রভৃতি স্থান কামরূপের প্রধান দৃশ্য, গৌহাটীর পুরাতন নাম প্রাগজ্যোতিষপুর, প্রাগজ্যোতিষপুর ভগদত্তের রাজধানী ছিল।

মহানগরী কলিকাতায় অনেক গুলি দর্শনীয় বস্তু আছে। কিন্তু এখানে উৎকৃষ্ট অট্টালিকাদি বড় অধিক নাই। এখানকার দুর্গের বহিঃদৃশ্য অতিশয় সুন্দর। সাধারণ লোকদিগের এরূপ সংস্কার আছে, এই দুর্গের কিয়দংশ মৃত্তিকার নীচে অবস্থিত। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। ইহার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার উন্নত প্রাচীর রহিয়াছে বলিয়া ঐরূপ দেখায়। দিবাভাগে সকলেরই দুর্গ দর্শন করিবার অধিকার আছে। প্রবেশ ও বহির্গমনের দুইটী স্বতন্ত্র দ্বার রহিয়াছে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে এবং উত্তর পূর্ব্ব দিকের দ্বার দিয়া বহির্গত হইতে হয়। দুর্গের উত্তর পার্শ্বেই সুরম্য ইডেন উদ্যান। লর্ড অক্‌লাণ্ডের সময়ে এই উদ্যান প্রস্তুত হইয়া তাঁহার ভগিনীর নামানুসারে ইহার নাম করণ হইয়াছে। এখানেও সকলের প্রবেশের অধিকার আছে। সন্ধ্যাকালীন সুশীতল সমীরণ সেবনার্থী হইয়া অনেকে এখানে ভ্রমণ করিতে আসিয়া থাকেন। তৎকালে শ্রবণতৃপ্তিকর সুমধুর বাদ্য হইয়া থাকে। এই উদ্যানের কিঞ্চিৎ উত্তরে হাইকোর্টের সুদৃশ্য উচ্চ প্রাসাদ। বিচারালয়ের দ্বার সকলের নিকটই সমানভাবে উন্মুক্ত এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। গবর্ণমেন্ট প্রাসাদ দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ইহার

ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। লালদীঘির সম্মুখস্থ সুদর্শন তাড়িত বার্ত্তা-বহালয় করেন্সি অফিস (পূর্ব্বতন আগ্রা ব্যাঙ্ক) গ্রেট ইস্টারণ হটেল, ডাকঘর প্রভৃতিও দর্শন যোগ্য। ডাকঘরের কিঞ্চিৎ উত্তরে ইকনমিক মিউজিয়ম। এস্থানে নানাবিধ কৃষিজাত দ্রব্যাদি সংগৃহীত আছে। দেশের কল্যাণার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই এস্থান একবার দর্শন করা উচিত। গড়ের মাঠের পূর্ব্ব দিকে যে নূতন নির্ম্মিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তথায় চিত্রশালিকা সংস্থাপিত হইয়াছে। শুক্রবার ব্যতীত প্রতি দিন দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সকলেরই এই স্থান দর্শন করিবার অধিকার আছে; দর্শনী কিছুই দিতে হয় না। বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানায় আলেখ্যালয় (Art Gallery) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি রহিয়াছে। প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৩৷৷০ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই স্থান সাধারণ দর্শকদিগের নিমিত্ত খোলা থাকে। মেডিকেল কলেজ মিউজিয়ম প্রিন্সিপলের অনুমতি গ্রহণ করিয়া এস্থান দর্শন করিতে হয়। অল্প দিন হইল আলীপুরে যে পশুবাটিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা দর্শনার্থীদিগকে যে দিন যে পরিমাণে দর্শনী দিতে হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করা গেল। যথা—

সোমবার	/০
মঙ্গলবার	।০
বুধবার	মেম্বর এবং এককালীন দাতাদিগের জন্য।
বৃহস্পতিবার	।০
শুক্রবার	/০
শনিবার	৷৷০

বার্ষিক টিকেট লইলে বুধবার ব্যতীত প্রতি দিন দেখা যায়।

২৫৲ টাকা দিলে টিকেট ক্রেতারা গাড়ি, ঘোড়া অথবা পদব্রজে যে রূপে ইচ্ছা দেখিতে পারেন। ১৬৲ টাকা দিলে অশ্বারোহণে অথবা পদব্রজে দেখা যায়।

যাঁহারা ১০০ টাকা চাঁদা দেন অথবা ১০০০ টাকা এককালিন দান করিয়াছেন তাঁহারাই বুধবারে বাগান পরিদর্শন করেন।

চাঁদাদাতা ভিন্ন অন্যের পক্ষে গাড়িতে অতিরিক্ত ১৲, ঘোড়ায় ।০ এবং পাল্কিতে ৷৷০ আনা দিতে হয়।

জল বিহারার্থ বোট আছে, প্রতি ঘন্টা ১৲ টাকা।

বিশ্রামাগার, উভয় দেশীয় এবং ইউরোপীয়দিগের জন্য খোলা আছে।

মেম্বর এবং এককালিন দাতারা সপরিবারে প্রতি দিন গাড়িতে যাইতে পারেন।

জলের কল—কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কার্য্য সকলের মধ্যে এইটীই লোকের বিশেষ উপকারক হইয়াছে। ফলতা, টালা এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ার এই তিন স্থানে তিনটী কল আছে, তথা হইতে সমস্ত কলিকাতা সহরে জল আমদানি হয়। দর্শনার্থীগণ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুমতি লইয়া দর্শন করিতে পারেন।

যাঁহারা পর দুঃখে কাতর তাঁহারা একবার সিয়ালদহ দরিদ্র চিকিৎসালয়ে, মেডিকেল কলেজের চিকিৎসালয়ে, আমহারস্ট ষ্ট্রীটের আতুর নিবাসে এবং হাটখোলার সন্নিহিত গঙ্গাতীরস্থ মেও চিকিৎসালয় দর্শন করিবেন। এই সকল স্থান দর্শন করিতে হইলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

সাময়িক খ্যাতিমান লোকদিগের

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১২২৭ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত নবদ্বীপের দুই ক্রোশ উত্তরে চুপী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পীতাম্বর দত্তের এক মাত্র পুত্র। সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বাঙ্গালার এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার গুরুমহাশয়ের নিকট বর্ণাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন এবং পাঠশালার শিক্ষিতব্য বিষয় সকল তিন বৎসর কাল রীতিমত শিক্ষা করেন। ইনি যে গুরুমহাশয়ের নিকট লিখিতেন, তিনি অতিশয় তীব্র প্রকৃতির লোক হইলেও ইনি কখনও তাহার নিকট দণ্ডিত বা তিরস্কৃত হন নাই; সুশীলতা, নম্রতা, বুদ্ধিমত্ত্বা ও শিক্ষানুরাগিতা গুণে তাঁহার কঠোর শাসন ও নির্দ্দয় ব্যবহার হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

ইনি একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলিকাতায় আসিয়া খিদিরপুরে অবস্থিতি করেন। ইনি বাড়ী থাকিতেই পার্সী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তৎকালে বিচারালয়ে পার্সী ভাষা প্রচলিত ছিল, সুতরাং ইনি কলিকাতায় আসিলে পরও ইহাঁর পিতা ও আত্মীয়েরা ইহাঁকে পার্সী পড়াইতেই যাত্নিক হইলেন। সৌভাগ্য বশতঃ এই সময়ে, ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একখানি ভুগোল ইহাঁর হস্তে পতিত হয়, তাহার বাঙ্গালা অংশ হইতে মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিয়া ইনি অতিশয় পরিতুষ্ট হন এবং প্রাচীনেরা এই সকল বিষয়ে যে কারণ নির্দ্দেশ করিতেন, তদপেক্ষা পুস্তকের লিখিত কারণ গুলি ইহার নিকট সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ইনি তদবধি ইংরেজি পড়িতে বিশেষ ব্যগ্র হন এবং এই অল্প বয়সেই পিতা ও আত্মীয় দিগের ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া ইংরেজি পড়িতে প্রবৃত্ত হন। যাহার নিকট প্রথম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তিনি ইংরেজি ভাষা নাম মাত্র জানিতেন, সুতরাং তাহার নিকট ইনি প্রায় কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই, অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে।

এই সময়ে খিদির পুরে খৃষ্টান মিসনরিদিগের একটী অবৈতনিক স্কুল সংস্থাপিত হয়। ইনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে প্রবেশ করেন। হিন্দু

সন্তানের পক্ষে মিসনরি স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করা তৎকালে অতিশয় দূষণীয় কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। সুতরাং দত্তজ উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া আত্মীয়েরা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং পুনরায় তথায় যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু অন্য কোন বিদ্যালয়ে পড়িবার কোন উপায় করিয়া দিলেন না। এই নিষেধ বাক্য সত্ত্বেও পাঠের ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া ইনি নিয়মিত রূপে বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিলেন। ইহাঁর অবাধ্যতা দর্শনে ইহাঁর পিতৃব্য পুত্র ও কলিকাতাস্থ অভিভাবক কোপিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখনই স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছ, আর কিছু দিন উক্ত বিদ্যালয়ে থাকিলে আমাদিগের কোন কথাই শুনিবে না।" কিন্তু ইনি ভীত হইবার লোক ছিলেন না। অভিভাবক যখন দেখিলেন, শাসন বাক্যে কোন কার্য্য হইল না, তখন ইহাকে কলিকাতায় থাকিয়া গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে পড়িবার অনুমতি দিলেন; ইনি পিসতুতো ভ্রাতার বাসায় থাকিয়া উক্ত বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। যে সময়ে ইনি ওরিএন্টাল সেমিনারিতে পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন ইহার বয়ঃক্রম ষোলবৎসরের ন্যূন নহে। এত দিন ইনি ইংরেজি ভাষার যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা নামের উপযোগী নহে। এই সময়েই ইহাঁর রীতিমত ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হয়। আক্ষেপ এই, আড়াই বৎসরের অধিক ইহাঁর উক্ত বিদ্যালয়ে পড়া হইল না। ইহাঁর পিতা পীড়িতাবস্থায় কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন, এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ আসিল। ইহাঁর উপর সংসারের ভার পতিত হওয়ায় ইনি অনন্যোপায় হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু অধ্যয়নে বিরত হইলেন না। একদিকে যেমন অর্থচিন্তা করিতে লাগিলেন, অপর দিকে আবার তেমনই পরিশ্রম সহকারে জ্ঞানার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইনি উপন্যাস প্রভৃতি পড়িতে ভাল বাসিতেন না, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া জগতের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেই বিশেষ উৎসুক ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় বৈজ্ঞানিক কথোপকথন নামক জয়েস সাহেবের যে গ্রন্থ আছে, বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক কোন গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্বেই ইনি তাহা গৃহে পাঠ করিয়া ছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দুরুহ গণিত শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গ সকল অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করেন।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে ইনি তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা গ্রন্থাদি পাঠ এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচনা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই কালে গদ্য রচনার

রীতি বড় প্রচলিত ছিলনা, প্রায় সকলেই পদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেন। ইনিও প্রচলিত রীত্যনুসারে প্রথমতঃ পদ্য লিখিতেই আরম্ভ করেন। ইহাঁর কোন কোন পদ্য প্রভাকর পত্রে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ইনি প্রভাকর পত্রের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পরিচিত হন। যে রূপে ইনি প্রথমে গদ্য প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের একজন সহকারী ছিলেন, তিনি ইংরেজি সংবাদ পত্র হইতে প্রভাকরের নিমিত্ত প্রস্তাব ও সংবাদ সকল অনুবাদ করিতেন। তিনি একদা পীড়িত হইলে, ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত ইহাঁকে একটা বিষয় অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। গদ্য লেখা ইহাঁর অভ্যাস ছিল না বলিয়া ইনি প্রথমতঃ অস্বীকৃত হন, কিন্তু অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া উল্লিখিত বিষয়টা অনুবাদ করিয়া দেন। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত এই অনুবাদ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যেমন সুন্দর অনুবাদ করিয়াছ, যিনি এত দিন পর্য্যন্ত আমার সহকারিতা করিতেছেন, তিনিও এমন পারেন না।" এই অবধি ইনি মধ্যে মধ্যে প্রভাকর পত্রে দুই এক টী প্রবন্ধ লিখিতেন।

সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিলে বাঙ্গালা ভাষা উত্তম রূপে লিখিবার অধিকার জন্মিবে এই মনে করিয়া প্রায় বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে ইনি সংস্কৃত শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি কেবল সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই; হিন্দু জাতির পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান উদ্দেশে প্রচলিত অপ্রচলিত অনেক প্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন।

যদিও অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশেই ইনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তথাপি অর্থাগমের শীঘ্র কোন উপায় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কর্ম্ম প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ইহাঁকে কিছু দিন কর্ম্মালয় সকলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ইনি শুনিতে পাইলেন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সভা দর্শনার্থী হইয়া ইনি তথায় গমন করিলে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারই আগ্রহে ইনি ১৭৬১ শকের শীতকালে উক্ত সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। ১৭৬২ শকে এই সভা কর্ত্তৃক তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হয় এবং ইনি তাহার ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে উল্লিখিত দুই বিদ্যা শিক্ষা দিবার উপযোগী রীতি মত কোন গ্রন্থ না থাকায় ইনি এক

খানি ভূগোল প্রস্তুত করেন এবং প্রদার্থ বিদ্যার মৌখিক উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ইনি তৎপরে এক ভদ্র লোকের সহযোগীতায় "বিদ্যাদর্শন" নামক এক খানি মাসিক পত্র প্রচারারম্ভ করেন, উহাতে জ্ঞানগর্ভ ও নীতি পূর্ণ প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইত। কিন্তু উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

১৭৬৫ শকের বৈশাখ মাসে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে বংশ বাটী গ্রামে উঠিয়া যায় এবং তথাকার ইংরেজি শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইহাঁকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে আত্মোৎকর্ষ সাধনের ব্যাঘাত জন্মিবে এই ভাবিয়া ইনি উক্ত কার্য্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং কিছুদিন ইহাঁকে বিষয় কর্ম্ম রহিত হইয়া থাকিতে হইল। এই সময়ে ইহাঁর কোন আত্মীয় ইহাঁর নিমিত্ত মাসিক ৫০ টাকা বেতনের একটী কেরাণীগিরি কর্ম্ম যোগাড় করেন কিন্তু আত্মরুচির অনুরূপ নয় বলিয়া ইনি তাহাও গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। যাহা হউক অবিলম্বে ইহাঁর আকাঙ্খা-নুরূপ কার্য্য সংস্থান ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইল। উক্ত শকের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারারম্ভ হইল এবং ইনি তাহার সম্পা-দকতা পদ প্রাপ্ত হইলেন.। ১৭৭৭শক পর্য্যন্ত ইনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালাভাষার প্রতি সাধারণতঃ লোকের অশ্রদ্ধা ছিল, বাঙ্গালা পত্রিকা পাঠ করা অনেকে এক প্রকার অগৌরবের বিষয়ই মনে করিতেন, তথাপি এতাদৃশ অনাদরের সময়েও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা সাত শত ছিল। এইটী দত্তজের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন কালে প্রকৃত জ্ঞান ও পাণ্ডি-ত্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন "অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'এরূপ উন্নতি কথনই হইতে পারিত না। পুনর্ব্বার ইহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার চাই।"

এই সম্পাদকতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইনি দুই বৎসর মেডিকেল কলেজে গমন করিয়া রসায়ন ও উদ্ভিদ বিদ্যার উপদেশ শ্রবণ করেন। এই সময়ে হিন্দুজাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইনি নানা ভাষায় লিখিত ছোট বড় সহস্রাধিক পুস্তক পাঠ করেন এবং এই অভি-প্রায় সিদ্ধির মানসে কিছুকাল ফরাসী ভাষার অনুশীলন করেন। এই

বিষয়ে কতগুলি প্রগাঢ় প্রবন্ধ লিখিয়া মধ্যে মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া ছিলেন। ইহাঁর লিখিত যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে বিদ্যালয়ের পাঠ্য রূপে পরিগণিত হইয়াছে তাহাও প্রথমতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল,পরে আবশ্যকমতে কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচার এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য রূপে পরিগৃহীত হওয়ায় হিন্দু সমাজকে প্রচুর পরিমাণে আন্দোলিত ও কিয়ৎ পরিমাণে উহার কার্য্যাদি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। ইনিই প্রকাশ্য রূপে বহু বিবাহ ও বাল্য-বিবাহের অবৈধতা, বিধবা বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের আবশ্যকতা দেশীয় লোকদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। সুশিক্ষিতের অশিক্ষিতা পত্নী যে কি বিষম যন্ত্রণাদায়ক, ইনি নিজ জীবনে তাহা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিতে পারিয়া ছিলেন,সুতরাং নিজ অভিজ্ঞতার ফল গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়াই উহা বিলক্ষণ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর ভাব ও চিন্তার গতি ইনি যে পরিমাণে পরিচালিত করিয়াছেন, এপর্য্যন্ত আর কোন ব্যক্তি সেরূপ পারিয়াছেন কি না সন্দেহস্থল। ইহাঁর প্রণীত বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের প্রথমভাগ ১৭৭৩ শকের এবং দ্বিতীয়ভাগ ১৭৭৪ শকের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। তৎপর ১৭৭৪ শকের শ্রাবণ মাসে চারুপাঠ প্রথমভাগ, ১৭৭৬ শকের শ্রাবণ মাসে চারুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ, ১৭৭৭ শকের মাঘ মাসে ধর্ম্মনীতি,১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে পদার্থ বিদ্যা ১৭৮১শকের আষাঢ় মাসে চারুপাঠ তৃতীয়ভাগ এবং ১৭৯২ শকে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রচারিত হয়। এ সকল পুস্তক ব্যতীত ইনি পীড়িত হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন ও বাষ্পীয় রথারোহণ বিধি নামে আর দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

ইহাঁরই যত্ন বলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সংক্রান্ত কয়েকটী গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। "একমাত্র পরম ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, যেমন অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের সত্ত্বাতে জগতের ভ্রম হইতেছে, কেবল ব্রহ্মই আছেন, জগৎ সৃষ্টিও হয় নাই এখনও নাই, জগৎ সৃষ্টি কখন হইবেও না। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই, ঐ উভয়ই অভিন্ন।" বেদান্ত দর্শনের এই অদ্বৈতবাদ মতই ব্রাহ্মসমাজের মত বলিয়া গণ্য ছিল। দত্তজ এই মতের ভ্রম প্রদর্শন করেন এবং তদবধি শ্রীযুক্ত

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা ব্রাহ্ম সমাজের মত হইতে পরিত্যাগ করেন। ইহাঁরই যত্ন এবং যুক্তিবলে বেদের অভ্রান্ততাও অস্বীকৃত হয়। ক্রমাগত সাতবৎসর কাল ইহাঁকে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে হইয়া ছিল।

এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেরূপ দুর্ব্বল মতি তাহাতে তাঁহাদিগের পক্ষে ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া কঠিন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সিদ্ধান্ত করিয়া এইরূপ অবধারিত করেন যে, স্ত্রীলোকেরা পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এমন কি তিনি এইরূপ কার্য্য করাইতে প্রবৃত্তও হইয়াছিলেন। পরিশেষে দত্তজ ইহাঁরও প্রতিবাদ করায় তিনি বিরত হইলেন।

এই সময়ে বেদাদি সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতি পাদক কতগুলি শ্লোক সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইল। দত্তজ ইহাও অনুমোদন করিলেন না। ভবাণীপুর ব্রাহ্মসমাজে ইনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এই উদার মত ব্যক্ত করা হইয়াছে,—ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরুপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ধর্ম্ম বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তরকালে যাহা নির্ণীত হইবে, সে সমুদায়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। * * অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র; বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য।" বিজ্ঞানলব্ধ যথার্থ তত্ত্বের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করা ইহাঁর অভিপ্রায় ছিল। ইহাঁর মতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম এবং না করাই অধর্ম্ম। ইনি প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। এক্ষণে আরও কোন কোন ব্রাহ্মের এই মত দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭৭৭শকে কলিকাতা নর্ম্মালস্কুল সংস্থাপিত হইলে, ইনি তাহার প্রধান শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হন এবং অল্প কিছু দিন পরে গুরুতর রূপে মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইনি বালী গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁর বসতি বাটী ইহাঁর সুরুচির প্রধান পরিচায়ক। ইনি যে কেবল উপদেষ্টা নহেন, উপদেশানুযায়ী কার্য্য নিজেও সম্পাদন করেন, ইহার ক্ষুদ্র অথচ সুরম্য আলয় দর্শন করিলে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁর গৃহে যে একটী মনোরম উদ্যান আছে, তাহা দর্শন করিয়া ইহাঁর এক জন সহৃদয় বন্ধু উহার নাম চারুপাঠ চতুর্থ ভাগ রাখিয়াছেন। বস্তুতঃও তাহাই বটে।

যে বয়সে মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিপাক হইতে থাকে এবং প্রবীণতা জনিত কার্য্যসাধনের অধিকতর অধিকার জন্মে বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই বয়সে একজন অতি প্রধান কৃতিমান লোক গুরুতর রোগে এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। দেশের কল্যাণ সাধন উদ্দেশে দুর্ব্বল ও জীর্ণ শরীরে অতিশয় মানসিক পরিশ্রমই ইহাঁর এই নিদারুণ পীড়ার মূলীভূত কারণ।

শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু ইনি পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের অন্যতম ভূম্যাধিকারী পদ্ম লোচন বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১২৫৪ সালের আশ্বিন মাসে জয়সিদ্ধি নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে পিত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর জন্ম সময়ে একটা অদ্ভুত দৈব ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা দেখিয়া আত্মীয়েরা মনে করিয়াছিলে যে, ইনি উত্তর কালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবেন এবং ইহাঁর দ্বারা বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

ইহাঁর পিতা রাজ কার্য্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ সহরে বাস করিতেন। ইনি অনুমান ছয় বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তথাকার বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং নয় বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে মাসিক চারি টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। উক্ত বৎসরই বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৬২ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮ টাকা মাসিক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ইহার দুই বৎসর পর, বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা এবং ১৮৬৭ অব্দের মার্চ্চ মাসে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই উভয় পরীক্ষায়ই ইনি প্রথম হইয়াছিলেন। উক্ত বৎসর শ্রাবণ মাসে বিক্রমপুর নিবাসী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ অব্দে ইনি গণিত শাস্ত্রে এম এ পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপাধি দান করিবার সভায় সহকারী সভাপতি ইহাঁর যোগ্যতার অতিশয় প্রশংসা করিয়াছিলেন। এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরেই ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হন; ইংলণ্ড যাত্রার সময় পর্য্যন্ত উক্ত

কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৯ অব্দে ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং তৎপর বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন।

ইংলণ্ডে পৌঁছিবার কয়েক মাস পরে, ইনি কেম্ব্রিজে গমন করিয়া তথাকার ক্রাইষ্ট কলেজে প্রবেশ করেন এবং অব্যবহিত কাল মধ্যে একটী ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৪ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা প্রদান করিয়া রেঙ্গলার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। পরীক্ষায় ইনি নবম স্থানীয় হইয়াছিলেন। কিন্তু এইটী ইহাঁর শিক্ষা শক্তির প্রকৃত পরিচায়ক নহে। ইহাঁর সহাধ্যায়ীগণ এবং অধ্যাপক বর্গ গণিতশাস্ত্রে ইহাঁর ব্যুৎপত্তি দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন ইনি পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইবেন। এই কথা এতদূর সম্ভাব্য বলিয়া রাষ্ট্র হইয়াছিল যে লণ্ডনের এক খানি অতি প্রধান দৈনিক পত্র (ডেলি নিউস) পর্য্যন্ত ইহা প্রকাশ করেন। সহাধ্যায়ীগণের ন্যায় যদি ইহাঁর সর্ব্ব বিষয়ে সমান সুবিধা থাকিত, ইনি বাঞ্ছিত পদ নিশ্চয়ই লাভ করিয়া দেশের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। এক জন অধ্যাপক যিনি সাত বার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন, ইহাঁর গণিত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের বিষয়ে এই রূপ লিখিয়াছেন ;—"এখানে আগমনের পূর্ব্বে ইনি গ্রীক ও লাটিন ভাষা কিছুই জানিতেন না, বিশ্ববিদ্যালযের নিয়মানুসারে ইহাঁকে এই দুই ভাষা শিক্ষায় অনেক সময় ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বিদ্যালয়স্থ সাধারণ ছাত্রেরা এই দুই ভাষা যে রূপ শিখিয়া থাকে ইনি তদপেক্ষা অনেক ভাল শিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভাষা শিক্ষায় অনেক সময় ব্যয় হওয়াতে গুরুতর প্রতিযোগিতার সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার সময় কাযেই কম পাইয়াছিলেন। এ দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল সুযোগ রহিয়াছে, ইনি তাহার ফলভাগী হইতে পারিলে পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম না হইলেও তাহার অব্যবহিত পরস্থিত কোন উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই।" আর এক ব্যক্তি যিনি ক্রমান্বয়ে ৩৪ বৎসর গণিত শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এবং ৮ বার উক্ত পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনিও পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ;—"গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে না হইলে ইনি প্রথম তিন চারি জনের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতেন।" ভাষা শিক্ষা ব্যতীত ইহাঁর শিক্ষা কার্য্যে যে আর একটী প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইয়াছিল অধ্যাপক বর্গ

তাঁহা জানিতে পারেন নাই। পরীক্ষার অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে ইহাঁর সহধর্ম্মিণীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হন, তদবধি ইহাঁর মানসিক উদ্বেগ এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ইনি অনেক সময় কোন ক্রমে পাঠে নিবিষ্ট হইতে পারেন নাই। তথাপি বাঙ্গালীরা যে উৎকৃষ্ট ইংরেজ ছাত্রদিগের অপেক্ষা শিক্ষা সামর্থ্যে কোন ক্রমে ন্যূন নহেন, ইনি ইংলণ্ডের সর্ব্বোত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের সহিত প্রতিযোগিতার পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি যখন কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিতে যান, তখন আর একটিও এ দেশীয় লোক তথায় ছিলেন না। ইহাঁর পর, ক্রমে কয়েক ব্যক্তি তথায় যাইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। ইনি যখন কেম্ব্রিজ পরিত্যাগ করিয়া আইসেন, তখন তথায় ছয় সাত জন এদেশীয় ছাত্র ছিলেন।

ইনি কোন দিনই গ্রন্থকীট নহেন। ইংলণ্ডে অধ্যয়ন কালীন ইনি কেবল গ্রন্থ পাঠেই সমুদয় সময় অতিবাহিত করেন নাই। ইংরেজ ছাত্রেরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বল বিধানেরও চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা নৌকার বাজ খেলে, ব্যায়াম করে এবং সৈনিক বৃত্তি প্রভৃতি আরও কত বিষয় শিক্ষা করে। ইনিও আগ্রহের সহিত উক্ত ত্রিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈনিক কার্য্যে ইহাঁর বিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছিল। বন্দুক ছোড়া সম্বন্ধে ইনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বলেণ্টিয়ার সৈন্য দলে, মার্কস্ম্যানের পদ লাভ করিয়াছিলেন; ইহাই উক্ত বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ গৌরবের পদ।

ইহাঁর ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালীন লণ্ডন, কেম্বিজ ও ব্রাইটন প্রভৃতি স্থানে ভারতবর্ষের হিতাহিত সংশ্রবে যে সকল সভা আহূত হইয়াছিল, ইনি তাহার প্রায় সকল গুলিতেই যোগ দান করিয়া নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রাইটন ও হ্যাক্‌নিতে ইনি দুইটী অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। প্রথমটীর উপলক্ষে পার্লিয়ামেন্ট সভার সভ্য শ্রীযুক্ত হোয়াইট সাহেব * বলিয়াছিলেন, আমি পার্লিয়ামেন্ট সভায় অত্যুৎকৃষ্ট বাগ্মিতার পরিচায়ক অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি এমত বোধ হয় না। দ্বিতীয়টীর সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান অবজারবার পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছিলেন, "বর্ণ এবং স্বরের কিঞ্চিৎ

* Senior Member for Brighton.

স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে আর কেহ বুঝিতে পারিতেন না যে, এই যুবকের জন্মস্থান ইংলণ্ড নহে, কিন্তু ইনি গঙ্গার উপকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি যে ভবিষ্যতে বাগ্মী বলিয়া গণ্য হইবেন, এই বক্তৃতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।”

ভারতবর্ষ হইতে যে সকল লোক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পর এমন বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেন যে, একের সহিত অন্যের প্রায়ই বিশেষ পরিচয় বা আপ্যায়িততা থাকিত না। ইনি এবং ইহাঁর আর কয়েকটী বন্ধু এই অশুভ লক্ষণ দর্শন করিয়া পরস্পর একতা ও আত্মীয়তা বিধানার্থ একটী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। ইহাঁর গৃহে ইণ্ডিয়ান সোসাইটী নামক একটী সভা সংস্থাপিত হইল। বিদেশে থাকিয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের এইরূপ এক জাতিত্ব জ্ঞান ও একতা বিধান হইলে তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও সেই জাতিত্ববন্ধন রক্ষা করিতে ও সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে যাত্নিক হইবেন, এই সভা সংস্থাপনের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ বাঙ্গালীরা ভিন্ন আর কেহ ইহাতে যোগ দেন নাই। কিন্তু ক্রমে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও যোগ দিলেন। ইহাঁরা কতিপয় বন্ধুতে একত্রিত হইয়া এই সময়ে একটী বাঙ্গালা পুস্তকালয়ও খুলিলেন। এখানে নানা প্রকার বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকা পাঠার্থে সংগৃহীত হইত। এতদ্ব্যতীত ইহাঁরা একটী ব্রাহ্মসমাজও সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত রূপে উপাসনা হইত।

১৮৭৪ অব্দের এপ্রিল মাসে ইনি বারিষ্টার হইবার সনন্দ প্রাপ্ত হন, এবং কিছুকাল ইউরোপের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া নবেম্বর মাসে, স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকেই প্রসারিত বাহুযুগলে সস্নেহ আলিঙ্গন করিয়া ইহাঁকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি ইনি নিজ ব্যবসায় উপলক্ষে মফস্বলের যখন যে স্থানে যাইতেছেন, প্রায় সর্ব্বত্রই সাদরে পরিগৃহীত ও অভিনন্দিত হইতেছেন।

সাধারণ হিতকর কার্য্যে জীবন ক্ষেপ ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিতে সাধারণতঃ লোকের বিশেষ প্রবৃত্তি নাই দেখিয়া, ইনি অতিশয় অনুতপ্ত হন এবং এই অভাব বিমোচনার্থ যত্ন করিতে সঙ্কল্প করেন। কিরূপে এই সঙ্কল্পিত বিষয় সংসিদ্ধ হইতে পারে, আরও কতিপয় ভদ্র

লোকের সহিত তৎচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন; অবশেষে দেশের সাধারণ হিতোদ্দেশে একটী সর্ব্বজনীন সভা সংস্থাপন করা অবধারিত হইল। এই চেষ্টার প্রথম ফল ইণ্ডিয়ান লিগ। অপর পরামর্শ কর্ত্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহাঁর পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়া ইহাঁর অনুপস্থিতি সুযোগে উক্ত সভা সংস্থাপন করেন। সে যাহা হউক, ইনিও উক্ত সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্য শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছিলেন এবং কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কিছু দিন এই সংস্রব রক্ষাও করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে কোন কোন সভ্যের অসাধু আচরণে বিরক্ত হইয়া সমুদয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। ইহার কয়েক মাস পরে, উক্ত রূপ উদ্দেশ্য লইয়া আর একটী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। ইহাঁর এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ যত্নে ১৮৭৬ অব্দের জুলাই মাসে উক্ত সভা সংস্থাপিত হয়।

ইংলণ্ডের ছাত্র সমাজেও দেশহিতকর নানা বিষয়ের যেরূপ আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া থাকে, ইনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া দেখিতে পাইলেন, এখানকার ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে সেরূপ ভাব কিছুই নাই। এমন কি তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিও অতি অল্প, এক বিদ্যালয়ের ছাত্রের সহিত অপর বিদ্যালয়ের ছাত্রের কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা বা পরিচয় নাই অথচ তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ আশার মূল এবং প্রধান অবলম্বন। সুখের বিষয় এই, ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল অভাব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাদিগের সাহায্য লইয়া ইনি ১৮৭৫ অব্দের জুলাই মাসে ষ্টুডেন্ট এসোসিয়েসন নামক সভা সংস্থাপন করেন, এবং তাহার সভাপতি পদে বরিত হন। পরলোক গত প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ও এবিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ ও সাহায্য দান করিয়াছিলেন। এই সভা সংস্থাপিত হওয়ায় ছাত্রদিগের কতক সজীবতা জন্মিয়াছে, তাহারা এক্ষণে দেশহিতকর বিষয় সকলের আলোচনায় অনুরক্তি প্রকাশ করিতেছেন।

স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীজাতির উন্নতি পক্ষে ইহাঁর স্বভাবতই বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগ আছে। ইনি দেশে আসা অবধিই এবিষয়ে কিছু না কিছু করিবেন মনে করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে পর, ঐরূপ প্রণালীর আর একটী বিদ্যালয় থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া ইনি ও শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস উদ্যোগী

হইয়া জুন মাসে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এই বিদ্যা-লয়ের উন্নতি পক্ষে ইহাঁর বিস্তর অর্থ ব্যয় হইতেছে।

১৮৭৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে করদাতাদিগের নির্ব্বাচনানুসারে যে ৪৮ জন মিউনিসিপাল কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন, ইনি তাহার এক জন। ১৮৭৭ অব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৭৫ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইনি স্বীয় অবলম্বিত ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই অল্পকাল মধ্যেই যথেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও অধিক সঞ্চয় করিতে পারিতেছেন না। নানা প্রকার দেশহিতকর বিষযে এবং অনেক নিরুপায় ছাত্রের সাহা-য্যার্থে ইহাঁর অনেক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বি-প্রহরের সময় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হুগলী জেলার অধীন বীরসিংহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা ইহাঁদিগের কৌলিক ব্যবহার বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু তথাপি অবস্থার প্রতিকূলতা বশতঃ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার সুবিধা হয় নাই। তিনি বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিয়া কলিকাতায় বিষয় কর্ম্ম করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার কুলতিলক পুত্র বঙ্গের ভাবী "বিদ্যাসাগর" গ্রামের পাঠশালায় লেখা পড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি কলিকাতায় আসিয়া তিন চারি মাস কাল অবস্থিতি করেন। এই সময়েও একটী পাঠশালায় লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, পরে পীড়িত হইয়া গৃহে গমন করেন। পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া ১৮২৯ অব্দের ১ লা জুন সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। তৎকালে প্রথম পাঠার্থীদিগকে যেরূপ দুরূহ রীতি অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা প্রদান করা হইত, তাহা বালকগণের পক্ষে নিরতিশয় ক্লেশকর ছিল; তাহাদিগের যেরূপ সময় নষ্ট হইত সেরূপ ফললাভ হইত না। এরূপ শিক্ষা দান যে সুরীতিসঙ্গত নহে, ইনি অল্প বয়সেই উহা এক প্রকার অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বাল্যকাল হইতেই

প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইনি যখন যে শ্রেণীতে পাঠ করিয়াছেন, তাহার উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ইহাঁকে প্রায় সর্ব্বদাই প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। ইহাঁর পিতা মাসিক দশ টাকা বেতন পাইতেন। এই সামান্য বেতন হইতেই তাঁহাকে পরিবার প্রতিপালন ও গৃহের অপরবিধ আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। সুতরাং বাসার ব্যয়ে সঙ্কোচ না করিলে কোন ক্রমেই চলিত না। এই হেতু পিতা পুত্রকে অনেক সময়ই নানা প্রকার ক্লেশ পাইতে হইত। বালকের পক্ষে আহারের ক্লেশ অপেক্ষা আর কিছুই অধিক কষ্টকর নহে। পিতার অনুপস্থিতি কালে ইনি নিজ হস্তে প্রায়ই এক সন্ধ্যা পাক করিয়া দুই, তিন বা ততোধিক সন্ধ্যা আহার করিয়াছেন। অথচ এইরূপ কঠোর ক্লেশ পাইয়াও ইনি কখন পরপ্রত্যাশী হন নাই। দরিদ্রতা যাহার নিত্য সহচর তাহার মানসিক বল ও আত্ম মর্য্যাদা বোধ কখনও থাকিতে পারে না, যাহাদিগের এই সংস্কার রহিয়াছে, তাহারা একবার বঙ্গভূমির অতি প্রধান শিরোভূষণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাল্য জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। ইনি প্রবীণাবস্থায় সামাজিক কুরীতির সহিত প্রবল সংগ্রাম করিয়া স্বীয় জীবনে যে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বাল্য কালের প্রতিকূল অবস্থাই তাহার প্রকৃত শিক্ষাভূমি। যিনি বাল্যাবস্থায় দরিদ্র হইয়াও শিক্ষাকার্য্যে শিথিলতা প্রদর্শন করেন নাই, নিয়ত কঠোর সহিষ্ণুতাবলম্বন করিয়া অটল ভাবে নিজ গন্তব্য পথে গমন করিয়াছেন, তিনি যে পরিণতাবস্থায় বন্ধুবর্গের সাহায্য বিবর্জ্জিত হইয়াও একাকী অভগ্ন হৃদয়ে সমাজের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শিশুর জীবনে ভাবী-মনুষ্য-জীবনের পূর্ব্বাভাস অনেক সময়েই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অধ্যয়নাবস্থায় ১৮৩৬ কি ৩৭ অব্দের ফাল্গুন মাসে ইনি দারপরিগ্রহ করেন। ১৮৪১ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের নিয়মিত পাঠ সমাপন করিয়া ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ অব্দে উক্ত কলেজের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি মুদ্রিত হয়। ১৮৪৬ অব্দের এপ্রিল মাসে পূর্ব্বোক্ত বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। এক বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল এই পদে নিযুক্ত থাকিয়া শেষে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে বাঙ্গালার ইতিহাস প্রচারিত

হয়। ১৮৪৯ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ৮০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে জীবনচরিত পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং তাহার কিছু কাল পরে (১৮৫০ অব্দে) বোধোদয় মুদ্রিত হয়। ১৮৫০ অব্দের ডিসেম্বর মাসে মাসিক ৯০ টাকা বেতনে ইনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং অব্যবহিত কাল পরেই (১৮৫১ অব্দের জানুয়ারি মাসে) মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে তথাকার প্রিন্সিপল নিযুক্ত হন। নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগকে যে দুরূহ রীতিতে শিক্ষা প্রদান করা হইত, প্রিন্সিপল হইয়া ইনি তাহা সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বৎসরই উপক্রমণিকা মুদ্রিত হইল। ১৮৫২ অব্দে ব্যাকরণ কৌমুদীর প্রথম ভাগ এবং ১৮৫৩ অব্দে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। এতদ্দ্বারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার কাঠিন্য প্রচুর পরিমাণে দূর হইয়াছে। ১৮৫৪ অব্দে কালীদাসকৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলার উপাখ্যান ভাগ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন। এই বৎসরই ইহাঁর জীবনের অতি মহৎব্রত সংসাধনের সূচনা হয়। ইনি বিধবা বিবাহের প্রথম পুস্তক এই সময়ে প্রকাশ করিলেন। দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রায় সকলেই উচ্চৈঃস্বরে ইহাঁর নিন্দা আরম্ভ করিল। ইহাঁর অখ্যাতির আর সীমা রহিল না। পণ্ডিতদিগের সভায় বিধবা বিবাহের মতামত লইয়া ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হইতে লাগিল, কেহ ইহাঁকে ঘোর পাষণ্ড ও নাস্তিক বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, আবার কেহ কেহ বা ইহাঁর পক্ষও সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে আপনাদিগের বুদ্ধি ও বিবেকে জলাঞ্জলি দিয়া সামাজিক উৎপীড়ন ভয়ে ইহাঁর পক্ষাশ্রয় পরিত্যাগ করিলেন। কোন কোন গণনীয় পণ্ডিত অগ্রে বিধবা বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়া পশ্চাৎ তাহা অস্বীকার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা বিধায়ক কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইল। অনেকে বলিতে লাগিলেন বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যাভিমান এইবার দূর হইল। কিন্তু যিনি বাল্যদশায় কঠোর সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনি লোক নিন্দায় বা সামাজিক উৎপীড়নে কোন প্রকারে ভীত হইবার লোক নহেন। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর কখনও বিপদে টলেন নাই। ইনি অসাধারণ যত্ন ও অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে প্রতিপক্ষদিগের মত খণ্ডন করিয়া ১৮৫৫ অব্দে বিধবা বিবাহের দ্বিতীয়

পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে ইনি যে সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করেন, কেহ তাহার উত্তর দানে সাহসী হইলেন না। এই গ্রন্থের উপসংহার ভাগ এমনই মর্ম্মস্পর্শী সকরুণ ভাষায় লিখিত যে তাহা পাঠ কালে কোন প্রকারে অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারা যায় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রার্থনায় ১৮৫৬ অব্দের জুলাই মাসে গবর্ণমেণ্ট বিধবা বিবাহ বিষয়ক ১৫ আইন প্রচার করিলেন। সুশিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তি বিধবা বিবাহের পক্ষানুবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহারা ইহাঁকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৮৬৫ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর (২৭শে অগ্রহায়ণ) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা বিবাহ করেন। কলিকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীটে এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের পর হিন্দু সমাজে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল। যাহারা কোন প্রকারে বিধবা বিবাহের সংশ্রবে থাকিবেন, তাহাদিগকেই সমাজচ্যুত করা হইবে প্রতিপক্ষেরা এইরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যাহারা এতদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সপক্ষ ছিলেন, তাহারাও সমাজচ্যুতির ভয়ে ক্রমে ক্রমে ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু ইনি কিছুতেই ভীত হইলেন না। বরং বন্ধুবর্গেরা পরিত্যাগ করায় ইহাঁর উৎসাহ অধিকতর বৃদ্ধি হইল। ইনি ক্রমে ক্রমে আরও অনেক গুলি বিধবার বিবাহ দেওয়াইলেন। বন্ধুবর্গের পরামর্শে এই সকল বিবাহে বিশেষ সমারোহ করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সাহায্য বিবর্জ্জিত হইয়াও ইহাঁকে পূর্ব্ব নিয়মানুসারেই চলিতে হইল। সুতরাং অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যে গুরুতর ঋণজালে আবদ্ধ হইলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু তথাপি তিনি স্বাভাবিক ঔদার্য্য বশতঃ অর্থ দ্বারা ইহাঁকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সাহায্য প্রাপ্তি সত্ত্বেও ইহাঁর প্রায় পঞ্চাশ সহস্র টাকা ঋণ হয়। বিদ্যাসাগর ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন শুনিয়া, অনেকে ইহাঁর সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কি অভিপ্রায়ে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে, ইনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, অনেকেরই বিধবা বিবাহে কোন প্রকার সহানুভূতি নাই, কেবল ইহাঁকে বিপদ হইতে উদ্ধার করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। ইনি এরূপ দান গ্রহণে সম্মত হইলেন না। সুতরাং সংবাদ পত্রে সর্ব্ব সাধারণকে এইরূপ লিখিয়া জানাইলেন, যাঁহারা বিধবা বিবাহের সাহা-

স্বার্থ এক পয়সা পর্য্যন্ত দান করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ সাদরে গৃহীত হইবে। কিন্তু যাঁহারা আমাকে বিপন্ন ভাবিয়া আমার সাহায্যের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বিরত হইবেন, আমি নিজ দায় ভার অন্যের সাহায্যে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। ঈদৃশ আত্ম মর্য্যাদা বোধ মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্বের এক প্রধান লক্ষণ। ইনি অদ্যাপি এই ঋণভার হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

১৮৫৫ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার ইনেস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। এই অতিরিক্ত কার্য্যের দরুণ ইঁহার মাসিক দুই শত টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। সুতরাং সংস্কৃত কলেজের বেতন লইয়া ইনি এই সময়ে মাসিক পাঁচ শত টাকা পাইতেন। এই অতিরিক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইনি বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করেন। ইঁহার চেষ্টায় প্রায় পঞ্চাশটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। কিন্তু আক্ষেপ এই, গবর্ণমেন্ট সাহায্য প্রদান না করায় ঐ সকল বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ইঁহাকে বাধ্য হইয়া শেষে উঠাইয়া দিতে হয়। কি নিয়মে গ্রাম্য পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হওয়া উচিত, ইনি তাহারও একটী সুন্দর প্রণালী দেখাইয়া দেন; সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সার্কেল পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হয়। ইনেস্পেক্টর নিযুক্ত হওয়ার পর উক্ত ১৮৫৫ অব্দেই বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং কথামালা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ অব্দে চরিতা-বলী মুদ্রিত হয়। ১৮৫৭ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে ইনি তাহার এক জন সদস্য নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫৮ অব্দের শেষ ভাগে ইনি গবর্ণমেন্ট কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ১৮৫৯ অব্দে মহাভারতের উপক্রমণিকা বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশ করেন। ১৮৬১ অব্দে ব্যাকরণ কৌমদী চতুর্থ ভাগ এবং সীতার বনবাস প্রচারিত হয়। ১৮৬৩ অব্দে আখ্যানমঞ্জরী প্রথম মুদ্রিত হয়, এবং তাহারই চারি বৎসর পরে, ১৮৬৭ অব্দে আরও কতকগুলি নূতন প্রস্তাব রচনা করিয়া উহা ভাগদ্বয়ে বিভাগ করেন। ১৮৬৮ অব্দে সংস্কৃত মেঘদূতের টীকা করিয়া মূল ও টীকা একত্রে মুদ্রিত করেন। ১৮৬৯ অব্দে ভ্রান্তিবিলাস প্রকাশিত হয় এবং উত্তর চরিতের টীকা করিয়া মূলের সহিত মুদ্রিত করেন। ১৮৭১ অব্দে অভিজ্ঞান শকুন্তলার মূল ও স্বরচিত টীকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই বৎসরই আর এক বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। বিদ্যাসাগরের পর-দুঃখ-কাতর হৃদয়

যেমন বাল-বিধবাদিগের অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়াছিল, সেইরূপ তুল্য দুঃখভাগিনী কুলীন কন্যা এবং কুলীন পত্নীদিগের দুঃখেও আপ্লুত হইল। বহুবিবাহ প্রথা যে শাস্ত্রসঙ্গত নহে, ইনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়া বহুবিবাহ নামক গ্রন্থ প্রচার করিলেন। শাস্ত্র ব্যবসায়ী কোন কোন পণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া ইঁহার এ মতও খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি দ্বিতীয় পুস্তক লিখিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগের আপত্তির সদুত্তর প্রদান করিলেন। তৎপর আর কেহ এবিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কোন রাজকীয় বিধান প্রচলন না করিলে এ পাপ নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।

দয়া বিদ্যাসাগরের জীবনগত এক অতি প্রধান ধর্ম্ম। এই নিমিত্ত অনেকে ইঁহাকে দয়ার সাগরও বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃও ইঁহার ন্যায় পরোপকার ব্রত পরায়ণ লোক অতি বিরল। ইনি নিজ জন্ম স্থান বীরসিংহ গ্রামের লোকদিগের উপকারার্থ ১৮৫৩ অব্দে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। তৎপর ঐ বিদ্যালয়কে সংস্কৃত বাঙ্গালা ও অবশেষে ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিবর্ত্তিত করেন। তের বৎসর পর্য্যন্ত এইটী অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিত। এক্ষণে দেশব্যাপক জ্বরের প্রাদুর্ভাব বশতঃ ছাত্রাভাবে বিদ্যালয়ের কার্য্য স্থগিত আছে। ১৮৫৪ অব্দে নিজ গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন। উহার কার্য্য অদ্যাপি সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়া আসিতেছে। ইনি গ্রামস্থ অনাথ দীন দুঃখীদিগকে মাসিক গড়ে ৫০ টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহার নিয়মিত মাসিক দানের সংখ্যা পাঁচ শত টাকার ন্যূন নহে। এতদ্ব্যতীত বন্ধুদিগের অভাব বিমোচন এবং নানা প্রকার সৎকার্য্যের সাহায্য করিতে ইঁহার আরও বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। অথচ ইঁহার নিজের ব্যয় অতি সামান্য; এমন কি, ইনি কখন কখনও বলিয়া থাকেন, আমার বাল্যকাল হইতে এমন অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে, যে অন্ন আর লবণ হইলেই আমার আহারে কোন ক্লেশ হয় না, ব্যঞ্জন আমার নিকট অতি উপাদেয় সামগ্রী। ইঁহার নিজ প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ নিজ পরিবারবর্গের বিলাসিতার বৃদ্ধির নিমিত্ত নহে, কিন্তু সাধারণের ভোগের নিমিত্ত; ইনি এই উদার সংস্কারের অধীন হইয়া কার্য্য করেন।

ইনি সংস্কৃত কলেজের একটী বধির ছাত্রের জীবিকা সংস্থান করিবার অভিপ্রায়ে নিজে সম্পাদক হইয়া সোমপ্রকাশ পত্র বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে উক্ত ছাত্রের অন্য সংস্থান এবং ইহাঁর নিজের শরীর কাতর হওয়ায় সোমপ্রকাশ প্রচারের ভার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হস্তে সমর্পণ করেন। ইহাঁর আর একটী মহৎ গুণ আছে: ইনি রোগীর শুশ্রূষা করিতে বিলক্ষণ পটু, ইনি অনেক সময় সমুদায় রাত্রি জাগরণ করিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্ত্তির মধ্যে মেট্রপলিটন ইনিষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ও বিশেষ রূপে গণনীয়। এই বিদ্যালয়ের নাম পূর্ব্বে ট্রেনিং স্কুল ছিল। সংস্থাপক দিগের অনুরোধে ১৮৫৯ অব্দে ইনি উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হন। কিছু দিন পরে অপর সভ্যদিগের কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে বিরক্ত হইয়া উহার সংস্রব পরিত্যাগ করেন। তৎপর আবার অনুরুদ্ধ হইয়া কমিটীতে প্রবিষ্ট হন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই ইহাঁর সহিত পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হয়। এবার অপর সভ্যেরা বিদ্যালয়ের সংস্রব পরিত্যাগ করেন, ইহাঁর হস্তে সমগ্র ভার পতিত হয়। এই অবধি বিদ্যালয়ের নাম মেট্রপলিটন ইনিষ্টিটিউসন হইল। এক্ষণে উহা একটী অতি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে; এই বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গবর্ণমেণ্টের নিকটও বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইনি রাজপুরুষদিগের নিকট গমনাগমন এক কালে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর একটী অতি সুন্দর পুস্তকালয় আছে; তাহা সকলেরই দর্শন যোগ্য।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল—১৮৩৮ অব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতা মহা নগরীতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ ইনি ওরিএণ্টাল সেমিনারীর বাঙ্গালা পাঠশালায় লেখা পড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৮ অব্দে উক্ত পাঠশালার পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় একটী রৌপ্যপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন, এবং উক্ত বৎসরই ওরিএণ্টাল সেমিনারীতে ইংরেজি পড়িতে আরম্ভ করেন। এই বিদ্যালয়ে ইনি যত দিন পড়িয়াছিলেন, প্রত্যেক শ্রেণীস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র গণ্য হইয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এই সময়ে রতন সরকারের গলিতে

লাইব্রেরি ক্রিডিবেটিং ক্লব নামে একটী সভা ছিল। ইনি ১৮৫২ অব্দে এই সভার একজন সভ্য হইলেন। ইহার ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিবার অভ্যাস এই সভার সংস্রবেই জন্মে। ইংরেজের নিকট ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিবেন, ইহাঁর বরাবর এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই সভায় প্রবেশ করিয়া যাহাদিগের সহিত পরিচয় হইল, তাহাদিগের অধিকাংশই মিসনারি স্কুলে ইংরেজের নিকট পড়িতেন ; সুতরাং ইনিও এত দিনের আকাঙ্ক্ষা এক্ষণে পূর্ণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও কোন সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। ইহাঁর আগ্রহাতিশয় দর্শনে উক্ত সভার সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহাঁকে পরামর্শ দিলেন, বিলাত হইতে পাদ্রি মিল নামক এক জন সাহেব সম্প্রতি আসিয়াছেন, তিনি অতি ভাল মানুষ, তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া তোমার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে, তিনি তোমাকে পড়াইতে সম্মত হইতে পারেন। ইনি অবিলম্বে এই পরামর্শানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন ; উক্ত সাহেব ইহাঁকে বাইবেল এবং তৎসঙ্গে সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞান পড়াইতে স্বীকৃত হইলেন। সাহেব কিছু দিন পড়াইয়া বুঝিতে পারিলেন, খৃষ্টধর্ম্মালোচনায় ইহাঁর তাদৃশ অনুরাগ নাই, ভাল রূপে লেখা পড়া শিক্ষা করাই ইহাঁর এখানে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব সাহেব এক দিন ইহাঁকে বলিলেন, তোমাকে একা পড়াইতে আমার অনেক সময় লাগে, তুমি আর কয়েকটী ছাত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলে, আমি তোমাদিগকে লইয়া পেরেন্টাল একেডেমি বিদ্যালয়ে একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী খুলিতে পারি, তদ্দ্বারা আরও অনেকে উপকৃত হইতে পারেন। এই বাক্য অনুসরণ করিয়া ইনি আরও ছয় জন ছাত্র সংগ্রহ করিলেন, পেরেন্টাল একেডেমিতে প্রস্তাবিত শ্রেণী খোলা হইল, মিল ও জর্জ্জস্মিথ সাহেব, যিনি পরে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক হন, পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ডবটন কলেজের এই প্রথম সূত্রপাত হইল। এই শ্রেণীর কার্য্য প্রাতঃকালে হইত, কৃষ্ণদাস পাল প্রায় দুই ক্রোশ পথ হাটিয়া এখানে পড়িতে যাইতেন এবং পুনরায় গৃহে আসিয়া নিয়মিত সময়ে ওরিএন্টেল সেমিনারিতে যাইয়া পড়িতেন। এই শ্রেণী খুলিবার কিছু দিন পরেই মিল সাহেবের মৃত্যু হয়, কিন্তু স্মিথ সাহেব যত্নের সহিত এই শ্রেণীটী রক্ষা করেন। একাধিক্রমে দুই বৎসর কাল ইনি এখানে পাঠ করিয়া ইংরেজি লিখিবার প্রণালী শিক্ষা করেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে মেট্রোপলিটন কলেজ

সংস্থাপিত হইয়াছিল, ইনি ১৮৫৫ অব্দে ওরিএন্টাল সেমিনারি পরিত্যাগ করিয়া এই কলেজে প্রবেশ করেন এবং তদবধি পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীতে পড়িতে যাওয়া ক্ষান্ত দেন। মেট্রপলিটন কলেজে প্রবেশ করিয়া ইনি একটী ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন, এবং পরীক্ষা কালীন মনোবিজ্ঞান ও সাহিত্য শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। পরীক্ষকেরা এই দুই বিষয়ে ইহাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাঁর কোন অধ্যাপক পবলিক লাইব্রেরির সম্পাদকের নিকট এক খানি পত্র দেওয়ায় ইনি তথায় যাইয়া পড়িবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় ইনি যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ অব্দে ইনি প্রথমতঃ সংবাদ পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন; মর্নিং ক্রণিকল নামক পত্রে বাঙ্গালা সাহিত্য শিরোনামক ইহাঁর প্রথম পত্র প্রকাশিত হয়। এই হইতে ছাত্রাবস্থায়ই হরকরা, মর্নিংক্রণিকল, সিটিজন, ফিনিক্স, হিন্দুইন্টেলিজেন্সার, সেন্ট্রাল ষ্টার প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার অনেকগুলি সম্পাদকীয় স্তম্ভে পরিগৃহীত হয়। এই সময়ে ইহাঁরা কয়েক জনে মিলিয়া কলিকাতা মন্থলি মেকাজিন্ নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ইনি ১৮৫৭ অব্দের জুন মাসে কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষীয় সভার (British Indian Association) সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইহারই কিছু দিন পরে হিন্দুপেট্রিয়টের লেখক শ্রেণীভুক্ত হন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬০ অব্দে ২২ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক হইলেন। হিন্দুপেট্রিয়টের পূর্ব্ব গৌরব ইহাঁর দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইনি সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ না করিলে সে গৌরব রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। গবর্ণমেণ্ট কলেজ উঠাইয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কয়েক জন অধ্যাপক নিযুক্ত হন, ১৮৬২ অব্দে মিসনারি সাহেবেরা এই প্রস্তাব করেন। ইনি হিন্দুপেট্রিয়টে এই প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ না করিলে তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হইত। হিন্দুপেট্রিয়টের দ্বারা এই রূপ আরও অনেক প্রকারে দেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ১৮৬৩ অব্দে মিউনিসিপাটীর নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হইলে, ইনি জষ্টিস অব দি পিস ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। এই উভয় কার্য্যেই ইনি বিলক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৮৭৬ অব্দে করদাতাদিগের নির্ব্বাচনানুসারে

ইনি আবার কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিসনর হইয়াছেন। ১৮৭৫ অব্দে ইনি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। স্বদেশের মঙ্গলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এই কার্য্য ইনি বিলক্ষণ স্বাধীনতা ও যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

ইহাঁর বক্তৃতা শক্তিও সামান্য নহে, ইনি এক জন সদ্বক্তা বলিয়া পরিচিত। মিউনিসিপাল সভায়, ব্যবস্থাপক সভায় এবং এই মহানগরীর আরও অনেক সভায় ইনি অনেক গুলি ভাল বক্তৃতা করিয়াছেন; তন্মধ্যে ১৮৬৭ অব্দের দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতা, ১৮৭০ অব্দে ইন্‌কম টেক্সের বিরুদ্ধে বক্তৃতা, এবং বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার কতকগুলি বক্তৃতাই বিশেষ গণনীয় এবং উৎকৃষ্ট। ইনি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাও লিখিয়াছেন। ১৮৬৬ অব্দে পাঠাবস্থায় ইনি নব্য বাঙ্গালীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া একটী প্রস্তাব লেখেন, তাহা হেয়ার সাহেবের বার্ষিকী উৎসবে পঠিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক উহা এক জন প্রবীণের লেখা মনে করিয়া উহার যথেষ্ঠ নিন্দা করেন এবং নব্য বাঙ্গালীরা যে ক্রমে অবশীভূত হইয়া উঠিতেছে গবর্ন-মেণ্টকে তাহা দেখাইয়া দেন। ১৮৫৯ অব্দে ইনি বিদ্রোহ এবং প্রজামণ্ডলী নাম দিয়া এক খানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন; তাহাতে বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দেন এদেশীয় লোকেরা রাজভক্তি বিহীন নহে। ১৮৬০ অব্দে নীলের চাস এবং ১৮৬১ অব্দে জলের কল সম্বন্ধে একএকটী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন।

১৮৭৩ অব্দে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হইলে ইহাঁকে ১৫০০ শত টাকা মাসিক বেতনে তৎপদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু ইনি এই বলিয়া তাহাতে অসম্মত হন যে, কোন একটী নগরের বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা আমি প্রকৃত দেশানুরাগীর ন্যায় দেশের সাধারণ হিতকর কার্য্যে জীবনান্ত পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করি। একখানি ইংরেজি সাময়িক পত্র সম্পাদক বলিয়াছেন "কৃষ্ণদাস পালের ন্যায় প্রতিনিধি কোন জাতিরই অগৌরবের বিষয় নহে"। বস্তুতঃও ইনি নিজ ক্ষমতায় সামান্যাবস্থা হইতে সমাজের শীর্ষস্থলে উপনীত হইয়াছেন। ইনি স্বয়ংই নিজ সৌভাগ্য ও সম্মানের ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়াছেন।

ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৩ অব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীতলায় হেয়ার সাহেবের সংস্থাপিত পাঠশালায় ইনি প্রথমে লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করেন। ছয় সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঐ স্থানের ইংরেজি বিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়িতে আরম্ভ করেন। তৎপর বর্ত্তমান হেয়ারস্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮২৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া, অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে তথাকার এক অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য হন। এই সময়ে ডিরোজিও সাহেব কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সহিত কলেজের অনেক ছাত্রের বিলক্ষণ আত্মীয়তা জন্মে। তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগের মধ্যে ইনি একজন প্রধান বলিয়া গণ্য ছিলেন। কলেজে থাকিতেই ইহাঁরা হিন্দু সমাজের প্রচলিত অনেক রীতি নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন; এমন কি হিন্দুর অভক্ষ্য দ্রব্য পর্য্যন্তও ভক্ষণ করেন। ইহাঁদিগের ব্যবহার দর্শনে হিন্দু সমাজে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। ডিরোজিও সাহেবকেই এই সকল সর্ব্বনাশের মূল জানিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। কিন্তু তিনি যে উৎসাহ অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহা নির্ব্বাপিত হইল না। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একেডিমি নামক সভায় এবং তাঁহার নিজ গৃহে তাঁহার শিষ্যবর্গ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একেডেমির এক জন প্রধান সভ্য ছিলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর সর্ব্ব প্রথম ছাত্র বলিয়া গণ্য হইবার পর ১৮২৯ অব্দের নবেম্বর মাসে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হইলেন। এই সময়ে ইহাঁদিগের কৃত সমাজ সংস্করণ ব্যাপার অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। পৌত্তলিকতা বিনাশ কর, জাতিভেদ প্রথা পরিত্যাগ কর, প্রায় সকল ছাত্রের মুখেই এই কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। অনেকেই জাতিভেদ ছিন্ন করিবার উদ্দেশে ডিরোজিওর গৃহে যাইয়া আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিয়া জলযোগ করিতেন। ইহার কিছু দিন পরে ডিরোজিও সাহেবের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিবস সমুদয় রাত্রি তাঁহার গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েক ব্যক্তি তাঁহার শুশ্রূষা করেন। হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় ইনি কিছু দিন ইনকোয়েরের নামক একখানি সংবাদ পত্র সম্পাদন

করিয়াছিলেন। ১৮৩২ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮৩৭ অব্দে ধর্ম্মযাজকের পদে বরিত হন। ১৮৪৬ অব্দে ইনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে সর্ব্বার্থ সংগ্রহ এন্সাইক্লপিডিয়া বেঙ্গালিন্সিস নামক গ্রন্থ প্রচারারম্ভ করেন। ১৮৪১ কি ৪২ অব্দে ইনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক একটী প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা দানের আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন। ১৮৫২ অব্দে ইনি বিসপ্স কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৮ অব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬১ কি ৬২ অব্দে ষড়্দর্শন সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ উভয় ইংরেজি এবং বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত; এই গ্রন্থই ইহাঁর প্রধানতম কীর্ত্তি। ১৮৭৫ অব্দে এরিয়ান উইটনেস আর্য্যসাক্ষ্য নামে ইহাঁর আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি সংস্কৃত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ভট্টিকাব্য এবং ঋক্‌বেদ সংহিতার কিয়দংশের টীকা করিয়া মূলের সহিত মুদ্রিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পুস্তিকা আছে। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ইনি এক জন উৎকৃষ্ট ইংরেজি লেখক।

পূর্ব্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটী নামক যে সভা ছিল, ইনি তাহার এক জন অগ্রগণ্য সভ্য ছিলেন। ১৮৫১ অব্দে বেথুন সোসাইটী সংস্থাপিত হইলে ইনি তাহার এক জন সভ্য এবং তৎপরে সহকারী সভাপতি হন। হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ যখন যে সভা হইয়াছে, ইহাঁর সে সকল গুলি-তেই যোগ ছিল এমত নহে, ইনি তাহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদিগের মধ্যে এক জন ছিলেন। ১৮৫৮ অব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন। ইনি তিন বৎসর কাল ফেকালটী অব আর্টের সভাপতি ছিলেন। ১৮৭৬ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার ইন ল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বৎসর করদাতাদিগের নির্ব্বাসনানুসারে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির এক জন সভ্যও নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইনি পনর, ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিবাহ করেন। হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীকে রীতি পূর্ব্বক লেখা পড়া শিখাইতে পারেন নাই। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর তাঁহাকে সুন্দর রূপ লেখা পড়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইনি নিজ কন্যাদিগকেও অতি সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁরই এক কন্যা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন—১৮৩৮ অব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতা মহানগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সুবিখ্যাত রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র এবং ৺ প্যারীমোহন সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ইহাঁর পিতা কলিকাতার টাকশালের দেওয়ান ছিলেন। তিনি সুপুরুষ, উদার প্রকৃতি এবং দরিদ্র প্রতিপালক ছিলেন।

ইহাঁর অতি অল্প বয়সেই ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ভদ্র হিন্দু গৃহের বিধবারা একাহার ও নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকেন। ইনিও বাল্যকাল হইতেই মাতার সঙ্গে নিরামিষ ভোজন করিতে আরম্ভ করেন; তদবধি আর কখনও আমিষ ভক্ষণ করেন নাই। ইনি বালক কালে তিলক কাটিয়া চেলির বস্ত্র পরিয়া পবিত্র পুরুষের মত থাকিতে ভাল বাসিতেন। সেই সময় হইতেই ইহাঁর দলপতি হইবার ইচ্ছা অতি প্রবল ছিল। ইনি যখন যে কাজ করিতেন, ইহাঁর বাল সুহৃদেরা সর্ব্বদা ইহাঁর অনুগমন করিত; ইনি নানা প্রকার নূতন নূতন খেলা আবিষ্কার করিতেন।

বর্ত্তমান আলবার্ট হল গৃহে পূর্ব্বে গুরুমহাশয়ের একটী পাঠশালা ছিল, ছয় বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে ইনি তথায় লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। আট বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে হিন্দু কলেজে ইংরেজি অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত একজন অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইনি সাধারণতঃ অতি ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন, নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন বড় কথা কহিতেন না, লোকের সম্মুখে প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতেন। সুতরাং তৎকালে প্রায় কেহই মনে করিতে পারে নাই যে, উত্তর কালে ইনি এত বড় প্রধান বাগ্মী হইবেন। কিন্তু বাল্য কালে ইনি যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতেই ইহাঁর বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি একবার ইহাঁদিগের পল্লীগ্রামস্থ গরিভার বাটীতে গিলবার্ট সাহেবের ম্যাজিক নাম দিয়া কতগুলি ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া করেন, তাহাতে স্বয়ং সাহেব সাজিয়া সাহেবের প্রকৃতির এরূপ অনুকরণ করিয়াছিলেন যে ক্রিড়াস্থলে উপস্থিত তিন চারি জন সাহেব ইহাঁকে স্বজাতীয় লোক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহাঁর এই রূপ বিবিধ বিষয়িণী বুদ্ধি সন্দর্শন করিয়া এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন, কেশবচন্দ্র সেন যদি ধর্ম্ম প্রচারক না হইয়া রাজনীতিজ্ঞের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, তাহাতেও বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়া প্রচুর সম্মান লাভ করিতে পারিতেন।

ইনি ১৮৫৫ অব্দে কলুটোলা সায়ংকালিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার সম্পাদকতা পদ গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয় তিন বৎসরকাল স্থায়ী ছিল। প্রসিদ্ধ সদ্বক্তা জর্জ্জ টমসন সাহেব নিজ হস্তে দুই বার এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। উক্ত বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে পর ইনি গুড উইল ফ্রাটার্নিটি নামক একটী সভা সংস্থাপন করেন। এই সভায়ই ইনি প্রথম বক্তৃতা অভ্যাস করেন। এতদ্ভিন্ন হিঁদুদিগের কলেজেও আর একটী সভা ছিল, সেই সভায়ও কখন কখন বক্তৃতা করিতেন। এক দিন উক্ত সভায় ইনি এই প্রস্তাব করেন, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।" পাদ্রি লং সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তোমাদের ঈশ্বর নির্জীব, তোমরা কাহার নিকট প্রার্থনা করিবে? এই বিষয়ে অনেক বাদানুবাদের পর ইহাঁর প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

১৮৫৬ অব্দে ইনি প্রথম ইংরেজি নাটকাভিনয় আরম্ভ করেন। সুবিখ্যাত কবি সেক্সপিয়রের হেমলেট অতি সুন্দর রূপে অভিনীত হয়। ইনি নিজে হেমলেটের অংশ সুদক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে চুঁচুড়ায় কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক এবং পাইকপাড়ার রাজবাটীতে রত্নাবলী নাটকের অভিনয় হয়, তাহা সন্দর্শন করিয়া ইহাঁরও বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। ইনি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া এই সময়ে কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং গুরুজন ও আত্মীয়দিগের অনুমতি লইয়া ১৮৫৯ অব্দে বিধবা বিবাহ নাটকের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি বিলক্ষণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই অভিনয়েও বিশেষ রূপে কৃতকার্য্য হইলেন। গুড উইল ফ্রাটার্নিটির সভ্যদিগকে লইয়াই এই অভিনয় কার্য্য প্রধান রূপে সম্পন্ন হয়। কলেজ পরিত্যাগ করার পর এবং অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, ইনি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে টাকশালে কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নাটকাভিনয় কালীন উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

কলেজ পরিত্যাগ করিয়া যখন বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তদবধি ইহাঁর ধর্ম্ম তৃষ্ণা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু পৈতৃক ধর্ম্মের প্রতি আস্থা না থাকায় মনে এক প্রকার নৈরাশ্যের উদয় হয়। এমন কি, এক সময়ে ক্রমাগত অনেক দিন ইনি কখনও হাসেন নাই। এই কালে ইনি বিশেষ আগ্রহের সহিত বাইবেল পড়িতে আরম্ভ করেন। লর্ড বিশপের চাপ্লেন

আসিয়া ইহাঁর বাইবেল পাঠের বিশেষ সাহায্য করিতেন। যাহা হউক ইহাঁকে চিত্তের অস্থির অবস্থায় অনেক দিন থাকিতে হয় নাই। অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যে ইহাঁর নিজের মনে এক প্রকার ধর্ম্ম বিশ্বাস আপনা হইতে বদ্ধমূল হইল এবং তদবধি আবার ইহাঁর চিত্তের সাম্যভাব জন্মিল। এই সময়ে ইনি এক একটী ধর্ম্মোপদেশ লিখিয়া রাত্রিযোগে গোপনে রাস্তার ধারের প্রাচীরের গায় বসাইয়া দিতেন। ইহাঁর এই বিশ্বাস ছিল, রাস্তার লোকে ঐ সকল উপদেশ পাঠ করিয়া ধর্ম্মে আস্তাবান হইবে। ইতিমধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এক খণ্ড পুস্তক ইহাঁর হস্তে পতিত হয়। ইনি তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে পাইলেন, ইহাঁর নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত এই মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, সুতরাং ইনি তদবধি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিলেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ১৮৫৮ অব্দে এই সংবাদ কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের সহিত ইহাঁর পরিচয় হইল। এই উভয় ব্যক্তির সম্মিলিত চেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজের আর এক নূতন অবস্থা উপস্থিত হইল। এই হইতেই ব্রাহ্মদিগের বাক্য ও কার্য্যের একতা বিধানের যত্ন হইতে লাগিল। ১৭৮১ শকে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিদ্যালয়ের কার্য্য তিন বৎসর কাল চলিয়াছিল। ইনি ইংরেজিতে এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালায় উপদেশ প্রদান করিতেন। এই বিদ্যালয়ে যাঁহারা উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকে পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সময়ে অধ্যয়নে ইহাঁর অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। গৃহের এক নির্জ্জন প্রান্তে বসিয়া ইনি প্রায় সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিতেন। পবলিক লাইব্রেরিতে যাইয়াও ইনি অনেক সময় অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। ১৮৫৯ অব্দে ইনি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সিংহল যাত্রা করেন, এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইনি পুনরায় পঁচিশ টাকা বেতনে কেরাণী হইয়া বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়ার অল্প দিন পরে, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহাঁর সুন্দর হস্তাক্ষর দেখিয়া ইহাঁকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থানে কর্ম্ম করিবার সময় ইয়ঙবেঙ্গল নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করেন।

ইহাঁর উদ্যোগে সঙ্গত সভা সংস্থাপিত হইল। জাতিভেদ ত্যাগ, অপৌত্তলিক সামাজিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ

প্রচলন, ব্রাহ্মিকা সমাজ সংস্থাপন প্রভৃতি অনেক গুলি সামাজিক অনুষ্ঠান এই সভার যত্নের ফল। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রচার করিতে ব্রতী হইয়াছেন, সেই সকল প্রচারকেরাও এই সভারই সভ্য ছিলেন। ১৭৮৪ শকের শেষভাগে দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা বিষয়ে সঙ্গত আলোচনা হয়। তাহার পর হইতেই শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তথাকার লোকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইহারই অব্যবহিত পরে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সামাজিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির হইল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপবীত পরিত্যাগ করিলেন এবং উক্ত অনুষ্ঠান পদ্ধতির নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে নিজ তনয়ার বিবাহ দিলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহ এবং উদ্যোগে ব্রাহ্ম সমাজে হুলস্থূল উপস্থিত হইল। ১৮৬১ অব্দে ইনি ধর্ম্ম প্রচার ব্রত গ্রহণার্থ ব্যাঙ্কের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আইসেন। ইনি অপরকে যেমন উৎসাহ দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে লাগিলেন, সেইরূপ নিজেও আপন বিবেকের অনুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ইনি স্ত্রীকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে গমন করেন বলিয়া নিজ বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। কিছু দিন স্থানান্তরে থাকিয়া ইনি আবার পরিবারভুক্ত হন।

এই সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়া গৃহ বিবাদের সূত্রপাত হইল। এই ধূমমান বহ্নি ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও ইহাঁর বন্ধুবর্গের ধর্ম্মমত প্রচারার্থ ১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক মাস অবধি ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে ইহাঁর হস্তে ইণ্ডিয়ান মিরার পত্র সম্পাদনের ভারও ছিল, ইনি কপটাচারী ব্রাহ্মদিগকে বিশেষ রূপে আক্রমণ করিলেন। আবার ব্রাহ্মদিগের এই ভয়ানক মনান্তরের সময়েই প্রথম অসবর্ণ বিবাহ হইল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই সমাচার প্রকাশিত হইলে পর, রক্ষণশীল ব্রাহ্মেরা বিরক্ত হইলেন। গৃহ বিচ্ছেদের সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইল। কেশবচন্দ্র সেন এত দিন কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ছিলেন, দেবেন্দ্র না। ঠাকুর ট্রষ্টির ক্ষমতানুসারে ইহাঁকে উক্ত পদ হইতে অবসৃত করিলেন। ইহারই আর কয়েক দিন পুর্ব্বে ইনি উদ্যোগী হইয়া

ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সভার সংস্রবে ব্রা ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইল। ১৭৮১ শক হইতে ১৭৮৬ শকে প্রচার কার্য্যালয় সংস্থাপন হওয়া অবধি ইনি ছয় বৎসর কাল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত একযোগে ব্রাহ্ম সমাজের অনেক হিতসাধন করেন। ইহার পর, ইনি মতভেদ নিবন্ধন স্বমতাবলম্বী ব্রাহ্মদিগকে লইয়া পৃথক হন। এই অবধি ইনি ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রেরও সম্পূর্ণ সত্ত্বাধিকারী হইলেন।

১৭৮৮ শকের বৈশাখ মাসে মেডিকেল কলেজের থিয়েটর গৃহে ইনি যিশু খৃষ্ট, ইউরোপ এবং আসিয়া নামক একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ইনি ইংরেজিতে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল বক্তৃতার অধিকাংশ মতবাদ ঘটিত, খৃষ্টিয়ান মিসনারিরা প্রায়ই ব্রাহ্মধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিতেন ইনি আবার সেই সকল বক্তৃতার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন। মেডিকেল কলেজ গৃহের বক্তৃতাই ইহাঁর প্রকৃত বাগ্মীতার পরিচয় প্রদান করে। লর্ড লরেন্স এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া অতিশয় পরিতুষ্ট হন, এবং সিমলা হইতে এক পত্র লিখিয়া সাক্ষাৎকারের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। ইনি আবার কয়েক মাস পরে, "গ্রেটমেন" মহাপুরুষ নামক একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উভয় বক্তৃতায় ইহাঁর বাগ্মী নাম প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাঁর নীচতম শত্রুরাও ইহাঁর অসাধারণ বাগ্মীতার প্রশংসা না করিয়া পারেন না।

ইনি ১৭৮৮ শকের ২৬ শে কার্ত্তিক সাধারণ ব্রাহ্মদিগের এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন করেন। ১৭৮৯ শকের ভাদ্র হইতে ইহাঁর নিজ গৃহে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়মিত উপাসনা আরম্ভ হয়। ইহারই কিছু দিন পরে, ইনি কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে সিমলায় গমন করেন, পথি মধ্যে স্থানে স্থানে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ ছিল, ইনি তাহা সন্দর্শন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইনি সিমলায় উপস্থিত হইলে লর্ড লরেন্স ইহাঁকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম বিবাহ যাহাতে বিধিবদ্ধ হয়, ইনি সেই অভিপ্রায়েই সিমলায় গমন করিয়াছিলেন, সে খানে কয়েক মাস অবস্থিতির পর ইহাঁরই উদ্যোগে বিবাহ বিধির পাণ্ডুলিপি গবর্ণর জেনারলের কৌন্সিলে উপস্থিত হইল। ইনি গৃহাভিমুখে প্রতি যাত্রা করিলেন এবং মুঙ্গেরে আসিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক ব্রাহ্মের ভক্তি বৃত্তির অত্যন্ত আতিশয্য হইয়াছিল, অনেকে ইহাঁর প্রতি অসঙ্গত ভক্তি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ

করিয়াছিলেন। ইনি এই বিষয়ে কোন বাধা না দেওয়াতে অনেকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মিল যে, ইনি অবতার হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দুই জন প্রচারক এরূপ ব্যবহারের অবৈধতা প্রদর্শন করিয়া সংবাদ পত্রে লিখিলেন। ১৭৯০ শকের কার্ত্তিক মাসে এই আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহা অতি গুরুতর আকার ধারণ করিবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয় এই, অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গেল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এত দিন স্বতন্ত্র উপাসনা স্থান ছিল না, ইহাঁর নিজ গৃহে উপাসনা হইত। ইহাঁর ও অপর প্রচারকদিগের চেষ্টা এবং সাধারণ ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহীত হইয়া ১৭৯১ শকের ৭ই ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৭৯১ শকের ৫ই ফাল্গুন ইনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইহাঁর একজন সহকারী এবং আরও চারি জন ব্রাহ্ম ইহাঁর সঙ্গী ছিলেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া ইনি পরম সমাদরে গৃহীত হন। সেখানে ইনি ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাঁর প্রচুর ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, অসাধারণ উৎসাহ, বাগ্মীতা এবং স্বদেশানুরাগিতার যথেষ্ঠ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাঁর ক্ষমতা দর্শনে ইংলণ্ডের শিক্ষিত লোকেরা বিমোহিত হইলেন। সাধারণ লোকে ইহাঁর দর্শনার্থী হইয়া দলে দলে আসিতে লাগিল, ইনি যখন যেখানে যান, সেখানেই অতিশয় জনতা হইতে লাগিল। ইহাঁর ক্ষমতায় বিমোহিত হইয়া ইংলণ্ডের লোকে ইহাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের জাতীয় শ্লাঘার বিষয়। অনেকেই ইহাঁর বাগ্মীতার প্রশংসা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র বলিয়াছেন, ইনি অনর্গল ভাবে যেরূপ পরিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষা বলিয়া থাকেন, আমাদিগের নিকটতর প্রতিবাসী ফরাসী ও জর্ম্মণেরাও সেরূপ ইংরেজি বলিতে পারেন না। সদাশয় ইংরেজেরা ইহাঁর বক্তৃতা শুনিয়া অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য বিষয়ক যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এদেশের ইতর প্রকৃতির ইংরেজদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহার বিশিষ্ট রূপে বর্ণনা করা হইয়াছিল, তাহা অবগত হইয়া এদেশের অনেক ইংরেজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; এমন কি, একজন একখানি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন, ইনি স্বদেশে এই বক্তৃতা করিলে নিশ্চয়ই ইহাঁকে কশা-

ঘাত সহ্য করিতে হইত। যাহা হউক, ইনি অক্ষত শরীরে নিরাপদে আট মাস পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইনি ইংলণ্ডে থাকিতে আমেরিকা হইতে কেহ কেহ ইহাঁকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে ইনি যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কুমারী কলেট একত্রে সম্বদ্ধ করিয়া ইংলিস-ভিজিট ইংলণ্ড-পরিদর্শন নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি এদেশে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, উক্ত মহিলা তাহারও অধিকাংশ পুস্তাকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

ইনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আবার নূতন উদ্যম সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। ইনি এই সময়ে ভারত সংস্কার সভা সংস্থাপন করিলেন। এই সভার দ্বারা সুলভ সমাচার নামক এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচারিত হইল। এদেশে সুলভ মূল্যের সংবাদ পত্রের এই প্রথম স্ৃষ্টি। এই সভা স্ত্রীশিক্ষাদানেরও সুন্দর উপায় বিধান করিলেন। ভারত সংস্কার সভার অধীন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। এই সময়ে ইণ্ডিয়ান মিরারকেও দৈনিক পত্রে পরিণত করেন।

ইনি সম্প্রতি আলবার্ট হল প্রতিষ্ঠা করিয়া কলিকাতার বাঙ্গালি পল্লীর একটী বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন।

ইংরেজির ন্যায় ইহাঁর বাঙ্গালা ভাষায়ও বিশিষ্ট অধিকার আছে। ইনি অতি সহজ অথচ পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে এবং কহিতে বিশেষ সুদক্ষ। সুতরাং ইনিও বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকারকদিগের মধ্যে গণ্য।

ইনি আমাদিগের জাতীয় চরিত্র অনেক পরিমাণে পরিশুদ্ধ রূপে সংগঠন করিয়াছেন। ইনি অনেকের নেতা ও সৎপরামর্শদাতা; ইহাঁরই একমাত্র ক্ষমতায় দেশ বিদেশে ব্রাহ্ম সমাজের গৌরব বিস্তৃত হইয়াছে। ইনি আমাদিগের জাতির বিশেষ গৌরব স্থল তাহার সন্দেহ নাই। জীবদ্দশায় ইহাঁর অনেক শত্রু ও নিন্দাকারী থাকিতে পারে, কিন্তু উত্তর বংশীয়েরা নিশ্চয়ই ইহাঁকে বিশেষ পূজ্য ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিবে।

রাজা দিগম্বর মিত্র, সি, এস, আই—ইনি ১২২৩ সালের ১৩ই আষাঢ় হুগলী জেলার অধীন কোন্নগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ শিবচন্দ্র মিত্র। ইনি প্রথমে কোন্নগরে এক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। ৮।৯ বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজি ভাষা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। শ্যামপুকুরে ইহাঁর পিতার বাসাবাটী ছিল, ইনি তথায় থাকিয়া মেকি সাহেবের স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন। তৎপর আর এক জন সাহেবের নিকটও কিছু দিন পড়িয়াছিলেন। শেষে পটলডাঙ্গায় হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। এখানে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া ১২।১৩ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে ডিরোজিও সাহেবের শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করেন। অধ্যয়ন কালে ইনি এক জন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন, এবং বরাবর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্ব্ব প্রথম শ্রেণীতে ক্রমাগত দুই তিনবার প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় মুরসিদাবাদ নিজামৎ কলেজের শিক্ষকতা পদ প্রাপ্ত হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন।

ইহাঁর পিতা এক হৌসের মুচ্ছদি ছিলেন, তাহাতে তিনি অনেক টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হন, সুতরাং ইহাঁর পিতামহ যে বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া এই ক্ষতির টাকা পরিশোধ করিতে হয়; অবশিষ্ট ইহাঁর পিতৃব্য মোকদ্দমা করিয়া বিনষ্ট করেন। এই কারণে ইহাঁর পঠদ্দশার সময়ে ইহাঁদিগের বিশেষ সচ্ছল অবস্থা ছিল না। ইনি স্বয়ং আপনার বর্ত্তমান সৌভাগ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, কেবল নিজ যত্নে বিস্তর বিষয় সম্পত্তি এবং প্রচুর মান সম্ভ্রম লাভ করিয়াছেন। প্রথম শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে কিরূপে বিপুল বিষয়াধিকারী হইলেন, তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক।

ইনি নিজামৎ কলেজে অতি অল্প দিন মাত্র কর্ম্ম করিয়াই বিরক্ত হইলেন এবং অবিলম্বে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজসাহীর কলেক্টরের প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছু দিন পরে মুরসিদাবাদের খাস মহল বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হন। তথাকার কলেক্টর ইহাঁর এই কর্ম্মে সুপারগতা দর্শন করিয়া, ইহাঁকে ডেপুটী কলেক্টরের পদ প্রদান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টে অনুরোধ করিয়া পাঠান। ইতিমধ্যে ইনি কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক

নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণনাথ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন, সুতরাং তিনি ইহাঁর উপদেশানুসারে না চলিয়া স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিলেন। ইনি দেখিলেন, একার্য্যে অধিক দিন থাকিতে গেলে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে; অতএব কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিছু দিন পূর্ব্বে রাজা কৃষ্ণনাথ ইহাঁকে অনেক গুলি টাকা দিয়াছিলেন, সেই টাকা এবং নিজ উপার্জ্জিত অর্থ হইতে যাহা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা লইয়া মুরসিদাবাদেই রেশম ও কোরার বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। এই কার্য্যে ক্রমে ইহাঁর এরূপ দক্ষতা জন্মিয়া গেল, যে রেশম ও কোরার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার বিষয়ে ইনি অতি সুনিপুণ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইলেন। ইহাঁর নিজ নামাঙ্কিত রেশম ও কোরা বিলাত পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইনি এই কার্য্যে এত অর্থ লাভ করিতে লাগিলেন যে, কিছু কাল পরে নিজে তিনটী রেশমের কুঠি করিয়া বিস্তারিত রূপে কারবার আরম্ভ করিলেন। রেশমের বাণিজ্যই ইহাঁর সৌভাগ্যের প্রকৃত পত্তন ভূমি। রেশমের কুঠি করিবার পর, ছাপরার জেলায় দুইটী নীলের কুঠিও ক্রয় করিয়া নীলের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। লাভ না হওয়াতে কুঠি দুইটী এক জন সাহেবের নিকট বিক্রয় করিলেন। আশ্চর্য্য এই, এই ব্যক্তি উক্ত দুই কুঠি হইতে বৎসরে প্রায় এক লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। বাণিজ্যে বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়া ইনি জমিদারী ক্রয় করেন এবং তদবধি বাণিজ্যে বিরত হইয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। ইনি এক্ষণে এক জন গণনীয় জমিদার বলিয়া বিখ্যাত।

কলিকাতায় আসিয়াই ইনি দেশ হিতকর কার্য্যে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫১ অব্দে ভারতবর্ষীয় (British Indian Association) সভা সংস্থাপিত হইলে পর ইনি প্রথমাবধিই উহার সভ্য এবং অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। মহারাজা রমানাথ ঠাকুর গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলে ইনি তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হন এবং তাঁহার অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১৮৬৪ অব্দে দেশ ব্যাপক জ্বরের কারণ অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন নিযুক্ত হয়; তিন জন ইংরেজ ডাক্তার একজন সিবিলিয়ান এবং ইনি তাহার সভ্য ছিলেন। ইহাঁর মত অপর কমিসনরদিগের মতের সহিত

ঐক্য হয় নাই, তাঁহারা বলিয়াছিলেন, পল্লীগ্রামে জঙ্গলের আধিক্যই এই রোগের কারণ। কিন্তু ইনি বলেন পল্লীগ্রাম হইতে জল নির্গমের অধিকাংশ পয়ঃপ্রণালী রেলওয়ে এবং অন্যান্য রাজপথ দ্বারা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় জল গ্রামের মাঠে বসিয়া যাইয়া এই রোগ উৎপাদন করিয়াছে। ইহাঁর এই মত কমিসনরদিগের বিজ্ঞাপনীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়। অনেকেই তৎকালে এই মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সকলেই ইহাঁর মতাবলম্বী হইয়াছেন এবং এবিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধানার্থ আর এক কমিসন নিযুক্ত হইয়াছে।

১৮৬৫ অব্দে ইনি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। উক্ত সভার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে এই পদে দুই বৎসর কাল থাকেন। তৎপর সার উইলিয়ম গ্রে সাহেবের সময়ে দ্বিতীয় বার এবং সার জর্জ্জ কেম্বেলের সময়ে তৃতীয়বার এই পদে বরিত হন। মফস্বল মিউনিসিপল বিল, এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট বিল প্রভৃতির আলোচনা কালীন ইনি বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। ইহাঁরই প্রদর্শিত প্রণালী সম্পূর্ণ রূপে অবলম্বন করিয়া পথ কর সম্বন্ধে ১৮৭১ অব্দের দশ আইন প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ত্তকার্য্য সম্বন্ধে কর স্থাপনার আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতেও ইহাঁর পূর্ব্ব প্রদর্শিত নিয়ম অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাঁর প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য হওয়ায় অনেক কম অত্যাচার হইয়াছে। ১৮৭৫-৭৬ অব্দের গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে এই প্রণালীর অতিশয় সুখ্যাতি করা হইয়াছে।

ইনি পূর্ব্বেও কলিকাতার মিউনিসিপল কমিসনর ছিলেন, ১৮৭৬ অব্দে গবর্ণমেন্টের নির্ব্বাচনানুসারে পুনরায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি প্রদেশীয় দাতব্য সভার (District Charitable Society) এদেশীয় কমিটীর সম্পাদক। ইনি এই সভায় মাসিক পঁচিশ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা ইহাঁর নামে মাসিক ৮টী বৃত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাঁর নিজ গৃহে বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রদিগের নিমিত্ত একটী অতিথিশালা আছে, তথায় নিয়মিত রূপে ৫০ হইতে ৭০ জন ছাত্র আহার করিয়া থাকে। এই কার্য্যে ইহাঁর মাসিক দুই কি আড়াই শত টাকা ব্যয় হয়।

১৮৭৬ অব্দে ইনি গবর্ণমেন্ট হইতে সি, এস, আই এবং গত দীল্লির দরবারে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস ১২৪৮ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার, বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বরিশালের গবর্ণমেন্ট উকীল ৺ কাশীশ্বর দাস মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি প্রথমতঃ গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় কিছু দিন লেখা পড়া করিয়া, প্রায় নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পার্সি পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে, কলিকাতায় পিতৃব্যের নিকট থাকিয়া কালীঘাট ইংরেজি বিদ্যালয়ে ইংরেজি অধ্যয়নার্থ প্রবিষ্ট হন। ১৮৫৩ অব্দে বরিশালে গবর্ণমেন্ট ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে, ইনি পিতার নিকট গমন করিয়া তথায় ইংরেজি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ১২৫৬ সালের ভাদ্র মাসে নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইনি দারপরিগ্রহ করেন। ১২৬৪ সালে ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রদর্শনী বৃত্তি (Exhibition Scholarship) প্রাপ্ত হইয়া ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিলেন। এখানে অধ্যয়নকালীন ইহাঁর খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং ক্রমে ধর্ম্ম বল প্রবল হইয়া উঠে। ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ইনি ব্যবস্থাশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তৎপরবর্ত্তী বৈশাখ মাসে হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২৬৯ সালের বৈশাখ মাসে ইনি নিজ পত্নীকে স্বীয় পিতৃব্যের গৃহ হইতে লইয়া যাইয়া স্বদেশীয় এক জন খৃষ্ট ধর্ম্ম যাজকের গৃহে রাখিলেন। ইহাঁর এই ব্যবহার দৃষ্টে পিতৃব্য ও অপর আত্মীয়েরা বিরক্ত হওয়ায় ইনি নিজেও অন্যত্র আশ্রয় লইলেন। কিন্তু ইহাঁকে অধিক দিন কলিকাতায় থাকিতে হইল না। ইনি গবর্ণমেন্টের উকিল হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল যাত্রা করিলেন। বরিশালে যাইয়া ইনি বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এখানে ইনি অনেক গুলি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এমন কি ইহাঁর উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের চাঁদা, অসহায় ছাত্রের বেতন, দুর্গত পরিবারের ভরণপোষণ প্রভৃতিতে ব্যয় হইয়াছে।

১২৭১ সালের মাঘ মাসে ইহাঁর যত্নে বরিশালে ভদ্র কায়স্থ কুলের দুইটী বালবিধবার বিবাহ হয়। বরিশালে এই প্রথম বিধবা বিবাহ। ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আর কোন বিধবা বিবাহ হয় নাই। এই বিবাহের কিছু অগ্রে কলিকাতায় ইহাঁর বিমাতারও বিবাহ হইয়া যায়। সুতরাং এই তিনটী বিবাহের উপলক্ষে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। কুসংস্কারান্ধ লোকেরা ইহাঁকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিতে

আরম্ভ করিল। ভৃত্যবর্গ ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ধর্ম্মঘট করিয়া লোকে এই প্রতিজ্ঞা করিল, ইহাঁকে কোন মোকদ্দমায় উকীল নিযুক্ত করিবে না। সুতরাং ইহাঁর আয়ের পথ এক প্রকার রুদ্ধ হইয়া গেল; ভৃত্যের অভাবে নানা প্রকার কষ্ট হইতে লাগিল। তথাপি ইনি কিছু-তেই ভীত হইলেন না। প্রতিপক্ষদিগের শত্রুতা অধিককাল স্থায়ী হইল না। আবার ইনি পূর্ব্ব পদ লাভ করিলেন। ইহাঁর যত্নে বরিশালে আরও তিন চারিটী বিধবার বিবাহ হইল। এই সকল বিবাহে ইহাঁর বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন আর কেহ বিধবা বিবাহ প্রচলনের নিমিত্ত এত ব্যয় ও এত ত্যাগ স্বীকার করেন নাই। আরও অনেক বিষয়ে ইহাঁকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পথানুবর্ত্তী বলা যাইতে পারে। দান সম্বন্ধে ইনি তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত, অনেক নিরাশ্রয় পরি-বার এবং অসহায় ব্যক্তি ইহাঁর অর্থে প্রতিপালিত হইতেছে। আতিথ্য ক্রিয়া ইহাঁর নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে বলিলেও হয়।

ইনি বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান সংস্থাপয়িতা। ইহাঁর অর্থ সাহায্যে অনেক স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। ইনি কয়েক জন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারককে সপরিবারে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়া নিজে তাহাদিগের প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইনি বরিশাল পরিত্যাগ করিয়া আসাতে তথাকার অনেক দেশহিতকর অনুষ্ঠানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

১৬৭৬ সালের পৌষ মাসে ইনি কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ইনি কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের একটী অগ্রগামী ক্ষুদ্র দলের প্রধান পরিচালক হইলেন। ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি কি রূপে সংগঠন হওয়া উচিত এই বিষয় মীমাংসার্থ যে একটী বিশেষ সভা হইয়াছিল। ইনি তাহার একজন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ হইলে কলিকাতার অন্যতর রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন। যে ক্ষুদ্র দলের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইল, তাহারা বাল বিধবা এবং অসহায়া-কুলীন কন্যাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে আনিয়া রাখিবার কোন নিরাপদ স্থান ছিল না। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস কলিকাতায় আসিয়া নিজ গৃহে এই রূপ অসহায়া কন্যাদিগকে স্থান দিতে সম্মত হইলেন। তদবধি ইহাঁর গৃহে এরূপ অনেক অসহায়া কন্যা প্রতিপালিত হইয়াছেন এবং ইহার ব্যয়ে অনেকে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরে স্ত্রীলোক দিগকে প্রকাশ্য স্থানে বসিবার আসন দান লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, ইনিই তাহার প্রধান মূল। ১২৭৭ সালের মাঘ মাসে এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়া প্রায় ছয় মাস পরে ইহাঁরা প্রার্থিত অধিকার লাভ করেন। এই সকল ব্যাপার উপলক্ষে ইহাঁকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী জাতির উন্নতি পক্ষে ইহাঁর ন্যায় প্রকৃত উৎসাহশীল ও যত্নবান্ লোক অতি বিরল। ১৮৭২ অব্দে কুমারী এক্রয়েড (এখন মিসেস বেবারিজ) এদেশীয় মহিলাদিগের সুশিক্ষা দানার্থ যে বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, ইনি তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ও সাহায্যকারী ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে ইনি এবং ইহাঁর অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর যত্নে ১৮৭৬ অব্দের জুনমাসে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাঁর নিজের কন্যা এবং অপর আশ্রিত কুলকন্যাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত মাসিক এক শত টাকার অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর স্মরণার্থ ইনি বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে এককালীন পাঁচশত টাকা দান এবং মাসিক দশ দশ টাকার দুইটী ছাত্রীবৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থে এরূপ দানের পদ্ধতি এদেশে বোধ হয় এই প্রথম অবলম্বিত হইল। হিন্দুমহিলাগণ যাহাতে উচ্চাঙ্গের শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন, এ বিষয়ে ইহাঁর বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে।

ইনি ১৮৭৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে করদাতাদিগের নির্ব্বাচনানুসারে কলিকাতার একজন মিউনিসিপাল কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারত সভার (Indian Association) পোষ্টবর্গের মধ্যে ইনি এক জন প্রধান। ইনি উক্ত সভার সংস্থাপয়িতা বা সভ্য নহেন, অথচ প্রধান সংস্থাপয়িতা দ্বয় ভিন্ন আর কেহই ইহাঁর ন্যায় উক্ত সভার সাহায্য করেন না। অনেকে বলিয়া থাকেন, "দুর্গামোহন ও আনন্দমোহনের ন্যায় সাহায্যকারী প্রাপ্ত হইলে সৎকার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত 'বড় অধিক ভাবিতে হয় না"। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি, ইনি উদারতা ও দানশীলতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পথানুবর্ত্তী। যাঁহারা ইহাঁর সৎকার্য্যাদির বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ইহাঁর পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর জীবন বৃত্তান্ত "জীবনালেখ্য" নামক পুস্তক দর্শন করিবেন।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর—ইনি সুবিখ্যাত দ্বারকা নাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; ১৭৩৯ শকের ৩রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা মহানগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে প্রথমতঃ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় কিছু দিন লেখা পড়া করিয়াছিলেন। তৎপর রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং তথা হইতে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। হিন্দুকলেজে থাকিতে পঠদ্দশায়ই ইহাঁর ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বরপ্রেম উদ্দীপ্ত হয়। হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিবার পর ইহাঁর পিতা ইহাঁকে নিজস্থাপিত "কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানি" এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বাণিজ্য কার্য্যালয়ে কার্য্য শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে ইহাঁর দুইটী শ্রেষ্ঠ বিষয়ে অনুরাগ জন্মে ; ইনি সঙ্গীত ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। পরে, ১৭৬০ শকে সঙ্গীত শিক্ষা ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে ও প্রবৃত্ত হন এবং অবিলম্বে উৎকৃষ্ট রচনা করিতে সমর্থ হয়েন। কিছু দিন পরে, বাঙ্গালা ভাষায় এক সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেন। প্রথম সময়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইহাঁর প্রণীত ব্যাকরণ বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন আছে।

১৭৬০ শকের শেষভাগে ইহাঁর মনে অতিশয় বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। এই সময়ে ইনি বিশেষ রূপে সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়ন, জ্ঞানান্বেষণ ও তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৭৬১ শকের ২১ শে আশ্বিন ইনি ২২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন। তত্ত্বজ্ঞান ও ঈশ্বর সাধনা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে দশ জনের অধিক এই সভার সভ্য ছিল না। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপনিষদাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। সভা প্রতিষ্ঠার দিনে বৎসরান্তে এক এক বার উৎসব হইত। পরোপকার যে অতি মহৎ ধর্ম্ম তাহা এই তত্ত্ববোধিনী সভায় আলোচিত ও কীর্ত্তিত হইত। বালকদিগকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা এবং ধর্ম্মশিক্ষা দানার্থ ইনি ১৭৬২ শকে কলিকাতায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপন করেন। পরে ১৭৬৫ শকের বৈশাখ মাসে উক্ত পাঠশালা বংশবাটী গ্রামে স্থানান্তরিত হয়।

ব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য এক বলিয়া প্রতীতি হওয়াতে ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্মিলিত হইল। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা ও পরলোক গমনের পর ব্রাহ্মসমাজের

অতিশয় শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহাঁর আগমনে ব্রাহ্মসমাজের দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার হইল এবং এক নূতন জীবন আরম্ভ হইল। ইহাঁর আগমনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল, ইহাঁর নিজ বাক্যে তাহা জ্ঞাপন করা যাইতেছে;—"আমি প্রথম যখন ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া যোগ দিলাম, তখন দেখিতাম যাঁহারা নিয়ম মত প্রতি বুধবারে সমাজে আসিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ অনুসারে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক ও উন্মুখ হইতেছেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রণালী মত প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনাও করেন না। আমি অনেক আলোচনা করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলাম। তদুদ্দেশে সেই ব্রতে কতকগুলি প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই দুই প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ আছে যে, পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না এবং রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব"। ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষে ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত স্থাপিত হয়। আমি সেই শকে সেই দিনে আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করি। সেই অবধি আমাদিগের বাটীর দুর্গোৎসবের সময়ে প্রতিবৎসরে আমি বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতাম। আশ্বিন মাসের রৌদ্র ও কার্ত্তিক মাসের ঝড় আমার মস্তকের উপর দিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার আমি ঈশ্বরের নিকট অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রার্থনা করিয়াছি যে কবে "পরিমিত দেবতার উপাসনা উঠিয়া গিয়া আমাদের বাটীতে অনন্তদেবের উপাসনা আরম্ভ হইবে"। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অপৌত্তলিক ব্যবহার করিতে ইহাঁর যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মে আর কোন ব্যক্তির সে রূপ জন্মিয়াছিল বোধ হয় না। ইনি স্বয়ং বলিয়াছেন "যখন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্ম হওয়া স্থির হইল, তখন এই মনে ছিল যে, যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, যত্নশীল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হইল যে, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন করিতে অনেকেই ঔদাস্য করিতেন ও গর্হণীয় হইতেন"।

১৭৬৪ শকে ইহাঁর পিতা প্রথমবার ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। এই সময়ে ইহাঁর পিতৃব্য এবং ইহাঁর নিজ হস্তে বিষয় রক্ষার ভার পতিত হয়। ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাস হইতে ইহাঁর যত্ন ও ব্যয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত

হইতে আরম্ভ হয়, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ইনি সেই শ্রীবৃদ্ধির এক প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। অন্য প্রকারেও বাঙ্গালা ভাষা ইহাঁর নিকট বিশেষ ঋণী। ইনি নিজের লিখিত গ্রন্থ ও বক্তৃতাদির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার বিস্তর অঙ্গ সৌষ্ঠব করিয়াছেন। ইহাঁর নিজ পরিবার কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষা এখনও নানা প্রকারে সুসজ্জিত ও শ্রীসম্পন্ন হইতেছে।

পূর্ব্বে ইহাঁর এই সংস্কার ছিল যে, "হিন্দু শাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ভিন্ন নিরাকার নির্ব্বিকার সত্য স্বরূপের নির্দ্দেশ নাই। এই দুর্ভাগা হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের কখন অর্চ্চনা হয় নাই।" হঠাৎ ইহাঁর হস্তে উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র পতিত হয়, ইনি তখন উপনিষদের পত্রে স্বীয় "হৃদয়ের ভাবের প্রতিভাব" প্রথম দেখিতে পাইলেন। এই সময়ে সমুদয় বেদশাস্ত্রে ইহাঁর শ্রদ্ধা জন্মিল। ইনি ১৭৬৫ শকে চারি জন পণ্ডিতকে বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত নিজ ব্যয়ে কাশীধামে প্রেরণ করেন। তাঁহারা তথায় দুই বৎসর থাকিয়া বিশেষ রূপে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কলিতায় প্রত্যাগমন করেন। তাঁহাদিগের সাহায্যে ইনি বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে পুনরায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু দেখিলেন বেদ অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন পুনর্জন্ম, নির্ব্বাণমুক্তি প্রভৃতি ইহাঁর মত বিরুদ্ধ অনেক মত তাহাতে প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের যত্ন বলে ইনি বেদকে পরিত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মসমাজ হইতে বৈদিক ধর্ম্ম বিদায় গ্রহণ করিল।

ইহাঁর পিতা বিলাত হইতে প্রথম যাত্রায় ফিরিয়া আসিয়া ১৭৬৭ অব্দে পুনঃযাত্রা করেন। ১৭৬৮ অব্দে বেলফাস্ট নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যয়ের সীমা ছিল না; তিনি আয়াতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ঋণী হইয়া পড়েন। তাঁহার জীবদ্দশায় উত্তমর্ণেরা প্রায় নিশ্চিন্তাবস্থায় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরলোক হইলে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রাপ্য উদ্ধার করিতে চেষ্টিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে পৈতৃক বিষয়াধিকারী হইয়াও বিষম বিপদে পতিত হইলেন। ইহাঁর পিতা যে ভাবে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইনি তাহা পরিশোধ না করিলেও ঋণদাতাগণের তাহা আদায় করিবার বড় সম্ভাবনা ছিল না। ইহাঁর আত্মীয়েরা উত্তমর্ণদিগকে এইরূপে বঞ্চনা করিবার সুযোগ

দেখিয়া ইহাঁকে ঋণ পরিশোধ না করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ইনি তাঁহাদিগের অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। পিতাকে ঋণমুক্ত করিতে যদি ইহাঁকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, ইনি তাহাতেও প্রস্তুত হইলেন, তথাপি অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিজে বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিলেন না। উত্তমর্ণেরা ইহাঁর সাধু অভিপ্রায় জানিয়া ইহাঁর সহিত সহজ বন্দোবস্ত করিয়া টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। এই রূপে ইনি পৈতৃক সম্পত্তি অক্ষত রাখিয়া অল্প সময়ের মধ্যে পিতার ঋণ পরিশোধ করিলেন।

বেদের অধিকার ব্রাহ্মসমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইলে পর ১৭৭২ শকে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী বীজ মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রচার করিলেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের এইরূপে একটী গঠন প্রদান করিয়া ১৭৭৮ শকে যোগ সাধনের জন্য হিমালয় শিখরে গমন করেন। এখানে প্রগাঢ় ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইনি কুজীন ও ক্যান্টের ধর্ম্ম বিষয়ক অতি কঠিন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন। এই সময়ে সিপাহিদিগের বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, কতকগুলি ইউরোপীয় ইহাঁকে বিদ্রোহী জ্ঞান করিয়া ধৃত করিবার উপক্রম করে, কিন্তু ইনি পরিচয় দিয়া ও পাস দেখাইয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে কোন রূপে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ১৭৮০ শকে ইনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এতদিন তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনা কার্য্য মাত্র ব্রাহ্মসমাজের সহিত একত্রীভূত হইয়া ছিল, অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্ববৎ স্বতন্ত্রই ছিল; ১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ভঙ্গ হয় এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে সমর্পিত হয়।

১৭৮১ শকে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং ইহাঁর সহিত একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইনি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এক উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত করেন এবং তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। উক্ত বৎসর সিন্দুরিয়াপটিতে ব্রাহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ইংরেজি ভাষায় এবং ইনি বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় তিন বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিয়াছিল। এই সময়েই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সহজ জ্ঞান ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৭৮২ কি ৮৩ শকের সারদীয় উৎসবের সময় ইনি নিজের দ্বিতীয়

পুত্র এবং আরও দুই তিন জন সহচর লইয়া সিংহল দ্বীপ পরিদর্শনার্থ যাত্রা করেন। ইহাঁদিগের ভ্রমণের একটী অতি সুন্দর বৃত্তান্ত, সেই সময়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৭৮৩ শকে ইহাঁর সম্পূর্ণ অর্থসাহায্যে শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ইণ্ডিয়ান মিরার নামক ইংরেজি পাক্ষিক পত্র সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বিলাত গমন করিলে পর, উহার সম্পাদন ভার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের হস্তে পতিত হয়।

১৭৮৪ শকে ইনি আপনার দ্বিতীয় পুত্রকে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দানার্থ ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিন চারি বৎসর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বোম্বাই প্রদেশে নিযুক্ত হন। এক্ষণে তিনি অতিশয় সুখ্যাতির সহিত সেসন জজের কার্য্য করিতেছেন। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় তিনিই প্রথম উত্তীর্ণ হন।

১৭৮৫ শকের প্রথম ভাগে "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ বাহির হইবামাত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপবীত পরিত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে প্রথমে নিজ তনয়ার বিবাহ দেন। এই সময়ে ইনি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ শকের ভাদ্র মাসে উপবীতধারী পূর্ব্ব উপাচার্য্যদিগকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ইনি শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে উক্ত পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই রূপে কিছু দিন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে লাগিল। কিন্তু কয়েক মাস গত না হইতেই পুরাতন উপাচার্য্যেরা পুনরায় তাঁহাদিগের পদ লাভ করিলেন। এই উপলক্ষে নব্য ও প্রাচীন দলের মনান্তর উপস্থিত হইল। ক্রমে উভয় পক্ষের বিবাদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে গৃহ বিচ্ছেদ ঘটাইল। ১৭৮৬ শকের পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ট্রষ্টির ক্ষমতানুসারে ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃত্বভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন, পূর্ব্ব কর্ম্মচারীরা অপসৃত এবং নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার বন্ধুবর্গ এই কারণে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক হইলেন এবং ইণ্ডিয়ান মিরার পত্র তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে আবার ইঁহার ব্যয়ে ন্যাসনেল পেপার নামক একখানি নূতন

ইংরেজি পত্রের জন্ম হইল। প্রথমে ইহাঁর এক জামাতা উক্ত পত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি পারগ না হওয়ায় শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্রের হস্তে উহার ভার সমর্পিত হয়। অদ্যাপি ইনি উহার ব্যয় বহন করিতেছেন।

নব্য দল আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া আসাতে উহার প্রভাব অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছে। কিন্তু উহার সজীবতা রক্ষা করিতে ইহাঁর চেষ্টার অভাব নাই। আক্ষেপ এই, ইহাঁর যত্ন তাদৃশ সফল হইতেছে না। ইনি এক্ষণে প্রায়ই হিমালয় শিখরে বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে যাইয়া যোগারাধনায় নিযুক্ত থাকেন।

ইনি প্রকৃত ধর্ম্ম পিপাসু হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন; যশ ও প্রভুত্ব লাভ করা ইহাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ইনি যে লোকের পুত্র এবং যেরূপ বিপুল বিভবাধিকারী তাহাতে ইনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে অন্য প্রকারে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন। ১৭৭৪ শকে ভারতবর্ষীয় (Indian Association) সভা সংস্থাপিত হইলে পর ইনিই প্রথমতঃ তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন; কিছুকাল এই কার্য্যে নিযুক্তও ছিলেন। কিন্তু এই রূপ কার্য্য ইহাঁর প্রবৃত্তির অনুরূপ ছিল না, ধর্ম্ম পিপাসা ইহাঁকে এই পথগামী হইতে না দিয়া অন্য পথে লইয়া গেল। ভারতবর্ষীয় সভার সংস্রবে থাকিলে এত দিনে সম্ভবতঃ এক "মহারাজা" হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে হয়ত মহর্ষি হইতে পারিতেন না। মহারাজা কি মহর্ষি পদ অধিক গৌরবের, আত্ম রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ইহার ভিন্নরূপ মীমাংসা করিবেন। তবে কথা এই, কখনও কখনও রাজচক্রবর্ত্তীকেও রাজদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি হইতে দেখা যায়, কিন্তু কোন মহর্ষি রাজচক্রবর্ত্তী হইবার অভিলাষী হইয়া মহর্ষি পদ পরিত্যাগ করেন কি না বলিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী চাংড়িপোতা গ্রামে ১৭৪২ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ইহাঁরা দাক্ষীণাত্য বৈদিক শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। ইহাঁর পিতাঠাকুর স্মৃতি শাস্ত্র ও ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিষয় বিভব তাদৃশ ছিল না। সামান্য মাত্র ব্রহ্মোত্তর ভূমি ও অন্য প্রকারও ভূসম্পত্তি কিছু ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তিই তাঁহার প্রধান জীবনোপায় ছিল। তাঁহার নিকটেই

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বানন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকটে ইনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। চতুষ্পাঠিতে বালকদিগের বিদ্যা-শিক্ষা নিয়মিত সুশৃঙ্খল রূপে হয় না; ইহা দেখিয়া ইহাঁর পিতাঠাকুর ইহাঁকে ১২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। তখন ইহাঁর ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্তি হয় নাই, সুতরাং ইনি ব্যাকরণের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। তখন সংস্কৃত কালেজের পাঠপ্রণালী অন্য প্রকার ছিল। তিন জন ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে অধ্যক্ষ ইহাঁকে ৺ গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম ছিল। ইনি সংস্কৃত কালেজে অবাধে ১২ বৎসর থাকিয়া ক্রমে সাহিত্য অলঙ্কার, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ন্যায়, বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। ইনি যখন যে অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তখন তিনি ইহাঁর প্রতি স্নেহ ও মমতা করিয়াছেন। ইনি শৈশবকালে পিতাঠাকুরকে অতিশয় ভয় করিতেন। সেই হেতু অসৎ সংসর্গ অথবা অসৎকর্ম্মের আচরণে সাহসী হইতেন না। তাহাতে এমনি অভ্যাস হইয়া যায় যে বার বৎসর কাল সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কোন অধ্যাপকই এক দিনের নিমিত্তও ইহাঁর দুর্ব্বিনীত ব্যবহার দর্শন করেন নাই। তাহাতেই তাঁহারা ইহাঁকে বিশেষ রূপে ভালবাসিতেন। ফলতঃ অভ্যাস বশতঃই হউক আর স্বভাব-ক্রমেই হউক অসৎ কর্ম্মে ও মন্দ লোকের সংসর্গে ইহাঁর অতিশয় ঘৃণা আছে। ঐ ঘৃণা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইনি যাহাকে অসৎ বলিয়া জানিতে পারেন, ইহাঁর মন তাহার উপর অতিশয় চটিয়া যায়, তাহার সহিত বাক্যালাপ বা সংসর্গ করিতে আর ইচ্ছা হয় না। এই কারণে ইহাঁর সহিত অধিক সংখ্যক লোকের ঘনিষ্ঠতা হয় নাই এবং এখনও ঘনিষ্ঠতা নাই।

তখন সংস্কৃত কালেজের পাঠকাল ১২ বৎসর নির্দ্ধারিত ছিল, যে বর্ষে পাঠকাল পূর্ণ হয়, ইনি সেই বর্ষে প্রধান ও প্রথম ছাত্রবৃত্তি পান, ঐ বর্ষেই ছাত্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে সংস্কৃত কালেজে ইংরেজি পাঠের রীতি ছিল, মধ্যে উহা উঠিয়া যায়। ঐ বর্ষে পুনরায় উহা প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ এক বৎসর কাল ইনি কালেজে ইংরেজি শিক্ষা করিয়াছিলেন পরে নিজ পরিশ্রমে উহার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। সংস্কৃত কালেজের

নিয়মিত পাঠ সমাপ্তি করিয়া প্রশংসা পত্র পাইয়া কিছু দিন ইতস্ততঃ সিবিলসার্ব্বাণ্ট পড়াইতে আরম্ভ করেন। এমন সময়ে সংস্কৃত কালেজের দুই জন ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদ শূন্য হইল। তখন শ্রীযুক্ত রসময় দত্ত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ঐ পদে পণ্ডিত নিয়োগের নিমিত্ত পরীক্ষা করিলেন; ইনিও পরীক্ষার্থী হইয়া পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় ইনিই প্রথম হইলেন। কি কারণে বলিতে পারি না রসময় দত্ত ইহাঁকে সেই পদটী না দিয়া তাড়াতাড়ি পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত করিলেন। এই অন্যায় দেখিয়া ইহাঁর পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুখিত হইলেন। তিনি তৎকালে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন মার্শেল সাহেবের নিকটে পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মার্শাল সাহেবের নিকটে ঐ কথার উল্লেখ করেন। মার্শাল সাহেব তদানিন্তন এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটরি ডাক্তার মোয়েটকে ঐ কথা বলেন। মোয়েট সাহেব রসময় দত্তের বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ব্যাকরণের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ব্যাকরণের প্রথম অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টা ইহাঁরও ঐ পদ লাভের কারণ।

উহার পর অবধি বিদ্যাভূষণ মহাশয় ২৭ বৎসর কাল সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মধ্যে কিছু দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকারিতা করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাহার পর বিদ্যাভূষণ মহাশয় বরাবর কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। ১২৮০ সালে ইনি পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন।

এই অধ্যাপনা কালে যে দুই চারিটী ঘটনা ঘটে সোমপ্রকাশ সম্বন্ধ তাহার মধ্যে একটী প্রধান। যেরূপে ইহাতে ইহাঁর সম্পর্ক হয় সেটী কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল বিদ্যার সাগর নন দয়ারও সাগর, পরোপকার তাঁহার ব্রত, তিনি অগতির গতি। সংস্কৃত কালেজে সারদাপ্রসাদ নামে একটী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। পাঠকালে তিনি কিঞ্চিৎ বধির ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বধিরতা বৃদ্ধি হইল। তিনি লেখা পড়া শিখিলেন বটে কিন্তু বধিরতা দোষে কাজ কর্ম্ম হওয়া ভার হইয়া উঠিল। তাঁহারই জীবনো-

প্রায় করিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় সোমপ্রকাশের সৃষ্টি কল্পনা করেন। সারদাপ্রসাদ সোমপ্রকাশের সম্পাদক হইবেন আর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি লিখিবেন, প্রথম এই স্থির হয়। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ করাতে সারদাপ্রসাদের সেইখানে কর্ম্ম হইল। তিনি কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। কিন্তু তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় ভাল সংবাদ পত্র ছিল না; ভাল একখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে মনে এই ইচ্ছা ছিল। এক দিবস তাঁহার সেই পূর্ব্বানুষ্ঠান স্মরণ হওয়াতে তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি কয়েক জনকে ডাকিয়া আপনার মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁহার মতের অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বে একখানি সংবাদ পত্রের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল তাহাই করা হইবে স্থির হইল। উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই লিখিবেন এই অবধারণ করিয়া সম্পাদকতার ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর সমর্পিত হইল। কিছু দিন সকলেই লিখিয়াছিলেন; ক্রমে সকলেই অবসর গ্রহণ করিলেন। সমুদায় ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্কন্ধেই পতিত হইল! যখন সোমপ্রকাশের প্রথম সৃষ্টি হয় তখন ছাপাখানা কলিকাতা চাঁপাতলায় ছিল। ১৮৬২ অব্দে মাতলা রেলওয়ে খোলা হয় তাহার পরেই ঐ ছাপাখানা চাঁঙ্গড়িপোতায় ইহাঁর নিজ বসতিবাটীতে আনীত হইল। মুদ্রাযন্ত্র উন্নতির সোপান--ইহার সঙ্গে সঙ্গেই আর দুই তিনটী উন্নতির উপায় হইয়া উঠিল। ইহারই কল্যাণে রাজপুরে একটী ডাকঘর ও একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি সংস্কৃত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল।

ইহাঁর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৫৮ বৎসর। ইনি পরিশ্রম, অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সত্যনিষ্ঠা ও মিতব্যয়িতা গুণে আপনার অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সকল গুণ থাকাতে ইনি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় অকৃতকার্য্য হন নাই। ইনি এক জন তেজস্বী পুরুষ, ইনি চাটুকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাহারও চিত্তের আরাধনা করেন না। সমাজের সংস্কার ও দেশের উন্নতি হয় সে বিষয়ে ইহাঁর সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা আছে। দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর একটী কুল সম্বন্ধ আছে, অতি শৈশবকালেই পুত্র কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। এপ্রথার অনিষ্টকারিতা দর্শন করিয়া ইনি স্বয়ং তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, দুই এক জন করিয়া ইহাঁর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছেন।

বাঙ্গালা ভাষায় সুপদ্ধতিক্রমে ও সুরুচি সহকারে সংবাদ পত্র পরি, চালনার প্রথা ইনিই প্রথম প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি অনেক দিন হইল গ্রীস ও রোম রাজ্যের দুইখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া মুদ্রিত করেন। এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর পাঠোপযোগী নীতিসার নামে ইহাঁর রচিত দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। ইনি শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন কাশী-ধামে অবস্থিতি কালীন কাশীর অবস্থা বর্ণন করিয়া কতগুলি কবিতা লিখি-য়াছিলেন তাহাও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নবিনচন্দ্র রায়- ইনি ১৭৫৯ শকে ময়রাষ্ট্র নগরে পিতার কর্ম্ম স্থলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ রামমোহন রায়, নিবাস বর্দ্ধমান। বারানসী নগরীর একটি স্কুলে ইনি বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন, পরে মীরাটের একটি প্রধান স্কুলে কিছু কাল ইংরাজী, উর্দু ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেন। বাল্যকালে পিতৃহীন হওয়াতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমেই ইহাঁকে চাকরী স্বীকার করিতে হয়। সেই বৎসর ইহাঁর প্রথম বিবাহ হয়, প্রথমে ইনি গঙ্গার খালের একটি কার্য্যালয়ে মসুরী নামক স্থানে স্বল্প বেতনে কেরানী নিযুক্ত হয়েন; পরে সির্দ্ধানা নামক স্থানে কার্য্যোপলক্ষে কিছু কাল ইহাঁকে থাকিতে হয়; সেখানে ইনি পার্সি ভাষা অধ্যয়ন করেন। সংসারী হইয়াও এ সময়ে ইহাঁর মনে এত বৈরাগ্যভাব ছিল যে ইনি ভুমিতে শয়ন করিতেন, স্বহস্তে পাক করিয়া একবেলা আহার করিতেন, দশ পনের ক্রোশ পথ যাইতে হইলে হাটিয়াও যাইতেন। ধর্ম্ম বুভুৎসা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা বাল্যকালাবধি ইহাঁর অন্তরে ছিল। মৎস্য মাংস আহারে পাপ শ্রবণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রমে ইনি মাংসাহার ত্যাগ করেন। হিন্দু অবতার ও দেবতা-দিগের প্রতি ইহাঁর যথেষ্ট ভক্তি ছিল, অথচ বাইবেলে খৃষ্টের জন্ম বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া তাঁহার উপরেও ইহাঁর ভক্তি জন্মিয়াছিল। ধর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের অভিলাষ বাল্য-কালাবধি ইহাঁর মনে ছিল। আটক নামক স্থানে সড়কের এগজিকিউ-টিভ ইঞ্জিনিয়ারের দফতরে ৬০ টাকা মাসিক বেতনের কর্ম্ম পাইয়া ১৮৫৫ অব্দে ইনি পঞ্জাব প্রদেশে গমন করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্য-য়নের অভিলাষ পূর্ণ করেন। গীতা ও ভাগবতের মতের উপর ইহাঁর বিলক্ষণ ভক্তি জন্মিল, ফলতঃ ইনি এক জন বৈদান্তিক হইলেন।

এক জন বৈষ্ণব মতাবলম্বী পণ্ডিতের সহিত বেদান্ত মত লইয়া সংস্কৃত পত্রাদি দ্বারা ইহাঁর তর্ক হয়। ইহাঁর কএকখানি সংস্কৃত পত্র সংবাদ পূর্ণোচন্দ্রোদয় নামক সংবাদ পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে ইহাঁর প্রথম পত্নীর দেহত্যাগ হয়, তখন বৈরাগ্যের আধিক্য, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবার প্রবল বাসনা ইহাঁর চিত্তে উদয় হইল। কিন্তু জননীর দুঃখ ভয়ে সে বাসনা চরিতার্থ করিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার ইহাঁকে দার পরিগ্রহ করিতে হইল। এই সময়ে ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মত অবগত হইয়া, ক্রমশঃ ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইলেন। এই সময়ে লোকো-পকার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া ইহার বোধ হইল। ইনি কয়েক খানি সংস্কৃত গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে ইনি এগজি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের দফতরে একাউনটেণ্ট হইয়াছিলেন। সে কর্ম্মে পুস্তকাদি প্রণয়নের অবকাশ অল্প হইত এজন্য ইনি ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলেন। ইঞ্জিনিয়ার হইবার নিমিত্ত যে পরীক্ষা দিতে হয়, (তদ্বিদ্যা বিষয়ক পুস্তকাদি স্বয়ং পাঠ দ্বারা এবং তাঁহার দফতরে যে সকল যন্ত্রাদি ছিল তাহার সাহায্যে) ইনি তন্নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু নিজ হস্তে কখনও উক্ত কাজ করেন নাই বলিয়া প্রথমে ওবর্সিয়ারের পরীক্ষা প্রদান করিয়া পরে ইঞ্জিনিয়ারের পরীক্ষা দিবেন এই রূপ স্থির করিয়া-ছিলেন। ওবর্সিয়ারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লাহোরের নিকট পেশো-য়ারের শড়কের উপরে প্রায় এক বৎসর ওবর্সিয়ারের কাজ করিলেন। দেখিলেন যে সে কাজে অধিক চিন্তান্বিত থাকিতে হয়, এবং কেরানির কর্ম্মাপেক্ষা অধিক অবকাশও পাওয়া যায় না, এই হেতু সে কাজ পরিত্যাগের নিমিত্ত আবেদন করিলেন। সুপরিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ইহাঁর আবেদন গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু একেবারে ইহাঁকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না; ইহাঁর পূর্ব্ব কর্ম্ম ইহাঁকে প্রত্যর্পন করিয়া পুনর্ব্বার অটকে পাঠাইলেন। সেখানে ইনি নগরের হিতের নিমিত্ত দুটি কাজ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিলেন। গ্রীষ্মকালে জলের নিমিত্ত নগরবাসী দিগকে অনেক দূরে যাইতে হইত, চাঁদার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া সিন্ধুনদী হইতে এক ক্ষুদ্র জলপ্রণালী নগরের নিকট আনয়ন করিয়া লোকের ক্লেশনিবারণ করা ইহাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। নগরে একটি ইংরাজী ও সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করা দ্বিতীয় কার্য্য। এই কার্য্যদ্বয়ের

সূত্রপাত হয়, এমন সময়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহঁাদিগের বেতন কমাইবার আদেশ আসিল। তদনুসারে ইহঁার মাসিক বেতন ১৫০ টাকা এবং ইহঁার নীচের কর্ম্মচারীর মাসিক বেতন ৮০ হইতে ৫৫ টাকা করিবার প্রস্তাব হইল। ইনি এ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া আপনার কর্ম্ম আপনার নিম্নস্থ কর্ম্মচারিকে দিলেন এবং ইনি স্বয়ং ৫৫ টাকা বেতনের কর্ম্ম এই নিয়মে অঙ্গীকার করিলেন যে ইনি প্রতি দিবস দুই ঘণ্টা মাত্র দফতরে কাজ করিবেন। এই রূপ ক্ষতি স্বীকারের ইহঁার দুই উদ্দেশ্য ছিল। এক স্বীয় নিম্নস্থ কর্ম্মচারির ক্ষতি নিবারণ, দ্বিতীয় পুস্তকাদি প্রণয়ন জন্য অধিক সময় লাভ। প্রথম উদ্দেশ্য ইহঁার সফল হইল, দ্বিতীয়টী বড় হইতে পারে নাই, কারণ অল্প কালেই ইনি লাহোরে পূর্ত্তকার্য্যের সেণ্ট্রেল অফিসে একাউণ্টেণ্টের পদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রায় নয় বৎসর কাল অটকে বাস করিয়া ইহঁাকে লাহোরে যাইতে হয়। অটকের অধিকাংশ লোক ইহঁাকে ভাল বাসিত। সেখানকার কতিপয় বালককে ইনি ইংরাজী প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারা এখন পূর্ত্ত কার্য্য-বিভাগের কর্ম্মচারী।

লাহোরে আসিয়াই ইনি একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন। সেখানে ইনি এমন চারি পাঁচ জন বন্ধু পাইলেন, যাঁহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধা ও উৎসাহ ছিল, এবং যাঁহাদিগের মধ্যে দুই তিন জন গোপনে একত্র হইয়া সাপ্তাহিক উপাসনা করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইনি লাহোরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। এবং তাহার নিয়মাদি বিধি বদ্ধ করিয়া কলিকাতা সমাজে সংবাদ দিলেন। কয়েক মাস ইহঁার এক বন্ধুর বাটীতে সমাজের কাজ নির্ব্বাহ হয়। পরে ইনি এক স্বতন্ত্র বাটীতে প্রকাশ্য সমাজ করিবার প্রস্তাব করাতে ইহঁার কয়েক জন পূর্ব্ব বন্ধু সমাজের সহিত যোগ ত্যাগ করিলেন। অপরদিকে সমাজের সহিত ধর্ম্মমীমাংসা সভা ও পুস্তকালয় স্থাপন করাতে সাধারণ কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকে সমাজের সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু কাল পরে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি আহুত হইয়া লাহোরে গমন করেন। এই সময়ে কয়েক জন ব্রাহ্ম ইহঁাকে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ইনি তাহা স্বীকার না করাতে অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিতে সমাজের সভ্য শ্রেণী হইতে ইহঁার নাম নিষ্কাষিত হয়। তথাপি ইনি সমাজে যাওয়া অথবা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা ত্যাগ করেন নাই। অপর দিকে এই ঘটনাউপ-

স্থকে কতক ক্ষতি হইল। ধর্ম্মমীমাংসা সভা ও পুস্তকালয় প্রভৃতির কার্য্য নিবৃত্ত হইল। প্রকাশ্য ব্রাহ্ম ভিন্ন সমাজে প্রায় আর কেহ যাইত না। সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে ইহাঁর উৎসাহের কিছু মাত্র হ্রাস দেখিতে না পাইয়া সমাজের লোকেরা পুনর্ব্বার ইহাঁকে গ্রহণ করিলেন। সমাজের সমুদয় কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় হইত, কিন্তু হিন্দী কিম্বা পাঞ্জাবিতে না হইলে পঞ্জাবিদিগের তাহাতে অধিক যোগের সম্ভাবনা নাই ইহা ভাবিয়া ইনি তাঁহার কতিপয় হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবি বন্ধুর সহিত প্রতি দিবস সন্ধ্যার সময়ে সাধারণ উদ্যানে গিয়া (যেখানে অনেক লোকের গতায়াত ও জনতা হইত) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। বৈদান্তিক প্রভৃতি অনেকে ইহাঁর সহিত তর্ক করিতে আসিতেন। পরে পঞ্জাবিদিগের নিমিত্ত সৎসভা নামক একটি স্বতন্ত্র সভা স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইল। এ সভা লালা বিহারীলাল নামক এক জন উৎসাহী ও দৃঢ়ব্রত পঞ্জাবির বাটীতে সংস্থাপিত হইল। ইনি এবং ইহাঁর সেই দেশীয় দুই এক আত্মীয় বন্ধু উক্ত সভায় হিন্দী ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ প্রদান আরম্ভ করিলেন। লালা বিহারীলাল অনেক গুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া সভার অধীন পাঠশালার বালকদিগকে শিক্ষা দিলেন, সেই সঙ্গীত সকল বালকেরা উপাসনার সময়ে মধুরস্বরে গান করিতে লাগিল। ইহাতে সভার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ এইরূপে কার্য্য করিতেছেন, এতদবসরে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লাহোরে গিয়া ব্রাহ্মসমাজে অনেক পঞ্জাবি যুবক আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু হিন্দী ভাষায় না হইলে তাহারা উপাসনায় যোগ দিতে পারে না, এই নিমিত্ত তিনি ইহাঁকে সমাজে হিন্দীতে উপাসনা করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার স্থাপিত এই দুটি কার্য্যের অধিকাংশ ভার ইনি গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন যখন লাহোর যান, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোহিনুর নামক উর্দু সংবাদ পত্রে কিছু লিখিত হয়, ইনি তাহার প্রতিবাদ করেন। সেই অবধি কিছু কাল উক্ত সংবাদ পত্রে ইহাঁর সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া বাদানুবাদ চলিল। এই সকল বাদানুবাদ ধর্ম্মানুসন্ধ নামক একখান উর্দু ভাষার পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকা নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা সংস্কৃত হিন্দী ও উর্দু ভাষায় ইহা কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এ পত্রিকার অধিকাংশে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিবৃত হইত। লাহোর ব্রাহ্মসমাজের গৃহ নির্ম্মাণ পক্ষে ইনি বিশেষ

উদ্যোগী ছিলেন, এই মন্দির হওয়া অবধি পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। সৎসভার জন্য ও এই সময়ে সাধারণ চাঁদার দ্বারা একখান বাটী ক্রয় করা হয়। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকার পরিবর্ত্তে হাদী হকীকত নামক এক খানি সম্পূর্ণ উর্দু ভাষায় সাময়িক পত্র. লাহোর ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এই পত্রিকা সম্পাদনে ইনি লালা বলরাম নামক এক জন পরমোৎসাহী পঞ্জাবি ব্রাহ্মের বিশেষ সাহায্য করিতেন। শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধারাম নামক এক জন পণ্ডিত লাহোরে দুটি বক্তৃতা করিয়া তদুপলক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মসমাজকে আক্রমন করেন; ইনি স্বীয় এক বক্তৃতায় পণ্ডিত শ্রদ্ধারামের উত্তর প্রদান করেন এবং হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য প্রমাণীকৃত করেন। পণ্ডির শ্রদ্ধারাম ইহাঁর বক্তৃতার উত্তরে ধর্ম্মরক্ষা নামক এক পুস্তক উর্দু ভাষায় লিখিয়া প্রকাশিত করেন। উক্ত পুস্তকের উত্তরে ইনি এক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়া তাহার নাম ধর্ম্মরক্ষা সটীক রাখিয়াছেন। এখন সে পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে। লাহোরে ইহাঁর নাম কেবল ব্রাহ্ম সমাজের সহিতই যুক্ত ছিল না, সেখানকার অন্যান্য প্রায় সকল সভা ও সাধারণ হিতকর কার্য্যে ইহাঁর নামের যোগ আছে। লাহোরের বাঙ্গালা স্কুল, পঞ্জাবি স্ত্রীদিগের নর্ম্মাল স্কুল, আঞ্জামন পঞ্জাব নামক সাধারণ সভা এবং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর ওরিএন্টেল কলেজ সংস্থাপকদিগের মধ্যে ইনি এক জন প্রধান উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগকেও ইনি অনেক প্রকারে সাহায্য করিতেন, নর্ম্মাল স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে ইনি স্বয়ং শিক্ষা প্রদান করিতেন।

আখবার অঞ্জমন পঞ্জাব ও আখবার আম নামক দুইখানি উর্দু সংবাদ পত্রের এবং মেসেঞ্জর নামক ইংরাজি সংবাদ পত্রেরও ইনি জন্মদাতা। হিন্দুদিগের সভায়, কালীবাটীতে, শিকদিগের গুরু দরবারে এবং খৃস্টান দিগের সভাতে গিয়াও ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকে ইহার মত ও অভিপ্রায় জানিয়াও ইহাঁর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিত না। বিধবা বিবাহ বিষয়ে ইনি হিন্দী ভাষায় এক খানি পুস্তক লিখিয়া অঞ্জমন পঞ্জাব সভায় প্রদান করেন। উক্ত সভা সে পুস্তক পঞ্জাবের প্রত্যেক জেলায় পাঠান এবং তদ্বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ করেন। যে সকল পণ্ডিত বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রদান করেন; ইনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের মতের

প্রত্যুত্তর লিখিলেন ; কিন্তু সে প্রত্যুত্তর এখনও মুদ্রিত হয় নাই। হিন্দী ভাষার উন্নতির নিমিত্তও ইনি বিশেষ যত্ন পাইয়াছেন*। ইহাঁরই অকাট্য যুক্তির অনুরোধে অনেক মুসলমান, হিন্দু ও ইংরেজ সভ্য ইহাঁর বিরোধী থাকা সত্ত্বেও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দী ভাষাকে স্বীয় শিক্ষা প্রণালী হইতে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃতের নিমিত্তও ইনি বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। ইনি যে দুই খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় লিখিয়াছেন তাহা পঞ্জাবের তাবৎ পাঠশালায় ব্যবহৃত হইতেছে। কাশ্মীরের মহারাজের নিমিত্ত ইনি স্থপতি বিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক হিন্দী ভাষায় লিখিয়াছেন। ইনি আরও যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এতদতিরিক্ত অনেক উপকারক পুস্তক ইহাঁর সাহায্য এবং প্রেরণায় ইহাঁর বন্ধুদিগের দ্বারা লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। লাহোরে এই প্রকারের অনেক হিতকর কার্য্যের সহিত ইহার যোগ হয়। গবর্ণমেন্ট ইহাঁকে পালিয়ামেন্টের ফাইনেন্স কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদানার্থ ইংলণ্ডে পাঠাইতে মনোনীত করেন, কিন্তু পার্লিয়ামেন্টের পরিবর্ত্তন হেতু ইহাঁর বিলাত যাওয়া হয় নাই। লাহোরে ১৮৭৪ খঃ অব্দে গবর্ণমেন্ট ইহাঁকে "ডেপুটি কনট্রোলর অফ্ পব্লিক্ ওয়ার্কস একাউটস্" এই পদ প্রদান করিয়া কলিকাতায় পরিবর্ত্তন করেন, সেখানে আসিয়া স্বীয় পত্নীর পীড়া এবং দফ্তরের কার্য্যাধিক্য হেতু ইনি অধিক কাজ করিতেপারে নাই। কিন্তু এখানেও ভোজন বিচার, তত্ত্ববোধ ও উপনিষৎসার নামক তিনখানি পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৭৫ অব্দে সিমলাশিখরে কয়েকমাস ইহাঁর থাকা হয়, সেখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ ও একটী ডিরেকৃটিং ক্লব্ সংস্থাপন করেন। হিমালয় পর্ব্বতে ইনি স্বকৃত সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে দুটি হিন্দু বিবাহ দেন কিছু কাল ইহাঁকে আগরায় থাকিতে হয়, সেখানে ইহাঁর দ্বিতীয় পত্নী লোকান্তরগতা হয়েন;. পরে সেখানেই ইনি তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাহার পরে বোম্বাইতে ইহাঁর পরিবর্ত্তন হয়। সেখানে ইহাঁর অধিক দিন থাকা হয় নাই, অবিলম্বে ইহাঁকে এলাহাবাদে আসিতে হইল, ইহাঁর সমভিব্যবহারে দুই জন ধর্ম্মোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী যুবক বোম্বাই হইতে আইসেন, তন্মধ্যে এক জন ইহাঁর রচিত

---

* See his note on Hindu published some year ago.

অনেক পুস্তক গুজরাতী ও মহারাষ্ট্র ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদ হইতে আগরায় ইহাঁর পরিবর্ত্তন হয় সেখানে এখন ইনি " পে মাষ্টার অফ রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ে " এই পদে আছেন।

আগরায় ইনি পিতৃ মাতৃহীন বালকদিগের এবং অসহায় বিধবা অবলা-দিগের নিমিত্ত এক অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং একটী ব্রাহ্ম সমাজও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাঁর প্রযত্নে অনেক হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবি লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অনেক প্রকার শুভকর কার্য্য দ্বারা দেশের হিত সাধন করিতেছেন।

ইহাঁর নিজ লিখিত পুস্তকের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

সরল ব্যাকরণ, লঘু ব্যাকরণ, নবীনচন্দ্রোদয় (হিন্দী ভাষায়)। লক্ষ্মী সরস্বতী সংবাদ দুই খণ্ড, (বালকদিগের পাঠোপযোগী) ব্রাহ্ম স্মৃতি, (ব্রাহ্মদিগের আচরণীয় ব্যবহার) তত্ত্ববোধ, ধর্ম্মদীপিকা, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রশ্নোত্তর, উপনিষৎসার, ভোজন বিচার, বিধবা বিবাহ ব্যবস্থা, এই কয়েক খানি পুস্তক হিন্দী ভাষায় ও ধর্ম্মানুসন্ধান, উপাসনা পুস্তক উর্দু ভাষায় এবং জ্ঞান প্রদায়িনী পত্রিকা হিন্দী ও উর্দু ভাষায় বিরচিত। অপৌত্ত-লিক উপনয়ন পদ্ধতি, অপৌত্তলিক বিবাহ পদ্ধতি, অপৌত্তলিক অন্ত্যে-ষ্টিক ও শ্রাদ্ধ পদ্ধতি। শব্দোচ্চারণ হিন্দী ভাষার প্রথম পুস্তক।

ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়—১৮৪৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি ঢাকা নগরের সন্নিহিত শুভাঢ্যা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম, ৺ শ্যামসুন্দর রায়; ইনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। ইনি প্রথমতঃ ঢাকা আদর্শ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ১৮৬১ অব্দে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে এবং তিন বৎসর পগোস স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া শেষোক্ত বিদ্যালয় হইতে ১৮৬৬ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহারই কিছু কাল পূর্ব্বে ইনি ঢাকার সঙ্গত সভায় প্রবিষ্ট হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী আচরণ করিতে থাকেন, এই নিমিত্ত ১৮৬৮ অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে সমাজচ্যুত হন। তৎপর ঢাকা কলেজে প্রবেশ করিয়া দুই বৎসরান্তর ১৮৬৮ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ১৮৭০ অব্দের জানুয়ারি

মাসে ইনি গিল্‌ক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা প্রদান করেন এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ১৮৭০ অব্দের অক্টোবর মাসে ইনি লণ্ডন ইউনিবর্সিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭১ অব্দের জুন মাসে ইনি তথাকার প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৩ অব্দের জুলাই মাসে প্রথম বি, এস্, সি, পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। ১৮৭৪ অব্দের অক্টোবর মাসে বি, এস্, সি, উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ অব্দে ইনি প্রথমতঃ এডিনবরা বিদ্যালয় হইতে তৎপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে ডাক্তর অব সায়েন্স উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা স্ব স্ব অধীত বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে না পারেন, তাঁহারা এই উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হন না। ইহাঁর প্রশংসা করিয়া বিলাতের একখানি প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র (মাইণ্ড) বলিয়াছেন, "লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওযার পর হইতে এ পর্য্যন্ত দুই ব্যক্তি মাত্র এই গুরুতর পরীক্ষা দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইনি মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই পরীক্ষার অনুচিত কাঠিন্যই ইহার কারণ।" ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যক্তি যে পরীক্ষাকে অনুচিত কঠিন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং যাহার পরীক্ষাদানার্থী ইংলণ্ডেও অতি বিরল, এক জন বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অল্প গৌরবের বিষয় নহে। বস্তুতঃ ইনি এবং শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ইহা বিশিষ্ট রূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালিরা উৎকৃষ্ট ইংরেজ ছাত্রদিগের অপেক্ষা শিক্ষাসামর্থ্যে কিছু মাত্র ন্যূন নহেন। ইনি অনেকগুলি প্রয়োজনীয় শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইহাঁর অধীত বিদ্যা সকলে উত্তম পারদর্শিতার বিষয়ে ডাক্তার কার্পেন্টার, অধ্যাপক ফ্রেজার, রবার্টসন, জেম্‌স মার্টিনিউ, কল্‌ডারউড, ফষ্টার, উইলিয়মসন, হক্সলি, মার্টিন ডনকান, রথারফোর্ড হেনরি মর্লি প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তিরা বিশেষ নিদর্শন প্রদান করিয়াছেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই রূপ উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হওয়ায়, গিলক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তির ট্রষ্টিরা ইহাঁকে অতিরিক্ত আর এক বৎসরের ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। যদিও এই কঠিন পরীক্ষার নিমিত্ত ইহাঁকে অতি গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিতে হইত, তথাপি ইনি শারীরিক পরিশ্রম করিতে কখনও অবহেলা করেন নাই। নিয়মিত রূপে উভয় প্রকার পরিশ্রম করাতে ইহাঁর শরীর রুগ্ন বা ভগ্ন হয় নাই; ইনি বিলক্ষণ দৃঢ়কায় সবল পুরুষ। লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটী,

ব্রাহ্মসমাজ ও বাঙ্গালা পুস্তকালয় সংস্থাপন সম্বন্ধে ইনি এক জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদি কার্য্য প্রধানতঃ ইনিই নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি কিয়ৎকাল ইণ্ডিয়ান সোসাইটীরও সম্পাদক ছিলেন।

ইনি ১৮৭৬ অব্দের অক্টোবর মাসে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সাদরে গৃহীত হইয়াছেন। সাধারণের প্রত্যাশা ছিল, ইনি শিক্ষা বিভাগের একটী অধ্যাপকতা পদ লাভ করিয়া নিয়মিত শ্রেণীভুক্ত (Graded) হইতে পারিবেন। কিন্তু পরাধীন জাতির পরানুযায়ী ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। ১৮৭৭ অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে ইনি পাটনা কলেজের সহকারী অধ্যাপকতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া কোন ইংরেজ এদেশে আসিলে তাঁহার গৌরবের সীমা থাকিত না; আসিবা মাত্র শিক্ষা বিভাগের কোন এক প্রধান অধ্যাপকের পদে বরিত হইতেন। কিন্তু বাঙ্গালির অদৃষ্ট কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবার নহে—ন বিদ্যা নচ পৌরুষম্।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—হুগলী জেলার অধীন কাঁঠালপাড়া গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলের এক জন প্রসিদ্ধ ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন; তিনি এক্ষণেও জীবিত আছেন। এবং গৌরবের সহিত আজ ২২ বৎসর গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগ করিতেছেন। তাঁহার চারি পুত্র; তন্মধ্যে তৃতীয় বিখ্যাত নামা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় ইনি কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩৯ বৎসর। ইনি শৈশবে অতিশয় রুগ্ন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ছিলেন। ৮।৯ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইনি বড় স্থির ও শান্ত প্রকৃতি ছিলেন। যে দিবস ইহাঁর বিদ্যারম্ভ (হাতে খড়ি) হয়, ইনি সেই দিবসেই সমস্ত "ক খ" শিখিয়াছিলেন। পাঠশালার গুরুমহাশয় কোন ছেলের প্রশংসা করিতে হইলে বলিতেন, "বঙ্কিম যেমন ছেলে ছিল এও বা সেই রকম হয়।" গুরুমহাশয় কেন, কোন কলেজের অধ্যক্ষ এক জন অতি প্রসিদ্ধ ইংরেজ এক দিবস কোন একটী বালকের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিয়াছিলেন যে, "প্রায় তুমি বঙ্কিমের মত হলে আর কি। ২৫টা অঙ্ক একাদিক্রমে কসিলে।"

ইহাঁর পিতা মেদিনীপুরে ডেপুটী কলেক্টর থাকাতে ইনি প্রথমে ১৮৪৬

সালে সেই স্থানের ইংরেজি স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় ইনি এতাদৃশ বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাইয়াছিলেন যে, প্রতি ছয় মাসান্তর বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহঁকে এক এক ক্লাস উপরে উঠাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে ইহাঁকে উপর ক্লাসে উঠাইয়া দেওয়া একবারে রহিত করিলেন। তাহার কারণ এই, ইনি অতি অল্প বয়সে অতি উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন। ১৮৫১ সালে ইহাঁর পিতা তথা হইতে ২৪ পরগণায় বদলি হইলে, ইনি হুগলি কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। অতি পুরাতন ইংরেজ অধ্যাপকগণের নিকট শুনা গিয়াছে যে, অনারেবল দ্বারকনাথ মিত্র ও ইহাঁর ন্যায় প্রতিভাশালী ছাত্র হুগলি কলেজে প্রবেশ করে নাই। ইনি ৬।৭ বৎসর হুগলি কলেজে পাঠ করিয়া অবশেষে সিনিয়র স্কলার্‌সিপ (এক্ষণকার ফার্স্ট আর্টস স্কলার্‌সিপ) লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিলেন। ইহাঁর ইংরেজি অধ্যয়ন হুগলি কলেজ হইতেই শেষ হইল। প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়ন জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁর এমনই প্রতিভা যে, যদিও সিনিয়র বা ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ইংরেজি অধ্যয়ন বন্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি যখন প্রথম বি এ পরীক্ষার কথা উঠিল, তখন ইনি পরীক্ষার তিন মাস পূর্ব্ব হইতে পরিশ্রম করিয়া অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রথম বি এ হইলেন। ইনি হুগলি কলেজে পাঠ কালে বড় অমনোযোগী ছিলেন। এমন কি, যখন অধ্যাপক শিক্ষা দিতেন, তখনও ইনি মনোযোগী হইতেন না এবং হয় ত ক্লাশ হইতে বহির্গত হইয়া লাইব্রেরীতে একটী কোণে আলমারির অন্তরালে লুকাইয়া বসিয়া অন্য পুস্তক পাঠ করিতেন। এই প্রকারে প্রায় সম্বৎসর কাটাইতেন, কিন্তু পরীক্ষার দশ পনর দিন পুর্ব্বে ক্লাসের পাঠারম্ভ করিতেন এবং দশ পনের দিবস মাত্র অধ্যয়ন করিয়াই কার্য্যসিদ্ধি করিতেন। পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতেন, প্রাইজ অথবা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। হুগলি কলেজে দ্বারকানাথ মিত্রের পর কয়েক বৎসর কেহই সিনিয়র স্কলারসিপ পায় নাই, তার পরে ইনি তাহা পাইয়াছিলেন।

হুগলি কলেজ হইতেই ইনি প্রথম বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বারো বৎসর বয়ঃক্রম কালে যখন উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করেন, তখন হইতে ইনি প্রসিদ্ধ হইতে থাকেন। তখন হইতেই বিখ্যাত কবি হিন্দু কলেজের ছাত্র ৺ দীনবন্ধু মিত্র ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ৺ দ্বারকানাথ অধিকারীর

সহিত ৺ ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর ও সাধুরঞ্জনে কবিযুদ্ধ করিতেন। তিন জনের তাৎকালিক রচনা পাঠ করিলে বোধ হইবে যে, দীনবন্ধু ও দ্বারকনাথ ঈশ্বর গুপ্তের রচনার অনুকরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করেন নাই। ইনি ভবিষ্যতে এক জন অদ্বিতীয় বঙ্গীয় লেখক হইবেন, ঈশ্বর গুপ্ত তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি ইহাঁকে তখন হইতেই সমাদর ও উৎসাহিত করিতেন।

১৮৫৩ সালে যে সময়ে হুগলি কলেজে এক জন প্রধান ছাত্র বলিয়া গণ্য, ইনি তৎকালে গ্রাম্য চতুষ্পাঠিতে কোন এক অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, প্রত্যহ বৈকালে পুথি বগলে করিয়া চতুষ্পাঠীতে গমন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন। এক বৎসর মধ্যে ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, রঘুবংশ, ভট্টীকাব্য, মেঘদূত, উদ্ধবদূত প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। ইনি চতুষ্পাঠীতে অনধিক চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। এই অল্প সময় অধ্যয়ন করিয়াই ইনি সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইংরেজির ন্যায় সংস্কৃত ভাষাতেও কৃতবিদ্য।

১৮৫৬ সালে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যে সেখানে তিন বৎসর কাল আইন অধ্যয়ন করিয়া হাইকোর্টের উকীল হইবেন; কিন্তু তাহা হইল না। সেখানে দুই বৎসর অতীত না হইতেই বি, এ, পরীক্ষায় ভারতবর্ষের প্রথম বি, এ, হন। এবং তাহার তিন মাস পরে তখনকার লেপ্টনান্ট গবর্ণর হ্যালিডে সাহেব উপযাচক হইয়া ইহাঁকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদে অভিষিক্ত করিলেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলেও কলেজের আইন অধ্যাপকগণ গ্রেপেল সাহেব ও মনট্রিও সাহেব ইহাঁকে প্রথম বি, এল, করিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি প্রথম বি, এল, হন নাই। পরে যখন ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন কলেজে অধ্যয়নের অবশিষ্ট কাল পরিপূর্ণ করিয়া উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ উপাধি পাইয়াছিলেন।

১৮৫৮ সালের আগস্ট মাসেই ইনি প্রথমতঃ যশোহরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হয়েন; তখন ইহাঁর বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর মাত্র; ইনি তিন মাস কাল কার্য্য করিয়াই সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই স্থলে ইহাঁর সোদর সদৃশ প্রিয় বন্ধু, স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়; সেই অবধি দুইজন অভিন্ন হৃদয় ছিলেন। যশোহর অবস্থিতি কালে

ইহাঁর পরিবার বিয়োগ হইল, তজ্জন্য ইনি এরূপ মানসিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, যে ডেপুটী দিগের যে দুইটী পরীক্ষা দিতে হয় তন্মধ্যে একটী পরীক্ষা প্রথমে দায়ে দিতে পারেন নাই, দ্বিতীয় বারে দিয়াছিলেন। কিন্তু এ রূপ মনঃপীড়া সত্ত্বেও তিনি সরকারি কার্য্যে এক দিনের জন্য ত্রুটী করেন নাই। এমন কি এই অল্প কালের মধ্যে এসত সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে পদস্থ হইবার সাত মাস পরেই অতি বিস্তৃত হুকুমা—নওঁয়ার (এক্ষণে কাঁতি) ভার প্রাপ্ত হন। এই মহকুমার সাত থানার কার্য্য একাকি ২১ বৎসর বয়সে সুচারু রূপে সমাধা করিতেন। ইনি কলেজের এক জন উৎকৃট ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণ হইতে এক জন উৎকৃষ্ট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন। নওঁয়া গমন কালে ইনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন।

একবৎসর কাল নওঁয়ার কার্য্য করিয়া ইনি খুলনায় বদলি হইলেন। এই স্থলে যে ইনি কিরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। মরেলগঞ্জের মরেল সাহেবের দৌরাত্ম্য যে ইনি কি প্রকারে নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং কি প্রকারে যে ইহাঁর প্রতাপের ভয়ে পলায়িত হিলি সাহেব ও অন্যান্য দুরাত্মা প্রজাপীড়ক কর্ম্মচারীকে আসাম বৃন্দাবন ও অন্যান্য স্থান হইতে ধৃত করিয়া আনিয়া দণ্ড দিয়াছিলেন তাহা এখানে বলা বাহুল্য। এই মাত্র বলিলেই হইবে যে ইহাঁর সময় হইতে খুলনার পাঁচ থানার প্রজাগণ নির্ভীক হইয়াছিল নীলকরগণ যে দেশের রাজা নহে তাহা জানিয়াছিল। সেই অবধি সুন্দর বনের অসংখ্য নদী দিয়া নির্ভয়ে নৌকা যাতায়াত করিতে লাগিল, দস্যুদল নির্ম্মূল হইল, একে একে সকলকে ইনি কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন। দেশ দেশান্তরের—শ্রীহট্ট, সুধারাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা জিলার মাঝি মাল্লারা, তাহাদিগের এ উপকার কে করিল তাহার নাম জানিল।

খুলনাতে ইনি প্রথম উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁর উপন্যাসের মধ্যে কোন্ খানি প্রথম তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। দুর্গেশনন্দিনীকে অনেকেই প্রথম বলিয়া থাকেন কিন্তু তাহা নহে। Raj mahan's wife নামে ইংরেজি ভাষায় একখানি উপন্যাস লেখেন, উহা মৃত কিশোরী চাঁদ মিত্রের সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান ফিল্ড (Indian Field) নামক সংবাদ পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। উহা ইংরেজি ভাষায় বলিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে

আরম্ভ করিলেন ; উহা সমাপ্ত না হইতেই তিনি কলিকাতার নিকট বারুইপুরে বদলি হইলেন। এই স্থলে আসিয়া দুর্গেশনন্দিনী, কপাল কুণ্ডলা, মৃণালিনী ক্রমে ক্রমে এই তিন খানি উপন্যাস প্রকাশ করিলেন। বিষবৃক্ষও এই খানে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বারুইপুর থাকিতে থাকিতে উহা প্রকাশ করেন নাই ; কোথায় কি প্রণালিতে উহা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা তাঁহার সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পাঠ করিয়াছিলেন তাঁহারা অবগত আছেন।

বারুইপুরে তিনি কি প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। বারুইপুর হইতে ছয় মাসের জন্য ইনি বদলি হইলে, বাঙ্গালা প্রদেশের আমলাদিগের বেতনের নিরিখ স্থির করিবার জন্য একটী সভা হইল, অনারেবেল সক সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন। ইনি প্রিন্‌সেপ সাহেবর পরে তাহার সম্পাদক হইলেন। এই সময়ে ইহাঁকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। সুবিধা পাইয়া ইনি এই সময়ে বি এলের পরীক্ষা দিলেন। তাহাতে সফল হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিবেন ইচ্ছা করিলেন কিন্তু তাহা করেন নাই। কলিকাতার বিশেষ কার্য্য সমাধা করিয়া ইনি বারুইপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কয়েক মাস পরে আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক বহরমপুরে বদলি হইয়া গেলেন।

বহরমপুর হইতে ১২৭৯ সালে ইনি বঙ্গদর্শন প্রকাশিত করেন। উহাতে যে বাঙ্গালা ভাষার নূতন গঠন হইল, এবং বাঙ্গালিরা যে বাঙ্গালা রচনা পাঠের আস্বাদন পাইল, তাহা বলা বাহুল্য। শেষ কয়েক বৎসর বহরমপুরের জল বায়ু ইহাঁর সহ্য হইল না—মধ্যে মধ্যে জ্বর হইতে লাগিল। পরে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী ব্যরাসত মহকুমায় বদলি হইলেন। এ স্থানে ৬ মাস অবস্থিতি করিয়া কোন বিশেষ কার্য্যে মালদহে বদলি হইলেন। সে স্থানে শারীরিক অসুস্থ হওয়াতে ছুটী লইয়া বাটি আসিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গদর্শন বন্ধ করেন। এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিয়া হুগলিতে রাজকার্য্য করিতেছেন। ইনি বাঙ্গালির মধ্যে একজন বিশেষ প্রতিভাশালি ব্যক্তি। ইহাঁর সন্তানের মধ্যে তিনটী কন্যা মাত্র। ইহাঁর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৩৯ বৎসর।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ—১৮৪৪ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত বয়রাগাদি নামক স্থানে পিত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ৺ রামলোচন ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রথম পুত্র। ইহাঁর পিতা একজন বিখ্যাত প্রধান সদর আমিন ছিলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর পুত্র সন্তান না থাকাতে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। কিন্তু শেষ পক্ষেও কিছু দিন পর্য্যন্ত পুত্র সন্তান না হওয়ায় তাঁহার মাতা তাঁহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন। ইহারই কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের জন্ম হইল। ইহাঁর জন্ম সময়ে ইহাঁর পিতা পীড়িতাবস্থায় দারজিলিংয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তান লাভ করিয়া ইহাঁর পিতা ও পরিবার বর্গ বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই অতি আদরের সন্তান বলিয়া গণ্য।

১৮৫০ অব্দে ৬ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে ইনি কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৮৫৯ অব্দে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ইনি সাধারণ হিতকর বিষয় সকলের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট পত্র নিয়মিত রূপে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠেন। এই বৎসরই নীলের হেঙ্গাম উপস্থিত হয়। ইনি নিপীড়িত প্রজাদিগের দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া সংবাদ পত্রে তাহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে ইহাঁর বিলক্ষণ উৎসাহ ও যত্ন ছিল। ইনি কিছু দিন নিয়মিত রূপে নানা সংবাদ পত্রে এই বিষয়ে অনেক গুলি পত্র লিখেন। তৎপর নীলকরদিগের অত্যাচার জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ইনি হিন্দুপেট্রিয়টের বিশেষ সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। একজন ষোড়শবর্ষীয় বালকের পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের কথা নহে। ১৮৬১ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইনি কৃষ্ণনগর কলেজ পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আইসেন। এখানে আসিবার ইহাঁর আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে ইনি ইংলণ্ডে যাওয়ার কল্পনা করিতে ছিলেন; কলিকাতায় আসিয়া তাহার কোন প্রকার সুযোগ করিবেন, মনে মনে ইহাও অবধারণ করিয়া ছিলেন। ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত ইহাঁর পিতার

আত্মীয়তা ছিল, এমন কি, যখন দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যাত্রা করেন, তখন রামলোচন ঘোষ মহাশয়ও তাঁহার সহযাত্রী হইতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু জননী প্রতিবন্ধক হওয়ায় তাহা হইয়া উঠে নাই। এই আত্মীয়তা নিবন্ধন ইনি কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার সন্তানদিগের সহিত ইহাঁর সৌহার্দ্দ জন্মিল: শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত আরও অধিক অনিষ্ঠতা হইল। তাঁহার নিকটই ইহাঁর বিলাত গমনের অভিলাষ প্রথম জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমতঃ এ আকাঙ্খা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা মনে করেন নাই।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করার পর ইনি এই সময়ে স্বয়ং এক খানি সংবাদপত্র সম্পাদনের অভিলাষী হইলেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রস্তাব অবগত হইয়া বিলক্ষণ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং উহার ব্যয় সঙ্কুলনের নিমিত্ত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দান করিতে সম্মত হইলেন। এই অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ইনি ১৮৬১ অব্দের ১লা আগষ্ট হইতে ইণ্ডিয়ান মিরার নামক পাক্ষিক পত্র প্রচারারম্ভ করিলেন। তখন ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর মাত্র। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন এবং ইণ্ডিয়ান মিরারের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন এই কার্য্যে ইহাঁর বিশেষ সাহায্য করিতেন। ১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ইনি ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক ছিলেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় দাসী ক্রয় করিয়া গৃহে রাখিবার যে কুৎসিত প্রথা আছে, ইনি সেই বিষয়ে দাসত্ব শিরোনামাঙ্কিত কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়া একটী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন।

১৮৬২ অব্দের ২৩শে মার্চ্চ ইনি পিতার সম্মতি লইয়া শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত একত্রে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইনি ইংলণ্ডে যাইয়াও অনেক দিন পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে ইণ্ডিয়ান মিরারে পত্রাদি লিখিয়া পাঠাইতেন। ইনি ১৮৬৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে দুইবার সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা প্রদান করেন, প্রথমবার কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরেরা অন্যায় পূর্ব্বক দ্বিতীয়বার ইহাঁর অধীত কোন কোন বিষয়ের পরীক্ষার নম্বর কমাইয়া না দিলে ইনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতেন। সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরদিগের এই অন্যায় ব্যবহার উপলক্ষে ইনি সিবিল

সর্ব্বিস সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তিকা লিখিয়া মুদ্রিত করেন। ঐ পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে, সিবিল সর্ব্বিস সম্পর্কে বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৬৬ অব্দের জুন মাসে ইনি ব্যারিস্টর হইবার সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে মার্চ্চ মাসে ইহাঁর পিতার পরলোক হয়। ইনি সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ১৫ই নবেম্বর কলিকাতায় আগমন করেন। ইনি ইংলণ্ডে থাকিতে দুইবার ইউ-রোপের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে নিজ ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম বারিস্টার হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। দেশে আসিয়া ইনি সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দানার্থ প্রতি বৎসর কয়েকটী ছাত্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার উপ-যোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে যত্নিক হন, কিন্তু তখন সমাজে ইহাঁর বিশেষ আধিপত্য না থাকায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

স্ত্রীশিক্ষা দান ও স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিষয়েও ইনি অনেক পরি-মাণে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। অবলাবান্ধব পত্র প্রচারিত হইলে ইনি তাহা সুরীতি পূর্ব্বক সম্পাদনার্থ অনেক প্রকার পরামর্শ দান করি-তেন। শেষে উক্ত পত্রের অর্থের অসচ্ছলতা উপস্থিত হইলে ইনি কিছু কাল তাহার ব্যয় ভারও বহন করিয়াছিলেন। কুমারী এক্রয়েড (এক্ষণে মিসেস বেবরিজ) এদেশে আসিয়া প্রায় এক বৎসর কাল ইহাঁর গৃহেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমহিলাবিদ্যালয়ের পোষ্টৃবর্গের মধ্যে ইনি এক জন ছিলেন। ইনি ১৮৭৩ অব্দের মার্চ্চ মাসে বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন, এপর্য্যন্ত ইহাঁর হস্তেই উক্ত ভার সমর্পিত আছে। ইনি বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সভারও সভ্য। অপরবিধ দেশহিতকর বিষয় সকলেও ইনি সাধারণতঃ যোগ দান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি সিবিল সর্ব্বিস সম্বন্ধে টাউনহলে যে মহাসভা হইয়াছিল, ইনি তদুপলক্ষে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে অবলম্বিত ব্যবসায়ের বাহুল্য প্রযুক্ত অন্য কার্য্যে সময়ক্ষেপণে ইহাঁর উপযুক্ত পরিমাণ অবসর নাই। তথাপি যদি দেশহিতকর বিষয় সকলের আলোচনায় ও অনুষ্ঠানে অন্যের সহিত এই রূপে একত্রিত হইয়া কার্য্য করেন, দেশের অনেক উপকার হইতে পারে।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—১২৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অষ্টম তৃতীয়া দিবস ইনি কলিকাতা মহানগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ৺ হরকুমার ঠাকুর মহাশয়ের প্রথম পুত্র। ৮ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে ইনি ইংরেজি ভাষা অধ্যয়নের নিমিত্ত হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন এবং নয় বৎসর কাল তথায় অধ্যয়ন করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালীন ইনি ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়াও ইনি ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কাল ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেবের নিকট ইংরেজি সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বাঙ্গালা ও ইংরেজি ভাষায় রচনা লিখিতে আরম্ভ করেন। ইনি বাল্যকালে যে সকল কবিতা লিখিতেন, তাহার কতক গুলি সেই সময়ের প্রভাকর পত্রে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতেও ইনি দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। পঠদ্দশাতেই ইনি সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া রীতি পূর্ব্বক তাহার চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে ইহাঁর সুন্দর অধিকার আছে। যখন সংস্কৃত ভাষা বিশেষ রূপে চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন, তখন ইংরেজি সঙ্গীতও অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎপর দেশীয় সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহাঁর বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে; এবিষয়ে ইনি কনিষ্ঠ সহোদরের উপযুক্ত ভ্রাতা বলিয়া গণ্য। ইনি অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সহযোগিতায় দেশীয় সঙ্গীতের গদ বর্ত্তমান রাখিয়া ইংরেজি নোটেসন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তদনুসারে বিলাত হইতে মিউজিকাল বক্স ও অর্গান প্রস্তুত হইয়া আইসে। বাঙ্গালা নোটেসন উদ্ভাবন করিবারও ইনি কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা করিতে পারগ হন নাই।

পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহিত একত্রিত হইয়া ইহাঁরা বেলগাছিয়ার বাগানে প্রথম রত্নাবলী নাটকের অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের জন্য ইনি দেশীয় কন্সার্ট বাদ্য প্রথম প্রস্তুত করেন এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদি দেখিয়া প্রাচীন নৃত্যের রীতিও আবিষ্কার করেন। এই নবাবিষ্কৃত নৃত্য দেখিয়া তাৎকালিক লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সর ফ্রেডরিক হ্যালিডে সাহেব অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। এমন কি, নৃত্যকারী বালকদিগকে তিনি বালিকা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন।

ইহাঁর পিতা বিষয় কার্য্যে ইহাঁর অনুরাগ ও পারগতা দেখিয়া জমিদারি

শাসনের কতক ভার ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ই ইহাঁর হস্তে সমর্পণ করেন। শেষে তিনি বিষয় কার্য্য হইতে এক প্রকার অবসরই গ্রহণ করেন। ইহাঁর ২৩।২৪ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয়, সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান ভার ইহাঁর উপর পতিত হয়।

ইনি প্রায় বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় "স্বভাব বর্ণন" নামক একখানি কবিতা গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করেন। এরূপ গ্রন্থে লোকে সাধারণতঃ যেরূপ বিকৃত রুচির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাতে তাহার কিছুই নাই, ইহা সম্পূর্ণ রূপে অশ্লীলতা বিবর্জ্জিত। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর প্রণীত আরও কয়েক খানি গ্রন্থ আছে, যথা, বিদ্যাসুন্দর নাটক, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বুঝলে কি না, উভয় শঙ্কট। সংস্কৃত মালতি মাধব নাটকও ইনিই বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। গীতাভিনয় সংক্রান্ত কোন গ্রন্থ পুর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ছিল না, ইনি শকুন্তলা গীতাভিনয় প্রণয়ন করিয়া তাহার প্রথম পথ প্রদর্শন করেন। মাইকেল মধুস্দন দত্ত ইহাঁরই উত্তেজনায় "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা" এবং "একেই কি বলে সভ্যতা" নামক দুই প্রহসন লেখেন। বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা হইতে পারে কি না, এই বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত ইহাঁর বাদানুবাদ হয়। বাঙ্গালা ভাষা অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনার উপযোগী নহে, ইহাঁর এই সংস্কার ছিল। দত্তজ কার্য্যের দ্বারা ইহা অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য রচনা করিয়া ইহাঁর নামে উৎসর্গ করেন। ইনি পরাভব স্বীকার করিয়া উক্ত কাব্য মুদ্রাঙ্কণের সমুদয় ব্যয় প্রদান করিলেন।

ইনি স্বীয় পিতৃব্য ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধ ক্রমে ভারতবর্ষীয় সভার অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে উক্ত সভার এক জন গণনীয় সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। একে একে পবলিক লাইব্রেরির মেম্বর, মিউজিয়মের ট্রষ্টি, জষ্টিস অব দি পিস ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রের পদ লাভ করিলেন। সর উইলিয়ম গ্রে সাহেবের সময়ে ইনি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। তিনিই এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় ইহাঁকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়া যান। সর জর্জ্জ কেম্বেল সাহেব প্রকাশ্য দরবার করিয়া বহু সম্মান সহকারে ইহাঁকে উক্ত উপাধি ও খেলাত প্রদান করিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশ্য দরবার করিয়া কাহাকে উপাধি বা খেলাত প্রদান করা হয়

নাই। সর জর্জ্জ কেম্বেল সাহেবের সময়ই ইনি পুনরায় বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও এক জন সদস্য। ১৮৬৬ অব্দের দুর্ভিক্ষের সময় ইনি নিজ জমিদারির প্রজাদিগকে চল্লিশ হাজার টাকা দান করেন, তজ্জন্য গবর্নমেন্ট ইহাঁর বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। অন্যান্য হিতকর কার্য্যেও ইনি বিশেষ রূপে যোগ দান ও সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের আলবার্ট হল, ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভার ট্রষ্টি এবং নেটিব হস্পিটলের গবর্নর হইয়াছেন। বিগত বর্ষে ইনি গবর্নর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ লাভ করিয়াছেন এবং দিল্লীর দরবারের সময় মহারাজা পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৪৫ বৎসর; ইনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ও ভ্রাতৃবৎসল।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত—১২৫৫ সালের ৩০এ শ্রাবণ (ইং ১৩ই আগষ্ট ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে) কলিকাতা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা ৺ঈশানচন্দ্র দত্ত এক জন সুদক্ষ ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন ও অনেক দিন সেই কার্য্যে দক্ষতা ও বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশানচন্দ্র তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের জন্যই অধিকতর খ্যাত, তিনি আত্ম মর্য্যাদা জানিতেন, জীবনে কখনও উন্নত পদাভিষিক্তদিগের খোসামোদ করেন নাই; অথচ বন্ধু ও অনুচরদিগের নিকট তিনি যে অমায়িকত্ব দয়া ও সরল স্বভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অদ্যাপি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

বাল্যকালে রমেশচন্দ্র পিতার সহিত ভাগলপুর, বীরভুম, কুমারখালী বহরমপুর, পাবনা প্রভৃতি নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন;—বস্তুতঃ ইহাঁর বাল্যকাল পল্লিগ্রামেই অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছিল। মনুষ্যের মনের ভাব গুলি এই সময়েই স্ফুর্ট হয়, বোধ হয় রমেশচন্দ্র "বঙ্গবিজেতা" প্রভৃতি পুস্তকে যে স্বভাবের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, বাল্যকালে বঙ্গদেশের সুন্দর ধান্য ক্ষেত্র ও বিশাল নদ নদী দর্শনে সে ভাব ইহাঁর হৃদয়ে প্রথমে অঙ্কুরিত হয়।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে রমেশচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত পাবনা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও সেই অবধি কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া প্রথমে হেয়ার স্কুলে, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ করিতে থাকেন।

এই বৎসরেই রমেশচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হয় ও ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয়। কিন্তু ইহাঁর পিতৃব্য শ্রীযুক্ত শশিচন্দ্র দত্তের যত্নে ইহাঁর বিদ্যা শিক্ষার কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই। রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর আমাদের সমাজের মধ্যে এক জন প্রসিদ্ধ লোক ও অনেক গুলি ইংরাজি পুস্তক রচনা করিয়া আপন বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে কত দূর সাহায্য হইয়াছে অনায়াসেই বোধ গম্য হইবে।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে রমেশচন্দ্র বিবাহ করেন ও সেই বৎসরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেয়ার স্কুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। তাহার দুই বৎসর পর ১৮৬৬ অব্দে (ফার্স্ট আর্টস) প্রথম পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ অব্দের ৩ মার্চ্চ তারিখে ইনি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত একই অর্ণবপোতে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন, ও তাহার পর বৎসর তিন জনই লণ্ডনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। সেই পরীক্ষায় তিন শতের অধিক ছাত্র উপস্থিত হয় কিন্তু এই সকলের মধ্যে রমেশচন্দ্র তৃতীয় হইয়াছিলেন ও ইংরাজী সাহিত্যে ইনি এক জন ভিন্ন আর সমুদয় ইংরাজ ছাত্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই বৎসরে (১৮৬৯) ইনি স্কটলণ্ডে ভ্রমণ করেন ও পর বৎসরে আয়ারলণ্ড ও ওয়েলশ দর্শন করেন। ১৮৭১ অব্দে ফ্রান্স, বেলজীয়ম, জরমনী, সুইটজরলণ্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া উপরি উক্ত তিন জন বঙ্গীয় সিবিলিয়ান একই পোতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

ইনি সেই অবধি রাজ কার্য্যেই প্রবৃত্ত আছেন ও এই কয়েক বৎসরের মধ্যে দুইটী গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮৭৪ অব্দের দুর্ভিক্ষে ইনি ক্লিষ্ট প্রজাদিগের সাহায্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। লেপ্টনান্ট গবর্ণরের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক রিপোর্টে ইহাঁর কার্য্যের যথেষ্ঠ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা বাখরগঞ্জ জিলায় দক্ষিণ শাহবাজপুর মহকুমায় ঝড় ও জলপ্লাবনে বহুতর লোক নষ্ট ও শস্য ঘর বাড়ী গরু মহিষ ও দ্রব্যাদির হানি হওয়ায় গবর্ণমেন্ট ইহাঁকে সেই প্রদেশ পুনরায় সুশৃঙ্খলা বদ্ধ করি-বার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ইনি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও অন্য কার্য্য বিস্মৃত হয়েন নাই।

ইনি ১৮৭২ অব্দে Three years in Europe নামক এক খানি গ্রন্থে ইউ-রোপের নানা বিষয় ও ইহাঁর ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। পর বৎসর এই পুস্তক খানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। ১৮৭৪ অব্দে Peasantry in Bengal "বাঙ্গালার কৃষক ও বঙ্গবিজেতা নামক, এক খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশ করেন, সম্প্রতি "Literature of Bengal" বাঙ্গালার সাহিত্য ও মাধবী কঙ্কণ নামক আর এক খানি উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ "Three years in Europe" ইহাঁর শ্রদ্ধাস্পদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্তকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। আর দুই খানি উপন্যাস ইহাঁর ইংলণ্ডের সহচর বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বোড়াল গ্রামে ১৮৪৮ শকের ২৩শে ভাদ্র ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রবিষ্ট হন। চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ইনি তথাকার একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া গণ্য হন; সাহিত্য ধর্ম্মনীতি এবং প্রধানতঃ ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সিপাই ও আফগান যুদ্ধের ইতিহাস লেখক কে সাহেব বেঙ্গল হিরাল্ড নামক সংবাদ পত্রে ইতিহাসের প্রশ্ন সম্বন্ধে ইহাঁর প্রদত্ত উত্তরের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর ছাত্র বৃত্তি ক্রমাগত চারি বৎসর কাল ভোগ করিয়া উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কলেজ পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে ইহাঁর পিতৃ ও প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হয়। বিংশতি, বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত ইহাঁর প্রথম পরিচয় হয় এবং তাঁহা কর্ত্তৃক ইনি তত্ত্ববোধিনী সভায় উপনিষ-দের ইংরেজি অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হন। ১৭৬৮ শকের ১৯শে শ্রাবণ ইনি ধর্ম্ম বিষয়ে প্রথম বক্ত তা করেন। ১৮৪৯ অব্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরেজি শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫১ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। ১৭৭৬ শকে (১৮৫৪ অব্দে) 'ব্রাহ্মধর্ম্মের বক্তৃতা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াই শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম

ধর্ম্মের বিষয় অবগত হন। ১৮৫৯ অব্দে ইনি স্বত প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সহোদর দ্বয়কে বিধবা বিবাহ করান। ইহা অবগত হইয়া ইহাঁর স্ব গ্রামের লোকেরা ইহাঁকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিলেন।

১৭৭৮ শকে 'ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা' প্রকাশ করিয়া স্বীয় জামাতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষকে উৎসর্গ করেন। ধর্ম্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম গ্রন্থ, এবং ইহা বাঙ্গালা ভাষার এক অতি উপাদেয় সম্পত্তি। এই সময়েই ইহাঁর মস্তকের পীড়া আরম্ভ হয়। ১৮৬৬ অব্দে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারণী সভা সংস্থাপনের আবশ্যকতার বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় এক প্রস্তাব লিখিয়া প্রকাশ করেন; তাহা হইতে হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভার উৎপত্তি হয়। কিন্তু মেলা সংস্থাপনের ভাব ইহাঁর মনে উদয় হয় নাই জাতীয় মেলা সংস্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্রের মনেই উহা উদিত হয়। ইহাঁর পুস্তিকার প্রস্তাবিত ব্যাপার সকল তিনি উক্ত মেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। সুতরাং ইহাঁর প্রস্তাবই জাতীয় মেলার এক প্রকার উৎপাদয়িতা। মস্তকের পীড়ার আতিশয্য নিবন্ধন ১৮৬৮ অব্দে ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়া দুই বৎসর কাল উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতেও পীড়ার উপশম না হওয়াতে ১৮৬৯ অব্দের ১লা জুন পেন্সন গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ১৭৯৪ শকের ৩১শে ভাদ্র 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' এবং ১১ই চৈত্র 'সেকাল আর একাল' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন; উক্ত উভয় বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত বক্তৃতা ভূত-পূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুকের আগ্রহে ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। ১৭৯৮ শকের ৪ঠা কার্ত্তিক ইনি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আর একটী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে। উল্লিখিত গ্রন্থ সকল ব্যতীত বাঙ্গালা ও ইংরেজি ভাষায় ইহাঁর রচিত নিম্ন লিখিত গ্রন্থ গুলি আছে। যথা—

'ব্রহ্মসাধন' 'প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে'? 'ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ'; 'আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত'; 'হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত'; 'A defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj'; 'Brahmic question of the day answered'; 'Brahmic Advices, Caution and Help'; 'The Adi Brahmo Somaj, its views and principles'; 'What is Brahmo Somaj'? 'Thiestic Toleration and diffusion of theism'; 'Adi Brahamo

Somaj as a church' এতদ্ব্যতীত সমদর্শী নামক সাময়িক পত্রিকায় 'Science of Religion' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; তদুপলক্ষে ইণ্ডিয়ান মিরার বলিয়াছেন, ইহাতে যুক্তির পরিষ্কৃতি ও গভীরতা দৃষ্ট হয়। Clearness and depth of reasoning। বিলাতের প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদী ভয়েসি সাহেব ও নিউম্যান সাহেব 'What is Brahmoism' নামক গ্রন্থকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভয়েসি সাহেব বলিয়াছেন—"It is magnificiently true and wise" ইহা প্রচুর রূপে সত্য ও জ্ঞান পূর্ণ। নিউম্যান সাহেব বলিয়াছেন—"It is highly refreshing, highly encouraging and the writer has my warmest Sympathy"—ইহা বিলক্ষণ সঞ্জীবক ও অতিশয় উৎসাহকর; লেখকের সঙ্গে আমার অতি গাঢ়তর সহানুভূতি আছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র—১৮২৪ অব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার অতি সন্নিহিত শুঁড়ো নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ৺ রাজা জন্মেজয় মিত্রের পুত্র। ইনি পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বাড়ীতে বাঙ্গালা ও পার্সী পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে ৮ কি ৯ বৎসর বয়সের সময় ক্ষেমচন্দ্র বসুর স্কুলে প্রথম ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করেন। তৎপর গোবিন্দচন্দ্র বসাকের প্রতিষ্ঠিত "আঙ্‌লো ইণ্ডিয়ান একেডেমি নামক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে ইহাঁদিগের এক জন কুটুম্ব খৃস্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে ইহাঁর পিতা অতিশয় শঙ্কিত হইয়া ইহাঁকে বিদ্যালয়ে যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু এত অল্প বয়সে পুত্রের শিক্ষার পথ এক কালে রহিত হওয়া উচিত নয় বিবেচনা করিয়া কামিরন নামক এক জন সাহেবকে ইহাঁর অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। ইনি তাঁহার নিকট কিছু কাল গৃহে ইংরেজি ভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৮৩৮ অব্দে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নার্থে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৪২ অব্দে ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ইহাঁর ইংলণ্ডে যাওয়ার প্রস্তাব হয়। ইহাঁর পিতা এই কথা অবগত হইতে পরিয়া ইহাঁর মেডিকেল কলেজে যাওয়া রহিত করিয়া দিলেন এবং ইহাঁকে বাড়ীতে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। যিনি উত্তর কালে অতি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, যাঁহার খ্যাতি ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার একবারে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক রহিত হয়। জ্ঞানার্জ্জনের প্রবল তৃষ্ণা এবং স্বাভাবিক

প্রতিভা বিদ্যমান থাকাতে ইনি উত্তর কালে এত প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঐকান্তিক যত্ন, অসাধারণ দৃঢ়তা ও আত্ম নির্ভর না থাকিলে ইনি এত বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার পরও কখনই এত উন্নতি করিতে সমর্থ হইতেন না। মেডিকেল কলেজে যাওয়া রহিত হইলে পর ইনি গৃহে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন এবং পার্সীর পুনরালোচনা আরম্ভ করেন। তৎপরবর্ত্তী চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে লাটিন, ফ্রেঞ্চ, উর্দ্দু, হিন্দি, ব্রজভাষা প্রভৃতি শিক্ষা করেন।

১৮৪৮ অব্দের নবেম্বর মাসে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও পুস্তকাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই ইনি প্রাচীন গবেষণা প্রভৃতি বিশিষ্ট রূপে করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৬ অব্দে অপ্রাপ্ত ব্যবহারদিগেব আশ্রমের (Words Institution) তত্ত্বাবধায়কতা পদ প্রাপ্ত হন, তদবধি এই কার্য্যই করিয়া আসিতেছেন। ১৮৫০ কি ৫১ অব্দে ইনি বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমান্বয়ে ৮।৯ বৎসর কাল এই পত্র সম্পাদন করেন; তৎপর রহস্য-সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়, এই পত্রও চারি বৎসর কাল ইনি নিজ হস্তে সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক ভুগোল, শিল্পিক দর্শন প্রভৃতি ইহাঁর লিখিত কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। ইহাঁর সম্পাদিত পত্রিকা ও লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে সহজেই প্রতীতি হইয়া থাকে, যে ইনি সাধারণ অনুবাদক নহেন, ইংরেজি গ্রন্থ হইতে কেবল কতকগুলি বিষয় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা ইহাঁর ব্রত নহে, ইনি নিজে অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং সেই সকল বিষয়ে অপরের লিখিত প্রস্তাবের সহিত নিজ অনুসন্ধানের ফল যথা সম্ভব সমন্বয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইনি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন। ইহাঁর ভাষা আরও কিঞ্চিৎ প্রাঞ্জল ও সুললিত হইলে ঐ সকল বিষয়কে বাঙ্গালা ভাষার এক অতি প্রধান সম্পত্তি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারিত।

প্রাচীন গবেষণা সম্বন্ধে ইহাঁর লিখিত অনেক গুলি ইংরেজী প্রবন্ধ আছে। ইহার অনেক প্রস্তাব আসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছে। অ্যান্টিকুইটিস অব উড়িষ্যা Antiquities of Orissa নামক গ্রন্থই ইহাঁর সর্ব্ব প্রধান কীর্ত্তি। ১৮৭৫ অব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার খ্যাতি সভ্য দেশ মাত্রেই বিস্তৃত হইয়াছে। ইনি নিম্ন লিখিত ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সমাজ সকলের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন

যথা—গ্রেটবৃটেন এবং আয়র্লণ্ডের রয়েল আসিয়াটিক সভা, ভিয়ানার ইম্পিরিয়াল্ একেডেমি নামক বিজ্ঞান সভা, জর্ম্মণ এবং আমেরিকান অরিএন্টাল সোসাইটী এবং হঙ্গারির রয়াল একেডেমি নামক বিজ্ঞান সভা এবং কোপেন হেগেনের রয়াল সোসাইটী অব নর্দ্দারন আন্টিকোয়ারিস।

এদেশেও সাধারণ হিতোদ্দেশে যে সকল সভা হইয়া থাকে, ইনি তাহার অধিকাংশের সহিতই যোগ দিয়া থাকেন। ইনি ভারতবর্ষীয় সভার সৃষ্টি অবধিই তাহার এক জন প্রধান সভ্য বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছেন। ইনি পূর্ব্বেও কলিকাতার এক জন মিউমিসিপল কমিসনর ছিলেন; আবার ১৮৭৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে করদাতাদিগের নির্ব্বাচনানুসারে পুনঃ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি সদ্বক্তা ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক। মান মর্য্যাদা লাভের নিমিত্ত পরানুগত্য করা ইহাঁর ধর্ম্ম নহে। অনেক বিষয়ে ইনি বাঙ্গালি জাতির বিশেষ গৌরবস্থল।

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন ১৭৫৩ শকের (সন ১২৩৮ সাল) ২১ শে আষাঢ় হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত ইল্‌ছোবা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ হলধর চূড়ামণি। চূড়ামণি মহাশয়ের ৪ কন্যা এবং ইনিই এক মাত্র এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র। চূড়ামণি মহাশয় সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় থাকিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতী ব্যবসায় করিতেন। তৎকালে পল্লীগ্রামস্থ বালকদিগর গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যেরূপ লেখা পড়া হইত ১০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইহাঁরও সেই রূপ হইয়াছিল। অনন্তর উপনয়নের পর পিতা ইহাঁকে সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করান। প্রায় দুই বৎসর কাল গ্রামস্থ এক জন অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণের কিয়দ্দূর অধ্যয়ন করা হইলে চূড়ামণি মহাশয় ইহাঁকে কলিকাতায় আনিয়া ১৮৪৪ অব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই সময়ে ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর। ইনি সংস্কৃত কালেজে থাকিয়া যথাক্রমে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাঙ্খ্য, ন্যায় প্রভৃতি সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক পাঠ্য পুস্তক সমুদয় এবং কিঞ্চিৎ ইংরেজি অধ্যয়ন করেন।

এই সময়ে ইহাঁকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমই অতি

প্রচুর পরিমাণে করিতে হইয়াছিল। চূড়ামণি মহাশয় যদিও পুত্রগত প্রাণ ছিলেন, তথাপি অবস্থার ক্ষুন্নতা বশতঃ বাসার সমুদয় সুবিধা করিতে পারেন নাই। এজন্য ইহাঁকে তাদৃশ তরুণ বয়সেও দুই বেলা পাক ও পাকানুষঙ্গিক অপরাপর সমুদয় কার্য্য স্বহস্তে করিতে হইত এবং সময়ে সময়ে যজমান ভবনে ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হইলে তাহাতেও পিতার সহায়তা করিতে হইত। এই সমুদয় সত্ত্বেও ইহাঁর পাঠাভ্যাসের কিছু মাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। উহার মধ্যে একটী মাত্র এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে—বোপদেব প্রণীত কবিকল্পদ্রুম নামক ধাতুপাঠ আদ্যোপান্ত সমুদয় ইহাঁর কণ্ঠস্থ ছিল; কিন্তু উহা সর্ব্বদা আবৃত্তি না করিলে বিস্মৃত হইতে হয়, এজন্য ইনি প্রতি দিন বাসা হইতে গঙ্গাস্নানে যাওয়া ও তথা হইতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করা এই সময়ের মধ্যে পথে পথেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের স্নানোত্তরকালীন স্তব পাঠের ন্যায় ঐ সমগ্র ধাতু পাঠ ও আবৃত্তি করিয়া সমাপ্ত করিতেন।

ইনি ব্যাকরণ শ্রেণীতে যে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, প্রতি বর্ষেই পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর সাহিত্য শ্রেণীতে উঠিয়া জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু সেবার বিফল প্রযত্ন হয়েন। কিন্তু তৎপর বর্ষেই (১৮৪৭ অব্দে) মাসিক ৮ টাকার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন এমত নহে, তদ্বৎসরে ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত সমুদয় বালকের মধ্যে ইনি সর্ব্ব প্রথম রূপে পরিগণিত হয়েন। ১৮৫০-৫১ অব্দে ইনি সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রদান করেন। ঐ সময়ে সংস্কৃত কালেজে ৮টী ১৫ টাকার এবং ৪টী ২০ টাকার সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি ছিল, উক্ত পরীক্ষা প্রদানার্থীরা সচরাচর প্রথমে ১৫ টাকার ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ২।৩ বর্ষ পরে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিলে শেষে ২০ টাকার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ইনি প্রথম বর্ষের পরীক্ষাতেই ১৫ টাকার ছাত্রবৃত্তি না পাইয়া একবারে ২০ টাকার সর্ব্বোচ্চ ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং ৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য ভিন্ন অপর সকলের অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়া সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদিগের তালিকায় ২য় রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন মার্শেল সাহেব ঐ বৎসরে পরীক্ষক ছিলেন, তিনি ইহাঁর উক্ত রূপ যোগ্যতা দর্শনে অপরিসীম আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় রিপোর্টে ইহাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। কেবল মার্শেল সাহেব কেন,

ইনি যতবার স্কলার্‌সিপ পরীক্ষা দিয়াছেন প্রতি বারই পরীক্ষকেরা ইহাঁর বিশেষ যোগ্যতাসূচক মন্তব্য আপন আপন রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইনি উক্ত কলেজের যে যে অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, সকলেই ইহাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বভাব চরিত্রের জন্য পরম প্রীত ছিলেন এবং সকলেই ইহাঁকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

১৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। ১৭৫৪ অব্দে নানাবিধ কারণে অর্থ ও অবসরের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে সুতরাং ঐকালে কালেজ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কার্য্যের চেষ্টা দেখার বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই সময়ে হুগলিতে একটী বাঙ্গালা নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়, উহার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য জানিয়া ইনি আবেদন করেন। তৎকালে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাঁকে কালেজ ছাড়িতে দিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। সংস্কৃত কালেজে সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পাইবার নির্দ্দিষ্ট সময় ৬ বৎসর ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিলযে ঐ ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তিনি গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া ইহাঁর জন্য আর দুই বৎসর সময় বাড়াইয়া দিবেন; এবং তদ্দ্বারা ইহাঁকে ইংরেজি বিদ্যায় অধিকতর শিক্ষিত করিবেন। কিন্তু ইনি নানা অসুবিধা নিবন্ধন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাদৃশ অনুকম্পাসূচক প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে পারিলেন না। সুতরাং মাসিক ৫০ টাকা বেতনে নর্ম্মাল স্কুলের ২য় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ১৮৫৬ অব্দের ২৫ শে আগষ্ট ইহাঁকে হুগলীতে যাইতে হইল।

হুগলীতে যাওয়ার পরে সংস্কৃত কালেজ হইতে ইহাঁর যে সর্টিফিকেট বহির্গত হয় তাহাতেই ইহাঁর ন্যায়রত্ন উপাধি লিখিত ছিল। শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সময়ে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান ছিলেন, ইনি অতি অল্প কাল মধ্যে তাঁহার অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁর সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রায় কোন কার্য্যই করিতেন না।

ইনি ১৮৫৮ অব্দে কাপ্তেন রিচার্ডসন্ প্রণীত হিষ্টিরি অব দি ব্লাকহোল নামক ক্ষুদ্র ইংরেজি পুস্তকের বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ অব্দের শেষে ইনি বস্তুবিচার নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধক্রমে ১৮৫৯ অব্দে ইনি বাঙ্গালা ইতিহাসের

প্রথম ভাগ ইংরেজি হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, এবং ১৮৬২ অব্দের প্রথমে ইহাঁর রোমাবতী নামক উপাখ্যান পুস্তক প্রকাশিত হয়।

ইনি মাসিক একশতটাকা বেতনে, ১৮৬২ অব্দের ১০ই ডিসেম্বর বর্দ্ধমান গুরুট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হইয়া যান। বর্দ্ধমানে অবস্থান কালে ইনি যাহা যাহা লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধক্রমে লিখিত শিশুপাঠ খানি প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি হুগলীতে থাকিবার সময়ে যে বাঙ্গালা ব্যাকরণের রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাও ঐ সময়ে প্রচারিত হয়।

ইনি মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৬৫ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বহরমপুর কলেজে গমন করেন। তদবধি ইনি বহরমপুরেই আছেন। ইনি সর্ব্বত্রই অতি যোগ্যতার সহিত স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

বহরমপুর যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ইহাঁর পিতৃ ও পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল, কয়েক মাস পরেই ইহাঁকে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিতে হয়। এবং ঐ স্থানে অবস্থান কালেই ইনি ১৮৬৬ অব্দে ঋজু ব্যাখ্যা, ১৮৬৯ অব্দে দময়ন্তী এবং ১৮৭২ অব্দে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ এবং ১৮৭৩ অব্দে বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের রচনাও প্রকাশ করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানিই ইহাঁর প্রধানতম কীর্ত্তি। পঞ্চদশাতেই ইনি কয়েক জন আত্মীয়ের সহিত সমবেত হইয়া নিজ বাস গ্রামে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত একটী বাঙ্গালা ও ইংরেজি বিদ্যালয়, একটী ডাক্তারখানা ও একটী পোষ্টঅফিস সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ঐ বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দানার্থী ছাত্রদিগের নানা কারণে ভারতবর্ষীয় ইতিহাস পাঠের অসুবিধা হয় দেখিয়া ১৮৭৪ অব্দে ইনি ভারতবর্ষের এক খানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লিখিয়া প্রচারিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী—ইনি ১৮১৩ অব্দে কৃষ্ণনগর সহরের অন্তর্গত বারুহদ্দা নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর দেওয়ানপরিবার ইহাঁর মাতামহবংশ; ইহাঁর পিতৃবংশীয়গণও উক্ত রাজসংসারে এবং দিনাজপুরের রাজার গৃহে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষদিগের অনেকে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিতেন।

ইঁহার পিতা অত্যন্ত আহ্নিকপুত ছিলেন; তিনি অধিকাংশ সময়ই ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যয় করিতেন, স্বীয় সন্তানের শিক্ষা কার্য্যের কোনরূপ তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না। ইঁহার শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শন করিবার ভার ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে ন্যস্তছিল। তিনি ইঁহাকে পাঠশালায় নিযুক্ত করিয়াদেন, কিন্তু ইনি এই সময়ে অলস ও অসৎসংসর্গপ্রিয় হইয়া উঠায় এবং গুরুমহাশয়েরও শিক্ষা দান কার্য্যে দক্ষতা না থাকায়, ইঁহার পাঠশালায় যাওয়া প্রায়ই ঘটিত না। ইঁহার ভ্রাতা দেখিলেন, এই সংসর্গ ছাড়াইয়া ইঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া না গেলে ইঁহার সংশোধনের আর উপায় নাই। সুতরাং তিনি ইঁহাকে তাঁহার কর্ম্মস্থান আলীপুরে লইয়া আসিলেন। এখানে থাকিয়া তেরবৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইনি কলিকাতা হেয়ারস্কুলে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ইনি এত অজ্ঞ ছিলেন যে, শুদ্ধ রূপে বাঙ্গাল বর্ণমালা পর্য্যন্ত লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না। এই বিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া হেয়ার সাহেবের অনুরোধে হিন্দু কলেজে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হন; ইঁহার কলেজের বেতনও স্কুল সোসাইটী হইতে দেওয়ার নিয়ম হয়।

হিন্দু কলেজে যাইয়া ইনি চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। এই শ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য্যে সুবিখ্যাত ডিরোজিও সাহেব নিযুক্ত ছিলেন। আরও সুখের বিষয় এই যে, ইনি সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে ৮ রামগোপাল ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রাজা দিগম্বর মিত্রকে প্রাপ্ত হইলেন। ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষা গুণে এবং রামগোপাল ঘোষের উৎসাহ উদ্যমে একটী অগ্রগামী নূতন দলের সৃষ্টি হইল, ইঁহারাই বঙ্গীয় সমাজের প্রথম সংস্কারক। এই সংস্করণ কার্য্যে প্রধান উদ্যোগীদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী এক জন গণনীয় ব্যক্তি ছিলেন। অনেকে শেষে পরিণত বয়সে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি কখনই পশ্চাৎপাদ হন নাই। অধিকন্তু ক্রমে যত অগ্রগামী সংস্কারক কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছেন, ইনি ততই একাগ্রতার সহিত তাঁহাদিগের পুরোবর্ত্তী হইতেছেন; অত্যগ্রশীলদিগের সহিতই ইঁহার সর্ব্বদা সহানুভূতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন সংস্কারকই বলিতে পারিতেছেন না, চিন্তা, ভাব বা কার্য্যে আমি ইঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়াছি। ইঁহার আর একটী মহৎ গুণ এই, ইনি বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে কখনই সঙ্কুচিত হন না।

১৮৩৪ অব্দে ইনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া হেয়ার সাহেবের সহায়তায়

তাঁহার বিদ্যালয়ের নিম্নতম শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি হেয়ার স্কুলেই নিযুক্ত ছিলেন, উক্ত বৎসর কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, প্রার্থনা করিয়া তথায় পরিবর্ত্তিত হইলেন। ইনি পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র সংস্কারকদলের এত প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তাঁহারা স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ একটী স্বর্ণ ঘড়ি প্রদান করিলেন। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

কৃষ্ণনগর হইতে ইনি বর্দ্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া যান। বোধ হয়, এই স্থানেই ইনি উপবীত পরিত্যাগ করেন। এই উপবীত ত্যাগ সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ বিবরণ আছে। একদা ইনি পৌত্তলিক মতে কোন মৃত আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া করিতে ছিলেন, তাহা দেখিয়া ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কি অন্য কোন কনিষ্ঠ আত্মীয় অন্য কোন সন্নিহিত স্থান হইতে ইহাঁকে শুনাইয়া বলিতে ছিল "এইত বলা হয়, আমি পৌত্তলিকতার কোন কাজই মানি না, তবে এ শ্রাদ্ধ করা হইতেছে কেন?" এই কথা শুনিয়া ইহাঁর অতিশয় আত্মানুশোচনা উপস্থিত হইল। ইনি সেই হইতেই সঙ্কল্প করিলেন, সর্ব্ব প্রকারে পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন। হিন্দু সমাজের সংস্রবে থাকিয়া ইনিই প্রথম উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন; উপবীত ত্যাগ করিয়া ইহাঁকে অতিশয় নিপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান স্কুল উঠিয়া যাওয়ার পর ইনি উত্তরপাড়া স্কুলে পরিবর্ত্তিত হন। তথা হইতে রসাপাগলার স্কুলে এবং তৎপর বরিশাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৬০ অব্দে কৃষ্ণনগর কলেজে পুনর্নিযুক্ত হইয়া আইসেন এবং ১৮৬৫ অব্দে পেন্সন গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ইনি যখন যেখানে গিয়াছেন, তথায়ই ছাত্র, শিক্ষক এবং পরিচিত ব্যক্তিমণ্ডলীর বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর কৃষ্ণনগরস্থ বন্ধুরা ১৮৫৪ কি ৫৫ অব্দে হাড্সন নামক এক সাহেবের দ্বারা ইহাঁর এক প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি কৃষ্ণনগরে রহিয়াছে।

৺ রামগোপাল ঘোষ ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সহিত ইহাঁর অত্যন্ত আত্মীয়তা ছিল। রসিককৃষ্ণকে ইনি উপদেষ্টা ও নেতা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদিগের নাম স্মরণ করিলেই ইহাঁর মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হয়। ইনি বলেন, ইহাঁর জীবনে যাহা কিছু সুখ, তাহা ইহাঁর

কলিকাতাস্থ বন্ধুদিগের সংসর্গজনিত। ইহাঁর আত্মীয় বন্ধুর অভাব নাই। শত্রু কেহ আছে, জানি না। বস্তুতঃ ইহাঁর ন্যায় সর্ব্ব লোকপ্রিয় ব্যক্তি অতি বিরল। সকল সমাজেই ইহাঁর সম্মান আছে; ইহাঁর নিন্দাকারী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি সাক্ষাৎভাবে বিশেষ কোন গুরুতর কার্য্য করিয়াছেন এমত নহে, কিন্তু পরোক্ষভাবে ইহাঁর সাধু জীবন অনেকের জীবনকে সংগঠন করিয়াছে, অনেককে সাধু পথে আনয়ন করিয়াছে। ৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র যথার্থই বলিয়াছেন, ইহাঁর সংসর্গে এক দিন থাকিলে দশ দিন ভাল থাকা যায়। "An honest man is the noblest work of God" সাধু লোক ঈশ্বরের সৃষ্টির অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইনি বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধ; উৎসাহ উদ্যমে যুবক, এবং সরলতায় বালক।

শ্রীযুক্ত রামদাস সেন—ইনি বহরমপুর নিবাসী ৺ দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন মহাশয়ের পৌত্র। ইহাঁর পিতার নাম ৺ লালমোহন সেন। ১৭৬৭ শকের ২৫ শে অগ্রহায়ণ বহরমপুরে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি বহরমপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ইনি সংবাদপত্রে গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁর লিখিত কবিতাগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলেই ইনি তাহাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-ঘটিত প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপর ঐতিহাসিক রহস্য গ্রন্থে ঐ সকল প্রবন্ধ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভট্টমোক্ষমূলরের আদেশানুসারে তাঁহাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। তিনি লণ্ডনের 'ওরিএন্টাল কনগ্রেস' সভার বক্তৃতায় এই গ্রন্থের এবং গ্রন্থকর্ত্তার গবেষণার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইংরেজি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ সমালোচিত ও প্রশংসিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এক্ষণে তৃতীয় ভাগ প্রকাশে নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐতিহাসিক রহস্যের দ্বিতীয় ভাগ পূর্ব্বভাগের ন্যায় ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের বুধমণ্ডলী কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছে। ইনি ভারতবর্ষের এই সকল প্রাচীন বৃত্তান্ত বিবিধ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ এবং তাম্রশাসনাদি হইতে বিশেষ আলোচনা করিয়া সঙ্কলন করিতেছেন। ইনি

ইংরেজি বাঙ্গালা প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাবৃত্ত ঘটিত নানাবিধ প্রবন্ধ সর্ব্বদা লিখিয়া থাকেন। ইনি ইংরাজিতে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত যে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। ইনি বহরমপুরের অনরেরি মাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপল, রোডসেস্, বিদ্যালয় সমূহের কমিটীর, ইকননিক মিউজিয়ম এবং চিকিৎসালয়ের সভ্য। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার আসিয়াটিকসোসাইটী, লণ্ডনের সংস্কৃত টেক্স সোসাইটী, ওরিএন্টেল কনগ্রেস ও জুয়লজিকেল সোসাইটীর সভ্য। ইনি ভট্টমোক্ষমূলর, হুইটনী, বুলার, বেবর গবরনেটীস প্রভৃতি ভাষা তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সঙ্গে পত্র দ্বারা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত রেবারেণ্ড লাল বিহারী দে—১৮২৬ অব্দের ১৮ ই ডিসেম্বর ইনি বর্দ্ধমানের সন্নিহিত পলাসী নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা জেনারল আসেমব্লিস ইনিষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই বিদ্যালয় তৎকালে ডাক্তার ডফসাহেবের পরিদর্শনাধীন ছিল। ইনি ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কাল, উক্ত বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং তিনটী স্বর্ণপদক লাভ করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের আর কোন ছাত্র পূর্ব্বে কখনও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয় নাই। ১৭৪৩ অব্দে ইনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ডাক্তার ডফ ও আরও কতিপয় খৃষ্টধর্ম্ম যাজকের সাহায্যে একাধিক্রমে প্রায় ছয় বৎসর কাল ধর্ম্ম বিজ্ঞান পাঠ করেন। ১৮৫১ অব্দে ইনি ধর্ম্ম প্রচার করিবার অধিকার লাভ করেন এবং ১৮৫৫ অব্দে ধর্ম্মযাজকের পদে বরিত হন। ইনি কয়েক বৎসর কালনার প্রচার কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তৎপর ১৮৬০ অব্দে হেদুয়ার গির্জ্জার ধর্ম্ম যাজকতা পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আইসেন। এই সময়ে ইনি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের একজন প্রধান প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে ইংরেজি ভাষায় অনেক গুলি বক্তৃতা করেন, ঐ সকল বক্তৃতা 'Antidote to Brahmoism' নামে পুস্তকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এতৎপূর্ব্বে ইনি বাঙ্গালা ভাষায় বৈদান্তিক মত সম্বন্ধেও এক খানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রায় দুই বৎসর কাল অরুণোদয় নামক একখানি পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৬০ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া ইনি প্রথমতঃ ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার

Indian Reformer তৎপর ফ্রাইডে রিভিউ Friday Review নামক দুই খানি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্র প্রচার করেন। ইনি এই উভয় পত্রই বিলক্ষণ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইনি এমন সুন্দর ইংরেজি লিখিয়া থাকেন যে এক খানি ইংরেজিপত্র ইহাঁকে বাঙ্গালার আডিসন আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। অপর কোন কোন ইংরেজ বলিয়াছেন, ইহাঁর ইংরেজি ভাষা এমন পরিশুদ্ধ যে কোন ইংরেজ তাহা স্বজাতীয়ের লিখিত বলিয়া জ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না।

১৮৬৭ অব্দে ইনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়া বহরমপুর কলেজের প্রধান-শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭২ অব্দে ইনি তথা হইতে হুগলী কলেজে পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসেন। ১৮৭৬ অব্দে অধ্যাপকতা পদে নিযুক্ত হইয়া শিক্ষাবিভাগের চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নমিত হইয়াছেন। এদেশীয় খৃষ্টানদিগের একটী সমাজ সংগঠন হয় এবং তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র ধর্ম্মমন্দির ও ধর্ম্মযাজক ইত্যাদি থাকে, এইটী ইহাঁর হৃদয়গত ইচ্ছা। এই প্রস্তাবের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া অনেক দিন হইল ইনি ইংরেজি ভাষায় একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাঁর আর দুই খানি পুস্তিকা আছে তাহার এক খানি বাইবলের সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য Literary Beauties of the Bible, এবং অপর খানি Searchings of hearts in connection with Missions.

ইনি সাধারণ প্রজাবর্গের দুঃখে কাতর; তাহাদিগের দুঃখ দুর্গতিতে ইহাঁর বিলক্ষণ সমদুঃখতা আছে। ইনি সাধারণ লোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে Primary education in Bengal নামক এক খানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। গোবিদ সামন্ত নামক ইংরেজি উপন্যাসে ইনি রাইয়ত দিগের দুরবস্থা অতি বিশদ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ইংলণ্ডে অতি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। বিখ্যাত ইংরেজি পত্র সকল ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১৮৪০ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরাহনগর উপনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি প্রথমতঃ বরাহনগর ইংরেজি বিদ্যালয়ে পাঠ করেন। তৎপর কাশীপুর ইংরেজি বিদ্যালয়ে এবং তথা হইতে কলিকাতা হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া-

ছিলেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ইনি কলিকাতার ট্রেজরিতে কেরাণী নিযুক্ত হন। প্রায় ১৪ বৎসর অতীত হইল ইনি ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ইনি প্রথমে বরাহনগরে একটী সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন করেন। ইহার পর বরাহনগর ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনার এক বৎসর পরে, ইনি উপবীত পরিত্যাগ করেন এবং পাঁচ বৎসর পরে, এক আত্মীয় বিধবাকে অন্য জাতীয় এক ব্রাহ্মের নিকট বিবাহ দেন; তন্নিবন্ধন ইহাঁকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও বাড়ী হইতে তাড়িত হইতে হয়। কিন্তু ইনি ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার সদনুষ্ঠান ও পরোপকার সাধন করায় দেশের লোকের পূর্ব্ব বিরাগ এক প্রকার লোপ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রায় বার বৎসর হইল ইহাঁর চেষ্টায় বরাহনগরে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। গড়ে ৭০।৮০ জন ছাত্রী এই বিদ্যালয়ে নিয়মিত রূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

বরাহনগরে বোর্ণিও কোম্পানির চটের কলে যে সকল শ্রমজীবী কাজ করে, তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ ১৮৬৬ অব্দে ইনি একটী নৈশবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এক বৎসরের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৩৫ জন হয়। বোর্ণিও কোম্পানি ইহাঁর সাধু চেষ্টার বিষয় অবগত হইয়া বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একটী সুন্দর গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তদবধি বিদ্যালয়ের কার্য্য এক প্রকার মন্দ চলিয়া আসিতেছে না। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা দান বা পরিদর্শনের ভার এখন ইহাঁর হস্তে নাই, বোর্ণিও কোম্পানি স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় ব্যতীত ইনি শ্রমজীবীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত আরও দুইটী নৈশবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রমজীবীদিগের উন্নতিসাধনের দিকেই ইহাঁর অধিকতর চেষ্টা ও উদ্যম লক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন কল্পেও ইহাঁর বিশেষ যত্ন আছে। সামান্য লোকদিগের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য বরাহনগরে যত চেষ্টা হইতেছে, আমাদিগের দেশের আর কোন স্থানেই এতাদৃশ চেষ্টা লক্ষিত হয় না। এমন কি, শ্রমজীবীদিগের উন্নতি কল্পে ইনিই প্রথম প্রস্তুত ও যাত্নিক হইয়াছেন, এপর্য্যন্ত একমাত্র ইনিই সেই কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। আর কোথাও যদি এসম্বন্ধে কিছু হয়, তবে তাহা ইহাঁরই সাধু দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া হইবে। ইহাঁর নাম একার্য্য দ্বারাই প্রধান রূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৮৬৯ অব্দে ইনি শ্রমজীবীদিগের

সামাজিক উন্নতিসাধনের নিমিত্ত "শ্রমজীবীদিগের সভা Working men's Institution" এবং তাহাদিগের ধর্ম্মোন্নতি সাধনের নিমিত্ত সাধারণ ধর্ম্মসভা সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রমজীবীরা আপন আপন আয়ের কিছু কিছু অংশ যাহাতে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, এই নিমিত্ত ইনি অনেক চেষ্টা করিয়া বরাহনগরে একটী গবর্ণমেন্ট সেবিংস ব্যাঙ্কও সংস্থাপন করাইয়াছেন।

১৮৭১ অব্দের এপ্রিল মাসে ইনি সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন করেন। ইনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া যে সকল প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তাহার মধ্যে এদেশীয় স্ত্রীজাতি ও সামান্য লোকদিগের দুঃখ দুর্গতির কথাই অধিক ছিল। যাহাতে তথাকার সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের এবিষয়ে স্নেহদৃষ্টি ও সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়, সে জন্যও ইনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফল স্বরূপ বরাহনগর ইনিষ্টিটিউট নির্ম্মাণার্থ বিস্তর অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৬৭ অব্দে ইহাঁর মনে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটী প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা জন্মে। তৎকালে ইনি বন্ধুবর্গের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎপর ইংলণ্ড হইতে চাঁদা সংগ্রহ হইয়া উক্ত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ গৃহে ব্রাহ্মসমাজ, বালিকাবিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, শ্রমজীবীদিগের সভা ও সাধারণ ধর্ম্মসভা প্রভৃতির অধিবেশন হইয়া থাকে। ইনি ইংলণ্ডে থাকিতে 'গুড টেমপ্লার' নামক সুরাপান নিবারণী সভা এবং লণ্ডনের শ্রমজীবীদিগের সভার সভ্য পদে বরিত হন। ইনি কয়েক মাস ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়া শীত ঋতুর শেষভাগে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে ইনি শ্রমজীবীদিগের নিমিত্ত পুস্তকালয় সংস্থাপন এবং একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া "ভারত শ্রমজীবী" নামক মাসিক পত্র প্রচারারম্ভ করেন। ১৮৭৪ অব্দের অক্টোবর মাস হইতে ভারত শ্রমজীবী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা এক সময়ে পনর সহস্র পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইত, কিন্তু এক্ষণে তিন সহস্রের অধিক মুদ্রিত হইতেছে না। ইনি বরাহনগর সমাচার নামক একখানি পাক্ষিক পত্রও কয়েক বৎসর প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন তাহা রহিত হইয়াছে। বরাহনগরের প্রায় সমুদয় হিতকর কার্য্যেই ইহাঁর সংস্রব আছে। ইনি ইংলণ্ডে যাওয়ার পূর্ব্বে উত্তর ঔপনাগরিক মিউনিসিপালিটীর অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। বরাহনগর সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভা ও সাধারণ পুস্তকালয়ও প্রধা

মতঃ ইহাঁরই যত্নে সংস্থাপিত হয়। ইহাঁর যত্নে যে বরাহনগরের অনেক উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

ইহাঁর এই সকল সাধু কার্য্যে পরলোকগতা কুমারী কার্পেন্টার হইতে ইনি যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইহাঁকে নিজ সন্তানের মত স্নেহ করিতেন এবং তিনিই ইহাঁর প্রধান আত্মীয় ও পৃষ্ঠপূরক ছিলেন। ইহাঁর প্রথম স্ত্রীর (যিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন) পরলোক হইলে পর তিনিই ইহাঁর প্রথম দুই পুত্রকে নিজ ব্যয়ে ইংলণ্ডে বিদ্যা শিক্ষার্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। ইহাঁর প্রথম স্ত্রী প্রায় দুই বৎসর হইল পরলোকগতা হইয়াছেন। ইনি সম্প্রতি (১৮৭৭ অব্দের মে মাসে) বঙ্গমহিলাবিদ্যালয়ের এক জন ছাত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এইটী অসবর্ণ বিবধা বিবাহ। ইনি প্রায় তিন বৎসর হইল, ডাক বিভাগের পরিদর্শকের পদে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত আছেন।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—১৮৪০ অব্দের আশ্বিন মাসে ইনি কলিকাতা মহানগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ৺ হরকুমার ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইনি হিন্দুকলেজে ইংরেজি ভাষা অধ্যয়নার্থ প্রবিষ্ট হন। ভূগোল, ইতিহাস ও বংশাবলী প্রভৃতি পড়িতে ইহাঁর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, এখনও সেই অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে 'ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত' নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্রগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ১৮৫৭ অব্দে তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তের বৎসর বয়সের সময় ইনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া একাধিক্রমে ছয় বৎসর কাল সংস্কৃত সাহিত্যাদি পাঠ করেন। ইনি নয় বৎসর কাল হিন্দুকলেজে পাঠ করিয়া, মস্তকের পীড়া নিবন্ধন ডাক্তারের পরামর্শ ক্রমে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। পাঠদ্দশায়ই ইহাঁর বাঙ্গালা রচনা লেখার প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। ইনি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বেলগাছিয়ার রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া মুক্তাবলী নামক এক খানি নাটক রচনা করেন, উহা সম্প্রতি পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহাঁর পক্ষী প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ। ইনি পারা ও আর দুই এক জাতীয় পক্ষীর শব্দ শুনিয়া তাহার শরীরের বর্ণ নির্ণয় করিতে পারেন। ইনি বলেন, এরূপ নির্ণয় করিতে পারা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পক্ষীর স্বর দূর হইতে শ্রবণ করিয়াও তাহাদিগের

স্বরের পার্থক্যানুসারে তাহাদিগের জাতি নির্ণয় করা যায়, সেইরূপ এক জাতীয় অথচ ভিন্ন বর্ণের পাখীর যে কিঞ্চিৎ স্বরবৈলক্ষণ্য আছে তদ্দ্বারা তাহাদিগের বর্ণ নির্ণয় করা যাইতে পারে ; ইহাতে কেবল কর্ণের এক মাত্র দীক্ষা আবশ্যক করে। পক্ষ্যাদির প্রতি অনুরাগ নিবন্ধন ইনি প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন।

যে কার্য্যের দ্বারা রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর জন সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, সেই সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা ইনি ষোল বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আরম্ভ করেন। এই সময়ে ইহাঁর পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। ইহাঁর কোষ্ঠিতে লিখিত আছে, ইনি সঙ্গীত শাস্ত্রে সুদক্ষ হইয়া জন সমাজে প্রচুর খ্যাতি লাভ করিবেন। কোষ্ঠির নির্দ্দেশ বাক্য যাহাতে সফল হয়, এই অভিপ্রায়ে ইনি মহাষ্টমী দিবস আপনাদিগের বাড়ীর এক জন কর্ম্মচারীর নিকট একটী গদ শিক্ষা করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরামর্শ ক্রমে পরে রীতি পূর্ব্বক সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট গদ এবং লক্ষ্মী প্রসাদ মিশ্র নামক আর এক ব্যক্তির নিকট রাগের আলাপ শিক্ষা করেন। এই সময়ে ইনি মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া কিছু কাল পরে, ইনি সারঙ্গ রাগের গদ প্রস্তুত করিলেন। ইনি ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে ইংরেজি সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। এক জন জর্ম্মণ সঙ্গীত অধ্যাপকের নিকট ইনি ইংরেজি সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করেন। অধ্যাপক লাফোঁ সাহেবের নিকট ইনি সঙ্গীত বিজ্ঞান অভ্যাস করিয়াছেন। সুখের বিষয় এই, ইনি অধীত বিদ্যাকে কৃপণের সম্পত্তি করিয়া রাখিতেছেন না, অন্যকেও তাহার ফলভাগী করিতেছেন। ১৮৭১ অব্দে ইনি বঙ্গ-সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন ; তৎপর কলুটোলায় আর একটী শাখাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। এই উভয় বিদ্যালয়ের সমগ্র ব্যয় ভার ইনিই বহন করিতেছেন। বস্তুতঃ সঙ্গীত শাস্ত্র সঞ্জীবিত করিবার পক্ষে ইহাঁর ব্যয়ের ক্রটী নাই। ইনি বিস্তর ব্যয় ও অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে স্বয়ং অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং অন্যকে উৎসাহ, উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিয়াও দশ বার খানি গ্রন্থ প্রচার করাইয়াছেন। অপরের রচিত গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাও ইনি প্রদান করিয়াছেন; ইহাঁর নিজ রচিত গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত

রুয় খানিই প্রধান। যথা জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব, যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা, মৃদঙ্গমঞ্জরী, একতান, হার্ম্মোনিয়ামসূত্র, হিন্দু সঙ্গীত,(ইংরেজি) যন্ত্রকোষ, সঙ্গীত সারসংগ্রহ, ষড়রাগ। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকখানি ইংরেজি গ্রন্থ আছে। বাঙ্গালা সঙ্গীতে মাত্রা ব্যবহার রীতির (Notation) ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। ২৩ কি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এই মাত্রাব্যবহার রীতির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইনিই এদেশের সঙ্গীত শাস্ত্রের পুনর্জ্জন্মদাতা। কিন্তু আক্ষেপ এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ইহাঁর এই সংকীর্ত্তির পুরস্কার করেন নাই। আমেরিকার ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরের বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৫ অব্দে ইহাঁকে সঙ্গীত শাস্ত্রের ডাক্তার উপাধি প্রেরণ করেন। তৎপরে ইনি বিদেশ হইতে নিম্ন লিখিত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা,—লণ্ডনস্থ রয়াল আসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য, বেলজিয়মের বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধীয় রয়াল একাডেমির সভ্য, ফরাসি একাডেমির আফিসর এবং নরওয়ে ও সুইডেনস্থ রাজকীয় সঙ্গীত একাডেমির সভ্য। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর গুণের পুরস্কার স্বরূপ ফ্রান্স হইতে জয়পত্রের স্বর্ণালঙ্কার এবং জর্ম্মণীর সম্রাট হইতে তাঁহার ফটোগ্রাফ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনও তাঁহার ফটোগ্রাফ এবং Fables in Song নামক একখানি গ্রন্থ ইহাঁকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। ইনি অতিশয় শিষ্টাচারী, ইহাঁর মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃশ্রদ্ধা অতিশয় প্রবল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৮ অব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতা মহানগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সুবিখ্যাত ডাক্তার ৺ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি বাল্যকালে দুই এক বৎসর একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পাঠকরিয়াছিলেন, তৎপর পেরেণ্টাল একেডেমিক ইনিষ্টিটিউসন অর্থাৎ ডফটন কলেজের স্কুল বিভাগে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত প্রবিষ্ট হন। যখন ইনি উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, তখন একটীও ইংরেজি কথা জানিতেন না। অথচ তথাকার অপর সকল বালকই ইউরোপীয় বা ইউরেসীয়। ইউরেসীয় বালকের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক ছিল, তাহারা সর্ব্বদা ইংরেজিতে কথা বার্ত্তা কহিত এবং ইহাঁকে সর্ব্বদাই বিরক্ত ও অপমানিত করিত। এই নিমিত্ত ইহাঁকে তথায় নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত। তথাপি ইনি কখনও বিদ্যালয়ে যাইতে বিরত হন নাই। এমন কি, হিন্দু পর্ব্বাদিতেও ইহাঁদিগের বিদ্যালয় বন্ধ হইত না। ইনি পর্ব্বদিনেও নিয়মিত রূপে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন,

দুর্গোৎসবের সময়ে পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইতে ক্ষান্ত হন নাই। ইনি যখন যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছেন, সর্ব্বত্রেই এক জন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং প্রতি বৎসরেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৬২ অব্দে ইনি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতগুলি নির্দ্দিষ্ট অংশের অতি উৎকৃস্ট রূপ পরীক্ষা প্রদান করিয়া একটী রৌপ্যপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। এই পরীক্ষা উক্ত বিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্রেরই প্রদান করিবার অধিকার ছিল। ১৮৬৩ অব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় ইনি বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে লাটিনে পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। এই বৎসরই একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে ইহাঁর ইংরেজি রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় আর এক রৌপ্যপদক এবং লাটিন ভাষায় একটী রচনার নিমিত্ত কতগুলি পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৬৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ১৮৬৯ অব্দে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা প্রদান করিয়া ৩৩০ জন ছাত্রের মধ্যে অষ্টাত্রিংশ স্থানীয় হন। কিন্তু ইহাঁর পরীক্ষাদানের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এই সন্দেহ করিয়া দুই মাস পরে সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরেরা ইহাঁকে সিবিলসর্ব্বিসের অনধিকারী জ্ঞান করেন। ইনি কুইন্স বেঞ্চে আপিল করিয়া এই অন্যায় আজ্ঞা রহিত করাইয়াছিলেন। ১৮৭১ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইনি সিবিলিয়ান হইয়া স্বদেশে পুনরাগমন করেন এবং শ্রীহট্টের আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে বরিত হন। ইনি বিভাগীয় সমুদয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৩ অব্দের জানুয়ারি মাসে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করেন। অতি অল্প ব্যক্তিকেই এত শীঘ্র এইরূপ গুরুতর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ইনি শ্রীহট্টে অতি সদ্বিচারক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এখনও অনেকে ইহাঁর বিচার দক্ষতার প্রশংসা করিয়া থাকে। আক্ষেপ এই ১৮৭৩ অব্দের আগস্ট মাসে ইহাঁর বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত হয় যে, ইনি আপনার বার্ষিক কার্য্য বিবরণে মিথ্যা লিখিয়াছেন। এই বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন নিযুক্ত হয়, কমিসনরেরা ইহাঁকে অপরাধী স্থির করেন। ইনি ১৮৭৪ অব্দের মার্চ্চ মাসে কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন। ইহাঁর প্রতি যে অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে, ইনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তাহা সম্পূর্ণ রূপে অবগত হওয়া

য্যয়। এদেশীয় সংবাদপত্র মাত্রেই এই অন্যায় বিচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই অন্যায় বিচারের বিষয় অবগত হইবামাত্রেই ইনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট আত্ম পক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু তিনি ইহাঁর কোন কথাই শুনিতে সম্মত হন নাই। ইনি বারিষ্টার হইবার নিমিত্ত অধ্যয়ন সমাপন করিয়াছিলেন কিন্তু এই অন্যায় কলঙ্ক নিবন্ধন ইহাঁর সে অধিকারও প্রদান করা হইল না। ইনি ১৮৭৫ অব্দের জুলাই মাসে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

সিবিলিযনের পদ হইতে বিচ্যুত হওয়া ইহাঁর নিজের আর্থিক ক্ষতির কারণ হইলেও দেশের প্রকৃত মঙ্গল জনক হইয়াছে। ইনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াই দেশহিতকর নানাবিধ কার্য্যে সংলিপ্ত হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান লিগ সভা সংস্থাপনের ইনিই এক জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ভারত সভা (Indian Association) ইহাঁর এবং শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর যত্ন উদ্যোগ ও অর্থসাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সভার যাহা কিছু উন্নতি দৃষ্ট হয়, ইহাঁর পরিশ্রমই তাহার মূলীভূত কারণ বলিতে হইবে। বঙ্গের ভাবী আশাস্থল, ছাত্র মহলেও ইহাঁর বিলক্ষণ প্রভুত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইনি তাহাদিগের এক প্রকার প্রধান নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ১৮৭৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইনি করদাতাদিগের নির্ব্বাচনানুসারে কলিকাতার মিউনিসিপল কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরই প্রস্তাবক্রমে, সভাপতির বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালির মধ্যে ইনি এক জন প্রধান বাগ্মী বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁর কয়েকটী বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি এক প্রকার রাজনৈতিক প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি ভারতসভার প্রতিনিধি হইয়া সিবিলসর্ব্বিসের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার নিমিত্ত পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। ইনি যেখানে গিয়াছিলেন সর্ব্বত্রই সফলতা লাভ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ভারতের সীমা হইতে সীমান্তরে ঐক্যবন্ধন ও এক জাতিত্ব-ভাব উদ্দীপনার সম্ভাবনা হইয়াছে। যদি এই শুভকর সম্মিলন ঘটিয়া উঠে ইনি এবং ভারত সভা উভয়েই চিরস্মরণীয় হইবেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ ইনি হুগলি জিলার অধীন ভুরসিট্ট পরগণার অন্তর্গত গুলিটা নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ কৈলাস চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ইনিই তাঁহার প্রথম পুত্র। নয় বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইনি মাতুলালয়ে থাকিয়া গ্রামের পাঠশালায় লেখা পড়া করিতেন। তৎপরে মাতামহের

সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া খিদিরপুরে তাঁহার বাসা বাটীতে থাকিয়া হিন্দু কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং তথায় একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য হন; এই স্থানে জুনিয়ার ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৮ অব্দে সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দান সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। ইনি একত্রে উভয় পরীক্ষাই প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। এক বৎসর কাল তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া অবস্থার প্রতিকূলতা নিবন্ধন ইনি কলেজ পরিত্যাগ করতঃ মিলিটরিঅডিটরজেনারলের অফিসে৩০টাকা বেতনে কেরাণী নিযুক্ত হন। উক্ত বৎসরই কর্ম্মস্থল হইতে বি এ পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে দ্বিতীয় হইলেন। বি, এ প্রাপ্তির অল্প পরেই ইনি কলিকাতা ট্রেনিংস্কুলে প্রধান শিক্ষকতা পদে ৫০টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া ইনি ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়ন-করিতে আরম্ভ করেন; নিয়মিত কালের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিন বৎসর পর বি এল পরীক্ষা প্রদান করেন। বি,এল উপাধি প্রাপ্তির পর কিছু দিন হাবড়ায় ও শ্রীরাম পুরের প্রতিনিধি মুন্সেফের কার্য্য করেন। এই সময়েই ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ইনি ১৮৬২ অব্দে আগষ্ট মাস হইতে হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, এক্ষণে ইনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল।

বাল্যকাল হইতেই কবিতা পাঠের প্রতি ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইনি সচরাচর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে মাতামহকেও পড়িয়া শুনাইতেন। জুনিয়ার ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার তিন বৎসর পূর্ব্বে ইনি একটী কবিতা লিখিয়া হিন্দু কলেজের পণ্ডিতকে দেখাইয়াছিলেন; তিনি উক্ত কবিতার সুখ্যাত করেন। তদবধি ইনি প্রভাকরে এক একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেন; সম্পাদক ও মুদ্রিত করিতেন। শিক্ষকতাস্থায় ইনি চিন্তা তরঙ্গিনী নামক, ক্ষুদ্র গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। মুন্সেফি অবস্থায় বীর বাহু কাব্য প্রকাশিত হয়। তৎপর যে সকল খণ্ড কবিতা লিখিয়াছেন তাহা একত্রিত করিয়া কবিতাবলী গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। বৃত্রসংহার প্রথম ভাগ ১২৮১ সালে প্রকাশিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ভাগ সম্প্রতি মুদ্রিত হইতেছে। ইহাঁর রচিত খণ্ড কবিতা গুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইনি জীবিত কবিদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গণ্য। তবে অনেকে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনকেও ইহার সমকক্ষ বলেন। ইহাঁর রচিত সুপ্রসিদ্ধ ভারত সঙ্গীতের বীর গম্ভীর নিনাদ বাঙ্গালির দুর্ব্বল হৃদয় তন্ত্রে চির দিন সমান ভাবে বাজিবে এবং কে বলিতে পারে যে, ইহার পরিণাম ফল কি দাঁড়াইবে।

পরিশিষ্ট।

ব্রাহ্মসমাজ—১৭৩৭ শকে রাজা রামমোহন রায় আত্মীয় সভা সংস্থাপন করেন। এই সভায় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদকশ্লোক পঠিত ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত কিন্তু এই সভার অধিকাংশ সভ্য ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন না, পরে ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে প্রকাশ্য রূপে ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত যোড়াসাঁকোস্থিত কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫১ অব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ নির্ম্মিত হইলে তথায় ব্রাহ্মসমাজ স্থানান্তরিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে পৌত্তলিকদিগের অনেকে অতিশয় শঙ্কিত হন এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের উদ্যানে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হয়। প্রতিপক্ষদিগের প্রতিকূলতায় ব্রাহ্মসমাজের যে ক্ষতি না হইয়াছিল, ১৭৫২ শকে রামমোহন রায় বিলাত গমন করিলে ততোধিক ক্ষতি ও দুরবস্থা হইল। যদি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ইহার রক্ষা-ভার গ্রহণ না করিতেন, তবে ইহার যে কি দুর্গতি হইত, তাহা বলা যায় না। ১৭৬৩ অব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়াতে, তাঁহার পূর্ব্ব সংসৃষ্ট তত্ত্ববোধিনী সভাও ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্মিলিত হইল। ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের সুদক্ষ লেখনী বলে এই পত্রিকা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও পরিশুদ্ধ জ্ঞান বহুল পরিমাণে জন সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়াছে। এই সময়েই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের রীতি প্রচলিত হয়। ১৮৬৫ শকের পৌষ মাসে বিশ ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৭৬৮ শকে বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করা হয়। ১৭৭২ শকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বীজ সম্বলিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া গেলে তাহার সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে সমর্পিত হয়। এই সময়েই শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। এই উভয় ব্যক্তির পরস্পর সহযোগিতায় ব্রাহ্মসমাজের আর এক নূতন অবস্থা উপস্থিত হয়। উক্ত ১৭৮১ শকে ব্রাহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় এবং তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণাদি ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ প্রদান আরম্ভ হয়। এই অবধি সহজ জ্ঞান ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মের ভিত্তিমূল বলিয়া স্বীকৃত হইল। সম্ভবতঃ ১৭৮৩ শকে সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই

সভার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। এমন কি, এই সভাই ব্রাহ্মদিগের বাক্যের ও কার্য্যের একতাসাধন করিয়াছে। এই সভার সভাগণ জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রচলন করেন। ১৭৮৫ শকে এই সভার উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বমী প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। এই সময়েই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রচারিত এবং অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ হয়। ১৭৮৬ শকের ভাদ্র মাসে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত প্রথম অসবর্ণ বিবাহ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বিরোধ উপস্থিত হয়। শেষোক্ত মহাশয় ট্রষ্টির ক্ষমতানুসারে ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত অধিকার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ১৭৮৬ শকের ১৫ই কার্ত্তিক প্রতিনিধি সভা সংস্থাপিত হয়। মধ্যে সভার কার্য্য এককালে স্থগিত হইয়াছিল; বর্ত্তমান বর্ষের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ এই সভা শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর বিশেষ উদ্যোগে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত ১৭৮৬ শকের ফাল্গুন মাসে প্রচার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতেই নব্য ও প্রাচীন ব্রাহ্মেরা দুই স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হইলেন। ১৭৮৮ শকের কার্ত্তিক মাসে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। এই সময়ে প্রচারকগণ নানা দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রেরিত হন। কিন্তু আক্ষেপ এই, ইহার অনতিব্যবহিত কাল মধ্যেই ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে নরপূজার অভিযোগ উপস্থিত হয়। এই বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেলে পর, ১৭৯১ শকের ৭ই ভাদ্র দিবসে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরই কেশবচন্দ্র সেন বিলাত যাত্রা করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতসংস্কার সভা সংস্থাপন করেন। ১২৭৭ সালের মাঘ মাসে ব্রহ্ম মন্দিরের প্রকাশ্য স্থানে ব্রাহ্মিকাদিগকে বসিবার আসন দান লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা নিবাসী আর যে সকল ব্রাহ্ম প্রকাশ্য স্থানে আসন প্রাপ্তির সপক্ষ ছিলেন, তাঁহারা এই অধিকার প্রাপ্ত না হওয়ায় একটী পৃথক উপাসনালয় সংস্থাপন করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এই বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায় ব্রাহ্মিকারা প্রকাশ্য স্থানে বসিবার আসন প্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মসমাজ কেবল ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নানা প্রকার সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্ত্তন সাধনও করিতেছেন। ব্রাহ্ম-

সমাজের যত্নে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির ক্রমোন্নতি হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের দ্বারাই বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রতিষেধ এবং অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইতেছে। বিধবা বিবাহেও ব্রাহ্মদিগেরই অধিক উৎসাহ এবং যত্ন। ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদিগের নিকট ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ এক বিস্তৃত অধ্যায় মধ্যে পরিগণিত হইবে।*

সিবিল সর্ব্বিস।

পূর্ব্বে সিবিল কর্ম্মচারী দিগকে প্রতিযোগিতার পরীক্ষা প্রদান করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইত না। ভদ্রবংশ হইতে কতক লোক নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া তাহাদিগকে কিছু দিন হেলিবরি কলেজে শিক্ষা প্রদান করা হইত এবং তাঁহারাই শেষে সিবিল কর্ম্মচারী হইয়া এদেশে আসিতেন। ১৮৫৪ অব্দে এই নিয়ম রহিত করিয়া সাধারণ প্রতি যোগিতার পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। তদবধি সর্ব্ব সাধারণ লোকের পক্ষে সিবিল সর্ব্বিসের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ১৮৫৪ অব্দেই এদেশীয় দিগের প্রবেশাধিকারের নিয়ম হয় নাই। উক্ত বর্ষে সর চার্লস উড (এক্ষণে লর্ড হালিফাক্স যে এক কমিটী নিযুক্ত করেন, তাহাদিগের প্রদত্ত বিজ্ঞাপণীতে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। লর্ড মেকলে এই কমিটীর প্রধান নিয়ন্তা ছিলেন। যদিও ঐ বিজ্ঞাপণীতে ভারতবর্ষীয় দিগের কোন কথাই উল্লিখিত না থাকুক, তথাপি উক্ত বিজ্ঞাপণীতে সাধারণতঃ অতি উদার ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিজ্ঞাপণীকে ভিত্তিমূল করিয়া অদ্যাপি সিবিল সর্ব্বিস সম্বন্ধে অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। কেবল কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের বা বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এই অধিকার প্রদত্ত হয়, উক্ত বিজ্ঞাপণীর এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল না, সাধারণ ভাবে সকল স্থানের এবং সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তি দিগকে সমান অধিকার প্রদানার্থই উহা সূচিত হয়। ১৮৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত এই নূতন প্রবর্ত্তিত পরীক্ষা গ্রহণের ভার ইণ্ডিয়া বোর্ডের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। উক্ত অব্দে ইণ্ডিয়া বোর্ডের তাৎকালিক সভাপতি লর্ড এলিনবরা এই পরীক্ষার ভার ইংলণ্ডের সিবিল সর্ব্বিস কমিসনর দিগের হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগেরও এই পরীক্ষা

---

* এই বিষয়টী বিস্মৃতিক্রমে যথাস্থানে প্রকাশিত হয় নাই।

প্রদানের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের ১৮৫৯ অব্দের বিজ্ঞাপণীতে এ বিষয়ের উল্লেখ করেন। তাঁহারা বলেন, "ইহা বিলক্ষণ সম্ভব যে ভারতবর্ষীয়েরাও এই পরীক্ষা প্রদানার্থ অনতি দীর্ঘ কাল মধ্যেই প্রস্তুত হইবে। এমন কি, আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি যে, তাহাদিগের কোন্ কোন্ যুবক এ দেশে আসিয়া এই পরীক্ষা দানের উপযোগী উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় মেডিকেল সর্ব্বিসে একাধিক ব্যক্তি উত্তীর্ণ হওয়ায় তাহাদিগের সঙ্গত পরিমাণে আশাও জন্মিয়াছে। গ্রীক ও লাটিন ভাষার পরীক্ষায় এ দেশীয় ছাত্রদিগের যে পরিমাণ সুবিধার সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগের তাদৃশ নাই, কিন্তু এই অসুবিধা তাহাদিগের সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় অধিকতর ব্যুৎপত্তির দ্বারা অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইতে পারে"। কমিসনরেরা তাঁহাদিগের বিজ্ঞাপনীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়ায় ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ ইংলণ্ডীয় যুবক মণ্ডলীর সহিত সিবিল সর্ব্বিসের প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দানে পারগ হইবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইবে।

১৮৫৯ অব্দে বোম্বাই নিবাসী একজন পার্সী সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দানার্থ প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁহার পরীক্ষা দানার্থ উপস্থিত হইবার অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে পরীক্ষার্থী দিগের বয়সের ঊর্দ্ধতন সীমা ২৩ বৎসর হইতে ২২ বৎসর করা হয়। সুতরাং তিনি পরীক্ষা দান করিতে অসমর্থ হন। ১৮৬২ অব্দে আর এক জন পার্সী পরীক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৬৩ অব্দে শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই পরীক্ষায় কৃত কার্য্য হইয়া সিবিল সর্ব্বিসে প্রথম প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরেই সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরেরা কতগুলি নূতন পরিবর্ত্তন করেন, তদ্দ্বারা এ দেশীয় লোক দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করার পথে কতক পরিমাণে কণ্টক নিক্ষেপ করা হয়। পূর্ব্বে সংস্কৃত ও আরব্য ভাষার নম্বর ৫০০ শত ছিল, এই সময়ে তাহা কমাইয়া ৩৭৫ নির্দ্দেশ করা হইল, অথচ গ্রীক ও লাটিনের নম্বর পূর্ব্ববৎ ৭৫০ই রহিয়া গেল। পূর্ব্বে পরীক্ষার্থী দিগের বয়সের সীমা ২৩ বৎসর ছিল, পরে ২২ বৎসর করা হয়; এই সময়ে তাহা আরও কমাইয়া ২১ বৎসর করা হইল। সংস্কৃতের নম্বর না কমাইলে ১৮৬৪ অব্দে শ্রীযুত মনোমোহন ঘোষ উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন।

১৮৬৫ অব্দে লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটী এই অন্যায়াচরণের বিষয় ভারতবর্ষের তাৎকালিক ষ্টেট্‌স সেক্রেটরি আরল ডি গ্রে এণ্ড রিপনের নিকট উপস্থিত করেন, কিন্তু তিনি ইহার এই উত্তর প্রদান করেন যে, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার তিনি বিশেষ কারণ দর্শন করিতেছেন না। যাহা হউক এইরূপ অন্যায়াচরণ সত্ত্বে ও ক্রমে ক্রমে ৮।৯ জন ভারতবর্ষীয় এই পরীক্ষা প্রদান করিয়া সিবিল সর্ব্বিস প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে আর ছয় জন বাঙ্গালি এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৮৬৯অব্দে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারিলাল গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তীর্ণ হন এবং তন্মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত দ্বিতীয় হইয়াছিলেন। তৎপর বর্ষে শ্রীযুক্ত আনন্দ রাম বড়ুয়া পরীক্ষার কৃতকার্য্য লাভ করেন। তাহার পর ১৮৭১ অব্দে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং ১৮৭২ অব্দে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিবিল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি বর্ত্তমান ষ্টেটস সেক্রেটরি লর্ড সল্‌সবরি পরীক্ষার্থীদিগের বয়সের উচ্চসীমা ১৯ বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারত সভা (Indian Association) উদ্যোগী হইয়া এদেশীয়দিগের দ্বারা এই বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রমের সীমা ১৯ বৎসরের পরিবর্ত্তে ২২ বৎসর নির্দ্দেশ করা হউক এবং সিবিল সর্ব্বিসের প্রথম পরীক্ষা ইংলণ্ডের ন্যায় এখানেও গৃহীত হউক। এই উপলক্ষে কলিকাতার টাউনহলে এক অতি বৃহৎ সভা আহুত হইয়াছিল। এত বড় সভা আর কখনও এখানে হয় নাই। এই আন্দোলন কেবল কলিকাতায়ই বদ্ধ রয় নাই। ভারতসভা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রতিনিধি পাঠাইয়া লাহোর, অমৃতসহর, দীল্লি, আগ্রা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলাহাবাদ আলিগড়, প্রভৃতি স্থানে এই আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। উহার প্রত্যেক স্থানে এই বিষয়ে ভারতসভার সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত এক একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ভারতসভা কেবল এই জাতি সাধারণ আন্দোলন উপস্থিত করেন নাই, ভারতের একতা বিধানেরও সূত্রপাত করিয়াছেন। ভারতসভা এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিবেন।